# তিব্বে নববী الطبّ النبوي

## [মহানবীর (স) চিকিৎসা ]

মূল : ইমাম ইবনে কাইয়ুম আল-জাওযিয়াহ

অনুবাদ : অধ্যাপক ডা.এন এ কামরুল আহসান

بسم الله الرحمن الرحيم

## ভূমিকা

প্রাক-ইসলামিক আরবদের গ্রিক-রোমান চিকিৎসা ঐতিহ্যের সংস্পর্শে আসার আগে (৫৭০-৬৩২) নিজস্ব চিকিৎসার জ্ঞান ও পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কিছু প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক ইসলামিক চিকিৎসকের নাম জানা যায়, যদিও তাদের জ্ঞানের সামান্যই এখন আছে।আবার এইদিকে গ্রীক দর্শনের উপর ভিত্তি করে আরবি ঔষধের মৌলিক ভিত্তি ছিল পারস্যের গন্ডেস্চাপুরের দার্শনিক-ধর্মতাত্ত্বিক চিকিত্সা অনুষদ , যা ৫৫৫ সালের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।পারস্য হেলেনিক দর্শণে গড়ে উঠেছিল এ অঞ্চলের চিকিৎসা তত্ব। এ একাডেমীর সাথে আরবেদর যোগাযোগ গড়ে উঠে ছিল প্রাক-ইসলামিক ও প্রাথমিক ইসলামিক সময় থেকে। ।নবীর(স) সমকালীন আরবী বিখ্যাত চিকিৎসক হারিছ বিন খালাদা আত-তাকাফি (৬৩৪-৩৫) গন্ডস্চাপুরের এই একাডেমীর পরিচিত ছিলেন এবং পারস্য সম্রাটের সাথে যোগাযোগ ছিল। প্রাচীন আরবের সাথেও বিভিন্ন ভাবে পারস্য এর যোগাযোগ ছিল।

মহানবী (স) এর অন্যতম সাহাবী আবু হোরাইরা (রা) বলেন:”আমি যখন ঘুমিয়েছিলাম রাসূল (স) আমাকে দেখলেন। আমি পেটের ব্যাথায় মোচড়াচ্ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, “তোমার পেটে কি ব্যাথা? ["فقال: أَشِكَمَتْ دَرْدُ"] “ আমি বললাম, “হ্যাঁ “। তখন তিনি বললেন, “ওঠ! ও নামায পড়, নিশ্চয়ই নামায নিরাময়” । অন্য বর্ণনায় "يعْنِي تشتَكي بطنك ب الفارسية" তিনি ফার্সি শব্দযোগ বললেল, তোমার পেটে কি ব্যাথা? " [ফার্সি ‘সিকাম’ অর্থ পেট, আরবীতে ‘বাতন’]

“ এ হাদিস থেকে জ্ঞানীদের দুটি জিনিস শেখার আছে। প্রথম:রাসূল (স) ফার্সি বলতে পারতেন। দ্বিতীয় :ইবাদত হৃদয়, পাকস্থলি ও অন্ত্রের ব্যথা দূর করতে পারে। “(তিব্বে-নববী :- আল্লামা জালাল উদ্দিন সয়ূতি)

প্রাচীন আরবে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা হিসাবে' সিংগা' এর প্রচলন ছিল।আল্লামা সয়ূতী সিংগার উৎপত্তি পারস্যের ইস্পাহান বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর বই 'তিব্বে নববী'তে। মহানবী (স) এর সাহাবী হযরত আনাস (রা) তৎকালীন চিকিৎসকের কথা উল্লেখ করেছেন। সহাবী হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন নবী (স) তাঁর এক অনুসারীকে চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক পাঠিয়েছেন। তিনি তার চিকিৎসা (গরম লোহার দাগ দিয়ে) করেছিলেন (সহীহ মুসলিম) ।রোগ নিরাময়ে 'গোসল' অনুশীলনের উৎপত্তির কথা জানা যায় না। তবে ইহুদী জাতির মধ্যে নিরাময়ে সমূদ্রে গোসলের প্রথা চালু ছিল।

'আরবে ইসলামী সভ্যতার উন্মেষের পর (৬০০) যে ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল এবং ইসলাম পরবর্তীতে যা সমৃদ্ধ করেছিল তা প্রাক-ইসলামের আরব চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ইসলামের সভ্যতা-আচারের বুনিয়াদ হিসাবে কাজ করেছে প্রাক-ইসলামিক ব্যবস্থায়। এ ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল উদ্ভিদ ভিত্তিক (Phylotheraputic) ঔষধী ও নিরাময় – উপকরণ যেমন, দাগ (كيّ) ,সিংগা ( حجامة ), হাড় জোড়ান ও ছোট শৈল্য চিকিৎসা ।

রাসূল (স) এর চিকিৎসার বিধান, আরবে প্রচলিত অন্যান্য জীবন দর্শন, আচার-আচরন, রীতি-নীতির মতই, চিকিৎসা – ঔষধ ও রোগ নিরাময় দর্শনের , জ্ঞান ও প্রয়োগ পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়। কিছু নিষিদ্ধ করা হল , যা অতিরিক্ত তা যথাযত করা হল (যেমন দাগের ব্যাপক প্রয়োগ) এবং যা নির্দোষ তার অনুমতি দেওয়া হল। এভাবেই গড়ে ওঠে 'নবীর ঔষধ ও চিকিৎসা ' যা এখনও আরব ভূখন্ড ছাড়াও সারা দুনিয়ায় চালু রয়েছে। আর তা মুসলিম মণিষীরা তাঁদের গ্রন্থের ও স্মৃতির মাধ্যমে অক্ষয় করে রেখেছেন।

প্রাকৃতিক ঔষধী র পাশাপাশি, শেখান দোয়া, বিভিন্ন অনুমোদিত অনুশীলন নিয়ে 'নবীর চিকিৎসা ' এক নতূন দর্শন-প্রয়োগ পদ্ধতি আবরদের দিয়ে মানব জাতির সামনে উপস্থাপিত করে।

গ্রীক-রোমান সভ্যতার পতনের পর ৭ম শতাব্দী থেকে ইসলামের সম্প্রসারণে , ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, চীন পর্যন্ত বিশ্বের বিশাল অঞ্চল ইসলামী শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে গ্রীক-রোমান সভ্যতার পাশা পাশি অনান্য

এলাকার চিকিৎসা পদ্ধতি ও দর্শনের সমন্বয়ে ইসলামী রেনেসাঁর যুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতে এক নতুন 'আধুনিক' চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন হয়। আরবী > আরব – ফার্সি > আরব – ইসলামী 'আধুনিক চিকিৎসার ' সূচনা হয়। ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত এটা চলে। ইসলামী আদর্শের আলোয় রূপান্তরিত 'আবরীয় চিকিৎসা' যা এ সময়ের মধ্যে পারস্যের হেলেনিক চিকিৎসা তত্ত্বের সংস্পর্শে এসে 'আধুনিক চিকিৎসা' বিদ্যায় পরিণত হয়ে সারা বিশ্বে প্রচলিত হয়। পরাজিত পাশ্চাত্য সভ্যতা আরবী থেকে ল্যাটিন ভাষায় এটার চর্চা করতে থাকে। ভেষজীয় নিরাময় পর্যবেক্ষণমূলক চিকিৎসা বিধির নতুন নতুন সংযোজন সহ আরবী–ফার্সি চিকিৎসা, আরব–ইসলামী চিকিৎসা (আধুনিক) নাম নিয়ে পাশ্চাত্য ও বিশ্বে প্রাধান্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত হল। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যে পরিণত হল।

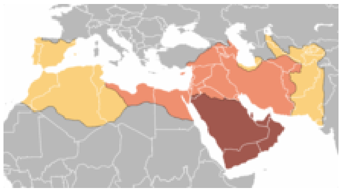

- প্রথম খলিফার সময় ইসলামী বিশ্ব, ৬৩২–৬৬১
- উমাইয়া শাসনে ইসলামী বিশ্ব , ৬৬১–৭৫০

আরবী চিকিৎসা ( বা নবীর চিকিৎসা) শুধু মাত্র ব্যবহারিক ঔষধবিজ্ঞানে সীমাবদ্ধ থাকল, যা আজও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিকল্প পদ্ধতির হিসাবে প্রচলিত আছে, যার চিকিৎসা - তত্ত্বীয় ধারায় তৎকালীন গ্রীকো- হেলেনিক সংস্পর্শের সাক্ষর (মেজাজ তত্ব) বহন করে। শুধু হাদিস গ্রন্থ সমূহে নবীর চিকিৎসা ও অনুশীলনের বর্ণনা অক্ষয় রয়েছে। তৎকালীন পারস্যের কিছু ধর্মতত্ববীদও 'তীব্বে নববী', নামে ইসলামের একত্ববাদের আদর্শে পুণগঠিত 'আরবী চিকিৎসা ' তাঁদের লেখনীতে ধরে রাখেন। এ রকম ৭জন লেখকের গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। প্রায় সবগুলির অস্তিত্ব এখন শুধু মাত্র যাদুঘরে। সম্ভবতঃ দুটি প্রকাশনায়ই, ইমাম কাইয়ুম জাওজিয়া (১২৯২ – ১৩৫০) ও আল্লামা জালালুদ্দিন সয়ুতী (১৪৪৫–১৫০৫) পাওয়া যায়।

১৭ ও ১৮ শতাব্দী পর্যন্ত এই আধুনিকতা অব্যাহত ছিল। প্রায় ৬০০শত বৎসর পর ইউরোপের বিপ্লবের সাথে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব নিয়ে আসে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োগ – পদ্ধতির বিভিন্ন ধারনা ও পর্যবেক্ষণ । ইউরোপের বিপ্লব জন্ম দেয় নতূন আধুনিকতার। বিজ্ঞানের অনান্য দিকের সাথে সূচনা হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও বর্তমান যুগ, নতূন আধুনিকতা। হারিয়ে যায় মধ্যযুগীয় (৫ম–১৫শ শতাব্দী) ইসলামী চিকিৎসা বিজ্ঞান। হেলেনীয়-গ্রিকোরোমানীয়-ইসলামী চিকিৎসা বিজ্ঞানের তত্ব বিলুপ্ত হয়ে আবার নতূন তত্ব ও অনুশীলনে নিয়ে উপস্থিত 'আধুনিক চিকিৎসার ' । জন্ম হয় বর্তমান যুগের 'ইলিমেন্টারী জীব তত্বের' ।

বিজ্ঞানের নতূন নেতৃত্ব, স্বর্ণযুগের মত মুসলিমদের হাতে না থাকলেও তিব্বে নববীর বিবরণ যেমন লেখনীতে মুসলিম জাতি ধরে রেখেছে তেমনি এর আদর্শ, দর্শণ, তত্ব ও অনুশীলনের সার্বজনীন আবেদনও অটুট রয়েছে।

পূর্বে উল্লেখিত ৭জন মনীষির মধ্যে বক্ষমান গ্রন্থটি ১৩/১৪ শতাব্দির(ইসলামী স্বর্ণ যুগের। পারস্যের, ঈমাম ইবনে কাইয়ুম আল জাওজিয়াহ (র) এর الطب النبوي ' তিব্বে নববী ' এর অনুবাদ। গ্রন্থে লেখন যেমন রাসূল (স) উদ্বৃতি দিয়েছেন তেমনি আল কোরানের বর্ণনা উল্লেখ করে, স্বাস্থ্য বিষয়ক মহানবী (স) এর নির্দেশণগুলির ব্যাখ্যা করেছেন।

আশা করি পাঠক চিকিৎসার ইসলামী তত্বে ও আধুনিক চিকিৎসা উপকরণ ব্যবহারে অধিক স্বচ্ছতা অর্জন করে উপকৃত হবেন। মহান আল্লাহ লেখকের উপর করুণা ও রহম করুন। আমিন।

এন এ কামরুল আহসান

ঢাকা।

২৮–০১–২০২১

,

# রোগের শ্রেনী

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে

**রোগের ধরন**

দু ' ধরনের রোগই মানুষকে (হৃদয়কে) আক্রমণ করে -এক, সন্দেহ ও ত্রুটি এবং দ্বিতীয়, লালসা ও বাসনা । উভয় কুরআনে করিমে উল্লেখ আছে। সন্দেহ রোগের বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন :

**فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً**

"তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি ( সংশয় আর কপটতা ) আর আল্লাহ তাদের রোগ-ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন । '' (2:10)
পাশাপাশি তিনি বলেন:

**....وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلًا...**

...যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা এবং কাফেররা বলে যে, আল্লাহ এর দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন?.. "(74:31)

যারা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে বিচার করতে অস্বীকার করে ,তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন –

**وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾**

এবং যখন তাদেরকে আল্লাহর ( আল কোরআন) ও তার রাসূল দিকে আহবান করা হয় ,বিচার করতে উভয়ের মাঝে,- তাদের একদল তা অস্বীকার করে এবং
মুখ ফিরিয়ে নেয় । তবে সত্য তাদের পক্ষে গেলে তারা স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর কাছে আসে।কোনও রোগ আছে কি তাদের অন্তরে? নাকি, তারা সন্দেহ করে বা ভয় করে না পাছে আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন, না, তারা নিজেরাই জালিম।"(24:48-50)
এটা সন্দেহ এবং ত্রুটির রোগ ।
আল্লাহ তাআলা এ ক্ষেত্রে ইচ্ছা ও লালসা( যা পরিনতিতে বড় পাপ,ব্যভিচারে গড়ায়) সম্পর্কে বলেছেন:

**يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ...**

হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। ' ' (33:32)

## শারীরিক রোগ যা দেহকে আক্রমণ করে

মহান আল্লাহ বলেছেন:

لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ...

' ' অন্ধের জন্যে দোষ নেই, খঞ্জের জন্যে দোষ নেই, রোগীর জন্যে দোষ নেই,.....(48:17)

এই আয়াতগুলি এমন রোগের উল্লেখ করে যা আক্রমণ করতে পারে যখন কোন ব্যক্তি হজ,রোজা বা অজু করে। এদের মধ্যে থাকে আত্মস্থ প্রজ্ঞা এবং
কুরআনের মাহাত্ম্য ও ঐশ্বরিক জ্ঞানের ইঙ্গিত ও তাদের জন্য এর যথার্থতা আর নির্ভরতার পূর্নাঙ্গ বোঝাপড়া ও বোধশক্তি ।

ঔষধ বিজ্ঞান তিনটি মৌলিক বিধিমালা নিয়ে গঠিত : সুস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, ক্ষতি এড়ান (যেমন প্রতিরোধ ক্ষমতার ক্ষতি ) ও শরীরের ক্ষতিকারক পদার্থ পরিষ্কার। আল্লাহতায়ালা এই তিনটি মৌলিক কথা উল্লেখ করেছেন হজের পালনের ,রোজা ও অজুর সঙ্গে জড়িত করে। যেমন:

.. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ...

অতঃপর তোমাদের মধ্যে যার, অসুখ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোজা পূরণ করে নিতে হবে। (2:184)

আল্লাহ তাআলা অসুস্থদের রোজা ভাঙ্গার অনুমতি দিয়েছেন কারণ তাঁদের অসুস্থতা । আল্লাহর অনুমতি রয়েছে পর্যটকদের রক্ষা করার জন্য তাদের অনশন ভঙ্গার এবং ভ্রমণের সময় তাদের স্বাস্থ্য এবং শক্তি সংরক্ষণ করার। ভ্রমণ প্রচণ্ড শারীরিক প্রচেষ্টার প্রয়োজনে শরীরের শক্তি টিকিয়ে রাখতে পুষ্টি প্রয়োজন। এ কারণে ভ্রমণকারীদের রোজা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে যাতে শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টি দিয়ে সরবরাহ করা যায়।
মহান আল্লাহ বলেন:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
...﴾2:196﴿

....যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোজা করবে কিংবা খয়রাত দিনগুলোর মধ্যে রোজা রাখবে তিনটি আর সাতটি রাখবে ফিরে যাবার পর। এভাবে দশটি রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে। এ নির্দেশটি তাদের জন্য, যাদের পরিবার পরিজন মসজিদুল হারামের আশে-পাশে বসবাস করে না।....

আল্লাহ তাআলা যারা অসুস্থ ও চুলে উকুন বা চর্মরোগে ভূগছেন তাদের মাথা কামিয়ে, যা সাধারণত নিষিদ্ধ, ইহরাম পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন। মাথা মুণ্ডন এই ক্ষেত্রে মাথার ক্ষতিকারক পদার্থ দূর করতে এবং এইভাবে অসুস্থ ব্যক্তি

পেতে পারবেন তার অসুস্থতা থেকে মুক্তি যা তাঁর চুলের কারণে হয়েছিল । এটা হল শরীরের ক্ষতিকারক পদার্থের পরিত্রান পাওয়ার উদাহরণ,যার বেশি অগ্রাধিকার ছিল (এভাবে অব্যাহতি)সাধারণ নিয়মের, ইহরাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডন না করার ।

দশটি জিনিস আছে যা শরীরে ক্ষতি হতে পারে যখন শরীরে জমা হয়, যদি না শরীর তাদের বিদুরিত করে :

1. রক্ত (যখন দুষিত) হয়,
2. শুক্রাণু (অত্যধিক হলে),
3. প্রস্রাব,
4. মল,
5. বায়ু,
6. বমি,
7. হাঁচি,
8. ঘুম,
9. ক্ষুধা ও
10. তৃষ্ণা ।

এই দশটি জিনিসের মধ্যে কোনটি যথাযথভাব বা পর্যাপ্ত না হয়, (যেমন ঘুমের ক্ষেত্রে),তারা বিশেষ ধরনের অসুস্থতা সৃষ্টি করবে । যখন আল্লাহ ক্ষতিকারক পদার্থ অপসারণের জন্য মাথা কামানো অনুমোদিত করেছন ,তাঁর বক্তব্য, তাঁর বান্দাদের অনুপ্রাণিত করে অন্য সৃষ্ট ক্ষতিকারক পদার্থ অপসারণের একই অভ্যাস অন্য অসুখে প্রয়োগ করতে।

কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয়ে আল্লাহতায়ালা বলেন –

..وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ..

...যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও....(4.43)

মহান আল্লাহ অসুস্থ ব্যক্তিকে পানির পরিবর্তে পরিষ্কার মাটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন পরিচ্ছন্নতার(অজু) জন্য , আর এই অনুমতি অসুস্থতার জন্য, পানি ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া থেকে বেঁচে যেন সে নামায কায়েম করে। এই আয়াতে করিমা নীতিমালা দেয় প্রতিষেধক বা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার (খাদ্য,পানি ইত্যাদি) যা শরীরকে ক্ষতিকারক পদার্থ থেকে রক্ষা করে যা গ্রহন করে বা তার শরীর উৎপন্ন করে ।

এই ভাবে আমরা দেখি মহান আল্লাহ, জোর দিয়েছেন মেডিসিন বিজ্ঞানের তিনটি মৌলিক নিয়মের, যা আমরা উপরে উল্লেখ করলাম।

আমরা এখন বেশ কিছু দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ দেব যা প্রমান করে যে নবীর(স)চিকিৎসা বিজ্ঞান ও পদ্বতি অন্য যে কোন পদ্ধতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও ব্যাপক ।
রোগের সঠিক প্রতিকার (আধ্যাত্মিক বা মানসিক) শুধুমাত্র নবীদের(আ),মহান আল্লার বাণী বাহকদের হাতে ঘটে। অন্তর বা হৃদয় তখনই প্রকৃত আরোগ্য লাভ করে যখন কেউ পালনকর্তার জ্ঞান এবং তাঁর নামের গুণাবলী, ব্যপ্তি ও তার আদেশ অবগত হয়ে ,নিজের অভিরুচি-ইচ্ছা পরিত্যাগ করে আল্লাহর পছন্দকে যে অগ্রাধিকার দেয় ও তাঁর অপছন্দ-নিষেধ সব সময় এড়িয়ে চলার নীতি গ্রহন করে ।
মানুষের জীবনের জন্য কোন স্বাস্থ্য বা সুস্থতা নেই ঐ পদ্বতি ছাড়া যা কেবল প্রেরিত পুরুষগণের(আ)পদ্ধতি দিতে পারে।

এটা মনে করা ভুল যে কেউ কখনো দেহ-মনের সুস্থতা আল্লাহর রাসূল (আ.)-এর নির্দেশনা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে অর্জন করা সম্ভব। ত্রুটি বা বিপত্তি তখনই হয় যখন পাশবিক কামনা ও ইচ্ছা পূরণ শক্তিশালী করে হৃদয়ের প্রকৃত সুস্থতা পাওয়ার চেষ্টা করা হয়।
এই ভাবে, হৃদয়-মন তার প্রকৃত সুস্থতা ও শক্তি অর্জন থেকে দূরে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে এতে অস্তিত্বই বিপন্ন হয়। যারা এই দুটির মধ্যে পার্থক্য করে না তাদের জীবন এবং স্বাস্থ্যের জন্য বা এর অভাবের জন্য দুঃখ করা উচিত। এ ধরনের মানুষদের জন্য আরও দুঃখ করা উচিত কেননা, সঠিক পথনির্দেশ হতে বঞ্চিত ও তারা পুরোপুরি ডুবে রয়েছে এক অন্ধকার মহাসাগরে।

## শারীরিক অসুস্থতার প্রতিকার দুই ভাগে বিভক্ত বিভক্তঃ

এক ধরনের প্রতিকার রয়েছে যা প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে, যা সব প্রজাতিরই আছে। এই ধরনের অসুস্থতা নিরাময়ের জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন নেই। এগুলি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঠান্ডা এবং ক্লান্তি।

দ্বিতীয়টির জন্য গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন এবং এটা রোগের প্রতিরোধ ,প্রতিকার এবং রোগীদের অবস্থা পরিবর্তন (প্রকৃতি) যা জ্বর, তাপ, ঠান্ডা, শুষ্কতা বা উভয় উপসর্গের সমাহার।

এই সব রোগে দুই কারণে হতে পারে : শারীরিক কারণ এবং শরীরের প্রকৃতি ও মজাজের পরিবর্তনের কারণ।
দুই ধরনের মধ্যে তফাত এই যে মেজাজের অসুস্থতা হয় শারীরিক কারন দূর হবার পর ,এর প্রভাব থেকে যায় ও মেজাজ বা প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। শারীরিক কারনে যে রোগের সৃষ্টি ,দৈহিক উপাদানের বিশেষ কারণে তা হয়। এই সব শারীরিক রোগের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে কারণ খোঁজা উচিত কারন, দ্বিতীয় অসুস্থতা এবং নিরাময় তৃতীয়।

গভীর চিন্তা ও সতর্ক বিশ্লেষণ প্রয়োজন রোগের ক্ষেত্রে যা বিভিন্ন অঙ্গের উপর প্রভাব ফেলে এবং পরিবর্তন ঘটায়, হতে পারে তা আকৃতির পরিবর্তন, গহ্বর সৃষ্টি, রক্তনালী, গঠন বিন্যাস,স্পর্শতা, সংখ্যা, অস্থি, ইত্যাদি।

যখন এই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ , যা সম্মিলিতভাবে গঠন করে শরীর, ঠিকভাবে কাজ করে তখন তা সমন্বিত ভাবে কর্মক্ষম বলে বলা হয়।অন্যথায়, তারা যথাযত সমন্বহীন ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলা হয়।
এই সমস্ত রোগ যার প্রভাবে অঙ্গের অবস্থার পরিবর্তন হয় তা, সাধারণ রোগের অন্তর্ভুক্ত যা শরীরের উপর প্রভাব ফেলে।
আমরা বলেছি, এই একই রোগ নেতিবাচকভাবে প্রকৃতি ও মেজাজ প্রভাবিত করে। এই ধরনের পরিবর্তন যা এ রোগের সঙ্গ আসে তা আট ধরনের, চার সহজ ধরনের এবং চার যৌগ ধরনের। সহজ ধরনের হচ্ছে ঠান্ডা, গরম, আদ্রতা এবং শুষ্কতা। যৌগিক ধরনের গরম এবং আদ্রতা, গরম এবং শুষ্ক,ঠান্ডা এবং আদ্রতা বা ঠান্ডা এবং শুষ্কতা। এই সব রোগের কারণগুলি হয় শারীরিক বা মেজাজের পরিবর্তনের কারণে যেমন আমরা বলেছি।

এছাড়া শরীরের তিনটি অবস্থা রয়েছেঃ স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক ও মধ্যবর্তী (স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকের মধ্যে)। শরীরের অবস্থা যখন স্বাভাবিক, শরীর সুস্থ থাকে। যখন অস্বাভাবিক হয় তখন শরীর অসুস্থ হয়, আর তৃতীয় অবস্থা এ দুইয়ের মাঝখানে। এক চরম অবস্থা তার চরম বিপরীত হয়ে ওঠে না মধ্য পর্যায় অতিক্রম না করে।

শরীরের অস্বাভাবিক অবস্থার অভ্যন্তরীণ কারণ রয়েছে যা দেহে ক্রিয়া করে।যেমন মেজাজের ভারসাম্যহীনতা যথা ঠান্ডা,গরম,আদ্রতা ও শুষ্কতা। এছাড়া অস্বাভাবিক অবস্থার বাহ্যিক কারণ রয়েছে যেমন জীবানু যা শরীরকে নাজুক পেয়ে করে।

শরীরের উপর সম্ভাব্য ক্ষতি হতে পারে- খারাপ মেজাজ, যা নিয়ন্ত্রিত নয় ,ফলে অসুস্থতা একটি অঙ্গ আক্রমণ করে, বা শরীরের সামগ্রিক ক্ষমতায় সাধারণ দুর্বলতা বা আত্মার দুর্বলতার কারনে(যা এমন ক্ষমতা রাখে)হতে পারে। শরীরের কোন উপাদানের বৃদ্ধি ,যা উচিত নয়, বা হ্রাস, যা উচিত নয় ,প্রাপ্ত হলে উভয় ক্ষেত্রেই শরীর অসুস্থতায় আক্রান্ত হতে পারে।অঙ্গ সমূহের অপরিহার্য সংযোগ বিচ্ছিন্নতাও রোগের কারন অথবা অঙ্গসমূহের অস্বাবিক সংযোগ যা যা উচিত

নয়, ঘটলেও রোগের কারন ঘটে।শরীরের ঐ সমস্ত অঙ্গের বৃদ্ধি,যা বাঞ্ছনীয় নয়,অথবা আকৃতি পরিবর্তন বা অবস্থানের পরিবর্তন হলেও শরীর অসুস্থ হতে পারে।

ডাক্তার পার্থক্য করতে সক্ষম হয় যা সংযুক্ত হলে শরীরের ক্ষতি করতে পারে এবং কি সংযুক্ত করা উচিত। ডাক্তার এটারও পার্থক্য করে কি কম বা বৃদ্ধি করলে ক্ষতি হতে পারে । ডাক্তার স্বাস্থ্য পুণঃরুদ্ধার বা যা সুস্বাস্থ্য সংরক্ষণে এবং রোগ এর প্রতিষেধক ব্যবহার করে রোগ ঠেকাতে বা সংশোধনমূলক পথ্য ব্যবহার করে সাহায্য করে । দেখবেন এই সব নির্দেশিকা আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্যে নবী(স) এর নির্দেশনা ও পরামর্শ সমূহে।

## মহানবী (স) নিজে ঔষধ ব্যবহার করতেন এবং তার পরিবার ও সঙ্গীদের জন্য নির্দেশ দিতেন

যে ধরনের ওষুধ নবী (স)আর তাঁর সঙ্গীরা নিতেন তা কোন রাসায়নিক মিশ্রণের (Pharmacopeia)মত নয়। বরং তাদের বেশির ভাগ ওষুধ শুধুমাত্র একটি উপাদানের ।অনেক সময় তারা অন্য কিছু পদার্থ মূল ঔষধকে সহায়তা বা এটিকে আরও ভাল স্বাদযুক্ত করতে গ্রহন করতেন। এই ছিল এবং এখনও এরূপ ব্যবহৃত হয় অনেক সংস্কৃতি-সভ্যতায় যেমন আরব, তুর্কি, ভারতীয় ও যাযাবর জাতি। রোমান ও গ্রীকরা,অন্য দিকে, পদার্থ বা প্রতিকারের মিশ্রণ ব্যবহার করে তাদের ওষুধে।

মেডিক্যাল বিশেষজ্ঞগণ একমত, যখন কোনও অসুস্থতা পুষ্টি এবং খাদ্যের সাহায্যে আরোগ্য করা যায়,সে ক্ষত্রে ওষুধ এড়িয়ে চলা উচিত । পাশাপাশি তাঁরা এতেও একমত, যখন শুধুমাত্র একটি পদার্থ বা উপাদান ব্যবহার করে প্রতিকার পাওয়া সম্ভব তখন যৌগিক পদার্থ ব্যবহার করা উচিত নয় । তাঁরা একমত,অধিক ঔষধ প্রয়োগে শরীরের ক্ষতি হবে । এটা এ জন্য যে ঔষধ আরোগ্যের জন্য কোন রোগের সন্ধানই পাবে না বা সংশ্লিষ্ট রোগের জন্য এটা উপযুক্ত নয় বা করতে পারে না। কিন্তু বাড়তি ঔষধ দেওয়ার ফলে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি হতে পারে।

সবচেয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার ঔষধ ব্যবহার একটি উপাদান ব্যবহার করেন । ব্যবহৃত ঔষধ রোগীর নিয়মিত খাবারের মত বা অনুরূপ হওয়া উচিত ।যে সংস্কৃতিতে এক বা মাত্র কয়েক ধরনের নিয়মিত খাদ্য গ্রহন করে থাকে, সাধারণত তাদের কম অসুখ বিসুখ হয়ে থাকে এবং তাদের যৌগিক ওষুধ ব্যবহার করা সমিচিন নয় ।
যারা শহরে থাকেন এবং যাদের খাদ্যাভ্যাস জটিল তাদের প্রয়োজন যেসব মিশ্র পদার্থের উপাদানের ঔষধের প্রয়োজন হয় যেহেতু এই ধরনের ওষুধ তাদের অসুখের উপযুক্ত । মরুভূমিতে যারা বাস করেন তাদের রোগ সাধারণত সহজ এবং এইভাবে সহজ ঔষধ তাদের জন্য উপযুক্ত । এই যুক্তিগুলো মৌলিক তথ্য যা চিকিৎসা পেশায় পরিচিতদের জানা।

নবীর(স)ঔষধের একটি খোদায়ী বা স্বর্গীয় উপাদান আছে । এই উপাদানটি কারনে , নবীর(স)ঔষধের সাথে নিয়মিত ডাক্তারদের ঔষধের তুলনা করা , নিয়মিত ডাক্তারের ঔষধ আর হাতুরে ডাক্তারের(যাযাবর,বেদূঈন)ঔষধের তুলনার অনুরূপ। সেরা মেডিকেল কর্তৃপক্ষ এই সত্যটিতে একমত, যেহেতু বিজ্ঞানের উৎকৃষ্টতা ফলাফলের তুলনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুপ্রেরণা, দর্শণ ও হাইপোথিসিসের(অনুমান) ফলমাত্র।
তাদের কেউ কেউ বলেছেন তাদের জ্ঞান অর্জিত হয়েছে যে রাষ্ট্র পশু-প্রাণীর উপর পরীক্ষা করে । যেমন তারা পর্যবেক্ষন করে বিড়াল একটি বিষাক্ত প্রাণী গিলে ফেলে এবং তারপর এটি প্রদীপের তেল চেটে বিষ নিষ্ক্রিয় করে । উপরন্ত তারা একটি সাপ পর্যবেক্ষণ যে তার চোখে এক রোগ আছে, সাপটি মৌরি গাছের পাতার(সুগন্ধী হলুদ রং এর শাখ জাতীয়)উপর চোখ মুছে এবং তার অবস্থার আরোগ্য হয় । উপরন্ত তারা কিছু পাখি পর্যবেক্ষণ করে, কোষ্ঠকাঠিন্যে এরা লোনা পানি(সমুদ্রের)চুমুক দিয়ে পান করে । এমন অনেক রকম উদাহরণ রয়েছে,জীব-প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করেছেন।

এই ধরনের জ্ঞানের সঙ্গে ,প্রত্যাদেশ করা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রসূলের প্রতি,যা জানিয়ে দেয়, তাঁর জন্য কোনটা ভাল আর কোনটা নয়, এমন জ্ঞানের তুলনা করা যায় না ।বৈজ্ঞানিক বা অনুসন্ধানী জ্ঞানের সঙ্গে আল্লাহর রসূলের প্রত্যাদেশ লব্ধ জ্ঞানের তুলনা, যেন সাথে নবী(স)এর প্রতি প্রেরিত প্রত্যাদেশের সাথে বিজ্ঞানের তুলনা করা।

আসলে নবীগণ(আ) আমাদের যে ধরনের চিকিৎসা বা ঔষধ দিয়েছেন যা চিকিৎসকরা কোনমতেই তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুমান ও তত্ব দ্বারা বুঝতে পারেন না বা সেখানে পৌঁছতে পারে না ।

হৃদয়-অন্তর যাকিছুই আক্রমণ করুক , তার নিরাময় ও প্রতিকার নবীগণ(আ)দিয়ে থাকেন ।এই প্রতিকার হৃদয়-মন শক্তিশালী ,জোরদার এবং আল্লাহর আস্থা ও নির্ভরতা বৃদ্ধি করে । এর পাশাপাশি এটা তাঁর আশ্রয়ের খোঁজে তাঁর প্রতি বিনয়ী ও নম্র হয়ে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থী হতে, দানশীলতায় উদ্বুদ্ধ হতে ও তাঁর কাছে মিনতি জানাতে প্রেরণা জোগায় । আল্লাহর কাছে অনুতাপ,তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা, তাঁর সৃষ্টির প্রতি দয়া এবং বিপদগ্রস্তের প্রয়োজন পূরণ ও দুর্যোগাক্রান্তদের সহায়তা এর অর্ন্তভূক্ত। এই আরোগ্য বিভিন্ন জাতি দ্বারা চেষ্টা করা হয়েছে ,তারা এতে এমন নিরাময় পেয়েছেন যা চিকিৎসকেরা কখনই ব্যবস্থা করতে পারেন নাই ,পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই হোক বা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ।

আমরা নবী(স)এর নিরাময় দিয়ে রোগ সারিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি এবং দেখতে পেয়েছি,তা যে কোনও ধরনের নিয়মিত ঔষুধের থেকে এরা বেশি শক্তিশালী হয় ।যে সমস্ত হৃদয়-মন মহান স্রষ্টা প্রভূর সাথে সম্পর্কিত,যিনি অসুস্থতার ও আরোগ্যের স্রষ্টা এবং যিনি সবকিছুর ও সবার নিয়ন্ত্রনকারী ,তাদের বিশেষ ধরনের নিরাময়ের প্রয়োজন যা মোটেই তাদের হৃদয়-মনের জন্য প্রয়োজনীয় নয় যাদের অন্তর স্রষ্টা বিমুখ ও তাদের প্রভূর সম্পর্কহীন ।উপরন্তু যখন আত্মা এবং হৃদয় আধ্যাত্মীক ভাবে শক্তিশালী হয় তা তখন অসুস্থতা নিরাময়ে সহযোগী হয় ।

কি ভাবে কেউ অস্বীকার করতে পারে যে, হৃদয় ও আত্মার অসুস্থতার কার্যকর নিরাময় তখনই লাভ হয় যখন নিজ প্রভুকে আরও কাছে পাওয়ার, তাঁকে ভালোবাসার, তাঁকে স্মরণ করার,পুরোপুরি তাঁর প্রতি নিবেদিত ও মনোযোগী হওয়ার, তার ওপর নির্ভর করার আর তাঁর সাহায্য চাওয়ার আনন্দ ও উৎফুল্লতার অনুভুতিতে মন ভড়ে ওঠে?
শুধুমাত্র অতি অজ্ঞ লোকেরা এই তথ্যগুলি অস্বীকার করে, বিশেষ করে যাদের
বুদ্ধি ভোঁতা , সবচেয়ে খারাপ বোধশক্তির আর যাদের অবস্থান সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং
মানবজাতির প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া থেকে বহূ দূরে ।
এর পর ,আল্লাহ চাহেন, আমরা উল্লেখ করব কেন সূরা ফাতিহা পাঠ (প্রথম অধ্যায় কুরআন) বিষাক্ত দংশনের প্রভাব দূর করে, বিষ আক্রান্ত ব্যক্তিকে সক্রিয় করে দাঁড়াতে সক্ষম হয় যেন কখনো বিষ যন্ত্রণাই ভোগ করে নাই।

আমরা যতটা সম্ভব বিস্তারিতভাবে দুই ধরনের নবী(স)এর ঔষধ উল্লেখ করব ,সীমিত শক্তি, জ্ঞান ও সম্পদ অনুযায়ী যা আমাদের আছে।আমরা কেবল প্রত্যেক উৎকৃষ্ট ও কল্যানময় কাজে আল্লাহর উপরেই নির্ভর করি,তাঁর করুনার জন্য,তিনিই তাঁর অপার করুণাভান্ডার থেকে সীমাহীন ভাবে করুণা করেন।

## প্রতিটি রোগের নিরাময় আছে

ইমাম মুসলিম(র) তার সহিতে বর্ণনা করেছেন , নবী(স)বলেন:

**لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ،فإذا أُصِيْبَ دَوَاءُ الدَّاء بَرأَ بِإذنِ الله عَزَّ وَ جَلَّ** (مسلم: 2204)

"প্রত্যেক অসুখের নিরাময় আছে, আর যখন সঠিক রোগের জন্য নিরাময় প্রয়োগ করা হয়, আল্লাহ চাহেন, এটি আরোগ্য হয় । " (সহিহ মুসলিম-2240)

উপরন্তু, সহিহাইন-এ বর্ণিত আছে যে রাসূল (সা:) বলেনঃ

**مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً** (البخاري: 5678)

"আল্লাহ কোন রোগ নাযিল করেননি; যার তিনি নিরাময় নাযিল করেন নি।"(বুখারী -5678)

আবার ইমাম আহমদ(র) বর্ণনা করেন, উসামাহ বিন শুরাইকশ(রা) বলেন:

**كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وجاءت الأعرب، فقالوا :يارسول الله،أنتداوى؟ فقال:نعم يا عباد الله،تداووْا: فإن الله عز وجل لم يضع داءً الا وضع له شفاءً، غير داءٍ واحد . قَالو : ما هو ؟ قال :الهرم.** (أبو داود-3855 و صححه الألباني)

"আমি নবী (স) সাথে ছিলাম তখন বেদুইনরা তার কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি ঔষুধ খোঁজব ? ' তিনি বললেন ,হাঁ, আল্লাহর বান্দা! খোঁজো,কারন আল্লাহ তাআলা ঔষধ সৃষ্টি ব্যতীত কোন রোগ সৃষ্টি করেননি ।একটি ব্যতীত। তাঁরা বলল, সেটা কী? তিনি বললেন, বার্ধক্য।(আবু দাউদ-3855, আলবানী)

এছাড়া, মুসনাদে বর্ণীত আছে ( ইমাম আহমদ র.), যে নবী বি বলেছেন:
**ان الله عز و جل لم ينزل داء ، الا أنزل له شفاءً، علمته من علمه ، و جهله من جهلهُ.** (احمد278/4 ، وقال في التحقيق حديث صحيح)

"আল্লাহ কোন রোগ নাযিল করেননি; যার নিরাময় নাযিল না করা হয়েছে । যে এটা জানে, তিনি জানেন । যে এটা যে জানে না , সে জানে না । আর যারা এটা অনবগত তারা অজ্ঞ ।" [আন-নাসায়ী, ইবনে মাজাহ,আল-হাকিম ও ইবনে হিব্বান] ।"

এছাড়া মুসনাদে বর্ণিত আছে (ইমাম আহমাদ) ও সুত্রন (আত-তেরমেলি ও ইবনে মাজাহ)
আবু খুজাম্হ বলেছেন:
**قلت يا رسول الله؛أرأيت رُقًى نسترقيها ، ودواءً نتداوَا به ، وتُقاةً نتّقيها؛ هل تَرُدُّ من قدرالله شيئًا؟ فقال:هي من قدر الله .(الترمذي 2026 )**

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) রুকায়া সম্পর্কে(দোয়া ও আল-কোরআনের সাহায্যে নিরাময়) যা আমরা ব্যবহার করি, যে ওষুধ গ্রহণ করি এবং প্রতিরোধ আশা করি, এই সব কি আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তি পরিবর্তন করে? ' তিনি(স)বললেন, নিঃসন্দেহ আল্লাহরই এক নির্ধারিত নিয়তি।

এই হাদীস সমূহ ইঙ্গিতকরে যে এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে এগুলোর যেমন কারণ আছে তেমনি তার অপসারনও কারনে হয়।
নবী(স)এর বক্তব্য, প্রতিটি রোগের নিরাময় আছে ,বলতে নিরাময় যোগ্য ও দুরারোগ্য ব্যাধি উভয় বুঝায়, কেননা আল্লাহ হয়তো মানুষের কাছ থেকে এই ধরনের আরোগ্য গোপন রেখেছেন এবং তার অবগত হবার পথ অবরুদ্ধ করে রেখেছেন। আল্লাহ ভাল জানেন ।

মহানবী(স)বলেন, যে রোগ মুক্ত হয় যখন তার সঠিক নিরাময় প্রয়োগ করা হয়,এটা ইঙ্গিত করে প্রতিটিস সৃষ্টির বিপরীত সৃষ্টি ও এইভাবে প্রতিটি রোগেরই প্রতিষেধক রয়েছে ।
আল্লাহতাআলার নবী(স) বলেছেন, যখন দুই বিপরীত পক্ষদয় মিলিত হয়, অর্থাৎ সঠিক প্রতিকার ও রোগ একত্রিত হলে, আরোগ্য লাভ হয় । ওষুধ যখন পরিমানের কম বা বেশী দেওয়া হয় তা হলে ভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি হতে পারে। ঔষধের মাত্রা যখন প্রয়োজনের তুলনায় কম, তখন তা রোগ নিরাময়ের জন্য পর্যাপ্ত হবে না । যখন অসুস্থ ব্যক্তির রোগটির যথার্থ ঔষধ দিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা করা না হয় , নিরাময় ও আরোগ্য ঘটে না । আবার সময় যখন নিরাময়ের জন্য উপযুক্ত নয়, বা যখন নির্ধারিত ঔষধের জন্য শরীর অক্ষম বা অনুপযুক্ত,নিরাময় কার্যকর হবে না । যখন সব পরিস্থিতি অনুকূল, নিরাময় অবশ্যই কার্যকর হবে । এটাই হাদিসের সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা।

অন্যদিকে এই হাদীস সমূহ নির্দিষ্ট করেও বলা যায়, যে মহান আল্লাহ কোন রোগ সৃষ্টি করেননি,যা মানুষ সুস্থ করতে পারে যদি না মহান আল্লাহ এর নিরাময় নাযিল না করেছেন । এটা হল আল্লাহতায়ালার সেই বাণীর অনুরূপ, যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

**تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا . . (46:25)**
তার পালনকর্তার আদেশে সে সব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে.......।(46:25)

এর অর্থ হচ্ছে, যা কিছু ধ্বংস হবার বাতাস সব কিছু ধ্বংস করবে (যাতে তারা প্রশান্তির আশা করেছিল,তা ধ্বংস করার রূপে-অনুবাদক)। এক্ষেত্রে বর্ননা দুরারোগ্য রোগ অন্তর্ভুক্ত করে না ।

যারা দুনিয়াতে বিভিন্ন পদার্থ ও তাদের এই বিপরিত পদার্থ গুণাগুন পর্যবেক্ষন, এবং এদের প্রভাব ও

বিরুদ্ধ স্বভাব  এবং পরষ্পরের প্রতিরোধের শক্তি বিশ্লেষণ করে,তাহলে মহান আল্লার শাশ্বত প্রজ্ঞা,প্রভূত্বে এককত্ব, ক্ষমতায় তাঁর কতৃত্ব ও সৃষ্টির যথার্থতা ও অনুধাবন করতে পারবে ।
আল্লাহ ছাড়া সব কিছু প্রতিপক্ষ আছে ,কিন্তু আল্লাহ একা স্বয়ং যথেষ্ট এবং অপ্রতিরোধ্য, সবকিছু এবং সবাই তার প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে থাকে ।

নিভরযোগ্য বর্ননা মুসলমানদের নির্দেশ দেয় যথাযত অনুসন্ধান এবং উপযুক্ত ঔষধ গ্রহণ করতে, আর এ কাজ সব কিছুর জন্য একা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার বিপরীত নয় । নিজের ক্ষুধা, তৃষ্ণা চরিতার্থ করা , বা গরম বা ঠান্ডা হতে নিজেকে রক্ষার মতই ,আল্লাহর উপর নির্ভরতার বিরোধী নয়। পক্ষান্তরে, তাওহীদে (আল্লাহর একত্ব)বিশ্বাস পূর্ণতা পায় বিভিন্ন ক্ষতিকারক উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যে রীতি ও পদ্ধতি আল্লাহ তাআলা করেছেন তা অনুধাবন,অনুসরন করায় এবং যা এই ধরনের ক্ষেত্রে সফলতায় সাহায্য করবে ।
উপরন্তু, এই আরোগ্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকা ,প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হুকুম ও প্রজ্ঞার পাশাপাশি তাঁর উপর পুরোপুরি নির্ভরতা বিরুদ্ধ । এই আরোগ্য ব্যবহার না করলে উপরন্তু আমাদের তাওয়াক্কুল (নির্ভরতা)দুর্বল হবে, এমনকি যদিও ওই ব্যক্তি হয়তো মনে করছেন, তিনি  আরোগ্য বর্জন করে তাঁর নির্ভরতা জোরদার করছেন। আরোগ্য বর্জন করা আসলে প্রকৃত সত্য ও নির্ভরশীলতার বিরোধী । এজন্য যে, বিশ্বস্ততা ও নির্ভরশীলতার হল বান্দার হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত ,তার প্রভূর প্রভূত্বের উপরে, যে জানে, কিসে লাভ রয়েছে তার জীবনে ও তার ধর্মীয় বিষয়ে, আর কিসে জীবন ও ধর্মে ক্ষতি নির্ধারন করা আছে।
বিশ্বস্ততা এবং নির্ভরতার সঠিক পদ্ধতি ,এ সমস্ত উপকার ও বরকত তাঁর দাসের খোঁজা মধ্যে অন্যথায় কেউ তাঁর হুকুম ও প্রজ্ঞা , যা সহ তাঁর রসুল(স)প্রেরিত, বাস্তবায়ন করতে পারবে না ।দাসের নিজের দুর্বলতা ও অসহায়তাকে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা যেমন মনে করা উচিত নয় তেমনি উচিত নয় প্রকৃত বিশ্বস্ততা  ও নির্ভরতাকে অক্ষমতা মনে করা ।

এই সমস্ত বর্ননা তাদের বিরুদ্ধে যারা ঔষধ গ্রহণ না করে বলেন: "যদি নিরাময় লিখিত হয় অথবা নির্ধারিত হয়, তাহলে ওষুধ কোনও দরকারে আসবে না ।আর নিরাময় যদি নির্ধারিত না হয়, তখন ওষুধও কাজে আসবে না ।" একজন এও বলতে পারেন: "এই রোগটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়েছে এবং কোন কিছুই আল্লাহর কাজকে প্রতিহত করতে পারবে না ।"

শেষ বক্তব্যটি সেই প্রশ্নের অনুরুপ, বেদুইনরা রাসূলুল্লাহ (সা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন । তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গীরা, যাদের কাছে আল্লাহর প্রজ্ঞা ও গুণবাচক জ্ঞান ছিল ,তাঁরা বেদুঈনদের মত ভাবতেই পারেননি। মহানবী(স)তাদের হৃদয়কে সান্তনা দিয়ে বলেছেন, এসব রুকায়া (ইসলামী দোয়া সূমূহ), ওষুধ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা, সবই আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তির অংশ । সুতরাং আল্লাহর নিয়তি থেকে পলায়নের উপায় নেই, নিয়তিতে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া, ঔষধ গ্রহণ আল্লাহর নিয়তির একটি অংশ । সংক্ষেপে, উপায় নেই যে, সৃষ্টি আল্লাহর নিয়তি থেকে মুক্তি পেতে পারে, তা যে কোনো ব্যাপারই হউক । এটা ঠিক একই যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উষ্ণতা বা ঠান্ডা অবস্থা যা তাদেরকে সন্তুষ্ট অথবা প্রশমিত করে । এটি জিহাদের অনুরুপ যার দ্বারা শত্রুকে প্রতিহত করা, তাও আল্লাহর নিয়তির অঙ্গ এবং তা  আল্লাহর আবশ্যিক হুকুম ও তাঁর নির্ধারিত নিয়তি । এমনিভাবে কারণ, এর অপসারণ এবং যারা এটা অপসারন করে সবই আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তির মধ্যে জড়িত।

অন্য ভাবে অনুরুপ প্রশ্নের (ঔষধ গ্রহণ সম্পর্কে) দেওয়া যায় যে এই যুক্তিগুলি তাদের সুবিধা চাওয়া থেকে বা ক্ষতি বন্ধ করা থেকে বিরত রাখে । তাদের যুক্তির অনুযায়ী, যদি উপকার বা অনিষ্ট নির্ধারিত নিয়তি হয়, তবে তা হবে অবশ্যম্ভাবী, আর যদি তা না হয়, তাহলে তা কখনো ঘটবে না! এই পদ্ধতি বাস্তবায়িত হলে তা জীবন, ধর্ম ও সমগ্র বিশ্বে ধ্বংস আনবে। অধিকন্তু, এই বাগাড়ম্বর কেবল তাদের কাছ থেকে আসে যারা অহংকারী,অবিশ্বাস পোষণ করে ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, আর এই কারণেই তারা এই বিষয় সম্পর্কে নিয়তি উল্লেখ করে যাতে খণ্ডন করতে হয় সত্য যখন তাদের কাছে উপস্থাপন করা  হয় ।

এই যুক্তি ঠিক মুশরিকদের মত, তারা বললঃ

..... لَـوْ شَـاءَ اللهُ مَـا أَشْرَكْنَـا وَلَا آبَـاؤُنَـا...(6:148).

" এখন মুশরেকরা বলবেঃ যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ দাদারা এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম।...... । "(6:148)

...لَـوْ شَـاءَ اللهُ مَـا عَبَدْنَـا مِن دُونِـهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَـاؤُنَـا...(16:35)

......মুশরিকরা বললঃ যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে আমরা তাঁকে ছাড়া কারও এবাদত করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরাও করত না........(16.35)

এসব বক্তব্য মুশরিকরা দেয় তাদের বিরুদ্ধে প্রমান খণ্ডন করতে, যখন মহান আল্লাহ রসূলগণ তাদের কাছে প্রেরন করেছেন। যারা ঔষধ এবং সত্য রিলায়েন্স এবং নির্ভরতা নিয়তি সম্পর্কে প্রশ্নটি উচ্চারণ করে তাদের জেনে রাখা উচিত, যে একটা যুক্তি রয়েছে যা তাঁরা উল্লেখ করেননি । আল্লাহতায়ালা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,যখন নির্দিষ্ট কারনের সমাবেশ ঘটবে তখন ঘটনা সংঘটিত হবে।এভাবে যদি এর কারণ বাস্তবায়িত হয় বা অনুশীলন করা হয়,তখন ঘটনা ঘটবেই, তবে নিয়তি আর কি নির্ধারিত হবে।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, " আমি যদি নির্ধারত হয়ে থাকি কারণের সমাবেশ করতে, আমি তা করব। তা না হলে আমি পারব না তা অস্তিত্বের মধ্যে আনতে । " আমরা এই দাবির উত্তরে বলব " তোমার কোন বান্দা, সন্তান অথবা শ্রমিক যদি কিছু করতে অস্বীকার করে যা তাদের নির্দেশ দিয়েছ বা এমন কিছু করে যা তুমি নিষেধ কর ,তা তুমি কি প্রত্যাশা কর? যদি এমন যুক্তি মেনে নাও, তাহলে তাদের দোষারোপ করার অধিকার তোমার নেই ,যারা তোমাকে অমান্য করে, তোমার সম্পত্তি চুরি করে, সম্মান প্রশ্নবিদ্ধ করে, বা তোমার অধিকারের বিরুদ্ধে সীমা লঙ্ঘন করে। এখন যদি এই জন্য ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দাও, তারপর কিভাবে তুমি একই যুক্তিতে, তোমার উপর আল্লাহর অধিকার ও আদেশ অস্বীকার করতে পার ?

ইহুদিরা বলে, যে ইব্রাহিম(আ)একবার আল্লাহ কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ' ' হে আমার প্রভু! রোগ কোথা থেকে আসে? আল্লাহ বললেন, আমার থেকে । ইবরাহীম(আ)বললেন, নিরাময় কোথা থেকে আসে? তিনি বলেন, আমার থেকে।" ইবরাহীম(আ)বললেন, "তা হলে কি ভূমিকা ডাক্তারের ?" তিনি বললেন, " তার হাতে আমি পাঠাই নিরাময়ের কারণ । "

নবী(স)এর বক্তব্য, প্রতিটি অসুখের নিরাময় আছে,অসুস্থদের আরোগ্যের আশা জোরদার করা উচিত ব্যক্তি এবং ডাক্তার ওষুধের খোঁজে উৎসাহিত করা উচিত। অসুস্থ ব্যক্তির যখন মনে হয়, নিরাময়ের জন্য তাঁর ঔষধ আছে, তাঁর হৃদয় আশা পূর্ণ হবে, হতাশা না হয়ে , আর এভাবেই ইতিবাচক প্রত্যাশার দরজা থাকবে তার আগে খোলা থাকবে। যখন অসুস্থ ব্যক্তির প্রত্যাশা শক্তিশালী হয়, যে বিভিন্ন শক্তি ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান, সহজাত শক্তি [যাকে ইবনে (র) – 'উত্তাপ' বলেন] , আত্মা ও মন-মানসও শক্তশালী হবে । এই ক্ষমতাগুলো শরীরের আক্রান্ত অংশকে শক্তিশালী করবে এবং রোগ বিদূরীত ও পরাজিত হবে ।
উপরন্ত, যখন ডাক্তার জানবেন যে সেই অসুখের নিরাময় আছে, তিনি সক্রিয়ভাবে এবং আগ্রহের সাথে নিরাময় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। যে রোগগুলি শরীরে আক্রমণ করে, একইভাবে এমন রোগ হৃদয়-অন্তর আক্রমণ করে । আল্লাহ যেমন হৃদয়-অন্তরের নিরাময় নাযিল করেছেন তেমনি প্রতিটি অঙ্গের রোগের নিরাময় তিনি পাঠিয়েছেন। যদি ব্যক্তি এই নিরাময় জ্ঞান অর্জন করে এবং এটি যথাযত ভাবে প্রয়োগ করে,তা হলে তার হৃদয়-মনের সুস্বাস্থ্য মহান আল্লাহ ফিরে দিবেন।

# খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে নবীর (স) পথ-নির্দেশণা

এ অধ্যায়ে থাকবে বিশেষ খাদ্যের পর্যবেক্ষণ, অত্যধিক খাওয়া থেকে বিরত থাকা এবং খাওয়া-দাওয়া সংক্রান্ত সাধারণ নির্দেশিকা ,যা হওয়া উচিত ।

আল-মুসনাদে (ইমাম আহমদ র.) বর্ণনা করেছেন যে নবী(স)বলেন:

ما ملأ ادميّ وعاءً شرًّا من بطنٍ ، بحسب ابن ادم لُقيماتٌ يثقمن صُلبه فأن كان لا بدّ فاعلاً : فثُلُثٌ لطعامهِ ، وثلثٌ لشرابه ، وثلثٌ لنفسِه.
(الترمذي:2370 وصححه الألباني)

"আদম সন্তান কখনো একটি পাত্র খারাপ করে পূর্ণ করে না তাঁর পেটের চেয়ে ।আদম সন্তানের তাকে বাঁচিয়ে রাখতে শুধু কয়েক কামড়ই প্রয়োজন, কিন্তু যদি চায়, তাহলে এক তৃতীয়াংশ তার খাদ্যের জন্য, আর একটি তৃতীয় তার পানীয় এবং আর অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ তার শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখা উচিত ।"

## শারীরিক অসুখ

শারীরিক ব্যধি শরীরকে আক্রমন করে এবং শরীরের ক্ষতি এবং তার স্বাভাবিক কাজ পরিবর্তন করে ,একটি অতিরিক্ত পরিমাণ কিছু পদার্থের সঙ্কিতির কারনে৷ এই ধরনের জিনিষগুলি সিংহভাগ রোগের কারণ
এবং ঘটে, শরীরের চাহিদার চেয়ে অত্যধিক খাওয়া বা বেশি গ্রহনের ,অথবা যা সামান্য উপকার করে বা সহজে হজম হয় না, বা জটিল বেশী খাবার কারণে । আদম সন্তান যখন তার পেট ভরে এই ধরনের খাবারগুলিতে পেট পূর্ণ করে, শেষে বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা টেনে আনে , যার প্রতিকার করতে অনেক সময় লাগে । অন্য দিকে, যখন কেউ মাঝারি পরিমাণে খাবার গ্রহন করে ও সংগতভাবে খায়, অত্যধিক খাবার গ্রহনকারীর তুলনায় ,তার শরীর এই খাদ্য থেকে সর্বোচ্চ লাভবান হবে৷

আমরা যে খাবারগুলি খাই, তা প্রয়োজনের জন্য, তৃপ্তি জন্য বা অতিরিক্ত৷ নবী(স) আমাদের বলেছেন,এক জনের টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে কয়েক কামড় মাত্র প্রয়োজন, যাতে অক্ষম না হয়ে যায়। যখন কেউ ইচ্ছা এটা অতিক্রম করতে, তখন তার পেটের এক তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট করা উচিত খাবারের জন্য, পানি বা পানীয়ের জন্য আরেক তৃতীয়াংশ এবং শেষ তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য । এটি খাওয়ার সেরা পদ্ধতি, দুটোই শরীর আর হৃদয়-মন উভয়ের জন্য । পেট খাবার দিয়ে ভরা থাকলে, পানের জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকে না। যখন কেউ পূর্ণ পেটে পান করে শ্বাসগ্রহন কঠিন হবে, এভাবে অলসতা আর ক্লান্তি আসে। ব্যক্তিকে ভারী মনে হবে, যেন ভার বহন করছে তাঁর পেটে । ফলে, এক অলস হয়ে পরবে তার প্রয়োজন পূরণ করে এবং চাইবে অন্য বাসনা অন্বেষণ করতে যেহেতু তার পেট ভরা!

পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত খাওয়া শরীরের এবং হৃদয় উভয়ের ক্ষতি, যখন এটা অভ্যাস হয়ে যায় । কোনও ক্ষতি নেই যদি কেউ মাঝেমধ্যে অতিরিক্ত খায় । যেমন, আবু হুরায়রা(রা) একবার নবী(স) এর উপস্থিতিতে কিছু দুধ পান করেছিলেন যতক্ষণনা বললেন 'যিনি আপনাকে সত্যের সাথে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ,এর জন্য আর জায়গা নাই৷' অনেক সময়ে তাঁর সঙ্গীরা(রা) নবী(স)এর উপস্থিতিতে তাদের পেট ভরাট খেতেন। তৃপ্তি না হওয়া পর্যন্ত খাওয়া অভ্যাসের বিষয় যা শরীরের শক্তি দুর্বল করে এবং এমনকি শরীর মোটা হয়ে যায় । শরীর সবল থাকবে যখন এটি প্রয়োজন পরিমান পুষ্টি পায় এবং ব্যবহার করতে পারে, খাদ্যের পরিমাণ থেকে নয়৷

মানব শরীর তিনটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত: তরল, কঠিন এবং বায়ু (*চতুর্থ মৌলিক উপাদান আগুন, গ্রিক,আরবীয়,পারস্য,ভারতীয়,চাইনিচ,জাপানী সংষ্কৃতি থেকে,তখনকার বিজ্ঞানের এই ধরনের অনুমান নির্ভর ধারনা প্রচলিত ছিল,আধুনিক বিজ্ঞান এটা গ্রহন করে না,উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এটা প্রচলিত ছিল -অনুবাদক*) এই কারণেই মহানবী(স) এই

প্রতিটি উপাদান শরীরের মধ্যে তার প্রাপ্য অংশ দিয়েছেন [*সম্ভবতঃ ইমাম(র)সাহেব শরীর তিন উপাদান দিয়ে গঠিত গঠিত ,আগুন নয়,এটার প্রমান হিসাবে এই হাদিস উল্লেখ করেছেন ,আল্লাহ ভাল জানেন* ।]
কেউ শরীরে আগুনের ভাগ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আমরা বলব, ডাক্তাররা নিশ্চিত করেন যে তাপ শরীরের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া,যা শরীরে, উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয়।
অন্য ব্যক্তিরা এই মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন এবং মনে করেন শরীরে কোনও আগুনের অংশ নেই । তারা নিম্নলিখিত অনুমানের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছঃ

প্রথমঃ আগুন অংশটি হয় বাতাস থেকে এসে পানি ও কঠিন অংশের সঙ্গে মিশিছে(মানব শরীরে),
দ্বীতিয়, অথবা এটি পানি এবং কঠিন বস্তুর মধ্যে থাকতে পারে

প্রথম অনুমান সম্ভব নয়, কারণ আগুন স্বাভাবিকভাবে উঠে এবং অবতরণ করে না, অন্যথায় এটি তার কেন্দ্র থেকে চলে যাবে এবং পৃথিবীতে অবতরণ করবে । উপরন্তু, যদি আগুন অবতরণ করে, তাহলে এটিকে অতিক্রম করতে হবে পৃথিবীর উপরের বিদ্যমান প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্য দিয়ে,তখনও এটাকে অক্ষত থাকতে হবে । তবে আমরা যে এই পৃথিবীতে যা পর্যবেক্ষণ করি যে একটি বিরাট অগ্নিকুন্ড সামান্য পরিমাণ রানি দিয়ে নিভিয়ে যায়। এইভাবে যদি আগুন তার কেন্দ্র থেকে অবতরণ করত, এটা অবশ্যই নিভে যেত ঠান্ডা বলয় অতিক্রম কালে ।

দ্বিতীয়ঃ অনুমান, আগুন তৈরি হয় শরীরের কঠিন ও পানির মধ্যে।এ তো আরও কম গ্রহনযোগ্য, কারণ, যে দেহ আগুনে পরিণত হয়েছে, তা অবশ্যই জলিয়, মাটি বা বায়ু হতে আগে থেকে গঠিত সাথে এমনই উপাদান দিয়ে ঘেরা । এক্ষেত্রে য সমস্ত উপাদান ঘিরে রয়েছে ও সম্মন্ধযুক্ত পানি বা কঠিন উপাদানের সাথে তার আগুনে পরিনত হওয়ার নয় কারন প্রকৃতপক্ষ তা আগুনে তৈরী নয়। অধিকন্তু যে সমস্ত উপাদান গিরে রাখে তা ঠান্ডা । এতে কেমন করে পানি আর মাটির শরীর এ অবস্থায় আগুনে পরিনত হবে? কেহ বলতে পারেন কিছু উপাদানের অংশ আগুনের তৈরী আর তারা মিশ্রত হয়ে শরীরের অংশকে আদুনে পরিণত করে ।এর উত্তরে আমরা বলব,এ তত্বের অসাড়তা আমরা প্রথম তত্বের অসাড়তা প্রমাণেই দিয়েছি।

কেউ বলতে পারেন,যখন চুনে তারা পানি ঢালে তখন আগুন বের হয়। তারা আরও বলতে পারে,সূর্য রশ্মী আগুন সৃষ্ট করে যখন স্ফটীক বা কাঁচ অতিক্রম করে,আর যখন পাথর দিয়ে লোহার উপর আঘাত করে,আগুন বের হয়। এ আগুন তখন হয় যখন উরাদানগুলি মিশ্রিত হয়,এ যুক্তিতে তারা শুরুতে যে জবাব আমরা দিয়েছি তা প্রত্যাখান করতে পারে ।
যারা প্রত্যাখান করে তারা বলে,আমরা অস্বীকার করি না সংঘর্ষ কোন কোন সময় আগুন তৈরী করে,যেমন পাথর দিয়ে লোহাকে আঘাত করলে বা সূর্য স্ফটিক অতিক্রম করলে আগুন বের হয়।এ সত্বেও তারা অস্বীকার করতে পারে যে এ ঘটনা প্রাণীদেহ ও গাছ-পালার শরীরের অভ্যন্তরেও এটা হতে পারে।গাছপালা ও প্রানী দেহ কাঁচের মত যথেষ্ট মসৃন ও সমান নয় স্ফটিক বা কাঁচের মত কাজ করতে।বস্তুত সূর্য রশ্মী গাছপালা ও প্রানী দেহ বাহিরে পড়ে ও আগুন উৎপন্ন করতে পারে না।সুতরাং কেমন করে সূর্যরশ্মী যা ভিতরে প্রবেশ করতে পারে অথবা পারে না,শরীরের ভিতর আগুন তৈরী করতে পারবে।
অধিকন্তু ডাক্তাররা একমত যে,দীর্ঘ সময় পানি ধরে রাখা হয়(বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে),যত সময় যাবে তত গরম হয় ।এটা সম্ভব নয় যে পানির আভ্যন্তরীন গরম যেটা হয় তা আগুন দিয়ে ।তাহলে সে আগুনের অংশ নিভে যেত বৃহদাংশ পানি দিয়ে আর দীর্ঘ সময় অটুট থাকত না ।
তৃতীয়ঃ যদি গাছ ও প্রানী জগতে শরীরে পানির উপাদান থাকে,তাহলে আগুন নিমজ্জিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হত পানি দিয়ে । প্রকৃতিতে কিছু উপাদান অন্যটির চাইতে শ্রেষ্ট,আর এ ভাবে দুর্বল উপাদান বলিষ্ঠ দ্বারা পরাভূত হয় ।যদি এ রকম আগুনের অংশ শরীরে থাকত তা অবশ্যই পানিতে পরিনত হত,যা এর বিপরীত ধর্মী ও শক্তিশালী ।
চতুর্থঃ মহান আল্লাহ তাঁ কিতাবে বিভিন্ন জায়গায় মানব জাতীর সৃষ্টি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ।কোন কোন স্থানে আমাদের অবগিত করেছেন যে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে পানি থেকে ।আবার কোন জায়গায় বলা হয়েছে মাটি, উভয়ের মিশ্রন এবং কাদা মাটি, যা সূর্য ও বাতাসের সংমিশ্রনের সৃষ্ট ।এ সব বর্ণনা সত্য এবং বিভিন্ন পর্যায়,যা মানব জাতি অতিক্রম করেছ তার বর্ণনা ।মগান আল্লাহ কখনও বলেন নাই যে তিনি মানব জাতিকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন ।যেমন শয়তানের বেলায় বলেছেন,তা আগুন থেকে তৈরী ।

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন,নবী(স)বলেনঃ
خلقتِ  الملائكةُ من نورٍ ،خلق الجانّ من مارجٍ من نارٍ، و خلق ادم@ مما وُصفَ لكم. (مسلم: 2996 )

"ফেরেসতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে,আর শয়তান সৃষ্ট হয়েছে ধূমাহীন আগুন থেকে।আদমকে সৃষ্টির কথা যা তোমাদের আমি বলেছি। "(মুসলিমঃ2996)
এ বক্তব্য স্পষ্টত বলে যে আদম(আ)কে কি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে তা মগান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন।আল্লাহতায়ালা একথা বলেল নাই যে আদমকে(আ) তিনি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন বা তাঁর মধ্যে আগুন রয়েছে।

পঞ্চমঃ উত্তম তথ্য যা প্রমান করার জন্য বলে যে, প্রানীর শরীরের উত্তাপ,আগুন অংশ রয়েছে তার প্রমান যে শরীর আংশিক আগুনে গঠিত।আমরা বলি,এ পর্যবেক্ষণে কোন প্রমান নেই কারন আভ্যন্তরীন উত্তাপের বিভিন্ন কারন আছে।যেমন আগুন তাপ সৃষ্টি করে তেমনি নড়াচড়া,সূর্যরশ্মী প্রতিফলন,বাতাসের উষ্ণতা এবং তাপের উৎসের নৈকট্য,যেহেতু আগুন বাতাসের মাধ্যমে তাপ সঞ্চালন করে। আভ্যন্তরিন তাপের বিভিন্ন কারন আছে কিন্তু আগুন নয়।

আগুন তত্বের অনুসারীরা বলে, বালি ও পানির মিশ্রনের  জন্য আগুন প্রয়োজনীয়।তাছাড়া এ গুলি মিশ্রিত হবে না ও যৌগ তৈরী করবে না।তারা আরও বলে,বীজ বপন করা হয় মাটিতে,আর যদি বাতাস ও সূর্যের আলো মাটির নিচে বীজের কাছে না পৌঁছে তা হলে বীজ নষ্ট হবে।অতএব বীজের একটা ভিতরের অংশ থাকতে হবে তাহলে তা পূর্ন পরিনত হবে ও শেষে নষ্ট হবে-আর সেটা আগুন।অন্য কথায়,বীজ পূর্নাঙ্গ পরিনত হয়ে নষ্ট হবে শুধু বাহিরের প্রভাবে।এ ছাড়া এটা জমাট হয়ে যাবে অথবা অচল হবে।তারা বলে,যখন  বাহির প্রভাব শেষ হয়,শরীর গরম হবে না যদি না ভিতরের আগুন না থাকে,যা তাকে পূর্ণাঙ্গ পরিনত করে।এ একই জিনিষ অন্য কিছু খাবার ও ঔষধের বেলায়ও,যারা প্রাকৃতিক ভাবে উত্তাপ পায়।
তারা আরও বলে,যদি শরীরে আগুন না থাকত যা তাপ উৎপন্ন করে,তাহলে শরীর ঠান্ডা হয়ে যেত।
যদি শরীর ঠান্ডা প্রবন হয় আর পার্শ্ব-পরিবেশ বিপরীত না,শরীর চুড়ান্ত পর্যায়ে ঠান্ডা হবে ,যতটুকু সহনশীল। এ অবস্থায় শরীরে ঠান্ডার অনুভূতি থাকবে না কারন তা এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে এটা জমাট হয়ে যাবে।
সুতরাং শরীরের বাহির ও ভিতরের ঠান্ডা সমান মাপের হয়ে থাকবে,ফলে শরীর কোন ঠান্ডা বা ব্যথা অনুভব করবে না ঠান্ডার জন্য।
একই যুক্তি দেওয়া হতে পারে যখন টান্ডা জিনিষের তুলনায় শরীর কম ঠান্ডায় থাকে।
অতএব শরীরে যদি আগুন অংশ না থাকত,তাহলে তা ঠান্ডা আনুভব স্বাভাবিক ভাবে করত না বা আক্রান্তও হত না। তারা আরও বলে যে,তোমাদের প্রমান শুধু যুক্তি খণ্ডন করে,আগুনের অংশ শরীরে আগুন রূপে থাকে।আমরা এ বক্তব্য সমর্থন করি না।বরংআমরা বলি আগুন পরিবর্তীত হয় যখন শরীরের সাথে মিলিত হয়।
যারা এর বিরোধীতা করে তারা বলে,সূর্যের তাপ মাটা,পানি ও বাতাসের একিভূত হয়,এটা নয় কেন ?তারপর এই মিশ্রন পরিনত হয়ে পরবর্তী রূপ নেওয়ার জন্য তৈরী হয়,সেটা গাল-পালা,প্রাণীবা খনিজ হক না কেন।কেন এটা নয় যে,আভ্যন্তরিন উত্তাপ,যা শরীরে বর্তমান,তা উপাদানের মিশ্রনের সময় মহান আল্লাহ প্রদত্ত গুন ও ক্ষমতা,যা সে সময় মিশ্রনে সন্নীবেশীত করেন,এটা নয় যে শরীরে আগুন থাকে। তোমাদের কোন পথ নেই এ সম্ভবনা অস্বীকার করার,যেহেতু কিছু সংখ্যক সেরা মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ এটা সমর্থন করেন।

প্রকৃত পক্ষে শরীর ঠান্ডা লাগছে শুধু নির্দেশ করে, শরীরে ভেতরের তাপ আছে। কে এই সত্যটি অস্বীকার করে? কিন্তু, কী এমন প্রমাণ আছে যে  তাপ শুধুমাত্র আগুন দ্বারা উৎপাদিত হয়? হ্যাঁ, আগুন তাপ বিকিরণ করে কীন্তু সব ধরনের তাপ, আগুনের ফল নয়।বরং এ ব্যাপারে সঠিক বক্তব্য হলো, কিছু ধরনের তাপ আগুন দ্বারা উৎপাদিত হয়। এ মতামত, আগুনের উপাদান যখন শরীরের সাথে মিশে যায় তখন পরিবর্তীত হয় সেরা ডাক্তারদের বা ঘটনা দ্বারা সমর্থিত নয়।
কোন কোন সেরা সমর্থক ,যারা বলছে যে শরীরের অংশ আগুন, (যেমন ইবনে সিনা, পথভ্রান্ত দার্শনিক)তাঁর বই অ্যাশ-শিফা (নিরাময়)-এ স্বীকার করেছেন যে চারটি অপরিহার্য উপাদান (পানি, আগুন, পৃথিবী এবং বায়ু)তাদর মৌলিক প্রকৃতি অক্ষুন্ন রাখে যখন মিশ্রিত হয়ে যৌগে রূপান্তরিত হয়।

নবী(স) বিভিন্ন রোগে তিন ধরনের প্রতিকার ব্যবহার করতেনঃ: প্রাকৃতিক, খোদায়ী এবং প্রাকৃতিক ও খোদায়ী উভয়ের সংমিশ্রণ।
আমরা তিন ধরনের প্রতিকার উল্লেখ করব যা নবী(স)নির্ধারিত ও ব্যবহৃত, প্রাকৃতিক ঔষধ, তারপর খাদায়ী প্রতিকার এবং সর্বশেষে যারা দু ' ধরনের সমন্বয়ে গঠিত ।

রসূল(স)কে পাঠান হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর জান্নাতের পথপ্রর্দশক ও আহ্বায়ক হিসাবে ।তিনি জনগণকে পরিচিত করেছেন মহান আল্লাহর সাথে, তিনি উপরন্তু তাদের জানিয়ে দেন যা তাকে খুশী করে এবং তাদেরকে এসব কর্ম বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, যা কিছু আল্লাহর অসন্তুষ্টি আনে এবং এই কাজগুলি এড়িয়ে চলতে বলেছেন।তিনি তাদের নবীদের(আ), রসূলগণের(আ) ঘটনা বলেছেন আর, যা তাদের মধ্যে ও তাদের জাতির মধ্যে ঘটেছিল তা বর্ণনা করেছেন। তিনি পাশাপাশি মানুষের সঙ্গে পরিচিত করেছেন সৃষ্টির, তার শুরু, পুনরুত্থান ও কিভাবে এবং কেন আত্মা হয় দুর্দশা অর্জন করবে বা সুখী হবে।

দেহের নিরাময় রেসালাতের একটি অংশ, মহানবী (সা.) যা সম্পূর্ণ করে তা পূর্ণাঙ্গ করেছেন ।প্রয়োজন পড়লে শরীরের প্রতিকার ব্যবহার করা উচিত । অপর পক্ষে, সময় ও শক্তি ব্যয় উত্তম, হৃদয়-মন ভাল করা ও আত্মার অমঙ্গল নিরাময় করা, তাদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করা এবং তাদের স্পর্শ থেকে ক্ষতি প্রতিরোধ করা। এই চূড়ান্ত লক্ষ্য যা নবীর(স) মিশন অর্জন করতে চায়। এটি একটি সত্য যে শুধু শরীরের অমঙ্গল নিরাময় করে না হৃদয়-আত্মা নিরাময় করে না ,কারও উপকার করে না । যাহোক, শুধু হৃদয়-আত্মার নিরাময় যদি তখনও শরীর অসুস্থ থাকে তা ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয় না ,শীঘ্র পরপরই এই ক্ষতি হবে অপসারিত হবে এবং চূড়ান্ত, চিরন্তন কল্যান দিয়ে তা পূরণ হবে। আর সব সাফল্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে ।

Commented [1]:

# ২. প্রাকৃতিক ঔষধ

## জ্বর নিরাময়

সহিহাইন-এ বর্ণিত হয়েছে,
নবী(স) বললেন:
انما الحمَّى ـ أو شدَّة الحمَّى ـ من فيح جهنم ؛ فأبر دوها بالماء.(البخاري:3626)
'নিঃসন্দেহ জ্বর বা প্রচন্ড জ্বর-এটা জাহান্নামের প্রচন্ডতা(নিঃসরণের), তাই পানি ব্যবহার করে ঠান্ডা করো ।'

এ হাদিসটি অনেকের জন্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। অজ্ঞ ডাক্তাররা মনে করেছেন এটা জ্বরের সাধারণ পদ্ধতির চিকিৎসার রিরুদ্ধ। আল্লাহ চাহেন আমরা এই হাদিসে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব।

মহানবী (স) যখন কোনো বক্তব্য দেন, তখন তা হয় সাধারণ মানুষের জন্য বা নির্দিষ্ট মানুষের জন্য এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে দেন। নবীনের(স) বক্তব্যের সিংহভাগ প্রথম ধরনের।দ্বিতীয় ধরনের উদাহরন নিম্নের রসুলের(স) বক্তব্যের মত।নবীর(স) বক্তব্য:
لا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بولٍ ، ولا تستدبرو ها ؛ ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا . (البخاري: 144).

' আর কেবলাহ্  মুখী প্রস্রাব পায়খানা করার সময় হয়ো না, আর সরাসরি পিছনে রেখ না। বরং মুখোমুখি হও পূর্ব বা পশ্চিমে ।'

এই বিবৃতি (পূর্ব বা পশ্চিমের মুখোমুখি) তাঁদের জন্য নয় , পূর্ব পশ্চিম বা ইরাকে যাঁরা বসবাস করেন ,কিন্তু তাদের জন্য যারা মদিনায়,আস-সামস (সিরিয়া)-তে বসবাস করেন ।মহানবীর(সা.) এ বক্তব্যের ক্ষেত্রেও একই ঘটনাঃ

ما بين المشرق والمغرب قِبلةٌ. (الترمذي:344)
"পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যা আছে তা কিবলাহ। "

এই সত্যটি উপলব্ধি করে আমরা বুঝতে পারি, মহানবী সা: জ্বর সম্পর্কে যা বলেন,তা বিশেষ করে হিজাজের মানুষের জন্য (পশ্চিম আরব), এই এলাকার লোকেরা এক ধরনের জ্বরে  আক্রান্ত হয় যা প্রচন্ড তাপদাহের ফলাফল। এই ধরনের জ্বরের জন্য ঠান্ডা পানি প্রয়োজন হয়, হয় তা পান করে বা গোসল করে। জ্বরের কারণে শরীরের তাপমাত্রা বাড়ে যা হৃদপিন্ড থেকে প্রবাহিত হয় এবং যা রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে রক্তনালী দিয়ে এবং আত্মায় যা বিঘ্নিত করে শরীরের সঠিক কার্যকারিতা ।
শরীর উপকৃত হয় জ্বরে ঔষধ গ্রহন করার চাইতে।এটা এই কারনে যে,জ্বর উত্যপ্ত ও পরিনত করে শরীরের খারাপ বস্তু,যা উষ্চ তাপ না থাকলে হত না । অধিকন্তু জ্বর শরীরের বিভিন্ন বাধা দূর করে, বিশষ করে যেখানে ঔষধ পৌছতে পারে না । যেমন সাধারন ও পূরাণ চোখর প্রদাহে(conjunctivitis)জ্বর তাড়াতাড়ি আরোগ্যে সাহায্য করে এবং মুখমন্ডলের অসাড়তা(facial paralysis),শরীরের এক পাশের অসাড়তায়(hemiplegia) ,খিঁচুনি ও আরও অসুখে সাহায্য করে যা ঘন এবং অতিরিক্ত বস্তুর জমা হবার কারনে হয়।
কোন কোন ভাল ডাক্তার তৃপ্ত হয় অসুস্থ ব্যক্তির জ্বর যখন প্রশমিত হয়,ঠিক তেমন যেমন অসুস্থ ব্যক্তি আনন্দ পায় অসুখ থেকে মুক্তির । এটা এ কারনে যে জ্বর ঔষধের চাইতে কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী কার্যকরী,যেহেতু এটা পরিপক্ক করে শরীরের ক্ষতিকর ও প্রদাহের বস্তুগুলিকে, যা ক্ষতিকর।যখন এগুলি পরিপক্ক হয়,ঔষধ এদের কাছে পৌছে,যখন বস্তুগুলি শরীর থেকে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত ,আর এ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিকর বস্তু অপসারনে সফল হয়।
ফলে জ্বর নিরাময়ের একটা অংশ হয় ।
এসব তথ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে দেখা যায়, হাদিসটি  দুর্ঘটনাজনিত জ্বরের সম্পর্কে কথা বলে, যা ঠান্ডা পানিতে ডুবান হলে বা ঠান্ডা পানি পান করলে আরোগ্য পায়। এ ক্ষেত্রে অসুস্থ ব্যক্তির অন্য কোনও ওষুধ দরকার পড়ে না, কারণ এই ধরনের জ্বর যে তাপ দ্বারা হয় তা আত্মার সাথে সংযুক্ত । যখন কোনও ঠান্ডা পদার্থ দেওয়া হয়, জ্বর যে তাপ উৎপন্ন করে তা দূর হবে , পরিপক্ক হবার জন্য ,কোনও মিশ্রত পদার্থ ছাড়াই বা এই পদার্থের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়াই।

প্রাচীন গ্রীক বিখ্যাত ডাক্তারদের একজন গ্যালেন স্বীকার করেছেন,যে ঠান্ডা পানি এই ধরনের জ্বর দূর করতে সাহায্য করে । তিনি জানিয়েছেন তাঁর বই 'নিরাময় পদ্ধতি'  (Healing Methods)এর দশম প্রবন্ধে বলেছেন ' যদি কোন তরুণ, সুস্থ মানুষ, কোন অভ্যন্তরীণ টিউমার থেকে ভুগছেন না, যদি দিনের গরমে গোছল সেরে নেন বা পানিতে সাঁতাড় কাটে তাতে সে উপকার লাভ করবে । ' তিনি আরও উল্ল্যেখ করেছেন যে  তিনি নিয়মিত এই প্রতিকার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন ।

এছাড়া আর-রাজি তার বই আল-কবির এ  সম্পর্কে বলেছেন:

"শক্তি স্বাভাবিক হলে কিন্তু জ্বর খুব তীব্র এবং পরিপক্কতা (ক্ষতিকারক পদার্থের) স্পষ্ট হলে,যখন রুগী কোনও আভ্যন্তরীন টিউমারে বা  কোনও ধরনের ফেটে যাওয়ায় আক্রান্ত হলে, ঠান্ডা পানি পান উপকারী। অসুস্থ ব্যক্তি মোটা হলে, আবহাওয়া গরম আর সে ব্যক্তিকে ঠাণ্ডা গোসল নেওয়ায় অভ্যস্থ হলে ,তাকে তা করতে দাও। "

নবী(স)ঐর বক্তব্যে: "জ্বর জাহান্নামের আগুনের দম। " এর সম্ভাব্য দুটি অর্থ আছে ।
প্রথমঃ জ্বরে জাহান্নামের ,তার বান্দা তা অবগত ,এই বাস্তবতা থেকে সে শিক্ষা নেয়। অতএব আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন জ্বরের যুক্তি ও কারণ , জ্বর দেখা দেওয়া এবংচলে যাওয়ার। একইভাবে

আরাম, আনন্দ, ভোগ ও উল্লাস এগুলি জান্নাতের অংশ যা আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন এই ধরনের অনুভূতিগুলি উদাহরন ও শিক্ষা হিসাবে আসার এবং তিনি অনুমতি দিয়েছেন এগুলিকে কার্য কারণের সাথে সংযুক্ত হতে ও আবির্ভূত হতে।

দ্বিতীয়তঃ হাদিস সমতুল্য জ্বর এবং তাপ কে জাহান্নামের আগুনের তীব্র তাপের সাথে, যাতে আমাদের হৃদয় কল্পনা করতে পারেন আগুনের তীব্র শাস্তি এবং তাপ থেকে নির্গত হয় ।

নবী(স)এর বক্তব্য, ' পানি দিয়ে ঠান্ডা কর ' বলতে সব ধরনের পানি বুঝায়, আর এটাই সঠিক মত । আরেকটি মতে বলা হয়েছে, এখানে পানি মানে জমজম পানি । এই মতের সমর্থকরা যেমন ব্যবহার যুক্তি হিসাবে করেন আল-বোখারি(র)এর সহিহ হাদিসের বর্ণনা ,আবু জামরাহ নাছির বিন আদ-ধুবায়ী(র) বলেন, ' আমি থাকতাম মক্কায় ইবনে আব্বাসের সাথে থাকতাম ততদিন পর্যন্ত যখন আমি জ্বরে আক্রান্ত হই। তিনি বললেন, "এটা জমজম দিয়ে ঠান্ডা করো ।আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন: الحمّى من فيحِ جهنمَ ' জ্বরও তো জাহান্নামের আগুনের এক দম ।অতএব, তোমরা শীতল কর পানি দিয়ে অথবা বলেছেন জামজামের পানি দিয়ে । '

হাদিস বর্ননাকারীর সংশয় ছিল নবী(স)ঠিক কি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। তা না হলে সন্দেহাতীত ভাবে নিশ্চিত হত যে মহানবী(স) জামজামের পানি বলেছেন মক্কার মানুষের জন্য, কারণ সেখানে তা পাওয়া যায় । অন্য সবাই তাদের কাছে যা পানি পাওয়া যায় তা ব্যবহার করতে পারে।

এ বিষয়ে মতান্তর রয়েছে নবী করিম (সা.)-পানি দান হিসাবে বা না এটি ব্যবহার করতে বলেছেন । সঠিক অভিমত হলো, হাদিসের মানে এটি ব্যবহার করা । আমি বিশ্বাস করি, যারা হাদিসটি মনে করে দাতব্য হিসেবে ব্যবহার করা, তারা এর পেছনের লক্ষ্য বুঝতে পারেননি যে জ্বরের জন্য ঠান্ডা ব্যবহার করা । তবু নবীর বক্তব্যের তুলনীয় ব্যাখ্যা, পুরস্কারের জন্য এক ধরনের ভাল কাজ। যেহেতু তৃষ্ণার্ত মানুষ তৃষ্ণা মেটাতে ঠাণ্ডা পানি পান করেন,তেমনি আল্লাহ তাআলা ঠান্ডা পানি দিয়ে জ্বর দূর করেন ।তথাপি হাদিসের নির্দেশের একটা তাৎপর্য আছে,সেটা অর্থ শুধু পানি ব্যবহার করায় (এটি দান করায় নয়) ।

আবু নুয়াম বলেন, আনাস(স) বর্ণনা করেছেন, যে নবী বলেন:

اذا حمّ أحدكم : فلبرشَّ عليه الماءُ البارِدُ ثلاثَ ليلٍ من السّحرِ. (الحاكم:4/403 وقال الذهبي على شرط مسلم وأقره في تحقيق الزاد واانظر الترمذي (2084:
"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জ্বর নিয়ে নেমে আসে, তাহলে তাকে টানা তিন রাত্রি তার উপর ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে দাও প্রভাত হবার পূর্বে । "

ইবনে মাজাহ(র) বর্ণনা করেছেন যে, আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী (স)বলেন:
(3475:الحمى من كير جهنم ؛ فنحّوها عنكم بالماءِ البارِدِ. (ابن ماجه وصححه الباني "জ্বর মানেই জাহান্নামের তাপের গর্জন ।তাই এটি সরাও ঠান্ডা পানি দিয়ে।"

এ ছাড়াও সুনানে বর্ণিত আছে যে, আবু হুরায়রা(রা) বলেন: "নবী(স) উপস্থিতিতে জ্বর সম্পর্কে বলা হলে একজন মানুষ এতে অভিসম্পাত করল।রাসূল (সা) বললেনঃ
لا تسُبَّها ؛ فإنها تنفي الذنوبَ كما تنفي النارُ خبَثَ الحديدِ. (ابن ماجه و صححه البني :3469).

' ' একে অভিশাপ করো না, কেননা সে সব গুনাহ দূর করে দেয়, যেমন আগুন দূর করে লোহা অশুদ্ধতা।" [উপরন্ত সহি মুসলিমেও আছে] ।

জ্বর সাধারণত চিকিৎসা করা হয় উপকারী খাদ্য এবং ওষুধপত্র গ্রহন ও অনুপযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলে এবং ।অসুস্থ ব্যক্তির দেহ পরিশুদ্ধ হবে সমস্ত অশুদ্ধি এবং সেপটিক উপাদান এবং উপকরণ থেকে, অগ্নি যেমন লোহার অশৌচতা দূর করে । জ্বরের সুফল ইতিমধ্যেই মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষের কাছে জানা ।

আর হৃদয়-অন্তরের অসুস্থতা ও অপবিত্রতা থেকে তাকে পরিষ্কার করা বিষয়ে, কেবলমাত্র হৃদয়ের ডাক্তারদের (হৃদরোগ চিকিৎসক নয়) এই ধরনের জ্ঞান আছে।
এমন বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে নবী (সা.)বাণীতে সুস্পষ্ট সঠিক সত্য পাবেন। তবে হৃদয়-অন্তরের অসুখ যখন দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে, তখন সারিয়ে তোলার আশা কমে যাবে!

জ্বর এইভাবে শরীর ও হৃদয়কে সাহায্য করে । সুতরাং এ ধরনের হিতকারী বিষয়কে অভিশাপ দিলে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনের কাজ হবে।

আবু হুরায়রা(রা) বলেন: " জ্বরের চেয়ে ,কোন রোগে আক্রান্ত হওয়া আমার কাছে প্রিয় নয় তার জন্য কোন অসুস্থতা নেই, কারণ এটি আমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গে প্রবেশ করে,আল্লাহ প্রত্যেককে তার প্রাপ্য সওয়াব দান করেন ।"
অতএব, গ্রীষ্মের সময় ও গরম এলাকায় ঠান্ডা পানি ব্যবহার করে জ্বর দূর করা উপকারী, কারণ পানি সূর্যের রশ্মি থেকে দূরবর্তী হবে দিনের শুরুতে। উপরন্তু, ভোরের ঠিক আগে অসুস্থ ব্যক্তির শরীর সবচেয়ে শক্তিশালী, তার প্রাপ্য ঘুম ও বিশ্রাম যথার্থ হয় উপরন্তু বায়ু দুষণ সবচেয়ে কম থাকে । আবার শরীরের শক্তি যোগ হবে ঔষধে, এই ক্ষেত্রে - পানি এবং তারা উভয় পরিত্রাণ করবে জ্বরের,যা ফলে মারাত্মক টিউমার বা সেপটিক পদার্থ বা অবস্থা থেকে উদ্ভূত নয় । তারপর আল্লাহ নিভিয়ে দেবেন তার দ্বারা জ্বরের তাপ ।

# নবী (স)এর পথ-নির্দেশনা ডায়রিয়া নিরাময়ে

সহিহাইন-এ বর্ণিত আছে যে, আবু সায়েদ খুদরী (রা)বলেন :

ان رجلاً اتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : انّ أخي يشتكي يطنه ،وفي رواية استلق بطنُهُ،فقال: اسقهِ عسلاً .فذهب ثم رجعَ،فقال: قد سقيتُهُ فلم يُغن عنه شيئًا. وفي لفظ: فلم يزده إلا استطْلاقًا. مرّتين أو ثلاثً كُلَّ نلكَ يقولُ لهُ : اسقهِ عسلاً , فقال لهُ في تلثالِثِةِأو الرابعةِ ، صدق اللهُ وكذب بطنُ أخيكَ . (البخاري :5684ومسلم:2217)

"একজন লোক নবী(স)এর কাছে এসে বললেন," আমার ভাই তার পেট সম্পর্কে অভিযোগ করছে(সে ডায়রিয়াতে ভূগছে)।' মহানবী বি বলেন, ' তাকে কিছু মধু দাও ।' লোকটি গিয়ে পরে ফিরে এল, বলল " আমি তাকে মধু দিয়েছি, কিন্তু তা সাহায্য করে নি । " অথবা বলল, " এটা ওর ডায়রিয়া খারাপ করেছে ।" সে দুইবার বা তিন বার এটা বলল, সব সময় নবী(স) তাঁকে বললেন, "তাকে কিছু মধু দাও । তৃতীয় বা চতুর্থ বার মহানবী সা: বলেছেন, ' আল্লাহ সত্য বলেছেন আর তোমার ভাইয়ের পেটে মিথ্যা বলেছে।"

মধু অসাধারণ ঔষধি গুণ আছে, কারণ এটি শিরা ও অন্ত্রে ক্ষতিকারক পদার্থগুলি ,যা সংগৃহীত হয় ,ধুয়ে মুছে ফেলে । মধু অতিরিক্ত আর্দ্রতা দ্রবিভূত কর ও পানীয় হিসাবে এবং মলম হিসাবে উপকারী । এটি খুব কাজের বয়স্কদের , কাশি এবং ঠান্ডা মেজাজ বা যারা কাঁপুনিতে ভুগছে তাদের জন্য । মধু পুষ্টিকর, অন্ত্রে গতি শ্লথ করে আন্দোলন এবং এটি একটি ভাল সংরক্ষণী উপাদান । উপরন্তু মধু অন্যান্য ওষুধের তিক্ত স্বাদ কমায়, লিভার ও বুক পরিষ্কার করে , মূত্র উৎপাদনে সাহায্যকরে , এবং কফের সঙ্গে যে শ্লেষা আসে তা গলায় ।
মধু যখন গরম করে গোলাপ তেলে মিশিয়ে খাওয়া হয়, তা পশুর কামড় এবং আফিমের প্রভাব সারিয়ে তোলে । মধু পানিতে মিশিয়ে খেলে পাগলা কুকুরের কামড়ের এবং বিষাক্ত মাশরুম খাওয়ার প্রভাবের বিরুদ্ধে সাহায্য করে। যদি টাটকা মাংস মধুতে রাখা হয়, এটি তার সতেজতা তিন জন্য মাস সংরক্ষণ করে ।
অনুরূপভাবে যদি লাউ, শসা ও বেগুণ মধুতে রাখা যায় , তারাও সংরক্ষীত থাকে। উপরন্তু, মধু কিছু ধরনের ফল সতেজ রাখে ছয় মাস ধরে । এটি এমনকি মৃতদেহ সংরক্ষণ করে, আর এ জন্য একে যোগ্য সংরক্ষণকারী বলা যায় ।
মধু প্রয়োগ করা হলে উকুন আক্রান্তের উকুন আর ডিম দুটিই ধ্বংস করে। মধু উপরন্তু চুলে স্নিগ্ধতা এবং সৌন্দর্য বৃদ্বধ করে, বেশি দিন বড় গতে সাহায্য করে ।
যখন মধু চোখে 'কুলের' মতো প্রয়োগ করা হয়, তাতে দুর্বল দৃষ্টিশক্তি জোরদার হবে ।
মধু উপরন্তু, দাঁত,তার স্বাস্থ্য এবং মাড়ির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে । শিরাগুলি খোলে প্রবাহ সৃষ্টি করে ঋতুস্রাবে সাহায্য করে ।

মধু খালি পেট শরীর শ্লেষ্মা ও কফ থেকে পরিত্রাণ পেতে সাহায্য করে।
এটি পেট থেকে ক্ষতিকারক পদার্থ বা এর মিশ্রণ পরিষ্কার করে, পেট গরম করে ও ছিদ্র খুলে দেয় ।
কিডনির ,প্রস্টেট এবং লিভারের উপর মধু একই রকম প্রভাব আছে ।
উপরন্তু, মধু লিভার এবং কিডনির অতিরিক্ত সঞ্চয়ের চিকিৎসার জন্য, সবচেয়ে কম ক্ষতিকর মিষ্টি পদার্থ ।

এসব সুবিধা ছাড়াও, যা উল্ল্যেখ করা হয়েছে, যারা পিত্ত রোগ থেকে ভুগছেন তাদের ছাড়া , মধু কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা ক্ষতি করে না এবং তাদের মধুর সঙ্গে ভিনিগার যোগ করে সেবন করার উপদেশ দেওয়া হয়, ক্ষতি অপসারন করার জন্য৷

মধু অসংখ্য ঔষধি গুণের সাথে একটা খাবার , পানীয়, মিষ্টি, একটা প্রতিকার, এক ধরনের জলখাবার এবং একটি মলম । অতএব, মধুর চেয়ে উপকারী কোনও অন্যান্য পদার্থ নাই যা অধিক উপকারী বা যা এমনকি তার প্রতিদ্বন্দ্বী । এ কারণেই প্রাচীণ সময় থেকে মানুষ ভরসা করে মধু সম্বন্ধে ,প্রাচীণ প্রায় সব বই-পুস্তক চিনির উল্ল্যেখ নাই যা আধুনিক সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে।য

নবী(স) খালি পেটে কিছু মধু মিশ্রিত পানীয় খেতেন । স্বাস্থ্য সংরক্ষণের সংক্রান্ত এই অভ্যাসের পিছনে অপূর্ব গোপণ রহস্য আছে এর পিছনে । ।শুধুমাত্র যারা শুদ্ধ-বুদ্ধির অধিকারী, তারা সক্ষম হবে এমন রহস্য চিনে নিতে । আমরা এই বিষয় উল্লেখ করব পরে যখন সুস্বাস্থ্য সংরক্ষণে নবীর(স) হেদায়েত বর্ণনা করব৷

একটি হাদিস [সহিহ ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য বর্ণীত] নবী(স) বলেছেন:

عليكم بالشفاءَينِ : العسلِ و القران .( ابن ماجه : 3452 و صححه الباني4/34).

"দুই আরোগ্য ব্যবহার কর: মধু এবং কুরআন ' ।(ইবনে মাজাহ,সহিহ আল-বানী)

এই হাদিস একত্রিত করে ,বস্তুগত ও খোদায়ী আরোগ্য উপাদান, শরীর ও আত্মার ঔষধ, পার্থিব ওষুধ আর অপার্থিব নিরাময় ।

এসব তথ্য বুঝতে আমরা ফিরে যাই, যে ব্যক্তিকে তার ডায়রিয়া কারণে নবী(স)মধুর উপদেশ দিয়েছিলেন করত , যা অতি-খাওয়ার কারণে হয়েছিল৷নবী(স) তার পেট ও অন্ত্রের ক্ষতিকারক পদার্থ বা বিষ জমতে থাকায় ,যা খাদ্য হজম বাধা দেয়, তা থেকে পরিত্রাণ পেতে তার জন্য মধু খাওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন কারণ মধুর নিষ্কাশণ ক্ষমতা রয়েছে । ক্ষতিকারক, আঠাল পদার্থ পাকস্থলি দেয়ালে যা লেগে থাকে, যা গামছার মত, পেট ও খাবার দুটোই দূষণ করে। মধু এসব দূর করে , সমস্ত পদার্থ পেট থেকে বের হয়, এবং এটি সর্বোত্তম নিরাময় এই অবস্থার জন্য । মধু একটি ক্ষমতাশালী পরিষ্কারক এবং ডায়রিয়ার চিকিৎসায় কার্যকর, বিশেষ করে যখন মধু মেশানো হয় উষ্ণ পানিতে।

নবী(স) কে তার আদেশে ভাল কারণে বারবার তাঁর অসুস্থ ভাইকে কিছু মধু দিতে বলেছিলেন৷নির্ধারিত ঔষধ যথেষ্ট মাত্রায় হওয়া উচিত । তা না হলে অসুস্থতা পুরোপুরি নিরাময় হবে না । যখন এই নির্ধারিত ওষুধ প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে বড় হলে তা শরীর দুর্বল হবে এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে । যখন নবী (সা.) প্রথমে লোকটিকে তার ভাইকে মধু দেবার আদেশ দিয়েছিলেন, তাঁর আরোগ্য কামনায় তাঁকে যথেষ্ট পরিমাণে ঔষধ দেননি। লোকটি যখন বলল যে, তার ভাই সুস্থ হয় নাই, নবী জানাতেন, পরিমান যথেষ্ট নাই, তাই তিনি ওই ব্যক্তিকে বেশ কয়েকবার বলে দেন তাঁর ভাইকে আরো মধু দিতে, যাতে ডোজ একটি পর্যাপ্ত পরিমাণে পৌঁছে। যখন অসুস্থ ব্যক্তি বেশ কিছু ডোজ পেল ,এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মধু, আল্লাহর অনুমতি পেয়েই নিরাময় হল। সঠিক ডোজ দেওয়া সঠিক চিকিৎসাবিদ্যার একটি বড় অংশ ।

নবী(স) যখন বললেন: صدَقَ اللهُ وكذَبَ بطنُ أخيكَ. " আল্লাহ সত্য বলেছেন এবং তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলেছে ।"

এটি মধুর নিশ্চিত কার্যকারিতা নির্দেশ করে ।উপরন্তু এটি ইঙ্গিত করে যে অসুস্থতা যায় নাই কারণ নির্ধারিত ওষুধ কার্যকর না তা নয় বরং পাকস্থলীতে প্রচুর পরিমাণে নষ্ট পদার্থ । অতএব, মহানবী(স) নির্দেশ দেন,বেশী ঔষধের কারণ তার পেটে রয়েছে অত্যধিক পরিমাণে নষ্ট পদার্থ ।

নবী(স)এর ঔষধ অনুরূপ নয় যেমন ডাক্তার দিয়ে থাকেন। নবী(স)এর ঔষধ নিঃসন্দেহে কার্যকর চিকিৎসা ও প্রত্যাদেশ ও নবী(স) প্রশান্ত ও যথার্থ মন আর  দ্বারা উপদেশ প্রদত্ত নিরাময় ।এর তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যান্যের দ্বারা প্রদেয় প্রতিকার অনুমান, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা উপর নির্মিত ।

এটা ঠিক যে অনেকেই লাভবান হন না নবী(স)এর ঔষধে, কারণ এটি শুধুমাত্র তাদের সাহায্য করবে যারা স্বীকার করে ও বিশ্বাস করে । এমনিতেই তাঁরা বিশ্বাস করেন ও এর প্রতি আত্নসমর্পন করবে, এতে তাদের সাহায্য হবে। কুরআন, যা হৃদয়-মন গোপন করে তার নিরাময় হয় ,এটা স্বীকার এবং বিশ্বাসের সঙ্গে মেনে না নিলে , তা দেবে না হৃদয়-অন্তরের অসুখের  নিরাময় । বরং কুরআনক শুধুই যোগ করবে আরও মন্দ ও রোগ মুনাফেকদের অন্তরে ।

নবী(স)নিরাময় শুধুমাত্র উপযুক্ত ভাল ও বিশুদ্ধ মানুষের জন্য , যেমন কুরআন শুধু উপযুক্ত পবিত্র আত্মা এবং সংবেদনশীল হৃদয়-অন্তরের জন্য। সুতরাং যখন মানুষ নবী(স)এর ঔষধ অগ্রাহ্য করে, এটা কুরআনের সাহায্য ও হেদায়েত উপেক্ষা করার মতো, যা সর্বাধিক কার্যকরী ওষুধ । আবার ওষুধ (কুরআন ও নবীর(স)ঔষধ) কাজ করে না, কারণ শরীর এবং আত্মা উপযুক্ত নয় , এর মধ্যে নেতিবাচকতা রয়েছে যা ওষুধ গ্রহণ করার যোগ্য নয় । কারণ এটা নয় যে ওষুধ কাজ করে না। আল্লাহর পক্ষ থেকেই যাবতীয় সাফল্য আসে ।

**যেখানে মতের বিরোধ আছেঃ** আল্লাহ বললেনঃ

..يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ .. (16:69)

' ' তাদের পেট থেকে বেরিয়ে আসে একটি পানীয়, বিভিন্ন রঙে ,যা মানুষের জন্য নিরামষ় হয় । (16:69)

মতভেদ এ বিষয়ে যে ' ..*এতে মানুষের জন্য রয়েছে নিরাময়..* ' । এটা কি পানীয় না আল-কোরআন নির্দেশ করে? এই বিষয়ে দুটি মতামত রয়েছে,সবচেয়ে কাছের সত্য হলো ইবনে মাসুদ, ইবনে আব্বাস, আল-হাসান, কাতাদাহ এবং আলেমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বলেছেন,এই শব্দগুলো পানীয়ের দিকে ইঙ্গিত করে । এছাড়া মহানবী(স)আগের হাদিসে বলেছেন, ' আল্লাহ তাআলা সত্য বলেন.." । এটা যেমন স্পষ্ট, তেমনি আয়াতটি পানের কথা উল্লেখ করেছেন । আল্লাহ ভাল জানেন ।

নবী(স) প্লেগ অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন।
সহিহাইনের বর্ণনা অনুযায়ী ,সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস(রা) উসামাহ বিন জায়েদের(রা)কাছে জানতে চাইলেন,প্লেগ সম্পর্কে নবী(স)কি বলেছেন ?  উসামাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেনঃ
الطاعون رِجزٌ أُرسلَ على طائفةٍ من بني إسرائيلَ – وعلى من كان قبلكم ، فإذا سمعتم به بأرض: فلا تدخلو بأرض - وأنتم بها – فلا تخرجوا منها فرارًا منهُ (البخاري:3743)

" প্লেগ একটি শাস্তি যা অবতীর্ণ হয়েছিল ইসরাইলের বংশধরদের ও তাদের উপরে যারা ছিল তোমাদের সময়ের আগে । সুতরাং যদি তোমরা শোনো যে এটি কোনো দেশে আঘাত হেনেছে, আর তোমরা দেশে প্রবেশ কর না । আর যদি তা ভূমিতে পৌঁছে যায়, যেখানে তোমরা বসবাস কর, ওই এলাকা থেকে বাইরে যাবে না । "(সহিহ বোখারীঃ3743)

উপরন্তু, সাহিহাইন-এ বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

الطاعونُ شهادةٌ لكلِّ مسلمٍ. (البخاري : 283)

"প্লেগ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শহীদের মৃত্যু।"(বুখারীঃ283)

ভাষাগত ভাবে, তাউন(প্লেগ), এক ধরনের রোগ। ডাক্তারি পরিভাষায় প্লেগ মারাত্মক, দূষিত 'টিউমার' যা বেদনাদায়ক যা বেদনাদায়ক সংক্রমণ থেকে সৃষ্ট, দ্রুত সংক্রমিত এলাকাকে কালো, সবুজ বা বাদামি রং-এ পরিনত করে। এর পরেই ক্ষত দেখা দিতে শুরু করে এলাকার আশেপাশে । প্লেগ সাধারণত তিন এলাকা, বগলের নীচে, কানের পিছনে এবং নাকের আগায় অথবা, শরীরের নরম জায়গায়।

আয়েশা(রা) বললেন:তিনি রাসুল(স)কে প্লেগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং তিনি বললেনঃ
غُدَّةٌ كغدَةِ البعير يخرجُ في المرقّ والإبطِ. (احمد6/145)

"একটি গ্রন্থি যা উটের গ্রন্থি অনুরূপ এবং যা পেটের নরম অংশে এবং বগলের নিচে দেখা যায় ।' '

ডাক্তাররা বলেন, যখন কোনও সংক্রমন হয় নরম মাংস, বগল বা কানের পিছনে, বলা হয় প্লেগ। প্লেগ হয়,সংক্রামিত রক্ত থেকে (সংক্রামিত রোডেন্ট বাহিত)। শরীরের বিভিন্ন এ দূষিত রক্ত, কখনও পুঁজ সৃষ্টি করে এবং রক্তক্ষরণও করে। এক্ষেত্রে যে অঙ্গটি এই রোগে আক্রান্ত দূষিত রক্ত হৃদপিন্ডে পাঠায়, ফলে বমি হয়, অসচেতনতা ও দ্রুত হৃদস্পন্দন হয়। যদিও প্লেগ প্রতি সংক্রমণের বেলায় বলা হয় যা সেপটিক রক্ত পাঠায় হৃদপিন্ডে, অনেক সময় মারাত্মক হয়ে ওঠে, এটা বিশেষতঃ শরীরের নরম টিস্যুগুলিকে আক্রমণ করে ।
যেহেতু সংক্রমিত রক্ত সেপটিক, তাই বিভিন্ন অঙ্গ রক্ত প্রত্যাখ্যান কর কেবল যে অঙ্গ দুর্বল হয়ে পড়েছে তা ছাড়া। সবচেয়ে খারাপ ধরনের প্লেগ, কানের পিছনের এবং বগলের নিচের কারণ তারা কাছাকাছি শরীরের অপরিহার্য অঙ্গসমূহের। আরোগ্যের সামান্য সুযোগ আছে কালো প্লেগ থেকে ,লাল প্লেগ ও হলুদ প্লেগ কম বিপজ্জনক । যেহেতু এলাকায় এটা হয়, এটিকে প্লেগ , মড়ক বলা হয়, যদিও এই শব্দ প্রতিটি মহামারী বর্ণনা করে, যেমনটা আমরা বলেছি, আর আল-খলিল একমত।
মহামারী শব্দটির চেয়ে সাধারণ ,প্লেগ থেকে । প্রত্যেক প্লেগ একটি মহামারী অথচ প্রত্যেক মহামারী প্লেগ নয়। প্লেগ সংক্রমণ , আলসার ও মরন স্ফীতি করে শরীরের বিভিন্ন এলাকায়, যা আমরা বর্ণনা করেছি । আমার মতে এগুলো শুধুমাত্র প্লেগ-এর লক্ষণ, যেহেতু এই বিষয়টি ডাক্তাররা পর্যবেক্ষণ করছেন এবং লক্ষণগুলিকে চিকিৎসকরা প্লেগ নামে আখ্যায়িত করেছেন ।

প্লেগ শব্দটির তিনটি অর্থ আছে ।
প্রথম: যে রোগের উপসর্গ চিকিৎসকরা যা পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড করেন।
দ্বিতীয়তঃ মৃত্যু যা সংঘটিত হয় । যেমন নবী বি বলেন:
الطاعونُ شهادةٌ لكلِّ مسلمٍ. (البخاري : 283)

"প্লেগ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শহীদের মৃত্যু।"(বুখারীঃ283)

তৃতীয়তঃ মহামারী প্রকোপ পিছনে কারণ, যা হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে,
انهُ بَقِيَّةُ رِجْزٍ عُرسِلَ عَلَى بني إسرائِيلَ (مسلم:22187)، البيهقي:3/376)

" মড়ক হচ্ছে এমন এক শাস্তির যা পাঠানো হয়েছিল ইসরাইলের বংশধরদের । "

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছঃ
انَهُ وَخْزُ الجِنِّ. (احمد:395)
"এটা জ্বিনের স্পর্শের ফল। "
এছাড়াও প্লেগ সম্পর্কে রাসূল(স) বলেছেনঃ
انَهُ دَعوةُ نبيٍّ. (لم نعثر عليه)
"একজন নবীর দোয়া ।"

ডাক্তারগণ কারণগুলি অস্বীকার করতে পারবেন না,যা আমরা কারণ সম্পর্কে বর্ণনা করলাম,কেন মহামারী দেখা দেয়।যদিও তাঁরা মনে করেন, কোনও শারীরিক প্রমাণ নেই যে তা সমর্থন করে । আর রসূলগণ আমাদের জানিয়ে ছিলেন অদেখা বিষয় আর ডাক্তারদের দক্ষতা প্লেগের শারীরিক লক্ষণ নিয়ে। তবে ডাক্তাররা যে প্লেগের লক্ষণের সঙ্গে পরিচিত ,তার কোনো বস্তুগত প্রমাণ দেন না যে প্লেগ কোনও ভাবে আত্মাকে যুক্ত করে না, কারন আত্মার সাথে এর এক অসাধারণ সংযোগ আছে এবং শরীর রোগ ভোগ করে ও শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটে। শুধু সবচেয়ে অজ্ঞ মানুষ শরীরের

উপর ও মানুষের স্বভাবের পুরোটাই উপর আত্মার প্রভাবকে অস্বীকার করবে। আল্লাহ আত্মাকে আদম সন্তানের শরীরের উপর বিশেষ কিছু ক্ষমতা দেন এমন সময় যখন কোনও মহামারী দেখা যায় বা বায়ু সংক্রমিত হয়. ।

এছাড়া আত্মার বিশেষ কিছু প্রভাব রয়েছে শরীরের উপর, যখন বোঝে সেপটিক পদার্থের ফলে শরীরের অসুস্থতা দেখা দেয়, বিশেষ করে যখন রক্ত, বীর্য বা কালো পিত্তথলি আলোড়িত হয়। অশুভ শক্তি শরীরের নিয়ন্ত্রণ নেয় যখন এমন আবেশ ও রোগের উপস্থিতি অনুভব করে, যদি না ব্যক্তি একে আরও শক্তিশালী শক্তি দিয়ে প্রতিরোদ না করে , যেমন আল্লাহকে স্মরণ করা, তাঁর প্রতি মিনতি করা ,তাঁকে ডাকা, অনুনয় করা , দান করা এবং কুরআন পাঠ করা । এ অবস্থায় ফেরেশতারা অবতরণ করবে এবং পরাজিত করবে শয়তানের মন্দ প্রভাব (অশুভ শক্তি) ।
আমরা সফলভাবে এই পদ্ধতি চেষ্টা করেছি অনেক বার (আল্লাহ তা'আলা যা গণনা করতে সক্ষম), আর আমরা এমন ইতিবাচক শক্তির (ভাল আত্মা) বিস্ময়কর প্রভাবের সাক্ষী ,যা শক্তিশালী করে ব্যক্তিকে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগের মোকাবেলা এবং ক্ষতিকর উপাদান দমন করতে । এই পদ্ধতি প্রায় কখনই ব্যর্থ হয় না আল্লাহর ইচ্ছায়।
যখন কেউ মনে করে যে মন্দ তার কাছাকাছি ,তার উচিত ঐ কাজগুলি করা যা আমরা বলেছি। যাতে করে অশুভ আত্মাকে প্রতিহত করে রুখে দেয় । এইটা সেরা ওষুধ তাদের জন্য যাঁদের আল্লাহ সফলতা দান করেন ।
কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা সিদ্ধান্ত নেন তাঁর নির্ধারিত নিয়তি নিয়ন্ত্রণ নেয়, তিনি ভূলে দেন হৃদয় থেকে তার বান্দার জানা ও ইচ্ছা,ঐ সমস্ত ভাল কাজগুলি করার কথা । । এ ক্ষেত্রে বান্দা সিদ্ধান্ত নেয় না বা এই সৎকর্ম সম্পাদন করতে চায় না ,অতএব আল্লাহ যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা ঘটে ।

আল্লাহ চাহেন, আমরা এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত বলব যখন আলোচনা করব আমরা ইসলামের খোদায়ী প্রতিকার নিয়ে (রুকায়া),মহানবী (সা.)-এর দোয়া, বিভিন্ন ধরনের দোয়া ও মোনাজাত, নির্দিষ্ট ফরম,আল্লাহর স্মরণ ও সৎকর্ম সম্পাদন করে. । আমরা উপরন্তু নিশ্চিত করব যে তুলনারনবী(স)এর ঔষধও নিয়মিত ঔষধ তূলনা করা ঠিক তেমন যেমন তূলনা হাতুরে চিকিৎসার সাথে ডাক্তারের চিকিৎসার ,যেমন বিশিষ্ট ডাক্তারগণ স্বীকার করেন।

আমরা করব আরও বিস্তারিত ভাবে বলা যায় যে, দেহ বেশি আত্মার দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সেই ইসলামি প্রার্থনার সূত্র এবং দোয়া সবচেয়ে বেশি ভালো এবং বেশি শক্তিশালী সবচেয়ে ভাল ঔষধের চাইতে ;যে তারা মারাত্মক বিষের প্রভাব দূরভিত করতে পারে।

আমাদের এই সত্যটি পুনরায় গুরুত্ব দিতে হবে যে, অস্বাস্থ্যকর বাতাস প্লেগ সৃষ্টি করতে প্রধান ভূমিকা পালন করে । বাতাস হয়ে অস্বাস্থ্যকর যায় ,অসুখসৃষ্টকারী উপকরণ(জীবানু)হওয়ার কারণে ও দূষণের জন্য শক্তিশালী ওষুধ । বছরের কোন সময় হত্ পারে কেন,যদিও সাধারণত ঘটে গ্রীষ্মের শেষে আর শরৎ কালে। বসরের এ সময়ে দূষিত পিত্ত নিঃসরণ যা গ্রীষ্ম তালে নিসৃত হয়,তা পরিপক্ক হবে, জমা হবে এ সময়ের শেষ পর্যন্ত । শরৎ কালে আবহাওয়া, সাধারণত বাতাস ঠাণ্ডা হয় এবং এভাবে গ্রীষ্মকালে সঞ্চিত অপরিপক্ক জমা হওয়া পিত্ত মল, গরমের করুন নষ্ট এবং পচে যেতে শুরু করে ,পচা-গলা রোগের সূচনা করে এইভাবে অসুস্থতা । বিশেষ করে এই ঘটনা যখন শরীর এই ধরনের অসুখে সংবেদনশীল, নিষ্ক্রিয় থাকা ,প্রচুর সেপটিক উপকরণ থাকার, দুটোই খুব কমই শরীরকে রোগ থেকে বাঁচতে পারে।

আমাদের বলা উচিত যে বছরের সেরা মওসুমটা,বিশেষ করে বাতাস সম্পর্কে, বসন্ত । হিপোক্রেটিস বলেন,"শরৎ সবচেয়ে খারাপ ধরনের রোগ বহন করে এবং মারাত্ম অসুস্থ হয়। অন্য দিকে বসন্ত সেরা মওসুম এবং মৃত্যুর অন্তত ঘটনা কম ঘটে।" ফার্মাসিস্ট এবং যারা কবরের জন্য মৃতদেহকে প্রস্তুত করে সাধারণত টাকা ঋণ করে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে,শরতের চেয়ে । কারণ তাদের কাছে শরৎ তাদের বসন্ত,তার আসার জন্য আগ্রহী হয় এবং যখন এটি শুরু হয় খুশি বোধ এর আগমনে (শরতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে) ।

হাদিসে বলা হয়েছে যে:

إذَا طَلع النّجمُ : ارْتفَعَاةُ عنْ كلِّ بَلَدٍ (احمد 2/143)

"যখন তারকার (আক্ষরিক অর্থেই স্টার) আবির্ভাব হয়, তখন প্রত্যেক মহামারী প্রতি জমিন থেকে দূর হয় । "

নজমকে বলা হয়, গ্রহ বা তারকা, যা বসন্তে দেখা যায় ।

وَاالنَّجمُ وَالشَجَرُ يسْجُدَان. (القران، 55:6)

"আর তাকাররা ও গাছপালা, সেজদা কর ।" (55:6)

মানে বসন্তের সময়, কারণ এ ঋতুতে যখন গাছগুলো তাদের প্রধান্য পায় এবং মহামারী সরিয়ে দেওয়া হয় ।
নজম (এ ক্ষেত্রে "উত্তর তারা") উঠলে রোগ বেরে যায় আর যখন তা অস্ত যায় ভোরে।
আল-তামিমি(র) তার বই 'অস্তিত্বের রহস্য '-এ বলেছেন,"বছরের সবচেয়ে খারাপ দুই সময় এবং সবচেয়ে ক্ষতিকারক শরীরের জন্য : ভোরের আলো ফোটার ঠিক আগে উত্তর নক্ষত্রের অস্ত যাওয়ার সময়,আর যখন আবির্ভূত হয় সূর্য উদয় হওয়ার আো পৃথিবীর পূর্ব থেকে। এইটা সে সময় বসন্ত শেষ হওয়ার ।অথচ, ক্ষতি কম হয়,যখন দেখা দেয় তার চেয়ে,যখন অস্ত যায়। "আরও, আবু মুহাম্মাদ বিন কুয়তাইবাহ(রা) বলেছেন:

"যখনই প্লেইডিস (জ্যোতির্বিজ্ঞানে, নক্ষত্রের গুচ্ছকে প্রাচীন গ্রিকদের নামানুসারে ' সাত বোনেরা ,seven sisters, " , আরবরা বলে থাকে "আল-সুরাইয়া") উদয় বা অস্ত যায়, এটি মানুষ ও উটের জন্য মহামারী বয়ে আনে ।
অথচ, আবার এটা যখন অস্ত যায় সেটা তার উদয়ের চেয়ে খারাপ । "

হাদিসের তৃতীয় একটি অভিমত আছে অর্থাৎ, নক্ষত্র (প্লেইডিস)ও মহামারী হল, যা উদ্ভিদ ও ফলমূল আক্রমণ করে শীত আর বসন্তের শুরুতেই । যখন নক্ষত্র উদিত হয়, সেই সময় এই ধরনের মহামারী থেকে উদ্ভিদ নিরাপদ থাকবে। এই কারণেই নবী(স) ফল-ফাকরা বিক্রি বা ফল কেনা-বেচা নিষেদ করেছেন এগুলি পরিপক্ক,পাকা ও ভাল কি না।

## নবী (স) প্লেগ অধ্যুষিত এলাকায় থাকার জন্য ও এ এলাকায় প্রবেশ না করার নির্দেশ করেছেন

যার বসবাসের এলাকায় প্লেগ-এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে,সেখানে অবস্থান করা। প্রতিরোধের এটি সর্বোত্তম উপায়, যখন একজন মহামারী কবলিত এলাকায় প্রবেশ করে তখন তিনি নিজে সংক্রমণের ঝুঁকি নেয় ও অন্যদের ক্ষতি করে । এই ধরনের বিপদ নিজেকে নেওয়া ধর্ম এবং বিবেকবান মনের বিরোধিতা করে ।প্লেগ অধ্যুষিত এলাকা থেকে দূরে থাকা এক ধরনের প্রতিরোধ যা আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন এবং মানুষকে হেদায়েত করেছেন ।এই ক্ষেত্রে, একজন একটি প্রতিরোধ পদ্ধতি অবলম্বন করে দূষিত এলাকা এবং বায়ু এড়িয়ে।.

নবীর জন্য মুমিনদের মহামারী কবলিত এলাকা থেকে পালানোর নিষেধের দুটি সম্ভাব্য অর্থ আছেঃ

১. হৃদয়কে ধৈর্যধারণে, আল্লাহ উপর নির্ভর করতে উৎসাহিত করা, যা আল্লাহ নির্ধারন করেছেন ।

২. সেরা মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ বলেন , অসুস্থ হয়ে পড়া এড়ানোর জন্য মহামারী হওয়ার সময় ,প্রয়োজন শরীরের ক্ষতিকারক তরল পদার্থ এবং আর্দ্রতা থেকে পরিত্রাণ পেতে, খাদ্য গ্রহন এবং শরীরের শুষ্কতা সংরক্ষণ সাধারণভাবে সাহায্য করে। তারা ক্রীড়া কার্যক্রম এবং গোসল গ্রহণের বিরুদ্ধে সতর্ক করেন। মানুষের শরীরে সাধারণত এমন ক্ষতিকর পদার্থ থাকে যা অলস থাকে এবং যা অনেক সময় খেলাধুলা , গোসল করা দ্বারা সক্রিয় হয়ে ওঠে । তাঁরা তখন মিশতে পারে শরীরের উপকারী পদার্থের সঙ্গে এবং বেশ কিছু অসুখ সৃষ্টি করে। অতএব, যখন এক ভূমিতে মড়ক আঘাত হানে, সবচেয়ে ভালো জিনিস যেটা করতে পারে ,ওই স্থানে থাকতে হবে, যাতে ক্ষতিকারক তার শরীরের ক্ষতিকর পদার্থ উত্তেজিত করা বা ঘাটান না হয়।. প্লেগ অধ্যুষিত এলাকা ছেড়ে যেতে প্রয়োজন গতি ও শারীরিক প্রয়াস, উভয়ই এক্ষেত্রে খুবই ক্ষতিকারক ।

এসব বক্তব্য স্বীকৃত মেডিক্যাল পুরনো ও বর্তমানের মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষের, যা আলোকপাত করতে সাহায্য করে নবী (সা.)-এর আদেশের যথার্থতা যা হৃদয় ও শরীরের সুস্থতা নিশ্চিত করে।

কেউ যদি প্রশ্ন করে, ' মহানবী(স) যখন বলেন: ত্যাগ কর না করে,পরিত্যাগ কর না, ' এতে সেটা অস্বীকার করে হয়েছে ,যা বলা হয়েছে । মহামারী কবলিত এলাকা ছেড়ে অন্য উদ্দেশ্যে ,পালানো ছাড়া, যেমন ভ্রমন, নিষিদ্ধ নয়।'

আমরা এই প্রশ্নের উত্তরে বলল, কেউ বলে না যে, প্লেগ একটি ভূমিতে আঘাত করলে যে কোন ব্যক্তি,ডাক্তার হোক বা অন্য যে কেউ হক, সব ধরনের গতি নিষিদ্ধ অথচ মানুষ স্থির বস্তু নয় যে নড়াচড়া বা কাজ করতে পারবে না । বরং অত্যধিক চলাফেরা এবং কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়া যা প্রয়োজনীয় নয় তা প্রাদুর্ভাবের সময় নিরুৎসাহিত। বর্জন করার পিছনে কোনও কারণ নেই মহামারী থেকে পালান ছাড়া ,অথচ অলস ও শান্ত থাকা মানুষের জন্য ভালো ,এই পরিস্থিতিতে হৃদয় ও দেহ ভাল থাকে। পাশাপাশি, নিষ্ক্রিয় থাকা, আল্লাহর উপর প্রয়োজনীয় নির্ভরতা এবং আস্থার ও তাঁর সিদ্ধান্তে আত্মসমর্পনের জন্য প্রয়োজনীয়।
যাদের চলাফেরার প্রয়োজন হবে, যেমন শ্রমজীবী , কারুশীল্পি এবং ভ্রমণকারীরা, তাদের পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় ,অলস থাকার প্রয়োজন নেই, কিন্তু কোনও অপ্রয়োজনীয় গতিবিধি থেকে বিরত থাকতে হবে যেমন মহামারী থেকে বাঁচতে ভ্রমণ ।

এই নির্দেশের পিছনে রয়েছে এক বিরাট প্রজ্ঞা,মানুষ প্লেগ অধ্যুষিত এলাকায় থাকবে, যা নিম্নরূপঃ

১. ক্ষতি এড়ানো এবং যেসব পথ হতে পারে ক্ষতি তা এড়ানো ।

২. জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ করা, যা মাধ্যম ,মানুষ এই জীবনের ও পরকালের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার।

৩. শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে যাতে দূষিত ও দূষিত বায়ু প্রভাবে জনগণ অসুস্থ না হয়ে পড়ে।

৪. প্লেগ দিয়ে যারা পীড়িত তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গ পরিহার করা, যাতে মহামারী নিজেদের না ধরে ।
.
৫. শরীর ও আত্মাকে সংরক্ষণ দূষণ থেকে রক্ষা করা এবং কুসংস্কার, যা কেবল তাদের ক্ষতি করে, যারা এতে বিশ্বাস করে তাদের। *

সংক্ষেপে, প্লেগ অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশের নিষেধ একটি প্রতিষেধক ব্যবস্থা এবং এক ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা যার ফলে ক্ষতিকর জীবানু থেকে ব্যক্তিকে সরে রাখে। মহামারী  এলাকা থেকে পালিয়ে না যাওয়া আল্লাহর করণীয় ও সিদ্ধান্তের উপর নিরাপত্তা অবলম্বন করে আত্মসমর্পন করা। প্রথম আদেশ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দেয় , আর দ্বিতীয় আদেশ সব বিষয় আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা ।

*' *সঙ্গরোধ বা পৃথকীকরণ ' বা quarantine এর চিকিৎসা ধারণা তখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল না।লেখকের 700 বসর আগের মহানবী(স)এর হাদিস দিয়ে তিনি পৃথকীকরণের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন যা প্রায় সাত দশক পর চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা অবলম্বন করেছেন।*

"উমর(রা) আশ্-শামস যাওয়ার পথে যখন সরঘ এলাকায় পৌঁছান, সেখানে তিনি আবু উবিদাহ বিন সঙ্গে আল জাররাহ সাথে কিছু মানুষেরমিলিত হলেন। তারা উমার(রা)কে জানান,যে আশ-শাম-এ মহামারী  ছড়িয়েছে। তারা কী করণীয় তা নিয়ে একে অপরের মধ্যে বাদানুবাদ হয় । সো ' উমর(রা), ইবনে আব্বাস(রা)কে বললেন, "প্রথম যাঁরা মজিনা থেকে হিজরত করেছিলেন তাদের তলব করো ।" ইবন আব্বাস বললেন বলল," আমি তাদের তলব করলাম এবং তারাও মতভেদ করল যে, তাদের কেউ ওমর(রা)কে বলল যে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য তারা বের হয়েছে এবং আমরা সুপারিশ করি না  যে আমরা ফিরে যাইত উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত । অন্য অভিবাসীদের বললেন, আপনি আপনার সেরা লোক এবং বাকিরা আল্লাহর রাসূল সা:-এর সঙ্গীরা(রা)আপনার সাথে অতএব, আপনি তাদেরকে মহামারীর দিকে প্রেরণ করার পরামর্শ  না দেন।" উমর বললেন, 'এখন  তোমরা যাও।' তার পরে বললেন,আনসারদের ডাকো।' আমি (ইবনে আব্বাস)তাদের তলব করলেন এহং উমর তাদের মতামত জানতে চাইলেন।আনসারা(রা) মতভেদ করলেন মহাজেরদের মতই।' উমর বললেন, ' এখন তোমরা চলে যাও।' উমর(রা) তখন বলেন, ' কুরাইশদের নেতাদের থেকে ,পরবর্তী কালে (মক্কা জয়)যারা ইসলাম গ্রহন করেছিল,  যেই উপস্থিত

হোক, তাদের ডাক ক্ষেত্রে,-- । আমি(আব্বাস) তাদের তলব করলাম এবং তাদের মধ্যে থেকে দুজন মতভেদ করল,তারা বললে ," আমরা সুপারিশ করছি যে মানুষদের সহ আপনি ফিরে যান, এবং তাদের মহামারীতে ঠেলে দিবেন না ' । উমর(রা) তারপর লোকদের বিদায় দিলেন, ও বললেন, " সকাল পর্যন্ত আমি আমার পশুর পিঠে চড়ে যাবে, আর তাই তোমদেরও তাই করা উচিত । ' আবু উবাইদাহ বিন আল জাররাহ(রা) বললেন, হে মুমিনদের নেতা! আপনি কি আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তি থেকে পালিয়ে পালাচ্ছেন ? ' উমর বললেন, " যদি অন্য কেউ এসব কথা উচ্চারণ করত, হে আবু উবাইদাহ! হ্যাঁ, আমরা পালিয়ে এক আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তি থেকে আর এক নির্ধারিত নিয়তিতে যাচ্ছি । যদি তোমরা একটি উটের পাল নিয়ে উপত্যকায় এসে থাক,যার দুটি চারনভূমি আছে, একটি উর্বর ও অন্যাটি অনুর্বর ।আর তোমার উট যদি উর্বর ঢালে নাও তা পারবে আল্লাহর অনুমতিতে,নয় কি? আর যদি তুমি অনুর্বর ঢালের উপর চারণ করাও তাও আল্লাহর নিয়তি,নয় কি? " এর একটু পরেই আবদুর রহমান বিন আওয়াফ(রা) তার কিছু প্রয়োজনের থেকে ফিরে আসেন এবং বললেন, এই ব্যাপারে আমার জ্ঞান আছে । আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সা: বলেন,

إِذَ كَانَ بِأَرْضٍ وأنتم بهَا : فلا تخرُ ؛وإذا سمعتُم بهِ بِأَرضٍ فلا تقَمُوا عليهِ. (البخاري :5729).

" যদি তোমরা শোন এটি নিয়ে কোনো দেশে
আছে যেখানে তুমি আছ, সেখান থেকে পালিয়ে যেও না । যদি তা
একটি নির্দিষ্ট দেশে আছে,শোন, ওই জমিনে তোমরা ঢুকবে না । " (সহিহ বোখয়ারি, মুসলিম, আবু দাউদ,তিরমিজি, আবু-নাসাঈ,ইবনে মাজাহ ও আহমাদ)

# ফোলা রোগ(Dropsy) জন্য নবীজী(স) এর প্রতিকার

সহিহাইব-এ বর্ণিত আছে, আনাস বিন মালিক(রা)বলেন:

"উকল ও উরাইনাহ গোত্রের কিছু লোক উপজাতি মদিনায় এসেছিল এবং এর জলবায়ু তাদের জন্য উপযুক্ত হল না । তাই মহানবী(স) তাদের যাকাতের জন্য সংরক্ষিত উষ্ট্রীপালের নিকট যেতে বললেন এবং তাদের দুধ ও প্রস্রাব পান করার জন্যে(ওষুধ হিসেবে)বললেন। তাই তাঁরা নির্দেশ মতো সেখানে গেল।তারা সুস্থ হয়ে ওঠল এবং তারা মেষপালকদের হত্যা করে নবীর উটগুলি তাড়িয়ে নিয়ে গেল, এভাবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে আগ্রাসন করল । নবী (স)তাদের অনুসরণে লোক প্রেরণ করলেন এবং তাদের পাকড়াও করা হল । মহানবী (স) তখন আদেশ দেন, তাদের হাত-পা কেটে ফেলা (এবং তা করা হয়েছিল), আর তাদের চোখ লোহার উত্তপ্ত টুকরো দিয়ে দাগ দেওয়া হল। এরপর তাদের রাখা হয় সূর্যের আলোয় যতক্ষণ তারা মারা যায় ।
এই মানুষগুলো যে ফোলা রোগের অভিযোগ করছিল, যেমন ইমাম মুসলিম(র) একই হাদিসে বর্ণনা করেছেন তাঁর বেদুইনরা বলল, "আমরা আমাদের জন্য মদিনার উপযুক্ত হচ্ছে না এবং আমাদের পেট ফুলে উঠছে, আমাদের অঙ্গ দুর্বল হয়ে গিয়েছে... " । এটি একটি শারীরিক রোগ যা ঘটে যখন একটি ক্ষতিকারক ঠান্ডা পদার্থ বাহ্যিক অঙ্গগুলির এবং অন্য অঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে(যা হজমে ব্যবহৃত হয় ছাড়া),সেগুলোকে স্ফীত করে । তিন ধরনের ফুলা রোগ(ড্রপসি): শরীরের (মাংসল) টিস্যু , যা এই তিনটির মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর; একটি দেহগহ্বরে(cavity,ascities), এবং একটি অঙ্গে (ড্রাম) ।
এই রোগের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিকার হালকা কোষ্ঠ পরিষ্কারকারী ঔষধ এবং মূত্রবর্ধক ঔষধ যা সাহায্য করে তরল পদার্থ থেকে পরিত্রাণ পেতে । এই মূত্রবর্ধক গুণাবলির অস্তিত্ব রয়েছে উটের দুধ ও প্রস্রাবের মধ্যে ,নবী (স) তাদের এ জন্য তা পান করার নির্দেশ দেন । উটের দুধ হালকা কোষ্ঠ পরিষ্কারকারী, মূত্রবর্ধক, পরিষ্কার করে এবং খুলে দেয় যা বন্ধ হয় এবং সেই বাধা দূর করে দেহ উপশম করে । এই বিশেষ করে যখন উটের চড়ে বেড়ায় উপকারী ভেয়জ ঔষধী, যেমন সোমরাজ(wormwood তিক্ত ঔষধ বিশেষ), ল্যাভেন্ডার(সুগন্ধী গাছ), ক্যামোমিল(সুগন্ধী গাছ বিশেষ), ডেইজি ফুল গাছ ও লেমন গ্রাস(lemongrass সুগন্ধী গাছ)যা এ রোগের রুগীকে সাহায্য করে।

ড্রপসি সাধারণত একটি লিভারের অসুস্থতা লক্ষণ বিশেষ করে লিভারে স্ফিত থাকায় করণে সৃষ্ট। আরবীয় উটের দুধ এক্ষেত্রে সাহায্য করে, কারণ এর অনেক উপকারিতা রয়েছে যা উল্লেখ করা হয়েছে এবং যা জড়তা খুলতে সাহায্য করে ,জমে থাকা পথে আর বাধা দূর করে । আর-রাজিকে বলেন, স্ত্রী-উটের দুধ লিভার সরস করে ও এর খারাপ উপাদনের প্রভাব নষ্ট করে ।"

আল-ইসরাইলী আরও বলেন,"স্ত্রী- উটের দুধ সবচেয়ে নরম , কম ঘনীভূত ও হালকা দুধ । এটি কর্মক্ষম অন্ত্রের সেরা পছন্দ কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করতে, জমে থাকা পথ খোলার জন্য এবং বাধা দূর করতে ঠিন। এই বিষয়টি স্পষ্ট হল এ ভাবে যে, দুধ একটু লবণাক্ত, পশুর গরম প্রকৃতি ফলে। অতএব, স্ত্রী-উটের দুধ যকৃতের জন্য সবচেয়ে ভাল প্রতিকারী, যেমন এটিকে সরস করে, খোলে তার ছিদ্র এবং শিরাগুলি এবং নরম করে তাজা খাদ্যের কঠোরতা ।তাজা, উষ্ণ উটের দুধ ফোলা রোগের (ড্রপসি )বিরুদ্ধে উপকারী, বিশেষ করে যখন তাজা, উষ্ণ উটের প্রস্রাব সঙ্গে নেওয়া হয় , এইভাবে মিশ্রণটি আরো লবণাক্ত এবং শক্তিশালী হয় ক্ষতিকারক তরল পদার্থ দ্রভীভূত করতে এবং রেচক বা জোলাপ হিসাবে কাজ করে । যদি [দুধ ও প্রস্রাবের সংমিশ্রণ] না কোষ্ঠ শোধন না করে ,তাহলে আরও একটি শক্তিশালী রেচক বা কোষ্ঠকাঠিন্য দূরকারী ঔষধ গ্রহণ করা উচিত ।"

এছাড়া আল-কানুন এর লেখক (ইবনে সিনা) মন্তব্য করেছেন, "যাঁরা দাবি করেন, তাঁদের কথা শুনবেন না যারা বলেন দুধ ড্রপসি থেকে নিরাময়ের ব্যবস্থা করে না । বরং জেনে রাখুন, উটের দুধ একটি কার্যকর নিরাময়, কারণ এটি আলতো ও সহজে পরিষ্কার করে ,তার অন্যান্য গুণাবলীর কারণে । এই ধরনের দুধ এতই উপকারী যে, যদি কোনো ব্যক্তি পানি ও খাবারের পরিবর্তে উটের দুধ খায়, সে সারিয়ে উঠবে [ড্রপসি থেকে এবং অন্যান্য রোগ থেকে ] । কিছু মানুষ এই প্রতিকার চেষ্টা করেছে এবং দ্রুতই সেরে ওঠেছেন । আমাদের বলা যে, সেরা উটের সেরা প্রসাব বেদুইনদের উটের প্রস্রাব ।"

যে কাহিনির উল্লেখ করা হয়েছে উপরের হাদিসে তার মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ন বিষয় রয়েছে যা নিম্নরুপঃ

- এই হাদিস ওষুধ ব্যবহারে ও আরোগ্যে উৎসাহিত করে ।
- হাদিস উপরন্তু পশুদের দুধের বিশুদ্ধতা নির্দেশ করে যা মুসলমানদের খেতে অনুমতি দিয়েছে, আল্লাহ ব্যবহার করতে যা নিষেধ করেছেন ঔষধে ব্যবহারের জন্য তা অনুমোদিত।
-যে মানুষদের হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মুখ অথবা কাপড়-চোপড় নামাজের জন্য ধুয়ে ফেলতে আদেশ করেন নি , যদিও তারা ছিল নতুন মুসলিম [যে ইঙ্গিত দেয় মুখ ও জামাকাপড় ধোয়া এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না]

মহানবী (স) একটি ধর্মীয় আদেশের প্রয়োজনীয় বিবরণ বিলম্বিত করতে পারে না যখন এই ধরনের বিশদ বর্ণনা প্রয়োজন হয় । এছাড়া এই বর্ননাটি জোড় দেয়, যে দুরাচারীরা শাস্তি পায় একই পদ্ধতিতে যেমন সীমালংঘনকারী পায়। উল্লিখিত ব্যক্তিরা মেষপালকে হত্যা করে তাঁর চোখকে আগুনের ছেঁক দিয়েছিল, যেমনটা ইমাম মুসলিম (রা)কর্তৃক এই হাদিসের আরেকটি বর্ণনায় স্পষ্ট । হাদিস শরিফে উল্লেখ করা হয়েছে, পুরো দলটিকে হত্যা করা হয় এক জনকে খুন করার জন্য ।

এই বর্ননা আর নির্দেশ করে যে, যখন পাপিষ্ঠ একাধিক অপরাধে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, একটি শাস্তি সমতার আইনে ও অপরটি আগ্রাসনের জন্য ,সে ক্ষেত্রে উভয়টি প্রয়োগযোগ্য ।

নবীজী (স)আদেশ দিলেন, হাত-পা আগ্রাসনকারীদের কেটে ফেলতে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি ,নিষ্ঠুর লুন্ঠনও আগ্রাসনের জন্য । তারা ছাড়াও হত্যা করেছে মেষপালকে ।

এছাড়া হাদিস ইঙ্গিত করে, যখন সশস্ত্র আগ্রাসনকারীদের অর্থ চুরি ও খুন করে, তাদের হাত-পা কেটে নেওয়া হয়,এরপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় । উপরন্তু হাদিস ইঙ্গিত করে যেএকাধিক অপরাধের শাস্তি বহুগুণ বেড়ে যায়, কারণ বর্ননায় যাদের উল্লেখ ছিল ইসলাম থেকে বিমুখ হয়েছে, একজন মানুষকে হত্যা করেছে, মৃত মেশপালককে বিকৃত করেছে, অন্যের সম্পত্তি চুরি করেছে ও সশস্ত্র আগ্রাসন করেছে।

এছাড়া পুরো উল্লিখিত দলকে হত্যা করা হয়েছে, শুধু তারাই নয়, যারা প্রকৃতপক্ষে হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত করেছে ,কারণ মহানবী(স)এটি বিবেচনা করেন নাই বা জিজ্ঞাসাও করেননি আসলে কে এই খুন করেছে । উপরন্তু হত্যাকাণ্ড চূড়ান্ত শাস্তি দাবী করে এবং ক্ষমা করা বা ক্ষতিপূরণ যায় না [মৃতের আত্মীয়রা ছাড়া] , মদিনার বিশেষজ্ঞদের ও ইমাম আহমাদ(র) মাযহাব অনুযায়ী ,যা আমাদের শেখ (ইবনে তাইমিয়াও) এটা বেছে নিয়েছেন।

# ক্ষত এবং কাটা চিকিৎসায় নবী(স) এর পথনির্দেশ

সাহিহাইন-এ বর্ণিত আছে যে সাহল বিন সাদকে (রা) উহুদ যুদ্ধে রাসূলের(স)এর আঘাত কেমন করে চিকিৎসা করা হয়েছিল, তা জানতে চাইলে , সাহল(রা)বলেন, "রসূল(স)এর মুখ আহত হয়েছিল, তাঁর দাঁত ভেঙে যায় এবং হেলমেট ভেঙ্গে যায় তাঁর মাথার পিষে যায় । আল্লাহর রাসূল সা:-এর কন্যা ফাতিমাহ(রা)রক্ত মুছতেছিলেন ও আলি(রা) তাঁর ঢাল দিয়ে হাতে পানি ঢালছিলেন ।যখন ফাতিমাহ(রা) বুঝতে পারলেন যে রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না, তখন তিনি একটি পোড়া মাদুর (খেজুরের পাতা) নিয়ে গিয়ে , আল্লাহর রাসূল সা:-এর ক্ষতে ছাই ঢুকিয়ে দিলেন ও রক্তপাতবন্ধ হয়ে গেল।"

পোড়া খেজুর পাতার ছাই রক্তপাত বন্ধে খুব কার্যকর, কারণ এটি একটি শক্তিশালী শোষক এজেন্ট এবং কারণ এটির উন্মুক্ত ত্বকে জ্বলন্ত প্রভাব কম ।অন্যান্য শক্তিশালী শোষক গুলির ত্বকে জ্বলন্ত প্রভাব আছে এবং ত্বকে জালাতন করে ও রক্তপাত বৃদ্ধি করে।আরও, যখন খেজুর পাতা ভস্ম একা বা ভিনেগার সহ মেশানো হয়, নাকের ডগায় রক্তপাতের সময় এতে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়।

আল-কানুন এর লেখক(ইবনে সিনা) বলেন, ' আল-বারাদি (মিশরের নলখাগড়া) রক্তপাত বন্ধ করতে এবং উন্মুক্ত মাংস আবরণ দিতে কার্যকর যখন তা ক্ষতস্থানে রাখা হয় । প্রাচীন মিশরে কাগজ তৈরি করা হত বারাদি দিয়ে, যা ঠান্ডা, শুষ্ক প্রকৃতির। বারাদি ছাই মুখের ছত্রাকের চিকিৎসায় কার্যকর আর সংক্রমণ, রক্তবমি এবং উপরন্তু মারাত্মক সংক্রমণ ছড়াতে বাধা দেয় । "

## মধু,সিংগা লাগান ও তপ্ত লোহার ছেঁকায় (cauterizing)প্রতিকার সর্ম্পকে নবী(স) এর নির্দেশনা

আল-বোখারি(র) বর্ণনা করেছেন যে, নবী বলেছেন:

الشِّفَاء في ثلاثٍ : شَربةِ عسلٍ ، شَرطةِ مِحجَمٍ ، وكَيَّةِ نَارٍ. وأنا أنهى أُمَّتِي عنِ الكيِّ. (البخاري : 5680).

"তিনটি পদার্থের মধ্যে নিরাময় আছে, একটি পানীয়
মধু, শিংগা লাগানোর জন্য ছুরি দিয়ে একটি কাটা এবং আগুন দিয়ে ছেঁক দেওয়া। আমি আমার জাতিকে আগুন দ্বারা ছেঁকা থেকে নিষেধ করি।"

আবু আবদুল্লাহ আল-মাজিরি(র) বলেন, পানি জাতীয় (অত্যধিক পদার্থ) ফুলা হওয়া রোগ হয়- রক্তাভ, পিত্ত, কফ বা বিষাদগ্রস্ততা দ্বারা ।অত্যধিক পদার্থ (রক্ত) নিরাময়ে জন্য রক্ত আহরণের করা। যদি আধিক্য ছিল অন্য তিন ধরনের কারন থেকে হয় ,এদের নিরাময় মল নরম করা ।

নবী আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে মধু একটি কোষ্ঠ কাঠিন্য রোধে ব্যবহৃত হয় ।আর সেই সিংগা ব্যবহার করা হয় [সেপটিক] রক্ত নিষ্কাশন করতে । কিছু লোকে বলেন, যখন সিংগা ছুরি দিয়ে কাজ হয় না, শেষ উপায়স হিসাবে আগুন দিয়ে ছেঁকা দেওয়া থাকে (cauterizing) ।নবী(স)- সর্বশেষ উপায় হিসাবে আগুন দিয়ে ছেঁকার উল্লেখ করেছেন যখন শরীরে ওষুধের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে ও এটা অকার্যকর হয়েছে ।. মহানবী (স) বলেছেন, ' আমি নিষেধ করি আগুন দিয়ে ছেঁকা থেকে আমার উম্মাহকে (মুসলিম জাতি), "আর একটি বর্ণনায়," আমি পছন্দ করি না আগুন দিয়ে ছেঁকা দেওয়া হোক । "

আগুন দ্বারা ছেঁকা শেষ অবস্থায় হওয়া উচিত এবং শুধুমাত্র যখন চুড়ান্ত প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। কারন এতে তীব্র ব্যথা হয় যা পছন্দনীয় নয় যদি ব্যবহার করা হয় কম ব্যথা দূর করার জন্য।

কোন কোন ডাক্তার বলেন, মেজাজ সংক্রান্ত রোগ হয় বস্তুগত উপাদান সম্পৃক্ত বা এর উপাদান বস্তুগত নয়। আবার উপাদানর ধরন- হয় ঠান্ডা, গরম, ভিজা বা শুষ্ক বা এদের অবস্থার সমন্বয়. । এই চারটি শর্তের মধ্যে , আর এরমধ্যে দুটি ,ঠাডা ও গরম সাধারণত " কার্যকরী " এবং শুষ্কতা ,আদ্রতা হয় "প্রভাবিত" ।যখন
দুটি কার্যকর মেজাজ অন্যটির চেয়ে শক্তিশালী, তখন "প্রভাবিত" একটি মেজাজ সহগামী হয় ।

মেজাজ-গত রোগের সাধারণত হয় " কার্যকরী " গরম বা ঠান্ডা অবস্থার কোনটা শক্তিশালী ,তার কারনে। মহানবী (সা.)-এর বক্তব্য আমাদের রোগের উৎপত্তির দিকে উদ্বুদ্ধ করে , ঠান্ডা না গরম। অসুস্থতা গরম হলে রক্ত নিষ্কাশন দ্বারা বা শিরা ছিদ্র করা বা উভয়, যা সেপটিক নিষ্কাশনে সাহায্য করে, মেজাজ ঠান্ডা করে আরোগ্য দেয়। অসুস্থতা ঠান্ডা হলে আমরা এটি তাপ দিয়ে, যেমন মধু গ্রহণ দ্বারা চিকিত্সা। যদি ঠান্ডা বের করার প্রয়োজন হয়,যা রোগের কারন তা হলে মধু এক্ষেত্রে সাহায্য করে কারণ এটি বিভিন্ন পদার্থের পরিপক্কতা বাড়ানোর সাথে শুদ্ধি, নরম, শীতল এবং ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গগুলো খালি করতে সাহায্য করে। এ ক্ষেত্রে সেপটিক উপাদান আলতো করে নিষ্কাশিত হবে এবং শক্তিশালী রেচক পদার্থের ব্যবহার করার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শরীর সংরক্ষণ করা যাবে।

শারীরিক রোগ হয় তীব্র যে, তারা শীঘ্রই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে, অথবা ক্রনিক রোগ, যার জন্য সঠিক অঙ্গের সিংগা লাগানো, সেপটিক পদার্থ আহরণের পর ,সর্বোত্তম প্রতিকার ।ক্রনিক রোগ সাধারণত পুরু, ঠান্ডা সেপটিক পদার্থ থেকে দ্বারা অঙ্গে আক্রান্ত হয়, অঙ্গকে পীড়িত,এর উপাদান দুর্বল করে ফলে শরীরে প্রদাহ সৃষ্টি করে যার সাথে সে অঙ্গ সম্পর্কিত ।অতএব, দাগ ব্যবহার করা উচিত আক্রান্ত অঙ্গের সেপটিক পদার্থ নিষ্কাশনের জন্য।

হাদিস শরিফে সব ধরনের শারীরিক রোগের চিকিৎসার ব্যাখ্যা করে, ঠিক যেমনটা আমরা সব সহজ রোগের জন্য চিকিৎসা পদ্ধতি শিখেছি (জ্বরের সাথে)হাদিস থেকেঃ

إنَّ شِدَّةَ الحُمَّى من فَيْحِ جهنَّمَ ، فأبْرِ دُوها بالمَاءِ. (البخاري :144)

"জ্বরের তাপ জাহান্নামের এক শ্বাস(দম); পানি দিয়ে ঠান্ডা করে ।"

# সিংগা লাগান (cupping)

ইবনে মাজাহ তার সুনান রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

ما مررْتُ ليلةَ أُسرِيَ بي بمَلأٍ ، إلا قالوا : يا محمد مُرْ أمَّتَكَ بالحِجَامة. (ابن ماجة :3479)

" মেরাজের রাতে (রাতভর যাত্রা,
মক্কা থেকে জেরুজালেম এবং তারপর আসমান থেকে) যেসব সঙ্গীদের(ফেরেস্তা) পাশ দিয়ে আমি চলে যাচ্ছিলাম , তারা বলত, হে মুহাম্মদ! আপনার জাতিকে সিংগা ব্যবহার করতে আদেশ করুন ।"

সাহিহাইন-এ বর্ণিত আছে যে নবী (সা.) একবার তাঁর শরীরে সিংগা প্রয়োগ করেছিলেন এবং সেই ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক দেন ।

সাহিহাইন এর আরও বর্ণনা: আবু তাইবাহ(রা) আল্লাহর রাসূল (স) কে সিংগা লাগালেন ,তারপর তিনি(স)আদেশ দিলেন যে, আবু তাইবাকে এক ছা(মুদ্রা) দেওয়া হোক "(একটি পরিমাপ খেজুরের) ও তার মালিককে তার কর কমিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন (সে ক্রীতদাস ছিল) । নবী(স) তখন বললেন:

خَيرُ ما تداوَيتُم به الحِجَامة. (البخاري :2102)

" তোমাদের প্রতিকারের মধ্যে সবচেয়ে ভাল সিংগা।"

সিংগার উপকারিতা এর মধ্যে রয়েছে শরীরের বাইরের অংশের শুদ্ধি বেশি করা, শিরা ছিদ্র করার চাইতে। শিরা ছিদ্র করে, ভাল কাজ হয় যখন শরীরের অভ্যন্তরীণ অংশ থেকে রক্ত নিষ্কাশন করা প্রয়োজন পরে। সিংগা ত্বকের নানা অংশ থেকে রক্ত দূর করা ।

সিংগা অথবা শিরা ছিদ্র করা নির্ভর করে বছরের সময়, এলাকা, বয়স ও অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থার উপর। যেমন ধরুন, সিংগা বেশি উপকারী শিরা ভোঁতা করার চেয়ে ,উষ্ণ এলাকায়, উষ্ণ আবহাওয়া আর গরম-মেজাজের মানুষের বেলায়, যাদের রক্ত পরিপক্কতার কাছাকাছি(রক্তে সেপটিক পদার্থের বিষয়ে) । এর সব ক্ষেত্রে সেপটিক রক্ত ত্বকের কাছাকাছি

জমা হয়। সেপটিক রক্তকে সিংগা ,শিরা ভোঁতা করার চেয়ে আরও দক্ষতার সঙ্গে বের করে দেয় । এ কারণে কিউপিং ব্যবহার শিশুদের এবং যারা শিরা কাটা সহ্য করতে পারে না, তাদের জন্য বেশী ভাল ও উপকারি ।

ডাক্তাররা নিশ্চিত করে যে সিংগা ব্যবহার করা ভালো সময় মাসের মধ্যভাগে বা তার পরপরই বিশেষ করে বিশেষ করে মাসের শেষ তৃতীয়াংশে । মাসের শুরু, রক্ত আগেই উত্তেজিত হয় (এইভাবে দুষিত রক্ত নিষ্কাশনের উপযোগী হয়,সিংগা করাতে) । মাসের শেষে রক্ত অলস থাকে,বিপরীত যেমন মাসর মাঝে এবং শেষ তৃতীয়াংশে রক্ত উত্তাল এবং যখন উপাদান সমূহ জমা হয় ও যথেষ্ট উত্তেজিত হয়।

আল-কানুন বই এর লেখক (ইবনে সিনা) বলেন, "সিংগা মাসের শুরুতেই পছন্দের নয় , কারণ শরীরের নানা মেজাজ তখন বিক্ষুব্ধ হবে না,মাসের শেষেও তা পছন্দের নয় , কারণ ততক্ষণে মেজাজ অবস্থা কমে যায়। সিংগা মাসের মাঝামাঝি যখন পদার্থ (উপাদান বা শর্ত) জমা এবং বিক্ষুব্ধ হয় ।"

বর্নীত হয়েছে যে , মহানবী(স) বলেন:

خَيرُ ما تداوَيتُم به الحِجَامة. (البخاري :5696)

" তোমাদের প্রতিকারের মধ্যে সবচেয়ে ভাল সিংগা। "

এই হাদিসটি হিজাজের লোকদের এবং সাধারণভাবে উষ্ণ এলাকার লক্ষ্য করে বলা,কারন তাদের রক্তের পাতলা এবং চামড়া পৃষ্ঠের কাছাকাছি প্রবাহিত হয় , যখন তাদের ত্বক ছিদ্র চওড়া এবং তাদের শক্তি দুর্বল (গরমকালে) । হয়ে শিরা ছিদ্র তাদের পক্ষে ক্ষতিকারক । প্রতিটি শিরার ছিদ্র করার মধ্যে সাধারণত একটি বিশেষ উপকার রয়েছে । উদাহরণস্বরূপ, ব্যাসিলিক শিরা এর ছিদ্র করা (এই শিরা বাহুর ভেতরের দিকে চলমান বড় শিরা) লিভার এবং প্লীহার উত্তাপ এবং এই দুই অঙ্গের বিভিন্ন রক্ত সংক্রান্ত টিউমার চিকিৎসায় উপকারী। এর পাশাপাশি ফুসফুসের টিউমার, ধমনী স্পন্দন,ফুসফুসের ঝিল্লির প্রদাহ এবং হাঁটুর নীচে থেকে কমরের সন্ধি পর্য্যন্ত শিরার রক্ত সংক্রান্ত সমস্ত রোগের জন্য উপকারী ।
সারা শরীরে বিভিন্ন অংশে যে ফোলা দেখা যায়, বিশেষ করে যখন ফোলা রক্ত সংক্রান্ত, এবং সাধারণ ভাবে নষ্ট রক্ত থাকে, ব্যাজেলিক শিরা কাটা সাহায্য করে।উপরন্তু, বাহুর শিরা কাটা মাথার এবং ঘাড় রোগের বিরুদ্ধে সাহায্য করে অত্যধিক পরিমাণে রক্ত বা সেপটিক রক্ত জমা হওয়ার। জুলার প্লীহা, হাঁপানি, থোরাসিক গহ্বরের রোগের বিরুদ্ধে আর কপাল ব্যথা ।

পিঠের উপরের অংশটি সিগা করতে সাহায্য করে কাঁধ ও গলার ব্যথা নিরাময়ে। অকিকন্ত গলার দুই শিরা সিংগা মাথা, মুখ, দাঁত, কান, চোখ, নাক ও গলা, রোগের বিরুদ্ধে সাহায্য করে যদি এই সব রোগ অত্যধিক কারণে রক্ত, ময়লা রক্ত বা দুটোই জমা হবার কারনে হয়।

আনাস(রা) বলেন:

طان رسول الله صلى عليه وسلم يَحتجِمُ في الأَ خْدَعَينِ والكَاهل. (أحمد 3/192)

"আল্লাহর রাসূল (সা.) সিংগা প্রয়োগ করতেন গলার দুই শিরায় ও পিঠের ওপরের অংশে । "[আবু দাউদ, আত-তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, আহমাদ ও আল-হাকিম] ।

"আল্লাহর রাসূল সা:- সিংগা প্রয়োগ করতেন তিনটি এলাকায় : তার পিছনের উপর ঐলাকা এবং দুই গলার শিরায়।" [আল-বোখারি ও মোসলেম] ।

এ ছাড়াও সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবী(স) তার মাথায় সিংগা ব্যবহার করেন যখন তিনি মাথা ব্যথার জন্য, ইহরাম (হজ বা ওমরাহের জন্য) অবস্থায়।

এছাড়া আবু দাউদ(রা) বর্ণনা করেন যে , জাবির(রা) বলেন, যে নবী (স) তার নিতম্বের উপর আঘাত লাগার কারনে সিংগা ব্যবহার করেছেন ।

ডাক্তারদের পরস্পর বিরোধী মতামত আছে ঘারের গহ্বরের উপর সিংগা লাগান নিয়ে। কিছু ডাক্তার এটা অনুমোদন করেন কারন, এটা সাহায্য করে , অস্বাভাবিক চোখ বড় হওয়া ,ভ্রু ভাড়ি হওয়া,আর চোখের পাতা আর চোখের প্রদাহে সাহায্য করে। একটি হাদিসে বর্ননা রয়েছে :

عليطم بالحِجَامَة في جَوزَةِ القَمضحْدُوَةِ ، فَإنّها شِفَاءٌ من الثْنَينِ و سَبْعِينَ داءً. (مجمع الزوائد 5/94)

"ঘারের গহ্বরের উপর সিংগা ব্যবহার করুন, এটি বাহাত্তর রকমের অসুখের নিরিময়। "

আরো বর্ণিত হয়েছে, আহমদ বিন হান্বল(রা)এর ঘারের গহ্বরের উপর সিংগা দরকার হল, তিনি এটা করেনছে ঘারের দু 'পাশে কিন্তু গহ্বরে নয় ।
আল-কানুন বইয়ের এর লেখক(ইবনে সিনা) ঘারের গর্তে সিংগা অপছন্দ করেছেন,এই বলে যে, "এটা স্মৃতি বিস্মৃতি ঘটায় যেমন আমাদের নবী মুহাম্মদ(স) বলেছেন ।কারণ মস্তিষ্কের পিছনের অংশ স্মৃতি শক্তির নিয়ন্ত্রন এলাকা ও সিংগা সেই শক্তিকে প্রভাবিত করে । "

অন্য জনেরা তাঁর মতের অনুমোদন দেননি , বলেছেন, যে হাদিসটি তিনি উল্লেখ করেছেন প্রমানিত নয়। তারা বলেন, হাদিস সঠিক যদিও হয়, সিংগা মস্তিষ্ক দুর্বল করে যদি এটা অসুখের প্রয়োজন ছাড়া করা হয়। যদি প্রয়োজন হয় ,সিংগা ঘারের গহ্বরের ,ডাক্তারি মতে উপযোগী গহ্বরের ভিতরের রক্তের চাপ কারনে।প্রমানিত বর্ননায় , মহানবী সা: সিংগা তাঁর ঘাড়ের অনেক এলাকায় পিছনে এবং শরীরের অন্যান্য এলাকায় যেমন প্রয়োজন ছিল লাগিয়েছেন।

থুতনির নিচে সিংগা দাঁতের ব্যথার বিরুদ্ধে ,মুখের রোগ এবং গলা সংক্রমণে সঠিক সময়ে যখন ব্যবহৃত হয় সাহায্য করে ।
থুতনির নিচে সিংগার ব্যবহার মাথা ও চোয়াল শুদ্ধ ও পরিষ্কার করে । উপরন্তু, সিংগা পায়ের উপরে,গোড়ালীর শিরা (সেফানাস) কাটার পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের সিংগা উপরন্তু উরু এবং পায়ের ক্ষতের নিরাময়ে,মাসিক ঋতু এবং অন্ডকোষের ত্বকের জ্বালা পোড়ায় সাহায্য করে।

বুকের নিচের অংশে সিংগা দাগ, ঘা এবং উরুতে ছত্রাকের আক্রমনে সাহায্য করে ।এর পাশাপাশি বাত, অর্শ্বরোগ, গোদা রোগ এবং পিঠে চুলকানিতে সাহায্য করে।

# কখন সিংগা পছন্দনীয়

নবী (স)হতে আনাস(রা)বলেন,যে তিনি(স)বলেন:
كان رسول الله صلَّى الله عليه سلم يحتجمُ في الأخدعين والكاهل ، و كان تجتجم لِسبعة عشر ، و في إحدى و عشرين. (الترمذي:2051)

"রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মাসের সতেরতম, উনিশতম বা একুশতম দিনে ( মাসের) গলার শিরা এবং পিঠের উপরের অংশে সিংগা লাগান হত ।" (আত-তিরমিজি)

আনাস(রা) নবী(স) হতে বর্ননা করেন:
من أراد الحجامة فَلْيَتحرَّ سبعةَ عشر ، أَو تسعةَ عشر ،أو إحدى عِشرين ،لا يتبيَّغْ بأحدكم الدم ،فيقتله. (ابن ماجه: 3486 )

" মৃত্যুর কারণে সেপটিক রক্তকে প্রতিরোধ করতে ,যারা চায় সিংগা লাগাতে তারা যেন তা সপ্তদশ, ঊনবিংশ বা একবিংশ দিন (মাস)সিংগা লাগায়, ।' ' (ইবনে মাজাহ)

এছাড়া আবু দাউদ(রা)আবু হুরাইরা হতে বর্ণনা করেন, নবী(স)বলেন:

من إحتجم لِسبْعَ عشرةَ،أو تسعَ عشرةَ ،أو إحدى وعشرين كانت شِفاءً من كُلِّ داءٍ (أبو داؤد:3861).

"যারা সপ্তদশ , উনবিংশ , বা একবিংশ দিনে সিংগা করেছে,তারা প্রতি রোগ থেকে সেরে উঠবেন । "

হাদিসে উল্লিখিত 'প্রতিটি রোগ' র অর্থ রক্ত সংক্রান্ত রোগ । [শেষের দুই হাদিস দুর্বল]

এই হাদিস সমূহ ডাক্তাররা গৃহীত অবস্থান মেনে নেয় যে সিংগা মাসের শুরুর থেকে মাসের শেষের এবং তৃতীয়ার্ধে পছন্দনীয় । তবে সিংগা প্রয়োজন হলে মাসের যে কোন অংশে কাজে আসবে, শুরু এবং শেষ । জানা যায়, ইমাম আহমদ ইবনে হানবাল(রা) যে কোনো অংশে সময় সিংগা অনুশীলন করতেন ,নষ্ট হওয়া রক্ত যখন উত্তাল হয়ে ওঠে।

আল-কানুনের লেখক(ইবনে সিনা ) বলেন, ' সিংগা দিনের বেলা পছন্দসই, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ঘন্টা এবং একটা গোসল করে নেওয়ার পর । যখন প্রয়োজন, একটি গোসল গ্রহণ করা উচিত তারপর এক ঘন্টা বা এরকম বিশ্রাম বা তারপর সিংগা ব্যবহার করুন ।'
ভড়া পেট হলে কিউপিং পছন্দের নয়, এটা বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে, বিশেষ করে ভারি খাবারের পর।

বলা হয়েছিল, খালি পেটে সিংগা নিরাময়, এবং যখন একটি পেট ভড়া হয়, একটি রোগ, এবং যখন তাকরা হয় সতেরতম দিনে, তা প্রতিকার । সিংগার জন্য সেরা সময় চয়ন সুস্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে এবং ক্ষতি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে শরীরের জন্য। তবে অসুস্থতা যখন প্রচন্ড, সিংগা হয়ে ওঠে যে অবস্থা হক না কেন।কারন রাসূল(স) বলেন :

لا يتبيَّعْ بالدمُ ، فيقتُلَهُ. (ابن ماجه:3486)

"যাতে রক্ত মৃত্যুর কারণ না হয়
তোমাদের একজনের । "

আমরা আগেও বলেছি, ইমাম আহমদ(রা) মাসের যেকোন ব্যবহার করতেন সময় সিংগা করতেন ডাক্তারি প্রয়োজন হলে।
আল-খাল্লাল বলেন, ইমাম আহমদকে(রা)কে জিজ্ঞাসা করা হল সিংগা করা হয় না কোন দিন, তখন তিনি বলেন, " সপ্তাহের সেরা দিন বুধবার ও শনিবার ।" উপরন্তু আল-খাল্লাল বর্ণনা করেন, ইমাম আহমদকে(রা) একসময় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সে দিনগুলো কোনটা যখন সিংগা অপছন্দনীয় এবং ইমাম আহমদ উত্তর দেন, "শনিবার এবং বুধবার, এবং শুক্রবারও ।" [তবে পছন্দ-পছন্দের হাদিস সমূহ দুর্বল, হাদিসবীদদের মতে]

হাদিস সমূহ আমরা যা উল্লেখ করলাম তা, নিরাময়ের জন্য সিংগা পছন্দনীয়। উপরন্তু, শরীরের অংশে সিংগা করা হয় যখন এটা খুব প্রয়োজন হয়। উপরন্তু, যারা ইহরাম করেছে তারাও কুপিং ব্যবহার করতেপারেন, এমনকি যদি এটি কিছু চুল কাটা জড়িত হয় তবুও তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না । আরও যারা রোজা রাখেন তাদের জন্য অনুমতি দেওয়া হয় । ইমাম বোখারি(রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সা: এর রোজা রাখার সময় কুপিং ব্যবহার করেছেন ।

বেশ কিছু হাদিস আছে যে সিংগা রোজা ভাঙ্গে । একমাত্র হাদিস যা এর বিপরীত, যে হাদিসে বলা হলো, মহানবী সা:-কে রোজা থাকা অবস্থায় সিংগা নিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে হাদিসের অর্থ বোঝায় যে সিংগা রোজা ভঙ্গ করে না, এক্ষেত্রে চারটি অবস্থা হতে পারে:

প্রথমত, রোজা রাখা আবশ্যিক হয়েছিল ছিল হাদিসটির ঘটনার পর [বর্ণিত আল-বুখারী বর্নীত উপরে]
দ্বিতীয়ত, এটা প্রমাণিত হওয়া উচিত যে নবী (স) ভ্রমণে ছিলেন না [যখন তিনি সিংগা নিয়েছিলেন]

তৃতীয়ত, নবী(স) রোগে আক্রান্ত হন,যা জরুরী ছিল।
চতুর্থত, এই হাদিস এসেছে ,যারা সিংগা নিয়েছে এবং যারা লাগাবে উভয় রোজা ভেঙ্গে ছিল।
যদি এই চারটি অবস্থা পূরণ হয়, তখনই আমরা বলতে পারি যে সিংগা ভঙ্গ করে না [যে নবী (সা.) যখন রোজা ছিলেন তখন তিনি সিংগা করেছেন। অন্যথায় হাদিসে উল্লিখিত রোজা হয়তো আহশ্যিক ছিল না। অথবা রমজানে এমন ঘটনা ঘটেছে কিন্তু নবী(স) ভ্রমণ করছিলেন । বা, হাদিসটি রমজানে বাধ্যতামূলক রোজা নিয়ে কথা হতে পারে কিন্তু অসুস্থতার কারণে তখন সিংগা করার প্রয়োজন ছিল ।অথবা, রমজানে সিংগা করা হয়ে থাকবে এবং জরুরী কোনো প্রয়োজন ছাড়া, কিন্তু নবীর(স)এর বর্ননার আগে, সিংগা রোজা ভাঙ্গে যারা এর সঙ্গে যারা এ ভাবে জড়িত হবে। কোনও প্রমাণ নেই যে, চারিট অবস্থা সন্তোষজনক জবাব আছে। তাই ইবনে আল-কাইয়ম(রা) বলেন যে,যারা সিংগা করছে আর যারা এটা করে তাদের রোজা নষ্ট হবে।

এছাড়া হাদিস প্রমাণ করে যে,এটা অনুমোদিত, একজন ডাক্তার ডাকাল একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে এবং তারপর তাকে পরিশোধ করল কোন চুক্তি ছাড়াই তাঁর পরিষেবা ।

হাদিস [যে নবী(স) যিনি তাঁর জন্য সিংগা করান এবং তার পারিশ্রমিক দেন] উপরন্তু ইঙ্গিত করে যে কিছু লোক তাদের পেশা হিসাবে সিংগাকে নিতে পারবে।. নবী(স)যে সিংগা লাগিয়েছিল তাকে কিছু টাকা দেন আর সেই ব্যক্তি সেই টাকা খরচ করে তার প্রয়োজনীয় কাজে। উপরন্তু, সিংগা রসুনের আর পেঁয়াজের অনুরূপ যে এগুলো অপবিত্র। কিন্তু তা আমাদের ব্যবহার করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সবশেষে হাদিস প্রমাণ করে যে, একজন তাঁর দাসের কাছ থেকে যুক্তিসঙ্গত কর আদায় করতে পারে এবং দাস কর পরিশোধ করার পর যা অবশিষ্ট আছে তা ব্যবহার করতে পারবে। আর তার মালিক যদি সব টাকা নিয়ে যায় সে যাই হোক, এটাকে আর ট্যাক্স বলা যাবে না! সুতরাং যাই কর দেওয়ার পর ক্রীতদাস কাছে যা বাকি আছে তা তার সম্পত্তি এবং যা ইচ্ছে তাই সে করতে পারে ।

# নবী (সা.) এর নির্দেশনা শিরা কাটা ও দাগ দেওয়া সম্পর্কে

' জাবির বিন আবদুল্লাহ(রা) বর্ণনা করেছেন, " মহানবী (স) একবার উবে বিন কাব(রা)এর কাছে ডাক্তার পাঠালেন, ডাক্তার উবায়ের(রা)এর শিরা কাটলেন এবং ক্ষতে দাগ দিলেন "। (আল-বোখারি)

যখন সাদ বিন মোয়াজ(রা) আহত হন তার বাহুর শিরায় , নবী(স) এটি দাগ দিয়ে নিলেন এবং তারপর ক্ষত যখন ফুলে ওঠে তখন আবার দাগ দেন।অন্য এক হাদিসের আরেকটি বর্ণনা, নবী সাদ বিন মোয়াজ(রা) এর বাহুর শিরায় দাগ দিলেন তীরের আগা ব্যবহার করে।পরে, সাদ বিন মুয়াজ(রা) বা অন্য কেউ,আবার ক্ষতস্থানে দাগ দেয়। আরেকটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, একজন আনসার তার বাহুর শিরা আহত হযলে মহানবী (সা.) আদেশ দেন দাগ লাগাতে। [সহিহ মুসলিম, আবু দাউদ এবংঅন্যান্য ] ।

আবু 'উবেইদ(রা) বর্ণনা করেছেন, একজনকে যার দাগ লাগানোর কথা নবীর(স)এর কাছে আনা হল এবং নবী (স)নির্দেশ দেন, তাঁকে দাগ করা হোক । তারপরতা ক্ষতস্থানে গরম পাথর প্রয়োগ করা গল তা বন্ধ করার জন্য। যাবির(রা) বর্ননা করেন ,রাসূল(স)কে বাহুর শিরায় একবার দাগ লাগান হয়ছিল।

আল-বোখারি বর্ণনা করেন আনাস(রা) বলেন, তিনি একবার দাগ নিয়েছিলেন বুকের প্রদাহের জন্য তখন নবী (স)বেঁচে ছিলেন। আত-তিরমিজি(র) বর্ণনা করেছেন যে, আনাস(রা) বলেন, ' মহানবী (স)আসাদ বিন জুরারাহ(রা)কে দাগ দেওয়ায়ে ছিলন যখন তাঁর আঙ্গুলে সেপটিক হয়ছিল।'

আমরা উল্লেখ করেছি, আল-বোখারি ও মোসলেম(র): হাদিসে বর্ণিত মহানবী সা: বলেন:
(5683: البخاري) .و ما أحِبُّ أن أكتوِيَ বলেছেন,
' ' আমি দাগ করতে পছন্দ করি না ।

وأن أنهى أمتي عن الكيّ. (البخاري :5680)

' ' আমি আমার জাতির জন্য দাগ নিষেধ করছি ।' '

উপরন্ত, [আত-তিরমিজি, আবু দাউদ ও আহমাদ(র)]বর্ণনা করেছন, হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এক সঙ্গী বলেন : রাসূল(স) দাগ নাকচ করে দিয়েছেন, "কিন্তু আমাদের পরীক্ষা করা হয়েছিল ( বিভিন্ন রোগে) এবং আমরা দাগ করেছি, আর আমরা সফল হই নাই এবং আমরা কোন উপকারও পাই নাই। "

আল-খাত্তাবি(স) মন্তব্য করেছেন, ' নবী(স) শুধু রক্তপাত বন্ধ করতে সাদ(রা)কে দাগ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি শঙ্কিত ছিলেন যে রক্তপাত বন্ধ হবে না যতক্ষণ না সাদ(রা) মারা যান।' দাগ সাধারণত জটিল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, যেমন হাত বা পায়ে কর্তন করা হয়। দাগ নিষিদ্ধ , বিশেষত এ উদ্দেশ্যে, যে যখন কেউ এতে আরোগ্য কামনা করছে (খোলা ক্ষত বন্ধ করতে দাগ নয়) । প্রথমদিকে মানুষ কুসংস্কার বশতঃ বিশ্বাস করতো, যে কেউ দাগ না নিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হবে আর এই জন্যই মহানবী (স) তা নাকচ করে দিয়েছেন ।
পাশাপাশি এটাও বলা হয়েছে,নবী(স)নিষেধ করেছেন ইমরান বিন হুসাইনকে(রা) দাগ ব্যবহার করা থেকে, কারণ তিনি একটি নাজুক জায়গায় ঘা-এর জন্য।সেই জন্যই এই নিষেধ যে সব বিশেষ ক্ষেত্রে যেখানে  দাগ ক্ষতিকর।এবং আল্লাহ ভাল জানে ।

ইবনে কুতাইবাহ (রা)বলেন যে দাগ দুই ধরনের ।প্রথম ধরন একটি সুস্থ ব্যক্তি ব্যবহার করে অসুস্থতা ঠেকাতে এবং এটি এই ধরনের দাগ সম্পর্কে এই বিবৃতি , ' যে ব্যক্তি দাগ নিতে অস্বীকার করে তা তাওয়াক্কুল চর্চার বাহিরে না (আল্লাহর উপর নির্ভর করা) , এ কারনে যে সে ব্যক্তি ভাগ্যকে ফিরাতে চায়।
দ্বীতিয় প্রকার হল পচন ধরা বা সংক্রমিত ক্ষত ও কর্তীত হওয়া হাত-পা ,এ সব ক্ষেত্রে দাগ কার্যকর । আর দাগ কাজ করুক আর না করুক তা স্পষ্টতঃ অপছন্দনীয়।

সহিহাইনে বর্ণিত একটি হাদিস আছে [আল-বোখারি ও মোসলেম],প্রায় ৭০হাজার মুসলিম যারা হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে,তারা:

الذينَ لا يسترْقُونَ ،ولا يكتوُونَ؛ و على ربّهم يتَوَكّلونَ. (البجاري :5705)

" যারা নামাজে যাদুমন্ত্র(রুকিয়া) খোঁজে না, বা দাগ লাগায় না বা কুশংস্কার পোষন করেনা ও তারা তাদের পালনকর্তার উপর নির্ভর করে ।" [সহিহ তিরমিজি ও আহমদ  সহ] ।

সংক্ষেপে হাদিসে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়ে,তা দাগ চারটি বিভাগে বিভক্ত: অনুশীলন করা হয়েছে, প্রশংসা করা হয়েছে, প্রশংসা করা হয়েছে যারা এটা ফিরে দেয় না এবং যা অনুমোদিত হয়েছে। বিভাগগুলির মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই।
যখন নবী(স)কাউকে সিংগা লাগিয়েছেন,তা অনুমোদন করেছেন। আবার, তার(স) উম্মতের জন্য অপছন্দ করা মানে সিংগা  নিষিদ্ধ বলে ইঙ্গিত দেয় না । উপরন্ত নবী(স),যারা সিংগা এড়িয়েছেন তাদের প্রশংসা মানে,এড়ানো ভাল। পরিশেষে, অসম্মতির ব্যাখ্যা সাধারনভাবে এই যে এটা অপছন্দনীয় অথবা এটা তাদের জন্য যারা ভবিষ্যতের রোগ না হওয়ার জন্য এটা করে।আল্লাহ ভাল জানেন ।

# মৃগীরোগ চিকিৎসা ও ' জ্বীন বা দুষ্ট আত্মার ' উপর নবী (স) এর পথনির্দেশ

সাহিহাইন-এ বর্ণিত আছে যে, ' আতা বিন রাবাহ বলেন, "ইবনে আব্বাস  আমাকে বললেন," আমি কি তোমাকে জান্নাতবাসী এক নারীর কথা বলবো? বললাম, হ্যাঁ ।তিনি বলেন, এক কৃষ্ণাঙ্গ নারী, যিনি মহানবী (স)এর কাছে

এসেছিল এবং বলল, ' আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই ও সে সময় আমি অসাবধানতাবশতঃ আমার জামাকাপড় খুলে যায়। সুতরাং আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আমার পক্ষে।' তিনি বললেন:

انْ شِئْتِ صبرْتِ ولك الجُنَّةُ ، وإنْ شئتِ دعوتُ اللهَ لكِ أنْ يعافِيَكَ (البخاري :5652)

' তুমি যদি চাও, ধৈর্য্য ধারণ কর এবং তুমি জান্নাত অর্জন করবে। আর যদি ইচ্ছা হয় তাহলে আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব তোমাকে নিরাময় করবেন।'

সে বললে " বরং আমি ধৈর্য্য পালন করব । সে তখন বলল, "আমি আমার কাপড় খুলে রাখি অচেতনার সময়,তাই আমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন যেন, আমি তা করি না ।" মহানবী (সা.) তার পক্ষে দোয়া করলেন।'

মৃগীরোগ দু ' রকমের হয়, একরকম ফলাফল ঋণাত্মক শক্তির কারনে এবং দ্বিতীয় প্রকার শারীরিক যা খারাপ মিশ্রণের (রাসায়নিক এবং বস্তুগত ভারসাম্যহীনতা) ফলাফল থেকে । চিকিৎসকরা প্রায়ই দ্বিতীয় ধরনের কথা বলেন এবং ব্যাখ্যা করেন এর কারণ এবং তার নিরাময়।

নেতিবাচক মৃগী সম্পর্কে , সেরা ডাক্তার এবং বিজ্ঞজনেরা উপস্থিতি স্বীকার করেন যে,এটা বিদ্যমান । তারা উপরন্তু নিশ্চিত করেন এর নিরাময় সৎ আত্মার পবিত্র আত্মাকে সহায়তা করা, যাতে তারা মন্দ প্রভাব দূর করে ও ক্ষতির রোধ করে।
হিপোক্রেটিস মৃগী রোগের জন্য নিরাময় ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "এই নিরাময় মৃগী চিকিৎসার জন্য কার্যকর হয় যা রাসায়নিক ও বস্তুগত কারণ থেকে হয়।মৃগীরোগ যা নেতিবাচক শক্তি থেকে হয়, এই নিরাময় (যা তিনি ব্যাখ্যা ও বর্ননা করেন) তা নিরাময় করবেন না । "

অতি অজ্ঞ, অজানার ও অনৈতিক ডাক্তার, আর যারা মনে করে ধর্মদ্রোহীতা একটা গুন তারা নেতিবাচক শক্তির দ্বারা সংঘটিত মৃগীর ধরণ অস্বীকার করে এবং অস্বীকার করে যে এর কোনও প্রভাব পড়ে শরীরে । তাদের কাছে কেবল অজ্ঞতা আছে তাদের সমর্থন করার , কারণ মেডিকেল কর্তৃপক্ষ অসুভ শক্তির কারণে সৃষ্ট মৃগীরোগ অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। বাস্তবতা এবং অভিজ্ঞতা এই ধরনের মৃগী রোগের অস্তিত্ব নিশ্চিত ও প্রমান করে।সেই জন্যই যখন মৃগী রোগের পিছনে কারণ ব্যাখ্যা করেন ডাক্তাররা ,প্রাকৃতিক বা দৈহিক, তাদের বক্তব্য সত্য এক ধরনের মৃগীর বিষয়ে কিন্তু সব নয় (অশুভ শক্তি)।

পুরনো যে ডাক্তারেরা মৃগীকে বলতেন, 'ঐশ্বরিক রোগ ', যে এটি নেতিবাচক শক্তির দ্বারা সৃষ্ট হয় ।
অন্যদিকে গালিনাস ও অন্যান্য চিকিৎসকরা ঐশ্বরিক অসুস্থতা শব্দটি ভুল ব্যাখ্যা করে বলেন, " এটাকে ঐশ্বরিক বলা হয় এ কারণে যে এটি মাথা আক্রমণ করে এবং এইভাবে আপাত ঐশ্বরিক অঙ্গের ক্ষতি করে যেখানে মস্তিষ্ক থাকে।" এই ব্যাখ্যার ফলে তাদের আত্মা ও তার প্রভাব সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে ।

প্রচলিত মতবিরোধী ডাক্তাররা কেবল নিশ্চিত করে যে ধরনের মৃগী শারীরিক কারণ থেকে হয়। সুস্থ সবল মন সম্পন্ন ব্যক্তি যারা ভাল জ্ঞান রাখে(আত্মাও তার দৈহিক প্রভাব সম্পর্কে জানে), তারা এসব ডাক্তারদের অজ্ঞানতা এবং তাদের দুর্বল মনের কারনে তাদের করুণার চোখে দেখে।

নেতিবাচক ভাবে সৃষ্ট এই মৃগীরোগের নিরাময়ের দুটি অংশ আছে, একটি অংশ মৃগীরোগ যে ব্যক্তির সাথে জড়িত এবং অন্য অংশ যারা তাঁদের চিকিৎসা করেন ।

' যে অংশটি মৃগী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সাথে সম্পর্কিত তার চিকিৎসায় তার হৃদয়কে শক্তিশালী করা এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে তওবা করে আন্তরিক হওয়া ও নেতিবাচক শক্তি থেকে আন্তরিক আশ্রয় চাওয়া হৃদয় ও জিহ্বা দ্বারা । এটা এমন এক ধরনের যুদ্ধ যা মৃগীরোগী করে থাকে অশুভ শত্রুকে পরাস্ত করতে ।
যুদ্ধবিগ্রহে বিজয় অর্জনের জন্য যোদ্ধা প্রয়োজন উপকারী উপযুক্ত অস্ত্র এবং শক্তিশালী বাহু। এই দুই উপাদানের একটির অস্তিত্ব না থাকলে চেষ্টা খুব একটা কার্যকর হবে না । পরিস্থিতি আরও বেশি কঠিন যায় যখন ব্যক্তির উভয়

অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা অনুপস্থিত, এক্ষেত্রে হার্টের তাওহিদের, তাওয়াক্কুল,তাকওয়া ও তাওয়াজ্জুহর অভাব হবে এবং ব্যক্তির যথেষ্ট উপাদান অস্ত্রবল থাকল না।

মৃগী চিকিৎসার দ্বিতীয় অংশে যুক্ত হয় সে ব্যক্তি অসুস্থতার চিকিৎসা করছেন এবং সে ব্যক্তির প্রয়োজন একই প্রয়োজনীয় অস্ত্রের যার উল্লেখ উপরের করেছি। এসব অস্ত্র প্রস্তুত হলে ,শুধু বলা দরকার (অসৎ আত্মার প্রতি), ' তার থেকে বের হও/ অথবা, ' আল্লাহ্ র নামে/অথবা আর কোনো ক্ষমতা নেই, অন্য কোন শক্তি নেই আল্লাহ ব্যতীত ।' মহানবী (স) এ ধরনের ক্ষেত্রে বলতেন;

أُخْرُجْ عدُوَّ الله، أنا رَسُولُ الله.. (أحمد 4/171)

" হে আল্লাহর শত্রু, চলে যাও । আমি খোদা রাসূল।"

আমি একসময় আমাদের শেখকে দেখেছিলাম (ইবনে তাইমিয়াহ র. ), কাউকে বলতে পাঠান অশুভ আত্মাকে যে এক ব্যক্তিকে আবিষ্ট করেছিল,এই বলে, "শেখ বলেছেন তোমাকে যে, এই শরীর থেকে বের হয়ে যাও এতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই ।' মৃগী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি তখন তার ধরপাকড় থেকে জেগে ওঠে । কখনও আমাদের শেখ এমনকি অসৎ আত্মার সঙ্গে সরাসরি কথা বলত, অথবা অবাধ্য মন্দকে প্রতিহত করতে শারীরিক শাস্তি ব্যবহার করতেন অসৎ আত্মাকে। রোগী যখন জাগবে, তখন কোন বেদনা বোধ হয় না , যেমন আমরা নিজেরা অসংখ্যবার এটা প্রত্যক্ষ করেছি অনুষ্ঠানে। শেখ মাঝেমধ্যেই নিম্নের আয়াহ পড়তেন, অপীড়িত ব্যক্তির কানে :

أفَحَسِبْتُمْ أنَّما خلقناكم عبثًا و أنَّكم إلينا لا تُرجعُونَ (23:115

"মনে করেছ কি যে আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি খেলায়, আর তোমাদের
আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না? "

শেখ একবার আমাকে বলেছিলেন, তিনি এই আয়াত পড়েন মৃগী রোগে পীড়িত ব্যক্তির কানে এবং যে মন্দ আত্মা তাকে দখল করেছিল বলল," নিঃসন্দেহ" সে তার কন্ঠস্বর প্রসারিত করেছিল(আল কোরআনকে কটাক্ষ করে), তাই শেখ(র) বলেন, "সুতরাং আমি তাই লাঠি নিয়ে গিয়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে ঘাড়ে মারলাম, যতক্ষণ না আমার হাত ক্লান্ত হয়ে পড়ে । যারা উপস্থিত ছিল তাদের সন্দেহ ছিল না এ থেকে রোগী মারা যাবে এই প্রচন্ড মারে।রোগীকে মারধর করার সময় সে স্ত্রী-শয়তান বলেছিল ' আমি এই ব্যক্তিকে ভালোবাসি ।' আমি বললাম, কিন্তু সে তোমায় ভালবাসে না। সে বলল , ' হজ পালন করতে আমি তাকে সঙ্গ নিতে চাই । বলেছিলাম, ' সে তোমার সাথে হজ করতে যেতে চায় না । ' সে বলল, ' তাকে তোমার সম্মানে ছেড়ে দেব ।' বললাম, না, আল্লাহর ও তাঁর রসূলের আজ্ঞাপালন করো ।' সে বলল " তাহলে আমি তাকে একা ছেড়ে দেব ।"
এরপর রোগী ঘুম থেকে উঠে চারপাশে তাকিয়ে দেখতে শুরু করলেন, ' কী করে আমাকে নিয়ে এলেন শেখ-এর কাছে? ' তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে মারধর করেছে? ' বললেন, কেন শেখ মারধর করবে আমাকে অথচ আমি কোনও অন্যায় করেনি? ' তাঁর কোনও ধারণা ছিল না যে, তাকে মারধর করা হয়েছে । "

অধিকন্তু, শেখ সূরা আল-কোরাইশের আয়াত তেলাওয়াত করতেন [২:২৫৫] এবং যারা ভুগছেন তাদের আদেশ দেবেন আর যারা মৃগী রোগে থেকে নিরাময় লাভ করেছে,এর সাথে দুটি সূরা পাঠ করতে[113 ও 114].

সাধারণভাবে নেতিবাচক শক্তির কারণে যে মৃগী রোগ হয় ,কেউ অস্বীকার করতে পারে না, যারা সামান্য জ্ঞান ও বোধবুদ্ধি রাখে ।আমাদের বলা উচিত যে , যারা এ রোগে পীড়িত তারা, সংখ্যাগরিষ্ঠ মন্দ আত্মাদের স্পর্শে তাদের নিজেদের বিশ্বাসে বিভ্রান্তি, দুর্বল হৃদয় ও জিহবার কারণে, ব্যধিগ্রস্থ হয় , যা আল্লাহকে স্মরণ করে না ।এবং তারা তার আশ্রয় চাইতে ব্যর্থ হয় এবং তারা রাসূল(স)এর সুস্পষ্ট পথনির্দেশ পালন করতে ব্যর্থ হয়।
মন্দ আত্মা খুঁজে পায় ,যারা ঝুঁকিপূর্ণ এবং তাদের সুবিধা গ্রহণ করে।

সত্য উন্মোচিত হলে আমরা আবিষ্কার করতাম সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব বিদ্যমান যা মানুষকে পথ দেখায় তাদের মন্দ ইচ্ছার।. মানুষ তা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে অক্ষম ,এমনকি নিয়ন্ত্রণেও তারা বিরোধিতা করে । বেশিরভাগ মানুষ এই সাধারণ ধরনের দখল (মৃগীরোগ)ভোগেন, যা থেকে পীড়িত ব্যক্তি জেগে উঠতে পারে না । যদি না পর্দা যা তাদের দৃষ্টি আটকে রাখে সড়ানো হয়, তারা বুঝতে পারে না,যে এটা তারাই যারা আসলে মৃগী রোগে আক্রান্ত । আমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করি।

(মৃগী) দখলের নিরাময়ের ,যা অসুভ স্পর্শ দ্বারা হয় ,ও তার ফলাফলের জন্য একটা সবল মনের ও নিষ্ঠাবান বিশ্বাসের যা নবী (স.)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ,সহযোগিতার প্রয়োজন ।তখন কোন ব্যক্তি এমন ভাব কাজ করে যেন বেহেস্ত ও দোযগ উভয়ই ঠিক তাঁর চোখ ও হৃদয়ের সামনে । তাঁরা মনে করতেন, মানুষের পার্থিব জীবনের দুর্যোগ ও পরীক্ষা যা তাদের বাড়িতে নেমে আসে ঠিক যেমনটা বৃষ্টি হয়, তার সাথে তারা অজ্ঞ যা তাদের চারপাশে চলছে।

যে অশুভ কারণ মৃগীর তা সত্যিই গুরুতর, কিন্তু যেহেতু এটি এত মানুষ স্পর্শ করে এবং এতটাই সাধারণ,মানুষ আর এতে অবাক হয় না । যেহেতু অনেকেই এতে আক্রান্ত হয়,তাই অদ্ভুত লাগে যদি কেউ আক্রান্ত না হয় এর দ্বারা । যখন আল্লাহ ইচ্ছা করেন যে, একজন বান্দাকে তার জন্য যা ভাল তা অর্জন করা, আর দাস এর আক্রমন থেকে জেগে ওঠে এবং বুঝতে পারে এই নশ্বর দুনিয়ার মানুষেরা মৃগী রোগে ভুগছে।সে আবিষ্কার করবে তাদের কেউ বিকারগ্রস্ততায় আত্মসমর্পণ করেছে আর তাদের মধ্যে থেকে কেউ একবার এর সংক্ষিপ্ত আক্রমন থেকে উদ্ধার পেয়ে আর একটির সম্মুখীন হবে শীঘ্রই। কেউ আবার একবারের আঘাতের পর স্বাভাবিক মানুষে পরিণত হবে।কিন্তু সে যখন আর একচি আক্রমনে পরে তখন বিভ্রান্ত হয়।[এ হল অবস্থা যারা নিজেদের বিশ্বাস সংশোধন করে না ]

# শারীরিক কারণ থেকে সৃষ্ট মৃগী রোগ।

এই ধরনের মৃগীরোগ উপাদানের পরিবর্তনের জন্য এবং সঙ্গে আক্ষেপ বা কম্পন হয় যাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বাভাবিকভাবে বা স্বাভাবিক গতিবিধি হারায় ও হাত-পা স্বাভাবিক কাজ করে না।শারীরিক বা উপাদান সম্পর্কিত মৃগী রোগ সৃষ্টি হয় মস্তিষ্কের কাছাকাছি পুরু, পিচ্ছিল পদার্থ জমা হওয়ার কারনে যা আংশিকভাবে মগজের ফাঁকা জায়গায় অবরোধ করে। এক্ষেত্রে মস্তিষ্কের যে এলাকা সচেতনতা ও চলাফেরা সম্পৃক্ত তা অবরুদ্ধ হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি কর্মক্ষমতা হারায় একই কারনে ।
এই ধরনের মৃগী রোগের অন্য কারণ আছে,যেমন ভারী বাতাস যা আত্মাকে কোন ভাবে অবরুদ্ধ করে বা একটি আঠাল বাষ্প জমা হয় শরীরের একটি অঙ্গে এবং মস্তিষ্কে উঠে যায়, অথবা তীব্র অসুস্থতা সৃষ্টি করে।মস্তিষ্কে ক্ষতিকারক পদার্থের কারনে আক্ষেপ সৃষ্টি হয় এবং সেই অনুযায়ী শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ আক্ষেপে বা কম্পনে ভোগে । ব্যক্তি দাঁড়াতে পারবে না ,সোজা হয়ে নিচে পড়ে যাবে এবংমুখের ভিতর ও আশেপাশে ফেনা জমে ।

এই ধরনের মৃগী রোগের কাঁপুনির সময় তীব্র ব্যথা সৃষ্টি করে।. এটি ছাড়াও একটি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা যা কঠিন নিরাময় এবং যে অনেক বছর ধরে থাকে, বিশেষ করে যদি এর দ্বারা পীড়িত ব্যক্তির বয়স পঁচিশ বছরের বেশি হয়। যিনি বারবার মৃগীরোগ আক্রান্ত হয়ে থাকেন । হিপোক্রেটিস বলেন, সেই মৃগীরোগ এই ধরনের মানুষদের সঙ্গে থাকে যতক্ষণ না তারা মারা যায় ।

হাদিসে উল্লিখিত নারীর কথা, যিনি মৃগী রোগে আক্রান্ত এবং যিনি তার কাপড় খুলে নিতেন, সে হয়তো শারীরিক ধরনের মৃগী রোগে আক্রান্ত । সেজন্যই নবী(স) ধৈর্য ধারন করতে বলেছেন, অথবা এজন্য যে, তাকে সুস্থ করার নিশ্চয়তা না দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে থাকবেন যাতে অচেতন থাকার সময় তার জামাকাপড় খুলে না থাকে।

হাদিসটি মুসলমানদের জন্য অনুমোদিত বলে ইঙ্গিত করে একটি প্রতিকার ব্যবহার না করার জন্য । উপরন্তু হাদিস নির্দেশ করে যে আত্মার নিরাময় বিশেষভাবে বাঁধা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতার সাথে।আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতার সাথে ঝুঁকা এক ধরনের ওষুধ যা মানুষের উপর এমন গভীর প্রভাবশালী যে কোনো ডাক্তার দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ কখনও এর সঙ্গে তুলনা হতে পারে না।আমরা এই ঔষধের চেষ্টা করেছি অসংখ্যবার[এবং তার সাফল্যের সাক্ষী]।

সেরা মেডিকেল কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে যে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বের কার্যকর ভূমিকা রয়েছে । চিকিৎসা পেশা কিছু অজ্ঞ, অস্থির ডাক্তারদের নিয়ে ভুগছে যাঁরা তাঁদের পেশায় পরিষেবা দেন না ।

আমরা বলেছি, দেখা যাচ্ছে, ওই মহিলা মৃগী রোগে আক্রান্ত যা হাদিসে উল্লিখিত, শারীরিক অবস্থার (রাসায়নিক ভারসাম্য) কারণে সৃষ্ট ।অথচ,এ সত্বেও সে যঅশুভ নেতিবাচক শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েও ভুগতে পারে। আমরা বলেছি, রাসূল সা:-এর তাকে যে কোন একটি গ্রহনের অনুমতি দিয়েছেন, ধৈর্য্য ধারণ করে এবং জান্নাত অর্জন করা অথবা তার আরোগ্য কামনায় আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। সে প্রথমটি বেছে নেয় কিন্তু তার জামাকাপড় খারিজ করা থেকে মুক্তি চায় মৃগীরোগের সময়।

# সাইয়াটিকা নিরাময়ে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশিকা

ইবনে মাজাহ তার সুন্নতে বর্ননা করেছন যে, আনাস বিন মালিক বলেন, আমি রসূলকে(স)বলতে শুনেছি :

دواءُ عرقِ النسا: أليَةُ شاءٍ أعرابيَّةٍ تُذابُ ، ثمَّ تُجزَّأُ ثلاثةَ أجزاءٍ ثمَّ تُشربُ على الرِّيقِ:في كلِّ يومٍ جزءٌ. (ابن ماجة)

" সায়টিকার নিরাময় সম্পন্ন হয় যাযাবর ভেঁড়ীর-এর লেজ দিয়ে। এরপর চর্বি ভাগ করা হয় তিনভাগে এবং একটি অংশ প্রতিদিন খালি পেটে খাওয়ার জন্য।"

সায়টিকা একটি অসুস্থতা যা উরুর সন্ধি থেকে শুরু, তারপর উরুর পিছন থেকে উরুতে অবতরণ করে শরিরের পিছন দিকে, অনেক সময়, ব্যথা গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছায় এবং এই রোগ যত দীর্ঘ হয়, তত নিচে নামে এবং পা ও উরু দুর্বল হয়ে যায় ।

দু'টি উপকারী সিদ্ধান্ত রয়েছে উল্লেখিত হাদিসে, চিকিৎসা ও ভাষাগত দিক থেকে।

ভাষতাগতভাবে হাদিস প্রমাণ করে যে আমরা এই অসুস্থতাকে ' ইরক(স্নায়ু)নাসা(সায়ম্যাটিক) ' বলি, কিছু মানুষের মতামতের বিপরীতেই । তাঁরা বলেন, নাসা- স্নায়ু নিজেই এবং এইভাবে একসঙ্গে দুটো শব্দ অনাবশ্যক ।

এই দাবির উত্তর দুটি রূপ নেয় । প্রথমে এই শব্দ ' ইরক (নার্ভ) নাসা(সায়ম্যাটিক নার্ভ)শব্দটির চেয়ে বেশি সাধারণ। তাই ' ইরাক আন-নাসা ' শব্দটি দেয় কাঙ্ক্ষিত সাধারণ এবং নির্দিষ্ট অর্থ । দ্বিতীয়, নাসা একটি অসুস্থতা যা নার্ভ আক্রমণ করে এবং এইভাবে শব্দ নাসা-কে ব্যবহার করা যায় অসুস্থত এলাকাকে সংশ্লিষ্ট করে [এলাকা উল্লেখ করে যেখানে ব্যথা আছে] ।জানা গিয়েছে, নাম ' ইরক নাসা ' নামকরন করা হয়েছে যে এটা জনগণকে ভুলিয়ে দেয় (নাসা) অন্য কোনোব্যথা।সায়ম্যাটিক ব্যথা নিতম্বের থেকে শুরু হয়ে গোড়ালি পেছন থেকে পায়ের নীচে পরেযন্ত যায়।

আল্লাহর রাসূল সা: যেমন আমরা লক্ষ্য করেছি পূর্ববর্তী হাদিসে, তার মধ্যে দুই ধরনের অর্থ ব্যবহার করেছেনতার বর্ননায়। একটি অর্থ সাধারণ হতে পারে, সবার জন্য এবং সব অবস্থায়, অন্যটি নির্দিষ্ট অর্থে এবং এর অর্থ ও প্রয়োগ বিশেষভাবে নির্দেশিত কিছু বিশেষ লোক বা অবস্থায়। এ বিভাগে হাদিস নির্দিষ্ট ধরনের, এটি আরবদের এবং বিশেষ করে হিজাজের মানুষের,সব এলাকার বেদুইন সহ। হাদিসটিতে উল্লেখিত প্রতিকার সর্বোত্তম নিরাময় ঐ সব এলাকার মাশুষের জন্য যেহেতু ' ইকর আন-নাসা ' এর কারন শুষ্ক বা পুরু,সেপটিক পদার্থ জমা হওয়া। সেরা চিকিৎসা এই অসুস্থতার জন্য রয়েছে কোষ্ঠ কাঠিন্য দূরীকরনে। যাযাবরের ভেঁড়ীর লেজের চর্বির দুটি গুণ: সেপটিক পদার্থকে পরিপক্কতা দেয় এবং নরম করে (এ ক্ষেত্রে মল)। উভয়ই ' ইরক আন-নাসা ' সারানোর প্রয়োজন ।

এছাড়া যাযাবরদের ভেঁড়ীর রয়েছে বিভিন্ন ধরন, যেমন আকারে ছোট হওয়া, কম মলত্যাগ করা,আর নরম সার থাকা। এরা উপকারী বন্য উদ্ভিদ, যেমন সোমরাজ(wormwood,তিতা উদ্ভিদ বিশেষ) এবং

ল্যাভেন্ডার কটন(ছোট সুগন্ধী গাছ), ও আরও অনেক। যখন ভেঁড়ীরা এই বন্য উদ্ভিদ খায় , তা মিশ্রিত হবে তার মাংশে, বিশেষ করে লেজের চর্বিতে। যদিও এদের দুধের মধ্যে উপাদান থাকে বন্য উদ্ভিদের কিন্তু লেজে দুটি থাকে যা দুধে থাকে না, তা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করা এবং পূর্ণভাবে সেপটিক পদার্থের পরিপক্কতা নেতৃস্থানীয় [শরীর থেকে নিষ্কাশিত হওয়ার জন্য তৈরি করা]।

আমরা আগেও উল্লেখ করেছিলাম, নিয়মিত ওষুধ আর বিভিন্ন জাতি ও জনবসতির প্রতিকার নির্ভর করছে মানুষ যে ধরনের খাবার ব্যবহার করে তার উপর । ভারতীয় এবং বেদুইনা সহজ খাদ্য ব্যবহার করে সুতরাং তারা জটিল ঔষধ ব্যবহার করে না। রোমানরা ও গ্রিকরা যৌগিক ওষুধ ব্যবহার করে । তাঁরা সকলেই একমত যে ,অসুস্থতার জন্য সেরা চিকিৎসা একটি নির্দিষ্ট পথ্য।অন্যথায়, চিকিৎসকরা প্রথমে সরল নিরাময় প্রয়োগ করবেন এবং তারপর যৌগিক ঔষধ, যখন প্রয়োজন হয়।

খাবার সহজ হলে সহজ ওষুধ উপযুক্ত সহজ রোগের জন্য । যৌগিক রোগ, অন্যদিকে সাধারণত একটি জটিল খাদ্যের কারণে ঘটে এবং এই কারণে যৌগিক ঔষধ উপযুক্ত সে সব ক্ষেত্রে।এবং আল্লাহ ভাল জানেন ।

# কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়ে নবীর(স)নির্দেশনা

আত-তিরমিজি এবং ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন যে
রাসূলুল্লাহ (সা.) আসমা বিনতে উমাইসকে(রা) করলেন,

بهاذا كنت تستمشينَ ؟ قالت: بالُبرُم قال: حارٌ جارٌ. ثم قالت استمشيْتُ بالسَّنا . فقال: لو كان شيءٌ يشفي من الموتِ لكان السَّنا. (الترمذي :8082

"কিভাবে আপনি কোষ্ঠকাঠিন্য চিকিৎসা করেন?" তিনি(রা) বলল,
"শুব্রুম (Euphorbia piteous,মৌরি জাতীয় সুগন্ধি হলুদ রং শাক) ব্যবহার করে । মহানবী(স) বলেন, এটা গরম এবং শক্তিশালী জোলাপও বটে।" তিনি(রা) বলল 'আমি সিন্না(সোনামুখী ,sienna)ব্যবহার করি।'
নবী(স) জবাব দিলেন , ' ' যদি মৃত্যুর নিরাময় থাকত তবে তা হত সিন্না(সোনামুখী,sienna)হত। ' '

ইবনে মাজাহ আরো বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উম্ম হারাম(রা) বলেন, তিনি আল্লাহর রাসূল সা:-এর কথা শুনেছেন,তিনি বলছেন:
عليكم بالسَّنا والسَّنُّوت فإن فيها شِفاءً من كل داء إلأ السَّامَ .قيل يارسول الله وما السامُ؟ قال: المَوتُ. (ابن ماجه)

"সিন্না(সোনামুখী) এবং সানুত (জিরা) ব্যবহার কর, কারণ এরা প্রতিটি রোগ নিরাময় করে, সাম ছাড়া । তাঁকে(স) প্রশ্ন করা হয়, সাম কি ? তিনি(স) বললেন, ' মৃত্যু ' । "

নবী (স)মহিলা সাহাবি(রা)কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোষ্ঠকাঠিন্য চিকিৎসা জন্য কি ব্যবহার করেন, মানে কি নিরাময় তিনি ব্যবহার করেন মল নরম করতে, যাতে শরীর মুক্তি পেতে সক্ষম হয় ক্ষতিকারক বর্জ্যের।

হাদিসের আরেকটি বর্ণনায় নবী (স) আসমা(রা)কে কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়ে তিনি কি ব্যবহার করেন সে সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি শুব্রুমের (ইউফোর্বিয়া, মৌরি জাতীয় সুগন্ধি হলুদ রং শাক) কথা উল্লেখ করেছেন, যা এর গাছের শিঁকরের ছাল এবং যা শুষ্ক আর গরম। শুব্রুমের সেরা ধরনটি লালচে রঙের, যা নরম এবং মনে হয় মোড়ান চামড়া ।

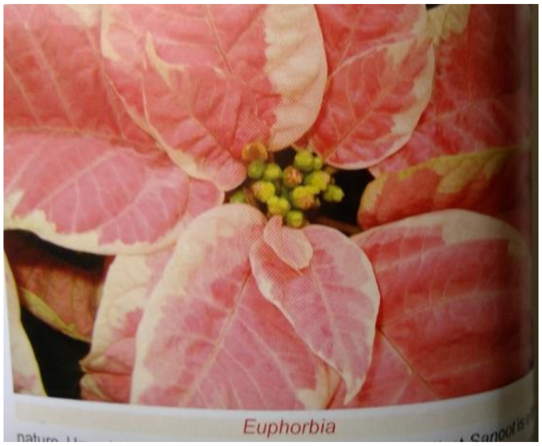


ডাক্তাররা যে ঔষধ দিয়ে থাকেন তার মধ্যে মানুষকে শুব্রুম ব্যবহারের পরামর্শ দেন না কারণ এটি খুবই শক্তিশালী জোলাপ,কোষ্ঠ নরমকারী।

হাদিসটিতে নবী(স) শুব্রুমের(মৌরি জাতীয় সুগন্ধি হলুদ রং শাক) বর্ণনা করেছেন , গরম আর কড়া জোলাপ।

সিন্না(সোনামুখী) উদ্ভিদ জন্মায় আল-হিজাজে (পশ্চিম আরব) আর সবচেয়ে ভাল জাতের হয় মক্কায়।সোনামুখী গরম এবং শুষ্ক (প্রথম ডিগ্রী) এবং এটি একটি ভাল, হালকা ঔষধ , কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না । সোনামুখী পিত্তথলি এবং কালো পিত্তরোগের বিরুদ্ধে সাহায্য করে এবং শক্তিশালী করে হৃদয়, যা আরেকটি উৎকৃষ্ট গুণ এই

ওষুধে থাকে । সোনামুখী বিষন্নতা এবং শারিরিক কাটা,চিরায় উপকারী, পেশী শিথিল এবং চুলের উন্নতি ঘটায় । উপরন্ত, উকুন, মাথাব্যথা, খোস-পাচরা, ব্রন, ফুসকুড়ি এবং মৃগীর বিরুদ্ধে সাহায্য করে । এটা বেগুনী ফুল ও লাল রজনের সাথ বীচি সরানোর পর ভালো করে মিশিয়ে পুরো রান্না করা ভাল।

জিরা cumin

আল-রাজি বলেন, "সোনামুখী এবং Fumitory(আগাছা জাতীয় উদ্ভিদ,নলের মত গোলাপী ফুল ও ধুসর কাঁটা বিশিষ্ট) সহায়তা করে পরিণত হিউমার্স (শারীরিক বর্জ্য পদার্থ)বের করতে এবং কুষ্ঠ এবং ফুসকুড়ির বিরুদ্ধে সাহায্য যখন কেউ চার থেকে সাতটি মাত্রা গ্রহণ করে। ' '

সোনাকূত (জিরা) সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। উমর বিন বকর আস-সাকসাকি, বলেন, সোনাকূট হয় মধু বা মাখন নিষ্কাশন. অন্য একটি অভিমত থেকে জানা যায়, সোনাকূট একটি বীজ, কামোন (জিরা)মত যেমন ইবনে আল-আরাবির দাবি। চতুর্থ ও পঞ্চম মতামত থেকে জানা যায়, সোনাকূট ফার্সি জিরা বা মৌরি আবু হানিফ আদ-দাইনোরির মতে। ষষ্ঠ অভিমত থেকে জানা যায়, এটি হল শিবিট (শুলফা,মৌরী জাতীয় সুগন্ধী লতা), আর সপ্তম অভিমতে এটা খেজুর, আবু বকর বিন আস-সুন্নির মতে।অষ্টম মতামত থেকে জানা যায় যে, এটি মধু যা মাখন-চামড়ায় রাখা, আব্দুল লতিফ আল-বাগদাদির মতে। কিছু ডাক্তাররা বলেছেন যে শেষ অর্থ সবচেয়ে বেশি সম্ভাব্য। এক্ষেত্রে সানকূট মিশ্রণ তৈরি করা হয় সিনা পাউডারের সাথে ঘি মিশ্রিত করে ,শুধু সেনোনা নিয়, যেহেতু এ ক্ষেত্রে সিনার স্বাধ অল্প হবে মধু ও ঘি থাকায়,যা সিনার জালাব গুণকে সাহায্য করে,এবং আল্লাহ ভাল জানেন।

# ত্বকের ফুসকুড়ি এবং চুলকানি যা কীট দ্বারা হয় সম্পর্কে নবী(স)এর নির্দেশনা

সাহিহান এর বর্ণনা দিয়ে আনাস(রা) বলেন, 'রাসূল সা: আবদুর রহমান বিন আউফ(রা) এবং আজ-জুবাইর বিন আল-আওয়াম(রা) সিল্ক পরিধান করতে অনুমতি দিয়েছেন, কারন তাঁদের চামড়া ফুসকুড়ি রোগ।
অন্য একটি বর্ণনা, "আবদুর রহমান বিন আওয়াফ ও আজ-জুবাইর বিন আল-আওয়াম এক যুদ্ধের সময় নবী(স)এর কাছে অভিযোগ করেন যে, তারা মাইট(উকুন)হয়েছে, আর তিনি তাদের সিল্কের পোশাক পরতে দেন। আমি সেগুলো পড়ে দেখেছি ।"
এখানে আগ্রহের দুটি ক্ষেত্র রয়েছে হাদিসে, একটা ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র)বিষয়ে আর একটা চিকিৎসা ।

ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র) এলাকায় আল্লাহর রাসূল সা:-এর সুন্নত হলো সিলকেন পোশাক দেওয়া হয় মহিলাদের জন্য এবং পুরুষদের জন্য নিষেধ করা হয়, বৈধ প্রয়োজন ছাড়া। যেমন ধরুন, [পুরুষদের ঠান্ডা আবহাওয়ায় সিলকের গার্মেন্টস পরতে দেওয়া হয়, যখন সিলকেন গার্মেন্টস পরিধান ছাড়া আর কিছু থাকে না এবং যখন খোস-পাচড়া, ফুসকুড়ি, মাইট বা উকুন আক্রান্তের অভিযোগ করে, যেমন হাদিসে বলা হয়েছে।

ইমাম আহমদ(র) ও শফিয়ী(র)মতে সিল্কের গার্মেন্টস অনুমোদিত [পুরুষদের জন্য যদি প্রয়োজন হয়। কিছু মুসলমানের অনুমতি দেওয়া হয় [যেমন এই পুরুষদের জন্য] বিশেষ পরিস্থিতিতে যারা মুখোমুখি অনুরুপ পরিস্থিতির।

বেশ কয়েকজন আলেম বলেন, যে হাদিস পুরুষদের জন্য সিল্কের গার্মেন্টস না পরা সাধারণভাবে প্রযোজ্য । তারা

বলেন, হাদিস (উপরে বর্ণিত) শুধু আবদুর রহমান বিন ' আওয়াফ ও আজ-জুবাইর প্রযোজ্য। তাঁরা বলছেন, এটা সম্ভব, এটা অন্য মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য । যখন কোনও সম্ভাবনা, সাধারণের পালনের উপর জরুরী। এই জন্যই এই হাদিসের কয়েকজন বর্ণনাকারী মন্তব্য করেছেন, "আমি জানি না, যে অনুমতি তাদের পর প্রযোজ্য কিনা (আবদুর রহমান বিন আওয়াফ ও আজ-জুবাইর) । "

সঠিক অভিমত হলো, অনুমতি সাধারণ এবং কোনো প্রমাণ নেই যে এটি নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ । একইভাবে মহানবী (সা.) একবার আবু বুরদাহ(রা) কে বললেন, "এই অনুমতি তোমার জন্য প্রযোজ্য এবং তোমার পরে আর কেউ নয় । এছাড়া আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সা.)কে বলেন,যে তার(স)সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল :

خَالِصَةً لَّكَ من دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (33:50)
" তোমাদের জন্য একটি অব্যাহতি,অন্য মুমিনদের জন্য নয়।"

যেহেতু সিল্কের গার্মেন্টস পরিধান করতে না করা পুরুষদের একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, এটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে অনুমতি দেওয়া হয় এবং একটি সুবিধার জন্য যা জরুরী। যেমন ধরুন, মহিলাদের দিকে তাকান সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, কিন্তু এটি অনুমতি দেওয়া হয় যখন একটি বাস্তব প্রয়োজন হয়। এই একই ভাবে নফল এবাদত সম্পাদনের নিষিদ্ধ সময়ে যখন সূর্য উদয় হয় বা অস্ত যায়, সামান্য সাদৃশ্য পরিহার করার জন্য সূর্য পূজারীদের সাথে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এর জন্য এসব সময় স্বেচ্ছা নামাজ আদায় করতে অনুমতি দেওয়া হয় সত্যিকারের প্রয়োজন ও উপকারে। আমরা বিষয়গুলি বুঝিয়ে দিয়েছি কখন সিল্কের গার্মেন্টস পরা যায় ,আমাদের বই ,আত-তাবিরিতে।

সিল্ক একটি প্রাণী দ্বারা উৎপাদিত হয় এবং এটি রোদের প্রতিকার। সিল্ক অনেক উপকারিতা আছে, যেমন শীতল,প্রসমিত করে এবং হার্টকে শক্তিশালী করে এবং এর বেশ কিছু রোগের উপশম করতে সাহায্য করে। উপরন্তু সিল্ক কালো কাল পিত্ত বিরুদ্ধে সাহায্য করে এবং যা কিছু রোগের এটা করতে পারে । উপরন্তু, সিল্ক দৃষ্টিশক্তি শক্তিশালী করে যখন চোখ আঁকানো হয় । কাঁচা সিল্ক, যা ঔষধ এবং প্রতিকার প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়, গরম এবং শুকনো (প্রথম ডিগ্রিতে)। কাপড়ে সিল্ক ব্যবহার করা হলে তা হালকা গরম করে শরীরে। কখনও তা ঠান্ডা করতে পারে শরিরক।.

আল-রাজি বলেন, "রেশমের চেয়ে লিলেন গরম, ঠান্ডা তুলার চেয়ে এবং মাংস বিকশিত করে। যে কোন ধরনের মোটা জামাকাপড় শরীর দুর্বল করে ও ত্বক শক্ত করে । "

তিন ধরনের কাপড় আছে, এক,যা উষ্ণতা আনে এবং উপরন্তু শরীর গরম করে । আর এক ধরনের কাপড় উষ্ণতা আনে কিন্তু শরীরে কোন তাপ সৃষ্টি করে না । তৃতীয় ধরন উষ্ণতা বা তাপ আনে না । এমন কোনও ধরন নেই যা তাপ নিয়ে আসে না বা উষ্ণ করে না যারা তা পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, উলের তৈরি বস্ত্র এবং পশুর লোমের কাপর শরীরের তাপমাত্রা বাড়ায় এবং ত্বকে উষ্ণতা আনে। নিয়ে অন্য দিকে, সিল্ক, কিটেন (লিনেন) আর সুতির(তুলার) পোশাক শুধু ত্বকে উষ্ণতা আনে। লিনেন কাপড় ঠান্ডা ও শুষ্ক, উলের জামাকাপড় গরম ও শুষ্ক আবার সুতির পোশাক মাঝারি। সিল্কের গার্মেন্টস তুলনায় নরম এবং কম গরম তুলার চেয়ে।
আল-মিনহাজ এর লেখক বলেন যে, " সিল্ক পরা.... ততটা উষ্ণতা আনে না তুলার মত, কারণ এটি নমনীয়।"

সব ধরনের নরম, আরামদায়ক জামাকাপড় শরীর গরম করে কম এবং পচনে কম কার্যকর। এ কারণে ভালো হয় যে, এই ধরনের জামাকাপড় গ্রীষ্মকালে এবং গরম এলাকায় পরিধান করা।

যেহেতু সিল্ক গার্মেন্টস না শুষ্ক বা না পুরু হয় অন্য ধরনের জামাকাপড়ের তুলনায়, তারা ত্বকের জন্য চিকিৎসায় সাহায্য করে ফুসকুড়ি থেকে যা শুষ্ক, পুরু উপাদানের কারনে হয়। তাই মহানবী সা:- ওয়াজ-জুবায়ের ও আবদুর রহমানকে তাদের ত্বক ফুসকুড়ি কারণে সিকেন গার্মেন্টস পরিধান করার অনুমতি দদেন। এছাড়া স্লিকের গার্মেন্টস মাইট বা উকুনের জন্য অত্যন্ত প্রতিকুল, কারণ এটি সেরা পরিবেশের নয় যেখানে মাইট বাস করতে এবং বৃদ্ধ পেতে পারে।

শরীরের যে ধরনের পরিধান না তাপমাত্রা বা উষ্ণতা নিয়ে আসে তা হল লোহার তৈরি, সীসা, কাঠ, বালি, এবং এ ধরনের।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, "যেহেতু সিল্ক সর্বোত্তম ধরনের কাপড় এবং শরীরের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত, কেন এটি পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ ইসলামী আইন দ্বারা, যা সবচেয়ে সম্মানিত, নিখুঁত আইন এবং যা ভাল এবং বিশুদ্ধ জিনিসের অনুমতি দেয় এবং শুধুমাত্র অপবিত্র জিনিস নিষিদ্ধ করে ?" আমাদের উল্লেখ করা উচিত যে এই প্রশ্নের উত্তরে যে, এ সম্পর্কে মুসলিমরা মতভেদ আছে।

যারা অস্বীকার করেন যে, ইসলামী আইনের পিছনে প্রজ্ঞার বিষয় নাই,তাদের উত্তর দেওয়ারও প্রয়োজন নেই আর যারা বলেন যে আইনের পিছনে প্রজ্ঞা আছে(যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ),বলেন যে ইসলাম মানুষের জন্য সিল্কের পোশাক নিষেধ করা হয়েছে পুরুষের যেন, তারা ধৈর্য্য ধারন করে ও পরিধান না করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য । যাতে তারা এ অবস্থায় তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হবে ,বিশেষ করে যেহেতু অন্য ধরনের জামাকাপড় পরার জন্য রয়েছে।

অনেকে বলেন, সিল্ক তৈরি হয়েছিল মহিলাদের সুবিধার জন্য, যেমন স্বর্ণ পরিধান। অতএব, যাতে তারা মহিলাদের অনুকরণ না হয় , সিল্ক পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ কেউ কেউ বলেছেন যে সিল্ক নিষিদ্ধ কারণ এটি অহংকার ও গর্ব বাড়ে ।

অন্যরা বলছেন, সিল্ক নাকচ হওয়ায় কারণ ত্বকের উপর এর স্নিগ্ধতা , যাতে মেয়েলি আচরণ বাড়ে আর ও শৌর্য্য , পুরুষত্ব দুর্বল করে। এ কারনে সিল্কের গার্মেন্টস পরা একজন মানুষ কদাচিৎ দেখা যায় ,কেবল তারা ছাড়া যারা এর কমনীয়তায় আকৃষ্ট হয়ে মেয়েলি আচরণ অনুকরণ করে, এমনকি তারা সবচেয়ে ভাল পুরুষত্বের অধিকারীদের মধ্যে হলেও। সিল্কের গার্মেন্টস পরা অবশ্যই পুরুষালি গুণ ও পুরুষত্ব হ্রাস করবে, যদিও এই গুণগুলো সব একসঙ্গে গায়েব হবে না । যারা না এই সব তথ্য উপলব্ধি করে না, তাদের আল্লাহর উপরই ছেড়ে দেওয়া ভাল।
সব শেষে সঠিক মতামত হল , অল্পবয়সী ছেলেদের অনুমতি দেওয়া উচিত নয় সিল্কের গার্মেন্টস পরিধান করার, কারণ তারা নারী সুলভ আচরণ অর্জন করবে।

নাসায়ী(রা) বর্ননা করেছেন ,নবী(স) বলেন:

انَّ الله أحلَ لإناثِ أُمّتي الحريرَ والذَهبَ، وحرّمه على ذُكُورها. (النسائي :5265)

" আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন রেশমের ও স্বর্ণ ব্যবহারের আমার উম্মাহ (মুসলিম জাতি) নারীদের জন্য,--
ও তাদের জন্য নাকচ করেছেন আমার উম্মতের (মুসলিম জাতি) পুরুষদের জন্য।"

অন্য একটি বর্ণনা করতে গিয়ে নবী (স) বলেন:

حُرّم لِباسُ الحارير والذّهب على ذُكُور أُمّتي ، وأُحِلّ لإناثِهم (الترمذي)

"সিল্ক আর সোনা পরা নিষিদ্ধ
আমার সম্প্রদায়ের পুরুষদের জন্যে এবং নারীদের জন্যে অনুমোদিত।

আল-বোখারি(র) উপরন্তু বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা.) সিল্কের গার্মেন্টস পরতে ও উপর বসতে নিষেধ করেছেন এবং ডাইবাজ (বিশুদ্ধ সিলকেন কাপড়) উপর, এবং অতঃপর তিনি আরও বললেন, এটা যারা পরবে,তাদের জন্যে এই জীবনে আর তোমাদের(যারা পরবে না) জন্য পরকালে ।

# ফুসফুসের ঝিল্লির প্রদাহ(Pleurisy) সম্পর্কে রাসূল সা:-এর নির্দেশনা

ডাক্তাররা প্লুরেসি দুই প্রকারে ভাগ করেন, বাস্তব ও অবাস্তব । প্রথম ধরনটি একটি সংক্রমন যা দেখা যায়, ঝিল্লিতে যা ফুসফুসকে ঢেকে রাখে। দ্বিতীয় ধরনের একই ধরনের ব্যথা ঘটায় ঝিল্লিতে (যা পেটের অঙ্গগুলি মোড়ায়ে রেখে) আক্রমণের ফলে যা ধন,পুরু আবদ্ধ বাতাস এর কারনে । অবাস্তব প্লুরেসি এর ব্যথা তীব্র হয় ,বাস্তব ফুসফুসের প্রদাহের প্রচন্ড ব্যথার চেয়ে ।

আল-কানুনের লেখক(ইবনে সিনা) বলেন, কখনও (শরীরের), পেটের ঝিল্লি(peritonium), বুকের পেশী এবং পাঁজরের হাড় ও আশপাশের এলাকা ভোগে চরম বেদনাদায়ক প্রবৃদ্ধিতে যার নাম প্লুরেসি। অনেক সময় এমনও হতে পারে শরীরের এই একই এলাকায় ব্যথা কিন্তু বৃদ্ধি ফলে নয় কিন্তু ক্ষতিকারক গ্যাস (flatulance) জমার কারনে আর এইভাবে, মানুষ মনে করে যে এটি প্রথম প্রকার কিন্তু আসলে তা নয় । "

তিনি পাশাপাশি বলেন, ' জেনে রাখুন, প্রত্যেক ধরনের রোগকে যা পাশ বা পার্শ্বকে আক্রমণ করে তাকে বলা হয় জাতুল জনব (Pleurisy), তা থেকে উদ্ভূত হয় যেখানে আবির্ভূত হয় (অর্থাৎ জনব,পার্শ্ব) । এ কারণে প্রত্যেক প্রকার পাশে ব্যথাকে জাতুল জানব বলা হয় যে কারণেই হোক না কেন। এর অর্থ হিপোক্রেটিস-এর বক্তব্য, যারা পার্শ্ব ব্যথা বা জাতুল জানবে ভূগছেন, গোসল সেরে নিলে উপকার পাবেন । বলা হয়, তাঁর বক্তব্য যারা প্লেরসি রোগে ভুগছেন, তাদের পাশাপাশি যেমন, ফুসফুসের রোগ ,(পালমোনারি) ব্যথা যা খারাপ পদার্থ জমা হওয়ার ফলে , , টিউমার বা জ্বর ছাড়া ' ।

কিছু ডাক্তার বলেন যে গ্রীক ভাষায় প্লুরেসি শব্দটি মানে যে উষ্ণ বৃদ্ধি শরীরের পাশে এবং সমস্ত অভ্যন্তরীণ অঙ্গের টিউমার । যে কোন অঙ্গের এর টিউমার শুধুমাত্র উষ্ণ হলে তার নাম Pleurisy। উপরন্তু, পাঁচটি উপসর্গ বাস্তব আছে যা এর সহগামী : জ্বর, কাশি, প্রচন্ড ব্যথা, কঠিন শ্বাস(ডিসস্পিনিয়া) ও নিউমোনিয়া ।

সী-কোস্টাস (ইন্ডিয়ান কোস্টাস) ব্যবহার করা হয়।যখন ইনডিয়ান কোস্টাস চুর্ণ করে,গরম তেলর সাথে মেশান হয় এং মলমের মত ব্যবহার করা আক্রান্ত এলাকায়। আর তখন রোগী তা চেটে খায় ।

সেই অসুস্থতার জন্য ভাল নিরাময় হবে । এক্ষেত্রে কোসটাস সেপটিক পদার্থগুলিকে পরিণত(পচা) হয়, অভ্যন্তরীণ অঙ্গ শক্তিশালী করে এবং বাধা খোলে । আল- মাসিহি বলেন, "কোসটাস গরম এবং শুষ্ক এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গ শক্তিশালী এবং কোষ্ঠ্যকাঠিন্য করে, বায়ুকে বিবর্ণ করে, বাধা খোলে, প্লুরেসি-এর বিরুদ্ধে সাহায্য করে এবং অতিরিক্ত জলীয় শুকিয়ে যায় । এছাড়া কোসটাস মস্তিষ্কের জন্য ভালো এবং সত্যিকারের প্লুরেসি-এর বিরুদ্ধে সাহায্য করতে পারে, যদি একটা শ্লেষ্মা পদার্থ এটি করে ,বিশেষ করে যখন অসুস্থতা দুর্বল হয় এবং আল্লাহ ভাল জানেন । "

জাতুল জানব একটি বিপজ্জনক রোগ । সহিহ হাদিস উম্মে সালামাহ্(রা)থেকে বলা হয়েছে, ' চূড়ান্ত অসুস্থতায় আল্লাহর রাসূল সাঃ ছিলেন মায়মুহের বাড়িতে । যখনই নবী(স) এর মনে হয়েছে ব্যথা শিথিল হলে, তিনি বাইরে গিয়ে সালাতে নেতৃত্ব দিতেন। ব্যথা তীব্রতর হতে লাগল, তখন তিনি বলতেন' ' আবু বকরকে আদেশ করো নামাজ পড়াতে এবং নবী(স)জ্ঞান হারালেন।, নবী (স) ব্যথা তীব্রতর হলে তার স্ত্রীরা, তার চাচা আল আব্বাস, , উম্মে আল-ফাদাল বিনতে আল-হারিছ ও আসমা 'বিনতে উমাইসের(রা) একে অপরের মধ্যে আলোচনা হল একটি ঔষধ নবী(স)কে দেওয়ার। এবং তারা সেটা করেছিলেন যখন তিনি অজ্ঞান ছিলেন। ঘুম থেকে উঠেই বললেন: কে করল এটা আমার কাছে । এটা এমন কিছু মহিলার কাজ ছিল , যারা এসেছিলেন সেখান থেকে,ইথিওপিয়ার দিক হাতে নির্দেশ করে। ' উম্মে সালামাহ ও আসমা(রা) ঔষধ প্রয়োগকারীদের মধ্যে ছিলেন(যারা ইথিওপিয়া প্রবাসী ছিলেন) এবং তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল(স)! আমরা ভীত ছিলাম যে আপনি জাতুল জানাবি রোগে ভুগছিলেন । 'তিনি বললেন, কি ওষুধ তুমি আমাকে দিলে? ' তারা বলল, "কিছু ভারতীয় কোস্টাস , ওয়ার আর কিছু ফোঁটা তেল । ' তিনি বললেন " আল্লাহ্ কখনো এ ধরনের রোগ দিয়ে আমাকে শায়েস্তা করবেন না ।' তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের আদেশ করছি যে এই বাড়িতে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিই কিছু না কিছু করে নিক এই ঔষধ ঔষধ, আমার চাচা আল-আব্বাস ছাড়া।

সাহিহান (আল-বোখারি ও মুসলিম) বর্ণিত আছে,আয়শা(রা) বলেছেন:

لَدَدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : انَّ لا تُلُدُّوني .فقلنا : طراهِيةُ المريضُ للدَّواءِ .فلما أَفاقَ قال: ألم أنهكم ان لا تلُدّوني ؟! لا يبقِى منكم أحد إلا

لُدّ غيرُ عمِّيَ العباسِ :فإنه لم يشهدكم. (البخاري :5712)

"আমরা কিছু ঔষধ রাসূল (স) ওষুধ দেই। যদিও তিনি ইশারা করেছিলেন তাকে ঔষধ না দিতে কিন্তু আমরা অস্বীকার করাটা সধারনত রোগী অসুখে ঔষধ নিয়ে যা ভাবে ,তা মনে করলাম। তার অসুখ নিয়ে সাধারণত যা মনে হয় তা অস্বীকার ওষুধ। যখন তিনি উঠলেন ,বললেন--' ' আমি কি তোমাদের আমাকে এই ঔষধ দেওয়া থেকে নিষেধ করি নাই? অতএব উপস্থিত সবাইকে এই ঔষধ কিছু গ্রহণ করা উচিত, শুধু আমার
চাচা আল-আব্বাস কারণ তিনি তোমাদের সাথে ছিলেন না । "

সর্বশেষ হাদিস শরিফে সীমালঙ্ঘকারীদের চিকিৎসার অনুমতি দেয় একই পন্থায় তিনি যে অন্যদের চিকিৎসা করেন, যতদিন আল্লাহ তা ' আলা যে অন্যায় হয়েছে নিষিদ্ধ না করেছেন ।এবং এই রায়ের দশ হাজারেরও বেশি প্রমাণ রয়েছে যা আমরা অন্য একটি বইয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। পাশাপাশি, এই নীতি খোলাফা রাশেদা (রা) এবং ইমাম আহমদ সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রমানিত । এছাড়া এ হাদিস ইঙ্গিত করছে, মুখে আঘাত ও আঘাতের জন্য একই প্রকৃতি আঘাত প্রাপ্য, এই বিষয়ের উপর বেশ কিছু অকুণ্ঠ হাদিস রয়েছে।

# নবী(স) মাথাব্যথা এবং মাইগ্রেন চিকিৎসা

মাথাব্যথা অনেকটা এমন একটি ব্যথা যা দেখা যায় মাথার কোন অংশে বা সবটা ধরে, কিন্তু যখন মাথাব্যথা আক্রমণ করে একপাশে একে মাইগ্রেন বলে । যে ধরনের আক্রমণ গোটা মাথাতে তাকে হেলমেট বলা হয়, মাথার সঙ্গে জুড়ে থাকা হেলমেটের অনুরূপ বলে । উপরন্তু মাথাব্যাথা কখনও শুধু পিঠ বা সামনে মাথার পাশে হয় ।

মাথাব্যথা অনেক ধরনের আছে কারণ যা বিভিন্ন অবস্থার কারনে হয়। যার ফলে নানা শর্ত থেকে । মাথাব্যথা সাধারণত শুরু হয় যখন সেপটিক বাষ্পের চাপের কারণে মাথা গরম হয়ে যায়, যা মাথার কাছে জমে যায় এবং যা পথ চায় শরীর থেকে বের হওয়ার কিন্তু ব্যর্থ হয় । এরপর বাষ্পের চাপ বৃদ্ধি পায়, যেমন একটি পাত্র যখন গরম করা হয় । যখন জলীয় বাষ্প গরম হয়, এটি প্রসারিত হতে আরো জায়গা চায় । একইভাবে মাথার কাছে জলীয় বাষ্প জমে যায় এবং তার ফলে প্রসারিত করতে অক্ষম হওয়ায় বা শরীর থেকে বের না পারায় পুরো মাথায় মাথাব্যথা । এই অবস্থা এক ধরনের মাথা ঘোরা ঘটায় ।

মাথাব্যথার জন্য বিভিন্ন নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে:

প্রথম,যখন চারটি প্রয়োজনীয় শর্তের (ঠান্ডা,গরম,শুষ্কতা ও আদ্রতা)কোনটি প্রাধান্য পায়।
দ্বিতীয়, পেটের আলসার মাথাব্যথার কারণ, কারণ সেফালিক (মাথা সম্পর্কিত) স্নায়ু ও পাকস্থলী সংযুক্ত।
তৃতীয়, পুরু বাষ্প পাকস্থলীতে জমা হতে পারে এরপর পরে মাথায় আরোহণ করে এবং মাথাব্যথার কারন হয়।
চতুর্থত, মাথাব্যথার অনেক সময় গ্যাস্ট্রিক শিরা মধ্যে টিউমার হলে মাথায় ব্যথা সৃষ্টি করে,কারণ, পেট ও মাথা যুক্ত ।
পঞ্চম, পেট খাবারে ভরা থাকলে তা কখনও মাথাব্যথা প্ররোচিত করে,যেমন কিছু খাবার অজীর্ণ থাকে ।
ষষ্ঠ, মাথাব্যথা অনেক সময় যৌন মিলনের পর ঘটে।কারণ শরীর তখন দুর্বল হয়ে যাবে এবং এইভাবে উন্মোচিত হয় বাতাসের তাপে।
সপ্তম, মাথাব্যথা মাঝেমধ্যেই ঘটে অতিরিক্ত বমি হওয়ার পর, শুষ্কতার কারণে বা জমতে থাকা গ্যাসীয় উপকরণ (ফ্ল্যাটুলেন্স) পেট থেকে মাথা উঠার কারনে।
অষ্টম, কখনও গরম আবহাওয়া ও বায়ু মাথাব্যথার কারণ ।
নবম, মাথাব্যথা কখনো কখনও ঠান্ডা আবহাওয়া দ্বারা সৃষ্ট এবং জলীয় বাষ্প যা মাথায় জমা হয় এবং যা অপসারিত হতে অক্ষম।
দশম, পর্যাপ্ত ঘুম না থাকা মাথাব্যথার কারণ হয় ।
একাদশ,মাথাব্যথার কারণ অনেক সময় মাথার উপর চাপ পড়া, যেমন যখন কেউ তার মাথায় ভারী বস্তু বহন করে।
দাদশ, অত্যধিক কথা বলা কখনও মনকে দুর্বল করে দেয় । তা মাথাব্যথার কারন হয়।
ত্রয়োদশ, অতিরিক্ত চলাফেরা ও খেলাধূলা মাথাব্যথা সৃষ্টি করে ।
চতুর্দশ, বিষণ্ণতা, বিষণ্ণতা, ঘোর এবং মন্দ চিন্তা মাথাব্যথার কারণ ।
পনেরো, অত্যধিক ক্ষুধা যেমন মাথাব্যথা প্ররোচিত করে; অতিরিক্ত গ্যাসীয় যে উপকরণ (ফ্ল্যাটুলেন্স) পেটে জমা হয় মস্তিষ্কে আরোহণ করে এবং মাথাব্যথা উত্তেজিত করে ।
ষোড়শ,যারা মস্তিষ্কে টিউমারের সমস্যায় ভোগেন ,অনুভব করেন -কখনও মনে হচ্ছে যেন কুড়াল দিয়ে ক্রমাগত নিষ্পেষণ করা হচ্ছে তাঁদের মাথা ।
সপ্তদশ, জ্বরও মাথাব্যথা প্ররোচিত করে, শরীরের তীব্র গরমের কারণে । আল্লাহ ভাল জানেন ।

মাথাব্যথার ফল যে সিস্টেমের পরিবর্তন থেকে সেরিব্রাল ধমনীতে প্রভাব ফেলে।
মস্তিষ্কের দুর্বল দিকটাতে সেপটিক উপাদান জমা হয় এবং মাইগ্রেনের মাথাব্যথাকে ধমনীর স্পন্দন অনুসরন করে।

এই যন্ত্রণা থেকে স্বস্তি পেতে, যদি এক ব্যান্ডেজ শক্ত করে বাঁধা হয় যাতে ধমনীর স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় এবং এইভাবে ব্যথা কমে যায় ।

আবু নাঈম(রা)তাঁর বই 'নবী(স) চিকিৎসা'বই-এ যে মাইগ্রেনের ধরনের মাথাব্যথা থেকে নবী(স) আক্রান্ত হতেন এটি তাকে বাইরে যেতে এক-দু ' দিনের জন্য বাধা দিত তাঁর বাড়ি থেক। উপরন্তু আবু নাঈম(রা) ইবনে আব্বাস(রা) বর্ননা করেন, "একবার, রাসূলুল্লাহ সা: ভাষণ দেন যখন একটি কাপড় তার মাথার চারপাশে বাঁধা ছিল। এছাড়া সহিহ হাদিস বর্ননা করে যে , মহানবী সা: যে সময় তাঁর মৃত্যুর পূর্বের অসুস্থতার বলেছিলেন: "ওহ,আমার মাথা!" তিনি মাথার চারপাশে কাপড়ের টুকরো বেঁধে রাখতেন ।

মাথার চারপাশে বাঁধা কাপড়ের টুকরো মাথাব্যথা ও মাইগ্রেনের ব্যথা প্রশমিত করে ।

# মাথাব্যথা চিকিৎসা তাদের ধরন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় তার কারণ

মাথাব্যথা বমি করে, খাওয়া, শান্ত থাকা এবং অলস, ঠান্ডা প্রলেপ ব্যবহার, শীতল শরীর করা, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, গোলমাল এড়িয়ে য ইত্যাদি দ্বারা ভারমুক্ত হতে পারে । এসব তথ্য জেনে আমাদের উল্লেখ করা উচিত যে মেহেদি মাথাব্যথা চিকিৎসা আংশিক এবং এটি কিছু ধরনের মাথা ব্যাথা, যা মাথাব্যথা উষ্ণ জ্বরের কারণে এবং একটি নষ্ট পদার্থের জন্য নয় যা নিষ্কাশন প্রয়োজন, মেহেদি মাথাব্যথা কিছুটা প্রশমিত করতে সাহায্য করে ।
গুঁড়ো মেহেদি মিশ্রিত ভিনেগার এবং কপালে প্রয়োগ করলে মাথাব্যথা থেকে মুক্তি দেবে। হেনা যখন ব্যান্ডেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয় স্নায়ুকে শান্ত করে৷ সবশেষে মেহেদি শুধু মাথাব্যথা দূর করতে নয়, এর পাশাপাশি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ এবং গরম টিউমারের ও প্রদাহের জন্য ব্যান্ডেজ হিসেবে ব্যবহৃত হলে কার্যকর ব্যথা দূর করতে৷

মেহেদি প্রথম ডিগ্রী ঠান্ডা এবং দ্বিতীয় ডিগ্রি শুষ্ক। মেহেদি বৃক্ষের, দুটি বিশেষ গুণাবলী আছে৷ পচনশীল তার উষ্ণ জলীয় সারাংশের কারণে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য কারক তার ঠান্ডা পার্থিব সারাংশের কারণে এটি ধারণ করে ।

মেহেদি আগুনে দগ্ধ হওয়ার চিকিৎসা এবং স্নায়ু প্রশান্ত করায় ব্যান্ডেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আমরা বিবৃত করেছি । যখন চিবানো হলে, মুখের ক্যানকার্স(ক্ষত) এবং থ্রাস(ছাতা)এর চিকিৎসায় সাহায্য । মেহেদি উপরন্তু শিশুর মুখের স্টোমাটাইটিস (মুখের শ্লেষ্মা ঝিল্লির প্রদাহ) নিরাময় করে৷ মেহেদি ব্যান্ডেজ গরম টিউমারে সাহায্য করে, যেমন ড্রাগন ব্লাড ট্রি খোলা ঘা উপর প্রভাব করে৷
যখন মেহেদি ফুল বিশুদ্ধ মোম দিয়ে মিশ্রিত করা হয় , গোলাপ তেল সহ, এটি শরীরের পার্শ্ব ব্যথা বিরুদ্ধে সাহায্য করবে৷ (যাতুল জানব) ।

যখন গুটি বসন্ত লক্ষণগুলি দেখা দেয় শিশুদের উপর এবং মেহেদি পায়ের গোড়ালীর নীচে প্রয়োগ করা হয়, চোখ আক্রমন থেকে মুক্ত হবে । যখন মেহেদি ফুল উলের কাপড় মধ্যে রাখা হয়, এটা সুগন্ধ হবে এবং কীট,পোকা বা মাইট প্রতিরোধ করবে । উপরন্ত, যখন হেনু পাতা একটি বিশুদ্ধ পানিতে ডুবে রাখা হয়, তারপর চিপে ৪০ দিন ধরে সে পাশি পান করা হয়, কুড়ি মাত্রা প্রতিটি দিন,দশ মাত্রা চিনির দশটি সহ ,ভেঁড়ির মাংশ খাওয়ার সময়, এটি কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধ করে যা আশ্চর্যজনক গুণ৷
আমাদের বলা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি অভিযোগ করল তার আঙ্গুলের মধ্যে ফাটল ধরে এবং সে অর্থ উপহার ঘোষনা করে যদি কেহ তার আরোগ্য দিতে পারে কিন্তু সে পেল না। পরে এক মহিলা তাকে ১০দিন হেনা পাতার পানি পান করতে বলে,কিন্তু পরে সে পানিতে মেহেদি পাতা ভিজিয়ে পানি পান আর তার আঙুলগুলো সুস্থ করে তাদের সৌন্দর্য ফিরে পেল।

মেহেদি এছাড়াও আঙ্গুলে একটি মলম হিসাবে ব্যবহার করা হয়, যেমন এটা মোলায়েন এবং শক্তিশালী করে । মেহেদি মাখন সঙ্গে মিশ্রিত করে গরম টিউমার ব্যান্ডেজ হিসাবে ব্যবহার করা উপকারী এবং তাতেব হলুদ অবশিষ্টাংশ বের হয়ে

আসে। মেহেদি দীর্ঘদিনের খোস-পাচড়াতে উপকার দেয়,চুল গজাতে সাহায্য করে উপকারিতা, চুলকে শক্তিশালী করে এবং উপরন্তু মাথা শক্তিশালী করে।
পরিশেষে, মেহেদি ফোস্কা,ফুটকুড়ির বিরুদ্ধে সাহায্য করে যা পা ও পায়ে এবং বাকি সাধারণ ভাবে শরীর দেখা যায়।

## রুগী যা পছন্দ করে তা দেওয়া এবং জোড় করে না খাওয়ানো সম্পর্কে নবী (স)এর নির্দশণা

আত-তিরমিজি এবং ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন যে নবী (সা.) বলেন:

لا تُكرهوا مرْضاكم على الطعام و الشراب ؛ فإن الله عزّ وجلّ يُطْعِمُهُم ويسقيهم. (الترمذي )

দেখা যায়

"তোমরা রোগীদের খাবার খেতে বাধ্য করবে না কারন আল্লাহ্ ,মহাশক্তিশালী, সমুচ্চ তাদের আহার করান এবং তাদেরকে পান করান"।

কিছু চিকিৎসকের মন্তব্য করেছেন, "কতটা উপকারী এবং সত্য নবী(স) এর বক্তব্য,যা প্রজ্ঞা বিশেষ করে যে ডাক্তাররা রোগীদের চিকিৎসা করেন ।রোগী যখন খাওয়া বা পানের ইচ্ছা করেন না, কারণ তখন শরীর অসুখের সঙ্গে লড়তে ব্যস্ত, অথবা সহজাত তাপ (বা ক্ষুধা) দুর্বল হয়ে যায় ।যাই হোক না কেন, রোগীদের খাবার দেওয়া উচিত নয় এই সময়।"
ক্ষুধা শরীরের খাদ্যের জন্য চাহিদার অনুভূতি থেকে হয় , প্রতিস্থাপন করে শক্তি পারে যা শরীর ব্যয় করেছে।শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্তি ব্যয় করবে যতক্ষণ না তা সরবরাহে কম হয়, তখন পাকস্থলি ব্যক্তিকে সতর্ক করবে, যে তখন ক্ষুধার্ত বোধ করবে । খাবার তখন পেট থেকে বিতরণ করা হবে বাকি শরীরের অঙ্গে কাছের অংশ থেকে শুরু করে।যখন কেউ অসুস্থ হয়, শরীর ব্যস্ত হয়ে পড়ে সেপটিক পদার্থ পরিপক্ক করতে এবং পরিত্রাণ পেতে এবং খাবার বা পানের প্রয়োজন হয় না ।
অসুস্থ ব্যক্তিকে কিছু খাবার খেতে বাধ্য করা হলে হজম করার জন্য শরীরের শক্তি ভাগ হয়ে যাবে খাদ্য পরিপাক ও অসুস্থতা সৃষ্টি করী পদার্থের মোকাবেলা করায় ।এই ক্ষেত্রে ক্ষতি, বিশেষ করে যখন একজন ভুগছেন তীব্র রোগ বা আভ্যন্তরিন গরমে কমে যাওয়ায়, কারণ এই অবস্থা শুধুমাত্র অসুস্থতাকে শক্তি যোগায় এবং ক্ষতি আনে।রোগীর শুধু খাওয়া উচিত যা প্রয়োজন তার শক্তি টিকিয়ে রাখতে এবং যা তাঁর অবস্থা আরও বাড়তে এড়িয়ে চলা উচিত । রোগীর হালকা খাওয়া খাওয়া উচিত এবং পদ্মফুলের রস,আপেল, কোমল গোলাপজল পান করতে পারে। খাদ্যের ধরণ হিসেবে, রোগীর খাদ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত সুগন্ধি মুরগীর স্যুপ । উপরন্তু, রোগীর শরীর পরিচ্ছন্ন করা উচিত; সুগন্ধি ব্যবহার করে এবং সুখবর শুনে।

ডাক্তার প্রকৃতির অনুগত কেউ বাধা দিতে বা তার পথ অবরোধ করতে পারে না ।

আমাদের বলা উচিত যে তাজা, সুস্থ রক্ত প্রদান করা খাবারশরীরে পুষ্টি জোগায় । আমাদের জানা উচিত কফ হল এমন এক ধরনের রক্ত যা ঠিক পরিপূর্ণ হয়নি ।অতএব, যখন রোগীর শরীরের উপর অতিরিক্ত কফ থাকে খালি পেটে, শরীরে কফ পরিপক্ক করবে এবং তারপর এটি তাজা রক্ত পরিণত করবে যা শরীরের অঙ্গে শক্তি যোগাবে।মানবদেহের স্বভাব ইঞ্জিনের ও বাহনের মত যাকে আল্লাহ দেহ ও তার স্বাস্থ্য সংরক্ষণের এবং তা পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন।

অনেক সময় রোগীকে খাওয়া-দাওয়া ও পান করতে জোর করতে হয় যখন রোগের সাথে প্রকৃতিস্থতা জড়িত থাকে ।

হাদিস নির্দেশ করে যে, রোগী বাঁচতে পারে আহার ছাড়া সুস্থ মানুষের চাইতে বেশী।
মহানবী (সা.)-এর বক্তব্য: " আল্লাহ খাদ্য-পানীয় তাদের জন্য সরবরাহ করেন " সুদূরপ্রসারী বক্তব্য ধারন করে যা চিকিৎসকরা মনে করেন । শুধু যাঁরা অন্তর ও আত্মার জ্ঞানে ও শরীরের প্রকৃতির উপর তাদের প্রভাব সম্পর্কে অভিজ্ঞ তাঁরা উদ্ঘাটন করতে পারবে নবীর বক্তব্য।

প্রকৃত পক্ষে হৃদয় যখন এমন অনুভূতিতে ব্যস্ত থাকে যেমন আনন্দ, বিষণ্ণতা বা ভয়, তখন ব্যস্ততার জন্য, এইভাবে খাওয়া বা পান করার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করে। এই অবস্থায় , ক্ষুধা বা তৃষ্ণা বোধ হয় না বা এমনকি কনকনে ঠান্ডা নাকি গরম তাও। বরং এ ক্ষেত্রে শরীর ব্যস্ত হবে,যা এতে অসুবিধা সৃষ্টি বা ব্যথা সৃষ্টি হয় । প্রত্যেক ব্যক্তি এমন অনুভূতি অনুভব করে এবং এই বিষয়ে সম্মত হবেন যে যখন হৃদয় উপস্থিত ব্যস্ত থাকে া তার জন্য উদ্বেগের বিষয়, এতে খাবারের প্রয়োজন বোধ করবে না ।

উদ্বেগের বিষয় যখন আনন্দ হয়, তখন উল্লাস খাবারের অনুভূতির বিকল্প হবে ।আনন্দ শরীর ভরিয়ে দেবে এবং তা শক্তি দিবে শরীরকে এবং রক্ত বিভিন্ন অঙ্গে প্রেরণ করবে যতক্ষণ না তা চামড়ার নিচে দেখা যায় । এক্ষেত্রে মুখমন্ডল বিকিরণ করবে আনন্দ ও জীবন । নিঃসন্দেহে শুভ অনুভূতি বিশ্রাম দেয় করে হার্ট এবং শিরা রক্ত দিয়ে ভরাট করে। অঙ্গগুলি এই ক্ষেত্রে খাদ্যের প্রয়োজন হয় না কারণ তারা কাজ করতে ব্যস্ত তাদের স্বভাবের জন্য যা আরও ভালো খাবারের চেয়ে । যখন মানুষ প্রকৃতি যা পছন্দ করে তা অর্জন করে, আর তা উপেক্ষা করবে যা কম অনুকূল বা গুরুত্বপূর্ণ ।

যখন আক্রান্ত হয় বিষণ্ণতা, বেদনা বা ভয়ে,শরীর এমন উদ্বেগের মধ্যে উপস্থিত ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং এ ক্ষেত্রে খাবার উপেক্ষা করবে, কারণ সে ব্যস্ত নিজের যুদ্ধ পরিচালনা করতে। এমন অনুভূতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ জিতলে শরীর এমন অনুভূতির বিরুদ্ধে, আনন্দের অনুভূতি পুনরায় শরীরের শক্তি জোগাবে এবং একটি বিকল্প হয়ে উঠবে খাবার ও পানীয়ের মাধ্যমে নিয়মিত শক্তি জোগান দেওয়ায়। যুদ্ধ যখন এসব উদ্বেগের বিপরীতে শরীর পরাজিত হলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে ,কম বা বেশী ,পরাজয়ের ধরণ হিসেবে । যুদ্ধ এমন উদ্বেগের বিরুদ্ধে কখনও জয় আবার কখনও পরাজয় হয় , সুতরাং সময়ে কর্মঠ মনে হবে এবং অন্য সময় দুর্বল মনে হবে ।. অবশ্যই, এই ধরনের যুদ্ধ প্রকৃত যুদ্ধের অনুরূপ দুই শত্রুর মধ্যে, যেখানে অগ্রাধিকার রয়েছে যারা বিজয়ী হয়, আর পরাজয়ের শিকার হলে আসে মৃত্যু আহত হওয়া।

অসুস্থ ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে রসদ পান যা তার জন্য পুষ্টি প্রদান সরবরাহ করে ।পুষ্টি ছাড়াও সে রক্তের মাধ্যমে মাধ্যমে পান যা চিকিৎসকরা দেন। এই আল্লাহর সাহায্য পরিমাণ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় ,তার প্রভুর কাছে তার আত্মসমর্পন ও নম্রতার উপর এবং তাকে তার সাথে নৈকট্য দেয়। নিকটতম হয়ে তার প্রভুর কাছে থাকবে, যখন তাঁর হৃদয় আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করবে, আর ফলে পাবে আল্লাহর করুণা।
যখন বান্দা আল্লাহ তা'আলার একজন, বিশ্বস্ত অনুগত, তার হৃদয় যথেষ্ট সমর্থন এবং সাহায্য পাবে যা তার শরীর এবং শক্তি বেশি লালন করবে যা তার শরীর উপাদানের মাধ্যমে পুষ্টির মাধ্যমে পায়। আল্লাহর প্রতি দাসের প্রেম, সুখ,নিশ্চয়তা,আগ্রহ,তুষ্টি যত শক্তিশালী, তত আধ্যাত্মিক শক্তি সে অনুভব করবে।
এটা শব্দ দিয়ে বর্ণনা করা যায় না বা কোনো ডাক্তার ব্যাখ্যা করতে বা লাভ করতে পারেন না তার নিজের জ্ঞানে ।

যাদের সুস্থ বোধবুদ্ধি নেই এবং এভাবে এ তথ্য বুঝতে অক্ষম, তারা লোভীদের করুন পরিনতি দেখুক,যারা বস্তুগত চাহিদার দাস তা,ছবি,পদবী,অর্থ বা জ্ঞান অর্জনই হোক। বহ মানুষ তাদের নিজেদের সম্পর্কে অন্যদের সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণে বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করেছে ।

সহিতে বলা হয়েছে, মহানবী (স) একাধারে দিনের পর দিন রোজা থাকতেন, তবু তার সঙ্গী-সাথীদের তাকে অনুকরণ করতে নিষেধ করতেন এ বলে:

لستُ كَهَيْئَتِكُم إِنِّي أَظَلُّ يُطعِمُني ربّي و يسقيني (البخاري : 1964)

"আমি তোমাদের কারো মত নই, আমার প্রভু আমাকে সঙ্গে খাবার ও পানীয় দেন।

হাদিসে উল্লিখিত যে খাদ্য ও পানীয়ের কথা বলা হয়েছে তা মানুষ মুখের যা খায় তা নয়।অন্যভাবে নবী (স) রোজা চালিয়ে যেতেন না । বরং নবী (স) "আমার পালনকর্তা আমাকে আহার ও পানীয় দেন।" বলে তাঁর ও সাহাবাদের(রা)পার্থক্য বুঝাতে চান,যে তিনি যা সহ্য করতে পারবেন অন্য লোকরা তা সহ্য করতে পারবে না । মহানবী সা:- যদি নিয়মিত খাদ্য ও পানীয়ের কথা বলতেন তাহলে তিনি বলতেন না , " আমি তোমাদের কারও

মতো নই । " যারা হাদিসে নিয়মিত খাদ্য ও পানীয় বোঝে তাদের হৃদয়,আত্মায় প্রকৃত পুষ্টি তাদের খাদ্য থেকে পায় না ।আর তাদের এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান নেই ,যে শরীরের শক্তি ও পুনরুজ্জীবনের উপর কি প্রভাব।
আর এও তাদের জানা নাই যে ঐশ্বরিক পুষ্টির কার্যকারীতা যে কত শক্তিশালী প্রকৃত জীবিকা যা উপাদানের তুলনায় ।অনেক বেশি শক্তিশালী এবং মর্যাদাশীল
খাদ্য.

## টনসিলাইটিসের(tonsillitis) চিকিৎসা ও ঔষধ মুখে খাওয়ার সম্পর্কে নবী(স)এর নির্দেশনা

সাহিহান-এ বর্ণিত আছে যে, মহানবী (স)বলেন:

خيرُ ماتداوَيتم به الحِجامةُ والقُسطُ البحرِيُّ ، تُعذِّبوا صِبْيانكم بالغَمزِ من العُذرَةِ (البخاري : 5696)

"সিংগা লাগানো এবং সামুদ্রিক কোস্টাস তোমাদের ঔষধগুলির সেরা ।টনসিলের প্রদাহ চিকিৎসা জন্য তোমাদের শিশুদের গলার আলা-জিহ্বায় চাপ দিয়ে কষ্ট দিও না।"
এছাড়া সানন ও মুসনাদে (ইমাম আহমদ(রা) এটা বর্ণনা করা হয়েছে , জাবির(রা) বলেন, ' রসূল(স) হযরযত আয়েশা(রা) এর কাছে আসলেন এবং নাক থেকে রক্ত পরছে এমন একটি ছেলেকে দেখলেন,বললেন , 'এ কী হল?' তারা বললেন, সে টনসিলাইটিস রোগে ও মাথাব্যথায় আক্রান্ত। ' তিনি বলেন:

ويليكُنّ ! لا تقتُلنَ أو لا دكُنَّ ؛ أيُّمَا امرأةٍ أصاب ولدها عُذرةٌ أو وجَعٌ في رأْسِهِ : فلْتأْخُذْ قُسطًا هِندِيًّا ،فلْتَحُكَّهُ بماءٍ ثم تُسعِطْهُ إسَّهُ. (الحاكم: 4/205)

"ধিক্ তোমাদের! তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না । মা তার টনসিলাইটিস বা মাথাব্যথা রোগে আক্রান্ত সন্তান ইন্ডিয়ান কোস্টস (জোলাপ) পানি মিশিয়ে দিয়ে নাকের মধ্যে দিবে।'

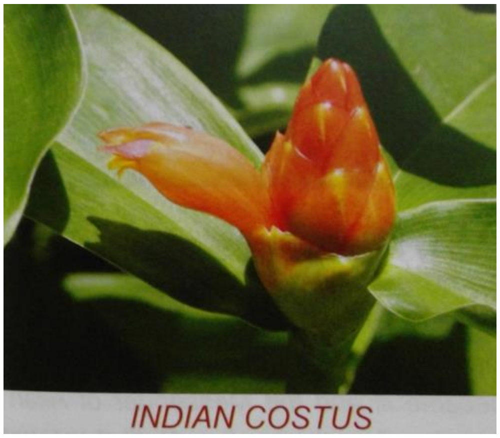


যখন হযরত আয়েশা(রা)সেরূপ করার জন্য বললেন,ছেলেটি ভাল হয়ে গেল।(আহমাদ, আল হাকিম,আবু ইয়া'লা ও আল-বাজ্জার)
আবু উবাইদাহ(রা) বলেন, ' টনসিলাইটিস, 'রক্তসম্পর্কিত গলার জ্বালা ' ।এটাও বলা হয়েছে, টনসিলাইটিসে একটি ক্ষত হয় কান এবং গলার মধ্যে, যাতে বিশেষ করে অল্পবয়সী ছেলেরা আক্রান্ত হয়।

নাকের মাধ্যমে প্রয়োগ সাধারন বা জটিল নিরাময়।নাক দিয়ে প্রয়োগ করতে হলে রুগীকে চিৎ করে শোয়াতে হবে,যাতে কাঁধ উঁচু থাকে এবং মাথা নিচু থাকে(কাঁধের নিচে বালিশ দিয়ে মাথা নিচু করতে হবে)।এতে করে ঔষধ মাথায় পৌঁছবে এবং হাচ্চি দিয়ে রোগ নিষ্কাশণ করবে ।
রাসূল(স)এ পদ্বতির প্রশংসা করেছেন ,যখন প্রয়োজন পরে।আবু দাউদ(র)তাঁর সুনানে উল্লেখ করেছেন ,মহানবী(স) নিজে এই পদ্বতি ব্যবহার করেছেন।

# হৃদয়ের রোগ নিরাময়ে নবীর নির্দেশনা

আবু দাউদ বর্ণনা(র) করেছেন যে, সাদ(রা) বলেন, "একবার, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে দেখতে আসেন । আর আমার বুকের কেন্দ্রস্থলে তার হাত রাখলেন, যতক্ষণ না আমার হৃদয়ে ঠান্ডা অনুভব করি। এরপর তিনি বলেন:

انّكَ رجلٌ مَفؤُدٌ ؛ فأتِ الحارثَ بْنَ كَلَدَةَ أخَا ثَقِيْفِ ، فَإِنَّهُ رجلٌ يتَبَّبُ فَلْيَأْخُذْ سبعَ تمَراتٍ من عجوَةِ المدينةِ .فَلْيَجأْهُنَّ ، ثم لِيَلُدَّكَ بهنَّ . (أبو داود:3875)

"তোমার হৃদয় সম্পর্কে তোমার অভিযোগ ।ছাকিফ গোত্রের আল-হারিছ বিন কালাদাহর কাছে যাও , সে ওষুধের সম্পর্কে জানে । সে সাতটি খেজুর তার বিচি সহ পিষে তোমাকে দিবে। "

সাধারণভাবে খেজুর এবং বিশেষ করে শুকনো খেজুর, বিশেষ করে মদিনা থেকে, অসাধারণ গুণ এবং হৃদযন্ত্রের নিরাময়ে বিশেষ কার্যকর । সাতটি খেজুরের ব্যবহার একটি বৈশিষ্ট যা কেবল জানা সম্ভব হল এই হাদিসের মাধ্যমে ।

সাহিহাইন-এ বর্ণিত আছে যে, সাদ বিন আবু ওয়াকাস বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

من تصبَّح بسَبْعِ تَمَراتٍ من تَمْرِ العليَةِ ، لم يَضُرَّهُ ذلك اليومَ سُمٌّ و لا سِحْرٌ. (مسلم :2848)

"আল আইলা এলাকার সাতটি খেজুর সকালে উঠে যেদিন কেউ খাবে কোনও বিষ বা জাদু সেদিন তার ক্ষতি করতে পারবে না। "

অন্য এক বর্ণনায় নবী (স) বলেন:
مَن أكَلَ سبْعَ تَمَرات مِمّا بين لا بَتَيْها، حينَ يُصْبِحُ ، لم يُضَرَّرُ سُمٌّ حتى يُمسِيَ. (مسلم :2047)

"যে পুড়ে কালো হওয়া পাথরে ঢাকা মদিনায় দুটি এলাকার সাতটি খেজুর সকালে খায়–, বিষে তার কোনও ক্ষতি হবে না যতক্ষণ না সে রাত্রে পৌঁছে যায় ।

খেজুর দ্বিতীয় ডিগ্রীর উষ্ণ এবং প্রথম ডিগ্রির শুষ্ক।খেজুর একটি ভাল ধরনের পুষ্টিকর খাবার , বিশেষ করে মদিনার মানুষদের মত যাদের নিয়মিত খাবারে খেজুর থাকে ।খেজুর সর্বোত্তম ধরন খাদ্য গরম এবং হালকা উষ্ণ দেশের এর বাসিন্দাদের জন্য, ঠান্ডা এলাকার বাসিন্দাদের তুলনায় যাদের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বেশী থাকে, অন্যদিকে উষ্ণ এলাকায় রয়েছে শীতল ভেতরের তাপমাত্রা ।
এ কারণেই হিজাজ, ইয়েমেন ও তাইফ এবং অনুরূপ এলাকার মানুষ গরম খাবার যেমন খেজুর ও মধু খায়।তাঁরা ছাড়াও অন্যান্য এলাকার তুলনায় তাদের খাবারে মরিচ ও আদা ব্যবহার করে ;কখনও দশ গুন।অনেকে আবার আদা খায়, ঠিক যেমন অন্য লোকে মিষ্টি খায় । তারা এমনকি তাদের সঙ্গে এই ধরনের খাবার ভ্রমনের সময় করে ।

আমরা বলেছি, এই ধরনের খাবার উষ্ণ এলাকার অধিবাসীদের জন্য উপযুক্ত এবং ক্ষতি না তাদের ভেতরের কম তাপমাত্রা জন্য। অনুরূপ, কুপের পানি গ্রীষ্মকালে শীতল হয়ে যায় এবং উষ্ণ থাকে শীতকালে। উপরন্তু, পেট হজম করে শীত কালে গরমের সময়ের চেয়ে বেশি ।

মদিনার মানুষের জন্য শুকনো খেজুর তাদের অন্যদের গমের মতো প্রধান খাদ্য। এছাড়া শুকনো মদিনার আল -আলিয়া এলাকার খেজুর সেরা খেজুরের অন্যতম, কারণ তারা দৃঢ়, সুস্বাদু এবং মিষ্টি।

খেজুর হল এ ছাড়াও ব্যবহৃত হয় এর পুষ্টি ও ঔষধি হিসাবে , অধিকাংশ শরীরের অনুকূল ও স্বাঙাবিক উত্তাপ শক্তিশালী করার জন্য। এছাড়া খেজুর ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ বা মল উৎপাদন করে না যা অন্য খাদ্য ও ফলের হয়। বরং খেজুর দৈহিক বর্জ্য পদার্থ রক্ষা করে নষ্ট এবং পচা থেকে, বিশেষ করে যারা শুকনো খেজুর খান।

হাদিসে শুকনো খেজুর সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে বিশেষভাবে মদিনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য। এটা সত্য যে, গাছ ও উদ্ভিদের ঔষধি মূল্য বিশেষ কিছু এলাকা আবহাওয়ার ও মাটির গুণগত মানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত । একটি নির্দিষ্ট ঔষধি গাছ তার প্রাকৃতিক স্থানে কাজে লাগতে পারে কিন্তু বিভিন্ন জমিতে জন্মালে তা হয় না ।বিভিন্ন জমি তাদের প্রকৃতিতে ভিন্ন ও আলাদা বৈশিষ্ট্যের , ঠিক যেমনটা মানুষ একে অপরের থেকে আলাদা ।
অনেক সময়, একটি নির্দিষ্ট ধরনের উদ্ভিদ হয়তো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় খাদ্যের প্রধান, আবার এটি বিষাক্ত অন্য এলাকায় । অনেক সময়, মানুষ একটি নির্দিষ্ট স্থানে এমন কিছু প্রতিকার ব্যবহার করে যা হয়তো অন্য অন্য এলাকার মানুষের জন্য একটি নিয়মিত প্রধান খাদ্য। কোন একটি ঔষধ কিছু মানুষের জন্য নিরাময় দিতে পারে আবার অন্য মানুষের জন্য অন্য ধরনের রোগের নিরাময় দেয়। উপরন্তু কিছু এলাকায় উপকারী নিরাময় অন্য এলাকায় কাজ করেন না ।

সাতটি খেজুরের ব্যবহারের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত তাৎপর্য আছে। আল্লাহসৃষ্টি করেছেন সাত আসমান, সাত পৃথিবী, সাত দিন । সাত দিনের মধ্যে মানবজাতিকে সাতটি পর্যায়ে তৈরি করেছেন । আল্লাহ সাতটি তাওয়াফ এবং সা'য়ী সাফা ও মারওয়া মধ্যে সাতটি নির্ধারন করেছেন। উপরন্তু, জামারাহ সাতটি পাথর দিয়ে আর ঈদের নামাজের সময় তাকবির সাত বার করা হয়েছ।এছাড়া নবী(স)ছোট ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে বলেন:

مُرُوهُم بالصَّلاة لسَبْعٍ. (أبو داود)

" তাকে আদেশ করো যেন তারা নামাজ আদায় করে সাত বসর বয়সে ।"

উপরন্তু, কারো কারো মতে যখন শিশু বয়স সাত হয়, (বিবাহ বিচ্ছেদে)তাঁর বাবার বা মার মধ্যে থাকার পছন্দের অধিকার দেওয়া হয়। যখন নবী(স) অসুস্থ হয়ে পড়েন, তিনি নির্দেশ দেন, সাত বিভিন্ন পানির চামড়া থেকে তাঁর গায়ে পানি ঢালতে। আল্লাহ তাআলা সাতটি রাতে পর পর রাতে আদ জাতীর উপর ধ্বংসাত্মক বাতাস পাঠান। এছাড়া আল্লাহর নবী(স) তার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন অনুরূপ সাত বছরের দুর্ভিক্ষ দিয়ে যেমন নবী ইউসুফ (আ) সম্প্রদায়কে পরীক্ষার জন্য দিয়েছিলেন ।
উপরন্তু অতঃপর আল্লাহ যখন শস্যের দান খয়রাতের উদাহরন দিয়েছেন, সে শস্যের(ভূট্টা) উল্লেখ করেছেনসাতটি শিষের জন্মায় বলে ,যার প্রতি শিষে একশত দানা থাকে। উপরন্তু, ভুট্টার শিষ যা নবী ইউসুফের(আ) সময় রাজা দেখেছিলেন তা ছিল সাতটি এবং যে সময়ে রাজার মানুষেরা জমি চাষ করত তাও ছিল সাত । আবার দান ৭০০গুণ থেকে বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয় । আরও সত্তর হাজার মুসলিম জান্নাতে প্রবেশ করবে, জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া.। সাত নম্বরের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে অন্যান্য সংখ্যার চেয়ে। একমাত্র আল্লাহর জানেন এর কি প্রজ্ঞা রয়েছে এই সংখ্যা চয়ন করার পিছনে অন্যান্য সংখ্যার উপরে।

The dried dates mentioned in *Hadith*

হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, আল-মদিনার একটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে সাতটি খেজুর বিষক্রিয়া ও জাদু প্রতিরোধ করে যা এই ধরনের খেজুরের বিশেষ গুণাবলী নির্দেশ করে । যদি হিপোক্রেটিস বা গ্যালেন এ ধরনের কথা বলত, নবী(স)ছাড়া ,ডাক্তাররা বিনা প্রশ্নে দ্রুত এটা গ্রহণ করত, এমনকি যদিও তারা তা বাস্তবতা ছাড়াই অনুমানের উপর ভিত্তি করে বলত৷ মহানবী সা:-এর যে বক্তব্য,যার কথা অবশ্যই সত্য এবং অবতীর্ণ হয়েছে, বেশি বিশ্বাস করার যোগ্য কোনও দ্বিধা বা অস্বীকার ছাড়াই।

## শুকনো খেজুর, বিশেষ কিছু বিষ এবং শুধুমাত্র কিছু এলাকার জন্য

আমাদের এখানে বলা উচিত যে এটা একটি শর্ত যে অসুস্থ ব্যক্তির বিশ্বাস করা উচিত যে, ওষুধ তাকে সাহায্য করবে, যাতে তার শরীর তা গ্রহণ করবে এবং এর থেকে উপকার পাবে। এটা ঘটনা যে অনেক সময় নিছক বিশ্বাস করা যে ওষুধ কাজ করবে,এতেই কিছু রোগ সেরে যায় , এটা বহু মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন । যখন হৃদয় মেনে নেয় যে একটি নির্দিষ্ট ঔষধ নিরাময় বহন করে, শরীর একটি শক্তি পায় এবং সহজাত গরমে তা সাহায্য করবে রোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে এবং ক্ষতিকারক পদার্থ নিষ্কাশনে।
অন্য দিকে, কখনও কোনও কার্যকরী ওষুধ কাজে ব্যর্থ হয় কারণ রোগী বিশ্বাস করেন না যে, তাকে নিরাময় দিবে, আর পরিণামে তার শরীর তা গ্রহণ করে না, আর উপকার হয় না তা থেকে ।
এমনকি কুরআন, যা সর্বোত্তম উপকারী প্রতিকার, এই জীবনে এবং পরকাল আর যা প্রত্যেক রোগেরই নিরাময় ।এটাও বরং কুরআন এমন অশুভ হৃদয়ের আরও রোগ বৃদ্ধি করে ।

হৃদয়ের রোগের জন্য কুরআনের এর চেয়ে বেশি কার্যকর নিরাময় হয় না৷ এজন্য যে তা সম্পূর্ণ নিরাময় করে হৃদয়ের অমঙ্গল, এর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ এবং রক্ষা করে যা কিছু ক্ষতি করতে পারে৷ তথাপি অধিকাংশ হৃদয় কুরআনকেই অগ্রাহ্য করে এবং এতে বিশ্বাস করেনা এবং এভাবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে। পরিবর্তে এমন মানুষেরা তাদের মত অন্য মানুষদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ যা তারা প্রস্তুত করে,তার নির্দেশ করে আর কুরআন থেকে উপকার পাওয়ার থেকে মানুষের হৃদয়কে ফিরিয়ে রাখে। ফলে তাদের অন্তরে যে সব লক্ষণ ছিল, তা থেকে যাবে এবং আরও বেশি রোগে তাদের হৃদয় আক্রান্ত হবে৷
সময়ের উত্তরণ, ডাক্তার ও রোগী উভয়েই অভ্যস্ত হবে তাদের পছন্দের মানুষ, নেতা, বা যাঁদের তাঁরা সম্মান করেন তাঁদের উৎপাদিত ও নির্ধারিত ওষুধে ব্যবহারে। এক্ষেত্রে বিপর্যয় জমা হবে এবং রোগগুলোর নিরাময় কঠিন হয়ে যাবে। আর তারা যতই(যারা কুরআন অবজ্ঞা করে) এই ঔষধ ব্যবহার করবে, তারা ততই শক্তি যোগাবে অসুস্থতাকে!

# বিভিন্ন খাবার ও ফলের ক্ষতি নিষ্ক্রিয় করার জন্য নবী(স) এর নির্দেশনা

সাহিহাইন-এ বর্ণিত আছে যে, আবউদলাল্লাহ বিন জাফার (রা) বলেন, ' আমি আল্লাহর রাসূলকে (সা)খেজুরের সাথে শশা খেতে দেখেছি । "

পাকা খেজুর দ্বিতীয় ডিগ্রি গরম, যৌন ইচ্ছা এতে বৃদ্ধি পায় এবং ঠান্ডা পেটে শক্তি যোগায়। কিন্তু পাকা খেজুর তাড়াতাড়ি পচে না , তৃষ্ণা নিয়ে আসে, দাঁতের ক্ষতি করে, নষ্ট রক্ত করে এবং মাথাব্যথা সৃষ্টি করে, বিভিন্ন বাধা সৃষ্টি করে এবং প্রস্টেট ব্যথা করে।
শসা ঠান্ডা ও ভেজা দ্বিতীয় ডিগ্রীর এবং তৃষ্ণা প্রতিরোধ, সতেজ সুগন্ধ আছে আর পেট ঠান্ডা করে । যখন শসা বীজ শুকিয়ে তারপর গুঁড়ো করে পানি দিয়ে সেদ্ধ করে পানীয় তৈরী করলে, তা তৃষ্ণা মেটাতে ও প্রস্রাব বৃদ্ধি করে এবং প্রস্টেট ব্যথা প্রশমিত করে। শসা বীজ চূর্ণ করে দাঁত মাজলে দাঁত সাদা হয় । উপরন্তু, যখন শশা উদ্ভিদ পাতা চূর্ণ এবং কিশমিশ(raisin) জেলির সঙ্গে মিশ্রিত করা হয় এবং ব্যান্ডেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয় পাগলা কুকুর কামড়ের প্রতিকারে ।

সাধারণভাবে, খেজুর গরম হয় আর শসা শীতল হয়,আর একে অন্যের সাথে উপযুক্ত ।উপরন্তু একে অন্যের ক্ষতি প্রতিরোধ করে। এটি এক ধরনের পদার্থের ক্ষতির ভারসাম্য করা একটি পদার্থের সাথে অন্যটি মিশ্রিত হয়ে বা প্রতিষেধক হয়ে । যে লক্ষ্য প্রতিষেধক বিজ্ঞান অর্জন করতে চায় ।

খাবার বা ওষুধের সঙ্গে তার প্রতিষেধক বা বিপরীত ধর্মী ঔষধ মিশ্রনের ফলে ফলাফল মধ্যম হয় ও তার ক্ষতিকর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হয়। ফলে শরীর এর স্বাস্থ্য, শক্তি এবং সুস্থতা সংরক্ষণ করে।

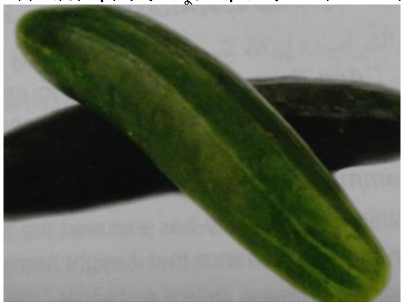

হযরত আয়েশা(রা) একবার বলেন, "ওরা চেষ্টা করেছিল প্রতিটা ধরনের খাবার ব্যবহার করে আমাকে মোটা করতে, কিন্তু আমি মোটা হলাম না ।কিন্তু যখন তারা আমাকে পাকা খেজুর ও শসা খাওয়ায়, আমি মোটা হলাম।"

সংক্ষেপে, গরম এর প্রভাব নিষ্ক্রিয় করে ঠান্ডা পদার্থ, গরম সঙ্গে ঠান্ডা, শুষ্ক সঙ্গে ভেজা এবং ভেজার সঙ্গে শুষ্কের মিশ্রণ একটি মধ্যম পদার্থ , যা সবচেয়ে ভাল প্রতিকার এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মধ্যে বিবেচনা করা হয় । আমরা এর আগে উল্লেখ করেছিলাম নবীর(স) পথনির্দেশ মধু ও মাখনের মিশ্রণ সম্পর্কে এবং জানিয়েছিলাম যে এই পদ্ধতিতে

মধু মধ্যম হবে। আল্লাহ তাআলা শান্তি ও বরকত দান করুন তাঁকে যার কাছে পাঠানো হয়েছিল এ সব পদ্ধতি যা হৃদয় এবং দেহ জীবন আনে এবং যা মানুষের এই জীবনে এবং পরকালে উপকারে আসে।

# নিরাময়ের অংশ হিসেবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহনে নবী (স) এর নির্দেশনা

সব ধরনের আরোগ্য এবং ওষুধের মধ্যে হয় একটি নির্দিষ্ট খাবারের প্রতিবন্ধকতার ব্যবস্থা বা অন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে । যখন একজন অসুস্থ বোধ করে তার শরীরের ক্ষতিকর পদার্থ ও শারীরিক বর্জ্য থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রয়োজন হবে । এই তিনটি উপাদানই একত্রে ওষুধ বা নিরাময়।

দু ' ধরনের প্রতিরোধ আছে, একটা যা অসুস্থতা আনে তা থেকে এবং অন্যটি যা থেকে দূরে না থাকলে অসুখ আরও জোরালো হয়। প্রথম ধরনের ব্যবস্থা সুস্থতার এবং দ্বিতীয় ধরন ব্যবস্থা অসুস্থতার। রোগী একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করলে অসুস্থতার অগ্রগতি বন্ধ হবে এবং এইভাবে শরীরের মধ্যে থাকা ক্ষমতা ও সহযোগিতা করবে রোগের উপর জয় লাভ করতে।
।

প্রতিরোধ সংক্রান্ত সবচেয়ে মৌলিক বিষয় যা আল্লাহ বলেন:

وَإن كُنتُم مَّرضَى أو على سفرٍ أو جآءَ أحدٌ منكم من الغآئِطِ أو لمستُمُ النِساَءَ فلم تجِدُوا مآءً فتيمَّموا صعيدًا طيِّبًا .(4:43)

" আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা যাত্রাপথে, অথবা তোমাদের একজন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার পর ,নয়তো নারীদের (যৌন সম্পর্ক) সংস্পর্শে পর পানি না পাও না, তায়াম্মুম কর পরিষ্কার মাটি দিয়ে। (কোরআন 4:43)

আল্লাহ অসুস্থ ব্যক্তিকে পানি ব্যবহার থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। যখন তার ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে।

ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন যে, মুনসির বিনতে কাইস(রা) বলেন: আল্লাহর রাসূল (সা.) আলি(রা)এর সাথে এসেছিলেন তিনি তখন অসুস্থতা থেকে সুস্থ হচ্ছিলেন। আমাদের কিছু খেজুর ছিল যা ঘরে ঝুলন্ত ছিল । রাসূল সা: তা থেকে খাওয়া শুরু করেন এবং তারপর আলি(রা) তাঁর সঙ্গে যোগ দেন । আল্লাহর রাসূল বলতে লাগলেন, আলি, তুমি এখনো সুস্থ হও নাই, যতক্ষণ আলী(রা) খাওয়া বন্ধ না করেন। আমি তখন কিছু বার্লি আর চার্ড (পালং শাকের অনুরূপ) এবং তাদের কাছে নিয়ে এলাম। নবী (স) বললেন, "আলী, এই খাবার থেকে খাও, এটা আরও বেশি তোমার জন্য উপকারী । " আরেকটি বর্ণনায় নবী (স) বলেন, "এই খাদ্য থেকে আহার কর, এটি তোমার জন্য অধিক উপযুক্ত। " [আবু দাউদ, আহমাদ ও আল-হাকিম] ।

এছাড়া ইবনে মাজাহ(র) বর্ণনা করেন, সুহাইব(রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে দেখলাম যে তার সামনে কিছু খেজুর ও পাউরুটি । নবী(স) বললেন, ' কাছাকাছি এসে খাও । ' আমি কিছু খেজুর নিলাম এবং খাওয়া শুরু করলাম। এরপর মহানবী (স) বললেন, তুমি কি খেজুর খাচ্ছ অথচ তুমি ভুগছ চোখের অসুখে (ঝিল্লি প্রদাহ)? ' আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি চিবাচ্ছি ভাল চোখের দিকে । ' আল্লাহর রাসূল তখন হাসলেন।" [আত্-তিরমিজি ও আল-হাকিম]

অন্য হাদিসে এসেছে, মহানবী(স)বলেছেন:

انَّ اللهَ إذَا أحبَّ عبدًا : حماه من الدُّنيا . كما يحمي أحدُكم مرضه عن الطَّعام والاشرابِ. إنَّ الله يحمِي عبده المُؤمن من الدنيا .(الترمذي )

“আল্লাহ যখন কোন দাসকে ভালবাসেন, তিনি তাকে সাহায্য করেন পার্থিব জীবন থেকে দূরে থাকতে, যেমনটা তোমাদের মধ্যে কেউ তার রুগীকে খাদ্য ও পানীয় থেকে দূরে রাখেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশ্বাসী বান্দাকে দুনিয়ার জীবন নিরাপদ রাখেন।”(আত-তিরমিজি)

প্রচলিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে: "পথ্য শ্রেষ্ঠ ওষুধ আর পেট হল রোগের বাসা; দিতে প্রত্যেক ব্যক্তি যা ব্যবহার করেতাকে তা দাও”।হাদিসের আলেমদের মতে এটি কোনো হাদিস নয় ।বরং এটা আল-হারিছ বিন কালাদহের কথা, যিনি প্রখ্যাত আরব ডাক্তার ।

আল-হারিছ বলেছেন যে, "খাদ্য প্রধান মেডিসিন ' । ডাক্তারদের মতে, সুস্থ মানুষের খাদ্য রোগীদের জন্য অস্বাস্থ্যকর । ফলে, সেরা খাদ্য তাই যা সে একটি অসুস্থতা থেকে উদ্ধার পাওয়ার সময় খায়, কারণ ততদিন পর্যন্ত তাদের শরীরের অঙ্গ তাদের স্বাভাবিক শক্তি ও সুস্থতা ফিরে পায় না ।এই অবস্থায় হজমের প্রক্রিয়াটি তার স্বাভাবিক দক্ষতায় হবে না অথচ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ তখনও অসুস্থ প্রবণ।এই সময়ে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস হতে পারে এর চেয়ে শক্তিশালী রোগ ফিরে আসার উপযোগী।
নাই
জেনে রেখো, নবীর অনুমতি দেন নাই আলীকে(রা) ঝুলন্ত খেজুররে ঝোকা থেকে খাওয়ার যখন তিনি অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করছিলেন যা ছিল অন্যতম সেরা প্রতিষেধক ব্যবস্থা।ফল অসুস্থ বা সুস্থ হওয়ার সময় উপকারী নয় কারণ তা দ্রুত হজম হয়ে যায় এক সাথে,যখন শরীর তখনও অসুস্থতার সঙ্গে লড়ছে এবং যথেষ্ট শক্তিশালী নয় বাড়তি পরিমাণ খাবার নিয়ে কাজ করার।পাকা খেজুর পেটে ভারি করে এমন সময়েন শরীর অসুস্থতা প্রতিরোধে এবং তার প্রভাব দূর করতে ব্যস্ত আছে।যে সব অসুস্থতার অংশ রয়ে গেছে, শরীরের অবস্থার উপর নির্ভর করে হয় তা ছড়াবে বা আবার ফিরে আসবে অথবা তীব্র হবে ।

সুতরাং যখন রান্না করা বার্লি এবং দধি মহানবী (সা.)এর কাছে আনা হলে তিনি আলীকে(রা) তা থেকে খাওয়ার নির্দেশ দেন । রান্না করা বার্লি এবং দধি আরোগ্য লাভ করছে ও যাদের পাকস্থলি দুর্বল এমন রোগীদের জন্য সুস্থ ও দুর্বল সেরা খাদ্য । এতে কোনও ক্ষতিকারক পদার্থ বা শারীরিক বর্জ্য উৎপন্ন হয় না।সাধারণভাবে অন্ত্রের আরাম এবং শরীর শক্তিশালী করার গুণাবলীর সাথে ,রান্না করা যবের পানি শীতল,পুষ্টিকর । বিশেষ করে যখন এটি দধির দিয়ে রান্না করা হয় ।

জায়েদ বিন আসলাম(রা)একবার বলেছিলেন, ' উমর(রা) একবার রোগীর এমন কড়া খাদ্য নিয়ন্ত্রন পালন করা দেখলেন যে তিনি খেজুর পাথর চুসতেন’।সংক্ষেপে, খাদ্য একটি সবচেয়ে উপকারী রাগ প্রতিরোধক রোগ হওয়ার আগে ও পরে,যে ক্ষেত্রে পথেয রোগের ছড়ানো ও বৃদ্ধি প্রতিরোধে কার্যকর।

আমাদের জানা উচিত যে যখন সুস্থ বা আরোগ্যলাভকারী বা অসুস্থ ব্যক্তিরা বিশেষ এক ধরনের খাবার বা পানীয়ের ইচ্ছা আছে , এতে ক্ষতি হবে না যদি কেউ সামান্য পরিমাণে তা গ্রহন করে।বরং, খাবারটিতে এমনকি শরীরের সাহায্য এবং উপকার হতে পারে, যেহেতু পাকস্থলি সহজে মেনে নেবে এবং সহজে খাবার হজম করবে, তার চাইতে যখন স্বাদ না থাকা সত্ত্বেও যখন একজন ওষুধ নেয়। এ কারনেই নবী (স) সুহাইবকে(রা) কয়েকটি খেজুর খাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন যখন তিনি চোখের প্রদাহের সমস্যায় ভুগছিলেন, যেহেতু সামান্য পরিমান তাতে তা ক্ষতি করবে না ।

জানা গেছে, আলী(রা) বলেন, তিনি একবার মহানবী(স)এর কাছে আসেন যখন তিনি চোখের প্রদাহে ভুগছিলেন, আর দেখলেন নবী (স) খেজুর খাচ্ছেন।নবী (সা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে আলী, তোমার কি ইচ্ছা আছে খেজুরের? " এরপর তিনি একটি তারিখ এবং তারপর আর একটি খেজুর আলিকে(রা) দিলেন ,যতক্ষণ না সাতটি হল।মহানবী সা: তখন বলেছিলেন, ' ওটা যথেষ্ট হয়েছে, হে আলী । " [আবু নাঈম তাঁর গ্রন্থে ,রসূলের(স) মেডিসিন]

ইবনে মাজাহ(র) বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাস বললেন(রা):

إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عادَ رجُلاً ، فقال له : ما تشتَهي ؟ فقال : أشتهي خُبزَبُرٍّ ، و في لفظٍ : إشتهي كعكًا ، فقال النبي صلى عليه وسلم : من كان عنده خبزُبُرٍّ ، فليبعثْ إلى إخيه . ثم قال :إذا اشتهَى مريضُ أحدِكم شيئًا ، فلْيُطعِمْه. (ابن ماجه )

"একবার, নবী (স) এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ' ' তোমার কি খেতে ভাল লাগে? "লোকটি বলল,"গমের রুটির, বা কেক ' । মহানবী সা: বলেন, ' যার ব্যক্তি গম রুটি আছে , তার ভাইয়ের জন্য কিছু পাঠাও'।' তিনি আরও বলেন, "যখন তোমাদের অসুস্থরা কোন কিছু খেতে চাও তাদের এর কিছু দাও ।"

শেষ হাদিসে একটি গোপনীয় বিষয় রয়েছে, কারণ যখন অসুস্থ ব্যক্তির স্বাদ থাকে এবং ক্ষুধার্ত থাকে, আহার কম ক্ষতিকারক হবে তার চেয়ে যখন স্বাদ ও ক্ষুধা নেই । তার যা স্বাদ আছে তা তবে তার অবস্থার জন্য উপকারী নয়, তখন তার জন্য তার আগ্রহ এর ক্ষতি রোধ করবে। উপরন্তু, খাওয়া যা তার পছন্দ নয় তাতে রোগীর ক্ষতি হবে,যদিও বস্তুটি উপকারী বটে । সাধারণভাবে যে ধরনের খাবার সুস্বাদু এবং ব্যক্তি পছন্দ করে তা শরীর মেনে নেবে এবং ভাল ভাবে হজম হবে, বিশেষ করে যখন এর খিদে প্রবল ।

# চোখের প্রদাহ নিরাময়ে নবীর(স) নির্দেশনা : বিশ্রাম এবং বিশেষ পথ্যে

আমরা উল্লেখ করেছিলাম, মহানবী (স) সুহাইব(রা)কে বলছিলেন চোখের প্রদাহের সময় করে খেজুর খাওয়া থেকে বিরত থাকতে । একই কথা আলির(রা)কে বলেছিলেন যখন তিনি অসুখে ভূগছিলেন। উপরন্তু আবু নাঈম তাঁর গ্রন্থে ‘নবীর(স)চিকিৎসা’ বর্ণনা করেছেন যে,"যখনই নবী (সা.)-এর কোন স্ত্রীরা চোখের প্রদাহে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি তাঁদের(রা) স্পর্শ করতেন না যতক্ষণ তাঁরা সারিয়ে না উঠতেন ।"

চোখের প্রদাহ একটি সংক্রমণ যা আক্রমণ করে চোখের ঝিল্লিকে, সেটা চোখের সাদা অংশ । এই রোগটি চার অবস্থার একটি দ্বারা সৃষ্ট হয় [ঠান্ডা, গরম, শুষ্কতা ও আদ্রতা ]অথবা মাথা ও শরীরে গরম বাতাস জমা হবার কারনে এবং যা পরে চোখের মধ্যে পৌঁছায় এবং চোখের প্রদাহ ঘটায় । যখন চোখের আক্রান্ত হয়, রক্ত ও আত্মা সাহায্য নিয়ে ছুটে যাবেন আক্রান্ত চোখে, যা তখন ফুলে ফেঁপে ওঠে ।
আমাদের জানা উচিত, দু ' ধরনের আদ্রতা আছে যা বাতাসে আরোহণ করে । একটি হল গরম এবং শুষ্ক এবং অন্য গরম আর ভিজে ।এ আদ্রতা মেঘ গঠন করে যা আমাদের চোখকে ছায়া দেয় আকাশ থেকে। অনুরুপভাবে গ্যাসীয় পদার্থ ও আদ্রতা যা আমাদের পাকস্থলি থেকে উপর শরীরের উপরের অংশে আরোহণ করে এবং অনেক রোগের কারণ হয়, যেমন কনজাংটিভাইটিস বা চোখের প্রদাহ। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা যখন মজবুত, তখন এই গ্যাসীয় পদার্থগুলিকে নাকে ঠেলে দিয়ে এবং সেখানে জটলাবদ্ধ বা জমা হয় যা সাধারণত সর্দির সাথে হয় । যখন এই পদার্থ আলা-জিহ্বা ও নাসারন্ধ্র মাধ্যমে ঠেলে দেওয়া হয় তখন কন্ঠনালীর প্রদাহ(angina) সৃষ্টি করে । যখন এই ভিজা বা আদ্রতা পার্শ্বের

দিকে ঠেলে দেয়, তারা কারণে সৃষ্টি হয় ফুসফুসের ঝিল্লির প্রদাহ(pleurisy) এবং যখন তারা বুকে পৌঁছায় তখন তারা নিউমোনিয়া ঘটায় । যখন এই আদ্রতা তাদের হৃদপিন্ডে পৌঁছে তা দ্রুত হৃদ স্পন্দন করে(নাড়ীর গতি বৃদ্ধি)এবং তা চোখে পৌঁছায় , তখন তা কনজাংটিভাইটিসের(চোখের প্রদাহ) সৃষ্টি করে । যখন তারা অন্ত্রের গহ্বরের কাছে পৌঁছায়, তারা ডায়রিয়া সৃষ্টি করে এবং যখন তারা মস্তিষ্কে পৌঁছুতে থাকে, তখন বিস্মৃতি সৃষ্টি করে । যদি এই মস্তিষ্ক এই গ্যাসীয় পদার্থ অত্যধিক পরিমাণে পায় ভারী ঘুমের সৃষ্টি করতে পারে । এ কারণেই ঘুম আদ্র আর জাগ্রত অবস্থা শুকনো ।
যখন সেপটিক গ্যাস অসফলভাবে শরীর থেকে মাথায় চলে যেতে চায় তারা মাথাব্যথা এবং ঘুম কম করে। যখন এই গ্যাসগুলি মস্তিষ্কের এক দিকে আক্রমণ করে, তারা মাইগ্রেন করে। এসব গ্যাস যদি সেরিব্রাল বিভাজক পর্যন্ত পৌঁছায় এবং এর ঠান্ডা,গরম,আদ্রতা ঘটায়, তাহলে হাঁচি ঘটায় ।আর সেরিব্রাল বিভাজকে কফ জমে যাওয়ার কারণ হয় এতে তার গরম প্রকৃতি হয়ে ওঠে দুর্বল তখন তা অসচেতনতা ও স্ট্রোক ঘটায় ।

যদি গ্যাসগুলো কালো পিত্তকে উত্তেজিত করে, তারা ঘোর সৃষ্টি করবে, আর যদি তা স্নায়ুতে পৌঁছায়, প্রকৃত মৃগীরোগ সৃষ্টি করবে । যখন সেরিব্রাল স্নায়ু এই গ্যাস গ্রহণ করে তাদের মুখের পক্ষাঘাত করে। এই গ্যাসগুলো যদি সৃষ্ট হয় হলুদ প্রদাহ পিত্ত থেকে তা মস্তিষ্ককে গরম করে, কারণ হবে সেরিব্রাল টিউমারের। যখন বুকে অংশ পায় এই গ্যাসগুলির, তারা ফুসফুসের ঝিল্লির প্রদাহ সৃষ্টি করবে ।

সংক্ষেপে, মাথা ও শরীর কনজাংটিভাইটিস দ্বারা উত্তেজিত হবে এবং এই অবস্থায় যৌন মিলন করলে আরও বৃদ্ধি করবে । যৌন মিলনে সমগ্র শরীর দ্বারা অংশীদারিত্ব হয়, হৃদয় ও আত্মা । সময় তীব্র যৌনতার গতিবিধি শরীর গরম হয়ে থাকে আর অন্যদিকে হৃদযন্ত্র তার লালসা ও আনন্দ অর্জন করতে চায় । আত্মা অনুসরণ করবে শরীরকে ও হৃদয়,প্রথম অংশ হিসেবে যা আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত, যা পালাক্রমে প্রভাবিত করে শরীরের বাকি অংশ । শরীরের জন্য এটি বীর্য পাঠায় যা যৌন সংসর্গে উপসংহারের জন্য প্রয়োজন হয় ।সুতরাং, যৌন কার্যকলাপে সমগ্র শরীর, অন্তর ও আত্মা জড়িত হয় এবং প্রত্যেক পদক্ষেপে বিভিন্ন অবস্থাকে পরিচালিত করে এবং শরীরের দুর্বল বিভিন্ন অংশে, যেমন চোখ ,তাড়িত করে, যেমন হয় কনজাংটিভাইটিসে আক্রান্তের সময়।

শরীর কনজাংটিভাইটিস থেকে উপকৃত হয় এভাবে যে এটি শরীরকে ক্ষতিকারক পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে এবং শোক, শক্তিশালী চলাফেরা ও কঠোর পরিশ্রম থেকে। উপরন্তু আমাদের এক সৎজন পূর্বসুরি বলেন, “কনজাংটিভাইটিস ঘৃণা করো না, কারণ এটা অন্ধত্ব রোধ করে ।”

উপরন্তু, কনজাংটিভাইটিস বিশ্রামের প্রয়োজন করে এবং আরও ক্ষতিকারক পদার্থের প্রতিরোধে চোখের স্পর্শ এড়িয়ে চলতে হয়।কেউ কেউ বলেন, " মুহাম্মদ (স)এর সঙ্গীদের উদাহরণ চোখের মত: এর নিরাময় তা ছুঁয়া এড়িয়ে যাওয়া ।"
একটি হাদিস (যথার্থতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই )যে ,চোখের উপর ঠান্ডা পানি ছিঁটিয়ে দেওয়া কনজাংটিভাইটিস সারাতে সাহায্য করে । উল্লিখিত প্রতিকারের হাদিসটি গরম কনজাংটিভাইটিসের জন্য উপকারী, যেহেতু পানি ঠান্ডা আর তা গরম কনজাংটিভাইটিস ঠান্ডা করতে সাহায্য করে। এ কারণেই ' আবদুল্লাহ বিন মাসুদ (রা)এর স্ত্রী যখন তার চোখ নিয়ে অভিযোগ করলে তিনি বলেন, ' যদি নবী (স) যা করতেন, তা-ই করতে, তোমার জন্যে উত্তম তাড়াতাড়ি নিরাময় লাভ হত। আপনার চোখে পানি ছিটিয়ে দায়ে তারপর বলো--" এই রোগ নিরাময় করো! হে আমার প্রভূ! নিরাময় কর , তোমার কাছে ব্যতীত কোন আরোগ্য নাই। এমন প্রতিকার দাও যা সব ধরনের রোগ নিরাময় করে । "

আমরা আগেও উল্লেখ করেছিলাম এই ধরনের প্রতিকার নির্দিষ্ট এলাকার জন্য উপযুক্ত এবং কিছু রোগের জন্য যা চোখকে আক্রান্ত করে। নবীর (স)বক্তব্য যা সাধারণ তা নির্দিষ্ট ভাবে যেমন প্রয়োগ করা যায় না,তেমনি বিপরীতটিও অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় ভুল নিশ্চয়ই ঘটবে ।

# সদা ঘুমিয়ে পড়া রোগের চিকিৎসায় নবীর(স) নির্দেশনা (Narcolepsy)

আবু উবাইদ (রা)তার বইয়ে কিছু হাদিস সমূহে ব্যবহৃত কিছু অপরিচিত শব্দ বর্ণনা করেছেন যে , কিছু মানুষ একটি গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তা থেকে তারা ভক্ষণ করল এবং শীঘ্রই তারা অসাড় হয়ে পড়ে । যেন একটা বাতাস তাদের উপর দিয়ে বয়ে গেল এবং তারা জমাট হয় গেল। নবী বি বলেন:

قَرِّسُو الماءَ في الشِّنَانِ ، وصُبُّوا عليهم فيها بين الأذانين. (ابن ماجه)

"পানির চামড়ার থলি কিছু পানি ঠান্ডা কর, তারপর ঢেলে দাও
দুই আযানেল-এর মধ্যে তাদের উপর। (ফযরের আযান ও ইকামাতের)। "

মহানবী (সা) পানির চামড়ার থলির কথা উল্লেখ করেছেন কারণ তা মাটির পাত্রের চাইতে বেশি পানি ঠান্ডা করে । তিনি(স) এই হাদিসে ইকমাহকে আজান বলেছেন।
কিছু ডাক্তার বলেছেন , যে প্রতিকার মহানবী (সা.) এই হাদিসে উল্লেখ করেছেন তা নার্কোলেপ্সি এর বিরুদ্ধে কার্যকর যদি হিজাজ এলাকায় হয় ,কারণ এই এলাকা গরম শুষ্ক । ওই এলাকার বাসিন্দাদের দুর্বল সহজাত তাপ থাকে। নার্কোলেপ্সি রুগীর উপর ঠান্ডা পানি ঢাললে দুই আযানের মাঝে সময় ,যা সবচেয়ে ঠান্ডা সময় রাতের শেষ প্রহরের। তাহলে দেগের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সহজাত তাপ শরীরের অভ্যন্তরে জমা কেন্দ্রীভূত হবে করতে এবং শরীরের ভেতরের অংশে জমা হবে যেখানে অসুস্থতা থাকে । শরীর শক্তি তখন মনোনিবেশ করবে রোগ নিরাময়ে এবং প্রতিরোধে ,আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছায়।

যদি গ্যালেন বা হিপোক্রেটরা এই প্রতিকার দিত তা হলে চিকিৎসকরা তার নিখুঁত কার্যকারিতায় মুগদ্ধ হত!

# খাবার ও পানীয় মাছি দ্বারা দূষিত হলে নবীর(স) নির্দেশনা

সগিহাইন [প্রকৃতপক্ষে, কেবল আল-বোখারির] তার সহিহতে বর্ণনা করেছেন যে ,রাসূল(স)বলেন:

إذا وقع الذُّبابُ في إناءِ أحدِكم : فامْقُلوه ، فإن في أحدِ جناحَيه داءً ، وفي الأخَرِ شِفاءً (البخاري :232)

" যদি তোমাদের কারো পানিয়ে কোনো মাছি পড়ে তবে
তা ডুবে দেওয়া উচিত পানিয়ের মধ্যে। কারণ তার একটি ডানায় রয়েছে রোগ এবং অন্যটিতে রোগের নিরাময় । "

এছাড়া ইবনে মাজাহ(রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল আল্লাহ তাআলা বলেন:

أحدُ جناحَيِ الذُّبابِ سُمٌّ ، والآخَرُ شِفاءٌ . فإذا وقعَ في الطعم : فامْقُلوه فيه ؛ فإنه يقَدِّمُ السُّمَّ ،ويؤخرُ الشِّفاءَ. (ابن مجاه )

" মাছিদের এক ডানা বহন করে বিষ আর
অন্যটি নিরাময় বহন করে । যখন এটি খাবারে পড়ে, তখন তা ডুবিয়ে দিও,
আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য । নিশ্চয় তিনি বিষ (ক্রিয়া)তৈরি করেন প্রথমে ও আরোগ্য সৃষ্টি করেন শেষে ।"

এ হাদিসে দুই ক্ষেত্র রয়েছে , ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র) ও ঔষধি । ফিকহ অংশ, হাদিস জানায়, যখন কোনো মাছি পানিতে বা তরল পদার্থে পড়ে, এটি অপবিত্র করে না, সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতে। প্রথমদিকে প্রজন্মের কোন আলেমই এ বিষয়ে দ্বিমত করেন নাই।
মহানবী (স) নির্দেশ দেন, যে মাছি খাদ্যে পড়ে , চুবাও এটা তাতে, এইভাবে মাছি মারা যায় , বিশেষ করে যদি খাবার গরম হয়। যদি খাবারের ভিতরে মাছির মৃত্যু হলে খাবার অপবিত্র হত ,নবী (স) আমাদের আদেশ দিতেন খাবার বাতিল করে দিতে। পক্ষান্তরে নবীজী(স) চেয়েছেন খাবার উদ্ধার করতে।

মৌমাছি, ভ্রমর, মাকড়সা এবং অনুরূপ পোকামাকড় একই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়, কারণ এই হাদিসে নবীর(স) রায় সাধারণ । যেহেতু মৃত পশু অপবিত্র হয় কারণ তাদের রক্ত আটকে থাকে তাদের শরীরে আর এটা অপবিত্র, অতএব পোকামাকড়ের, যা রক্ত নেই তাই তা পবিত্র। প্রথম ব্যক্তি যিনি এ শব্দ ব্যবহার করেছেন "যার কোন আত্মা নেই (মানে রক্ত) তিনি ইব্রাহিম নখয়ী(র) এবং তার পরের আলেমগণ তাকে অনুসরন করে রক্ত বুঝাতে আত্মা ব্যবহার করেছেন।

হাদিসের ঔষধি মূল্য সম্পর্কে আবু উবাইহ(রা) বলেন, ' ' নিঃসন্দেহ মাছিকে ডুবিয়ে দেওয়ার পেছনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাখা হতে বিষের নিরাময় আহরণ করা ,যেমন করে অন্য পাখা থেকে বিষ মিশেছে। মাছি বিষাক্ত উপকরণ বহন করে বলে প্রমাণিত, তাদের কামড়ের প্রভাবে যেমন ফুসকুড়ি ও ইনফেকশন হয়, আর এই বিষই তার প্রতিরক্ষার অস্ত্র । যখন মাছি এতে পড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে, তা নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করে তার অস্ত্র ব্যবহার করে। মহানবী বি নির্দেশ দেন, যেন আমরা মাছি দ্বারা মিশানো বিষাক্ত পদার্থ সামল দেই আল্লাহ তা'আলা তার অন্য এক পাখায় যা আগলে রেখেছেন তা দিয়ে । মাছিকে পানি বা খাবারে ডুবিয়ে রাখা উচিত যেন, এই নিরাময় বিষের প্রভাবকে অকার্যকর করতে পারে । এইটি এমন একটি প্রতিকার যা সেরা চিকিৎসা-মন কখনো হতে নিজে থেকে ভাবতে করতে সক্ষম হবে না, আর এটি এসেছে নবুয়তের জ্ঞান থেকে। যে ডাক্তারেরা ভাল জ্ঞান ও বোধবুদ্ধি রাখেন তারা এই নবুয়তী প্রতিকার মেনে নেন এবং স্বীকার করুন, যিনি এর সাথে প্রেরিত হয়েছেন, তিনি অবশ্যই যথার্থ মানুষ। তিনি খোদায়ী প্রত্যাদেশ দ্বারা সমর্থিত যা মানুষের শক্তির বাইরে ।

বেশ কিছু ডাক্তার জানিয়েছেন যে যখন বৃশ্চিক ও ভ্রমরের কামড়ের ফলে সৃষ্ট প্রদাহে, মাছিদের মাখানো বা মিশানো হয় তার কারণে ব্যথা প্রশমিত হয় মাছির ডানায় বাহিত প্রতিকারের কারণে। মাছির মাথা কেটে চোখের পাতার উপরের টিউমারে শুধু দেহ ঘসলে তা নিরাময় হবে, আল্লাহ চাহেন তাহলে।

# ব্রণ চিকিৎসায় নবী(স) এর নির্দেশনা

ইবনে আস-সুন্নি(র) তার বইয়ে বলেছেন, এক মহানবী (সা.)-এর কোন এক স্ত্রী বললেন, একবার রাসূলুল্লাহ সা:-এর কাছে আসলেন যখন আমার আঙুলে একটা ফুস্কুড়ি ছিল। তিনি বললেন:

عندكِ ذَريرَة ؟ قلتُ :نعم ، قال :ضعِيها عليها . قُولي :اللهم مُصَغِّرَ الكبير ، ومكَبِّرَ الصَّغير؛ صغِّرمابي .

' ' তোমাদের কি যারীরা (কচু জাতীয় উদ্ভিদ) আছে? ' ' বললাম, হ্যাঁ । তিনি বললেন. এটা ফুস্কুড়ির উপর স্থাপন করো । তখন তিনি বললেন--" বল, হে আল্লাহ্, যিনি বড় থেকে ছোট ও ছোট থেকে বড় করেন, আমি ছোট থেকে ভুগছি ।" [আল-হাকেমও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ]

যারীরা (Arum), ভারতীয় কচু জাতীয় উদ্ভিদ। গরম এবং শুষ্ক । পাকস্থলি ,লিভার টিউমা এবং ফুলা রোগে সাহায্য করে এবং উপরন্তু হার্টকে শক্তিশালী করে ।

সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে, আয়িশা বলেছেন, “আমি আমার হাত দিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে থারিরা দিয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি বিদায় হজ্বে, ইহরামের সময় ও অন্যভাবে ।” ফুস্কুড়ি একটি বৃদ্ধি যা গরম থেকে হয়।
ক্ষতিকারক, সেপটিক পদার্থ যা ত্বকের দিকে ঠেলে শরীর থেকে বেরোনোর পথ খুঁজে বের করতে। ফুস্কুড়ির প্রয়োজন পরিপক্ক হওয়া এবং তারপর ফেটে যাওয়া এবং বের হওয়া , যেমন দ্বারা যারীরা ব্যবহার করে করা হয়, যা সেপটিক ফুস্কুড়ি থেকে নিষ্কাশনে সাহায্য করে ও সাথে ভালো সুগন্ধ দেয়। উপরন্তু, যারীরা ফুস্কুড়ির গরম নরম করে।এ কারণেই আল কানুনের লেখক (ইবনে সিনা) বলেন, ' আগুনের জ্বালা পোড়ার প্রতিকার হিসাবে যারীরা সাথে গোলাপোর নির্জাস ও ভিনেগার মিশানো প্রতিকারের ভাল প্রতিকার নেই ।’

# সার্জারির সাহায্যে টিউমার ও ফোড়া নিরাময়ে নবীর(স) নির্দেশনা

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স) একজন ডাক্তারকে একজন মানুষের পেটের ফোড়া কাটতে বললেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ' ঔষধ সাহায্য করবে না , হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বলেন:

الَّذي أننزل الداء : أنزلَ الشفاء ، فيما شاء.

"যিনি এই রোগ নাযিল করেছেন
তিনি যে ভাবে চান, তার প্রতিকার নাযিল করেন ।

যে টিউমার সবচেয়ে বেশি অসুখ করে, তা অঙ্গের বৃদ্ধি অস্বাভাবিক ভাবে চারটি অবস্থা, যথা গরম, ঠান্ডা , শুষ্কতা ও আদ্রতা এবং পানি এবং হাওয়া দ্বারা সেপটিক উপকরণ জমা হওয়ার কারণে। টিউমার যখন সেপটিক উপাদানে ফুলে ফেঁপে ওঠে, তখন তাকে বলে ফোড়া । প্রতিটি টিউমার শেষ হয় পচন করে, বা পুঁজ হয়ে অথবা শক্ত হয়ে । শরীর শক্ত থাকলে এটি টিউমার অবলুপ্ত হয় এবং এটি সবচেয়ে ভাল । শরীর শক্ত না হলে টিউমার হয়ে যায় সাদা পদার্থ, পুঁজ, এবং পুঁজ বহিরে যাওয়ার জন্য একটি পথ খোলে ও শরীর থেকে বেরিয়ে যায় । শরীর দুর্বল হলে টিউমার পূর্ণ হবে অপরিণত পুঁজে আর শরীর খুলতে পারবে না
পুঁজ বের হবার পথ । এক্ষেত্রে সম্ভবত টিউমার ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গকে নষ্ট করে দেবে । ডাক্তারের সাহায্য তখন
সেপটিক নিষ্কাশন করার জন্য টিউমার কেটে দেওয়া ।
টিউমার ফুটা করা বা কাটাতে দুটি উপকারিতা আছে: ক্ষতিকারক পদার্থ নিষ্কাশন এবং আশেপাশে ক্ষতিকারক পদার্থগুলি জমে আরও খারাপ করা।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (স) যে ব্যক্তির পেটে টিউমার কাটতে বলেছিলেন তা পচা তরল পদার্থ দিয়ে ভরাট ছিল।

বিশেষজ্ঞদের পরস্পরবিরোধী মতামত রয়েছে টিউমার কাটা সম্পর্কে , তাদের কেউ এর অনুমতি দেয়নি কারণ এটি তাদের মতে বিপজ্জনক । অন্য চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তা ছাড়া কোনো নিরাময় নেই । আমরা বলেছি, ড্রপসি (শরীর ফোলা) তিন প্রকারের হয়: ড্রাম ড্রপসি, যার ফলে পেট ফুলে যায় সঞ্চিত গ্যাস দিয়ে,কেউ যদি পেটের উপর আঘাত করে এটি ড্রামের অনুরূপ শব্দ তৈরী করে ঢোলের মত।
অন্যটি, মাংসল ড্রপসি যার কারণে মাংশ ফুলে ওঠে ও শ্লেষ্মা রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে ছড়ায়। এই ধরনটি আরও খারাপ প্রথমটির চেয়ে ।

তৃতীয়ত, ড্রপসি বিষাক্ত উপকরণ পেটের নিম্ন অংশে জমা হয়। এ ক্ষেত্রে কেউ যখন চলাফেরা করে তার পাকস্থলীতে দুষিত পদার্থ একটি জল চামড়া থলির পানি যেমন শব্দ কর্ অনুরূপ একটি শব্দ তৈরী করে। অধিকাংশ ডাক্তার এই ধরনের ড্রপসি খারাপ বলে মনে করেন, যখন অন্যরা মনে করেন মাংসল ড্রপসি তিনটির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ।

তৃতীয় ধরনের ড্রপসি নিরাময়ের প্রয়োজন সার্জারির করে যে জমতে থাকা পানি বের করা যা শিরা-উপশিরায় ছিদ্র করে নষ্ট রক্ত নিষ্কাশন করার মত। যদিও এই প্রক্রিয়া বিপজ্জনক, যদিও হাদিসটি ,যদি প্রমাণিত হয়
সহিহ, এই পদ্ধতির অনুমতি দেয়. আল্লাহ্ ই সর্বোত্তম জ্ঞানী। (উল্লেখ্য যে লেখকের সময় সার্বজনীন পদ্ধতি হিসাবে প্রচলন হয় নাই তখনও।

# অসুস্থদের উৎসাহিত করে এবং ইচ্ছাশক্তি শক্তিশালী করে চিকিৎসায় নবীর নির্দেশনা

ইবনে মাজাহ বলেন, আবু সায়েদ ই-খুরী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেন:

إذا دخلْتُم على المَرض : فنفِّسو له في الأجَلِ فإنَّ ذلك لا يرُدُّ شيأ ، يطَيِّبُ نفْسَ المريض (الترمذي :20787)

"যতি তুমি অসুস্থ কাউকে দেখতে যাও,তাকে ভাল কথা বল , আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে । যদিও তা কোনও ক্ষতি রোধ করে না , তবুও তা রোগীর হৃদয়ে স্বস্তি নিয়ে আসে '।[আত-তিরমিজিও হাদিস বর্ণনা করেছেন]

এই হাদিসের মধ্যে অন্যতম সম্মাননীয় প্রতিকার বর্ণনা করা হয়েছে , তা অসুস্থদের দুশ্চিন্তা উপশম করার জন্য ভাল কথা বলা যা তার সেড়ে উঠার সহায়ক হবে এবং শক্ত বৃদ্ধি করবে। এক্ষেত্রে ভেতরের শক্তি সমুন্নত থাকবে এবং এই রোগের বিরুদ্ধে শরীরকে সাহায্য করবে, যা সেরা ডাক্তার আশা করতে পারতেন ।

অসুস্থ ব্যক্তির উদ্বেগ উপশম এবং তার হৃদয়ে প্রশান্তি আনার একটি আশ্চর্যজনক ভাল প্রভাব আছে শরীরের নিরাময়ে। এর পাশাপাশি এটা অসুস্থ রুগীর হৃদয় ও আত্মাকে শক্তিশালী করবে । অধিকন্তু শরীরকে আরও উৎসাহিত করে এই রোগের লড়াই করতে । মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে, অসুস্থ ব্যক্তি সতেজ ও নির্বিঘ্ন অনুভব করে যখন তাদের যারা পছন্দ তাদের সঙ্গ
ও সম্মান করে তারা তাদের সঙ্গে দেখা করে । এটা অন্যতম উপকারীতা অসুস্থ হয়ে পড়া ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার। যএ ধরনের উপকারীতা চার ধরনের সুবিধা: অসুস্থ ব্যক্তির জন্য, আগন্তুক, অসুস্থ ব্যক্তির পরিবার এবং সাধারণ জনগণ ।

আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে নবী (স)রুগীকে জিজ্ঞাসা করতেন তারা কী অভিযোগ রেয়েছে এবং তার কেমন লাগছে। তিনি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করতেন, তাদের কি খাবার ইচ্ছা করে এবং তিনি কপালের উপর তার হাত স্থাপন করতেন অথবা বুকে আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন যা তার উপকার করে তা তাকে অনুরোধ করে দিতে । কখনও নবীজী(স) অজু করতেন এবং অজুকৃত পানি তার উপর ঢেলে দিতেন । অসুস্থ ব্যক্তির উপর ব্যবহার করা হয়েছে । অনেক সময় মহানবী (স) অসুস্থ ব্যক্তিকে বলতেন:

لا بأس ،طَهورٌ إن شاءَ الله تعلى (البحري:3616)

" ঠিক আছে । তুমি পবিত্র(আরোগ্য) হবে । আল্লাহ চাইলে । "

নিঃসন্দেহ এটি হচ্ছে সবচেয়ে দয়ার কাজ যখন রুগ্নকে দেখতে যায় হয়।

# বিভিন্ন অসুখের খাবার ও ওষুধ দিয়ে চিকিৎসায় নবীর(স) নির্দেশনা,যা শরীরে অভ্যস্ত

এটি মেডিসিন বিজ্ঞানের একটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ এবং সবচেয়ে উপকারী অংশ। যখন ডাক্তার ভূল ঔষধ নির্ধারণ করে রোগীর ক্ষতি হবে অথচ ডাক্তার মনে করেন, তিনি তাকে লাভবান করছেন । শুধু অতি অজ্ঞ চিকিৎসকই ব্যর্থ হবেন সবচেয়ে অনুকূল খাবার ও ওষুধ ব্যবহারের গুরুত্ব বুঝতে যা সবচেয়ে উপযুক্ত বিভিন্ন রোগী জন্য ।
উদাহরণস্বরূপ, বেদুইনরা না নিউফার (শাপলা ফুল যা ব্যবহৃত হয় পানীয় হিসাবে ) থেকে উপকৃত
পান) বা গোলাপ সিরাপ, না এই সমস্ত প্রতিকার তাদের উপর কোন প্রভাব ফেলে এবং না সিংহভাগ ওষুধ যা শহর ও গ্রামে ব্যবহৃত হয় তা তাদের উপর অনেক প্রভাব রাখে। এই ঘটনা অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা যায় ।

যাঁরা এই বই পড়বেন, তাঁরা দেখবেন যে রাসূলের চিকিৎসা ও প্রতিকার সবই অসুস্থ ব্যক্তির কাছে অনুকূলও উপযুক্ত

এবং রুগীর অভ্যস্ত খাবার ও ওষুধ এর অন্তর্ভূক্ত । আমরা বলেছি যে এটি মেডিসিন বিজ্ঞান স্তম্ভ এবং সেরা মেডিকেল কর্তৃপক্ষ এতে একমত। উদাহরণস্বরূপ, প্রখ্যাত আরব ডাক্তার, আল- হারিছ বিন কালাদাহ বলেন, "খাদ্যই সর্বোত্তম নিরাময় । আর সেই পাকস্থলি হল অসুস্থতার বাসস্থান; এবং প্রত্যেক দেহকে তাই দাও যাতে (খাদ্য ও ঔষধ) সে অভ্যস্ত । আর একটি বক্তব্যে, আল-হারিস বলেন, ' আজম হল নিরাময় [মানে ক্ষুধা] । আসলে ডায়েটে যাওয়া ভাল নিরাময় প্লিথোরিক অসুখের জন্য (রক্তের আধিক্য থাকার শরীর ফোলাও লালচে দেখায়), যদি না শঙ্কা থাকে, এই অবস্থায় সেপটিক এবং অসুস্থতা বৃদ্ধি পাবে।

আল-হারিছ জানিয়েছে যে পাকস্থলীর রোগের বাসস্থান ।পাকস্থলি একটি বাঁকা অঙ্গ যা দেখতে যেমন একটি লাউয়ের মত এবং তিন স্তরের সূক্ষ্ম এবং স্নায়ুবিক উপাদান বা তন্তু দ্বারা গঠিতনামে এবং মাংস দ্বারা বেষ্টিত । এক স্তরের তন্তু লম্বালম্বি, আর দ্বিতীয় স্তরের তন্তু অনুভূমিক এবং তৃতীয় ঢালু। পেটের আগায় বেশি স্নায়ু, গোড়ায় নীচে বেশি মাংস এবং তার অভ্যন্তর প্লেপ দেওয়া ও আগোছালো এবং ঝাপসা। পাকস্থলি পেটে মাঝখানে অবস্থিত ডান দিকে বেশি হেলানো, তৈরি করা হয়েছে প্রজ্ঞাময় স্রষ্টার জ্ঞানের উপর। পেট নিঃসন্দেহে অসুস্থতার নিবাস, এটা সকল খাদ্যের হজম ও খাদ্য ও পানীয় পরিপাক প্রক্রিয়ার কেন্দ্র । এর পর হজম করা খাবার প্রবশ করে লিভার ও অন্ত্র ।পাকস্থলি এরমধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে আংশিক হজম করা খাদ্য যা পেট সম্পূর্ণ হজম হতে সক্ষম হয় না, পুষ্টি পরিমাণ অত্যধিক থাকা, নষ্ট হওয়া বা সঠিক ভাবে গ্রহন করা হয় নাই বা এই সব সম্মিলিত কারণে । কিছু বিষ্ঠা পেটে থাকে এবং শরীর তাদের পুরোপুরি বাতিল করতে পারে না,আর এই কারণেই পেট রোগের বাসা। আল-হারিছ কম খাবার খাওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে এবং অন্তরকে তার বাসনা

পূরণে বাধা দেয় ।

এক-একটি বিষয়ে অভ্যস্ত হওয়া [কোন কোন খাবারে ] মানুষের স্বভাবের একটি অংশ । অভ্যাস ব্যক্তির এবং শরীরের উপর প্রভাব ফেলে। যদি এঅই স্বভাবের বেশ কিছু মানুষের উপর পরীক্ষা চালানো হয়, তবে ফলাফল বিভিন্ন হবে। যেমন ধরুন, তিন তরুণ, বদমেজাজি পুরুষ, এক জন গরম খাবার খেতে অভ্যস্ত, দ্বিতীয়জন ঠান্ডা খাবারে , আর তৃতীয় জন হালকা খাবারে অভ্যস্ত । যখন প্রথম ব্যক্তি মধু খায়, এতে তার কোনো ক্ষতি হবে না, যেমন দ্বিতীয় ব্যক্তির হবে ,আবার তৃতীয় ব্যক্তি হবে সামান্য ক্ষতি । অতএব অভ্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি যার উপর স্বাস্থ্য ও রোগের আরোগ্য নির্ভর করে। এ কারণে মহানবী (স) বলেন, প্রতিটি ব্যক্তি সঙ্গে তেমন ব্যবহার করা উচিত সে খাবার ও ঔষধে ।

# সহজ ধরনের খাবার দিয়ে চিকিৎসার বিষয়ে মহানবী (সা) এর নির্দেশনা

সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে, আয়েশা(রা) বলেছেন, যখন তার কোন আত্মীয় মারা যেত তখন মহিলারা সেই উপলক্ষে সমবেত হত, পরে তার পরিবারের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা ছাড়া সবায় চলে যেত । তার পরে 'জাউ'এর সাথে তিনি দুধ মিশিয়ে স্যুপ প্রস্তুত করতেন । তখন আয়েশা তাদের খেতে বলতেন এই বলে যে' ' আমি রসূল(স) বলতের শুনেছি : "দুধের স্যুপ অসুস্থ হৃদয়ে উপশম আনে আর কিছুটা বেদনা দূর করে ।"

দুধের স্যুপ, এক ধরনের স্যুপ যা দুধের মতই ঘনত্বের। । এটি অসুস্থদের জন্য একটি উপযুক্ত উপকারী খাদ্য, এমনকি অধিক ভাল। বার্লি বা যবের স্যুপ তৈরি করা হয় যবের দানা. দিয়ে। দুধের মত স্যুপ মতো তৈরি করা হয়

বার্লি ময়দার সঙ্গে ভূসি মিশিয়ে ।

আমরা উল্লেখ করেছি যে অসুস্থ ব্যক্তির অভ্যাস ও রীতি বজায়ে রাখলে তা আরোগ্য লাভের অনুকূল হয় । আল-মদিনার মানুষেরা সম্পূর্ণরযব স্যুপ পিষে খেতে অভ্যস্ত ছিল না,এইভাবে এটি তাদের জন্য আরো পুষ্টিকর ও উপকারী ছিল ।শহরের ডাক্তাররা পুরো যব ব্যবহারের সুপারিশ করে , কারণ তাতে স্যুপ হালকা ও সহজ পাচ্য হয় ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য হজম করতে সহজ হয় । যারা শহরে বাস করে তারা আরামদায়ক ও সহজ জীবন যাপনে অভ্যস্ত এবং সেজন্যই খাসাহীন যবের স্যুপ তাদের পাকস্থলির জন্য ভারী হয় । খোসা সহ যবের স্যুপ দ্রুত, হজম হয় ও ভাল পুষ্টি সরবরাহ করে এবং পাকস্থলি পরিষ্কার করে। বিশেষ করে যখন গরম থাকে । এ ক্ষেত্রে এটা শুদ্ধি কারক এবং এর পরিপাচক গুণ শক্তিশালী থাকে। উপরন্তু স্যুপ তার শরীরের সহজাত তাপ দ্রুত বিকশিত এবং পেটের বাইরের স্তর নরম করে ।

নবী(স) এর বক্তব্য, দুধ স্যুপ কিছু বিষণ্নতা দূর করে, এতে বুঝা যায় মেজাজের উপর বিষন্নতার প্রভাবে রয়েছে সহজাত সুস্থতাবোধ জাগ্রত শক্তিশালী করার। যে পরিণতে আত্মা ও হৃদয়কে প্রভাবিত করে ।

দুধ-স্যুপের একজনের ভেতরের শক্তিকে জোরদার করে এবং এইভাবে শরীরের উপর বিষণ্নতা এবং শোক থেকে নিজেকে মুক্তি দিতে সক্ষম হবে ।

আমরা উপরন্তু বলতে পারি যে কিছু খাবার হৃদয়কে ভাড়মুক্ত করে, যেমন উল্লেখ করা স্যুপের মত, কারণ তারা একটি বিশেষ মানের যা প্রভাব বিস্তার করে মানুষের মুডের উপর এবং স্বস্তি এনে দেয় । আল্লাহ ভাল জানে ।

আমরা হয়তো বলতে পারি, অসুস্থ ব্যক্তির শোক ও বেদনার কারণে শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে যা শরীরে শুষ্কতা এবং পাকস্থলিতে খাবারের অভাবের প্রমান দেয় । দুধ-স্যুপ আদ্রতা ও পেটে শক্তি নিয়ে আসে , যা হৃদয়ে স্বস্তি আনবে। এছাড়া অসুস্থ ব্যক্তি ক্ষতিকারক বাতাস ও শ্লেষা জমা হওয়ার অভিযোগ করতে পারে। দুধ-স্যুপ এই ক্ষতিকারক পদার্থগুলিকে দ্রবীভূত করে বা লঘু করে দেবে, এতে তাদের যন্ত্রণা ও ক্ষতি হ্রাস পায় ।বিশেষ করে যারা বার্লি রুটি খেতে অভ্যস্ত, যেমন আল-মদিনার মানুষ । ওই সময় যবের রুটি আল-মদিনার মানুষদের প্রধান খাদ্য ছিল। আর সেই সময় গম ছিল দুষ্প্রাপ্য ।

# বিষক্রিয়ায় চিকিৎসা নিয়ে নবীর নির্দেশনা

আবদুল রাজ্জাক (রা) বর্ণনা করেন, "একজন ইহুদি নারী নবীর(স)কাছে একটি ভুনা ভেড়া আনল ,যখন তিনি খায়বর এলাকায় অবস্থান করেছিলেন, যাতে সে বিষ মিশিয়ে ছিল । মহানবী (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এটা কী?’ সে বলল ‘একটা উপহার’। সতর্কতার সাথে সে ‘দানের’ কথা বলল না, যা নবী(স) খাবেন না। মহানবী (সা) ও তাঁর সঙ্গীরা(রা) ভেড়ার মাংশ খাওয়া শুরু করলেন । তখন মহানবী (সা) বলেন, খাওয়া বন্ধ কর । তিনি মহিলাকে বলেন, তুমি কি এই ভেড়াটাতে বিষ দিয়েছিলে? সে বলল, ‘ কে বলেছে আপনাকে ?’ তিনি বললেন, ' এই হাড়, ' মানে ভেড়ীর পায়ের হাড় যা তাঁর হাতে ছিল । সে বলল, হ্যাঁ ।তিনি বললেন, ' কেন? ' সে বলল, ভাবলাম,আপনি মিথ্যাবাদী হলে জনগণ আপনার থেকে বাঁচবে । যা হ'ক আপনি যদি সত্যিকার নবী হন এতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না । মহানবী (স) তখন তার পিঠের উপরের অংশে তিনবার সিংগা লাগালেন এবং আদেশ দিলেন যে, তাঁর সঙ্গীরা যেন একই কাজ করে ।এ সত্বেও তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের ইনতেকাল হয় । 1 "

মুসা বিন উকাবাহ থেকে বর্ণিত আরেকটি বর্ণনায় "আল্লাহর রাসূল (সা.) তার পিঠে সিংগা ব্যবহার করেন কারণ, তিনি যা খেয়েছেন তা বিষধর ভেড়ার মাংশ ছিল । আবু হিন্দ নামক বনি বায়দাহ-এর একজন গোলাম তাঁকে সিংগা লাগানোর জন্য ছুরি ব্যবহার করেছিল ।তিন বছর পর মহানবী (স) যখন যে অসুখে ভুগে তিনি ইনতেকাল করেন, সেই সময় তিনি বলেন:

ما زِلْتُ أُجِدُ في الأُكلةِ التي أَكَلتُ من الشَّاةِ يومَ خيبَر، حتى كانَ هذا أَوَانَ انْقِطاعِ الأَبْهَر منِّي (البخاري:4428)

"আমি এখনও অনুভব করি খায়বার দিন যে বিষাক্ত ভেড়া খেয়েছিলাম তার প্রভাব , যখন আমার বড় রক্তনালী কেটে দেওয়ার সময় এসে গেছে (মানে মৃত্যু নিকটে) ।”

অতএব আল্লাহর রাসূল সা:-এর মৃত্যু শহিদের মৃত্যু।

বিষ শোধন করে নিষ্কাশন ও সঠিক অ্যান্টিডোটস(বিষ-বিণাশী ঔষধ) ব্যবহার করে। যার ওষুধের সামর্থ নাই বা প্রতিষেধক পায় না , সম্পূর্ণ রক্তের বিষ ফেলে দেওয়া উচিত, আর এটার সেরা পদ্ধতি হল সিংগা ব্যবহার করা, বিশেষ করে উষ্ণ এলাকায় এবং সময় গরম আবহাওয়ায় । বিষ শিরা ও রকতনালী দিয়ে পেরিয়ে হৃদপিণ্ডে এবং তারপর শরীরের বাকি অংশে ছড়িয়ে পড়ে ,মৃত্যু বয়ে আনে । যেহেতু রক্তের মাধ্যমে হৃদযপিন্ড ও সব অঙ্গে বিষ পরিবাহিত, যখন সংক্রমিত রক্ত সিংগা দ্বারা নিষ্কাশিত করা হলে, শরীর বিষ থেকে মুক্তি পাবে । উপরন্তু, যখন সম্পূর্ণ বিষ বের করে ফেলা হয়, বিষ আর কোনও ক্ষতি করতে পারেনা , শরীর যথেষ্ট শক্তি পায় এর সঙ্গে লড়াই করতে। বিষক্রয়া এরপর দুর্বল হয়ে যায় বা এমনকি পুরোপুরি বিষ ক্ষয় হয় যায় ।

যখন নবী (সা) যখন সিংগা করতেন, তখন তিনি তা পিঠের উপরের অংশ করতেন,যা হৃদপিন্ডের সবচেয়ে সরাসরি পথ ও এর কাছে অবস্থিত , আর তাই বিষ নিষ্কাশিত হয়েছিল রক্ত থেক , এ ক্ষেত্রে শুধু আংশিক হয়েছিল । বিষের

একটি অংশ নবীর(স) সিস্টেমে রয়ে গেল, যাতে তা পূর্ণ করে আল্লাহ তাঁর নবীর জন্য যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যাতে যা ভাল ও সব নেক পুরস্কার  তিনি অর্জন তা করেন ।

যখন আল্লাহ তা'আলা সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর নবীকে(স) এ সময়ে শহীদ হিসেবে মৃত্যু বরণ করানোর, বিষের প্রভাব কার্যকর হল, যাতে আল্লাহর সিদ্ধান্ত পূর্ণ হয় । সুতরাং , নিম্ন বর্ণিত আয়াতের অর্থ স্পষ্ট হল যখন আল্লাহ বলেন,
...أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (2:87)

“……যখনই কোন রসূল এমন নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনে ভাল লাগেনি, তখনই তোমরা অহংকার করেছ। শেষ পর্যন্ত তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছ এবং একদলকে হত্যা করেছ।” (২:৮৭)

এই আয়াত সমূহ ‘অবিশ্বাস’ শব্দটি অতীত কালের ব্যবহার করেছে এবং ‘হত্যা’ শব্দটি ভবিষ্যতে কালের,যা  ইঙ্গিত করে একটি অসম্পন্ন ক্রিয়া যা ঘটবে (মানে ইহুদিরা নবীকে(স) হত্যা করবেন)। এবং আল্লাহ্ ভাল জানেন।

# জাদু (Sorcery) নিরাময়ে নবীর(স) হেদায়েত

কিছু মানুষ ভ্রান্তির বশে  জাদু যে নবীর(স) উপর প্রভাব ফেলতে পারে, তা অস্বীকার করেছেন। তারা মনে করেন যে, যাদু প্রভাবিত হওয়া নবী(স) এর  উচ্চ মর্যাদার উপযুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে, যাদু দ্বারা প্রভাবিত হওয়া নবীর মানবীয় মর্যাদার সাথে যুক্ত। মানুষ হিসাবে নবী(স), ঠিক যেমন অন্য মানুষের মত বিভিন্ন অসুখে ভুগতেন, তেমনি জাদুর প্রভাবও ঠিক বিষের মতোই একটি অসুস্থতা ।

সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে, আয়েশা(রা) বলেছেন:

سُحِرَ رسولُ اللهُ عليه وسلم، حتى إن كانَ لَيُخَيَّلُ إليه أنه يأتي نساءَه، ولم يأتِهِنَّ  (البخاري :5765)

"আল্লাহর রাসূল (সা.) যাদু দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এপর্যন্ত যে
তিনি মনে করতেন যে তাঁর স্ত্রীগণকে নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন, আসলে তিনি তা করেননি । "

এটা হল সবচেয়ে খারাপ ধরনের জাদুর সম্মোহন ।

কাজি লিয়াদ(রা) বলেন, " জাদু একেবারে একই রকম অসুস্থতা যা নবী (সা.)যে ভোগ করতেন এবং এই সত্যটি কোনভাবেই কোনো নবীর মর্যাদায় প্রভাব ফেলে না । এছাড়াও , নবী করিম (সা.) যা করেন নাই তা করেছেন বলে কল্পনা করেছেন। এটা, তার ধর্মীয় বিষয়ের  সত্যবাদিতা খর্ব করে না। ঐক্যমত্য আছে যে তিনি এ ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন । জাদু ঘটনা তাঁর জীবনের অন্যান্য ঘটনার মতই। যার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, যে কারণে তিনি পছন্দনীয় ও মানবজাতির উপরে প্রেরিত । মহানবী(স) সব ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে পারেন, যা অন্য মানুষকেও আক্রান্ত করে।  অতএব অবাক হওয়ার কিছু নেই যে অসুস্থ হয়ে তিনি এমন কিছু কল্পনা করেছেন যা আসলে তিনি করেননি, আর দ্রুতই তা থেকে চিকিৎসায় সেরে ওঠেছেন্ত । "

নবী(স) জাদু চিকিৎসার জন্য দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, প্রথমে জাদুর ‘কবজ’ খুঁজে বের করে নিষ্ক্রিয় করা । মহানবী (স) তার পালনকর্তার কাছে দোয়া করেন । আল্লাহ তাকে জানালেন  জাদুর  কবজটা একটা কুপে লুকানো

ছিল । নবী(স) অপসারিত করলেন খারাপ কবজটি যা ছিল একটি চিরুনী, আঁচড়ানো চুল এবং একটি শুষ্ক পুরুষ পুষ্প মঞ্জরী ।যখন তিনি জিনিস গুলি নষ্ট করলেন তিনি তৎক্ষণাৎ সেরে ওঠেন, যেন অবরুদ্ধ হয়ে ছিলেন তারপর হঠাৎ মুক্ত হলেন ।এটাই সেরা নিরাময় যাদু থেকে এবং সেপটিক অপসারণ করে ফোলা সড়ানোর অনুরূপ।

দ্বিতীয় প্রকার: ক্ষতিকারক পদার্থ নিষ্কাশন করা সে সব অঙ্গ থেকে যাতে জাদু সবচেয়ে বেশি কাজ করে । মন্দ কবজ প্রকৃতিকে উত্যক্ত করে, ক্ষতিকারক পদার্থ উৎপন্ন করে এবং মানসিক অবস্থা বা মেজাজে বিরূপ প্রভাব ফেলে । অশুভ অস্বাভাবিক বস্তুকে, যা একটি নির্দিষ্ট অঙ্গের উপর প্রভাব বিস্তার করে নিষ্কাশন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে ।

জাদুর প্রভাব নবি(স) এর মস্তক ও তার এক ইন্দ্রিয় শক্তি আক্রান্ত করেছিল। তিনি কল্পনা করেছেন যে তিনি কিছু করেছেন অথচ তা তিনি করেন নাই । জাদু , তাই শরীরের কিছু প্রাকৃতিক শক্তিকে প্রভাবিত করে যাতে স্বাভাবিকভাবে কাজ না হয় ।

যাদু অশুভ শক্তির এবং শরীরের স্বাভাবিক কাজের উপর বিরূপ প্রভাবের সমন্বয়। সবচেয়ে খারাপ ধরনের জাদু হল, যা আক্রান্ত অঙ্গের ইন্দ্রকে প্রভাবিত করে । জাদু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গ থেকে রক্ত নিষ্কাশন সবচেয়ে বেশি কার্যকরী উপকারী নিরাময়, যদি সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয় । হিপোক্রেটিস বলেন, "সিংগা ব্যবহার করা উচিত সবচেয়ে অনুকূল উপায়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গ। ”

কেউ কেউ বলেন, যখন রাসুল(স) এ অবস্থার শিকার হন, প্রথমে ভেবেছিলেন নষ্ট হয়ে যাওয়া রক্ত মস্তিষ্কে পৌঁছে ইন্দ্রিয় আক্রান্ত হয়েছে । এ ধরনের ক্ষেত্রে সিংগা সবচেয়ে ভালো ঔষধ , আর তা নবী (স) করেছিলেন। তারপর যখন আল্লাহ অবহিত করলেন ওহীর মাধ্যমে যে, এটা যাদু-এর প্রভাব,তিনি আল্লাহর কাছে তা দেখার আবেদন করলে ,যেখানে সেই মন্দ জাদুগুলো লুকানো ছিল তা অবগত হলেন এবং উদ্ধার করে তা ধ্বংস করে দিলেন ।তিনি যখন এমন করলেন, তখন সুস্থ হয়ে গেলেন, যেন মুক্তি পেলেন অবরুদ্ধ হওয়ার পর । উপরন্তু, জাদু শুধুমাত্র নবী (সা.)-এর ইন্দ্রিয়কে প্রভাবিত করেছিল, তাঁর প্রকৃতিস্থতা বা হৃদয় নয় । এই জন্যই তিনি বিশ্বাস করেন নি, যে তিনি স্ত্রীদের সাথে ঘুমিয়েছিলেন ,কারণ তিনি জানতেন যে এই সংবেদন বা ধারণা বাস্তব নয় ।

ঐশ্বরিক আরোগ্য জাদু বিরুদ্ধে সর্বোত্তম প্রতিকার ।যেহেতু যাদু পিশাচের কাজ, তার সর্বোত্তম নিরাময় তা যেমন কিছু বিশেষ নামায আর কুরআন তেলাওয়াত। যত শক্তিশালী রক্ষাশক্তি হবে ততই বিপক্ষ যত শক্তিশালীকে দূর করতে পারবে এবং নিষ্ক্রিয় করতে পারবে । এই ঘটনা দুই শক্তিশালী দলের অনুরূপ , যারা তাদের অস্ত্র-শস্ত্র বহন করে । যে সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদ বেশি, তারা যুদ্ধে জয়ী হবে ।যখন হৃদয় আল্লাহর স্মরণে পরিপূর্ণ এবং তাকে ডাকে সবসময় তার প্রয়োজনে এবং যখন হৃদয় যোগ হয় জিহ্বা ও সৎকর্মের সাথে, তখন তা হবে উত্তম ঔষধ জাদুর বিরুদ্ধে।
যাদুকররা স্বীকার করে যে, তাদের যাদু , যারা অতি দুর্বল হৃদয়ের ও এই জীবনের বাসনা ও প্রবৃত্তির তৃপ্তি করতে ব্যস্ত তাদের বিরুদ্ধে বেশী কার্যকর। সেজন্যই ম্যাজিক সাধারণত মহিলাদের, শিশু, বেদূঈণ, অজ্ঞ মানুষ, যাদের বিশ্বাস দুর্বল , আল্লাহর উপর ভরসাহীন (তাওয়াক্কুল) এবং আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসের অভাব (তাওহীদ)থাকে তাদের প্রভাবিত করে। আর তুমি দের উপরও যারা না আল্লাহকে স্মরণ করে, আর না ব্যবহার করে বিভিন্ন দোয়া ও নির্দিষ্ট ইসলামী নামাজের (রুকিয়াহ)নিয়ম-বিধি। সাধারণ, জাদু ও জাদুর প্রভাব অধিক শক্তিশালী হয় দুর্বল হৃদয়ের বিরুদ্ধে,যাদের হৃদয় পার্থিব লোভ লালসার দিকে ঝুঁকে থাকে।
এই পৃথিবী ও পার্থিব জীবনের দিকে যখন হৃদয় নত থাকে, জাদু এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর হয়ে ওঠে ।কারণ অশুভ শক্তি কেবল আত্মার মধ্যে অশুভের সন্ধান করে যার উপর তাদের ক্ষমতায় ক্রিয়াশীল । নিশ্চয় অন্তরের বিকৃতি প্রয়োজনীয় ঐশ্বরিক ক্ষমতা বঞ্চিত করে এই অশুভের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত অস্ত্র নিয়ে অশুভ শক্তির দমন করতে। তাই এই মন্দ শক্তি , যা মন্দ কামনা করে আর খুঁজে পায় মন্দ ও অসৎকর্ম দ্বারা হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়া মানুষ যারা উপযোগী জাদুর ক্রিয়ার জন্য এবং জাদু সবচেয়ে বেশি কার্যকর তাদের উপর। আল্লাহ ভাল জানেন ।

# প্রতিকার হিসেবে বমি করা সম্পর্কে নবী(সা) এর নির্দেশনা

আত-তিরমিজি(র) জানিয়েছেন, একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আবু আদ-দারদা(রা) বলেন, "নবী (স) এক সময় বমি করার পর বমি করলেন। আমি ছাবান(রা)এর সঙ্গে দামেস্কের মসজিদে দেখা করলাম ও বললাম, আবু আদ-দারদা(রা)যা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, “সত্যি।তার জন্য আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম।” । আত-তেরমেলি তখন মন্তব্য করেন, এ বিষয়ে এই হাদিস সবচেয়ে সহিহ এ বিষয়ে । [এছাড়া, আহমাদ, আল-হাকিম, ইবনে আল-জারদ, আদ-দারকুতনী,আল-বাইহাকী এবং আত-তাহাবীও এটা বর্ণনা করেছেন।]

বমি করা পাঁচটি পদ্ধতির মধ্যে একটি যা ব্যবহার করা হয় শরীর থেকে সেপটিক পদার্থ নিষ্কাশনের জন্য।অন্য ৪টি ডায়রিয়া, সিংগা, বায়ু বা বাতাসের নিঃসরণ আর ঘাম । সুন্নাহ এই পাঁচ প্রকারের উল্লেখ করেছে । ডায়রিয়া বিষয়ে আমরা হাদিস শরিফে উল্লেখ করেছি,"ডায়রিয়া তোমাদের প্রতিকারের সর্বোত্তম ।" উপরন্ত আমরা ‘সোনামুখী’ সম্পর্কে হাদিস উল্লেখ করেছি ।

আমরা বিবৃত করেছি সিংগা লাগানো সম্পর্কে যখন আমরা এই বিষয় সম্পর্কে হাদীস সমূহ বর্ণনা করেছি। সেপটিক গ্যাস, বাতাস থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় আমরা পরে বিস্তারিত বলব এই বইয়ে । সেপটিক পদার্থ থেকে পরিত্রাণ পেতে ঘামানো শিরা কাটতে হয় না। শরীর স্বাভাবিকভাবেই এসব পদার্থ থেকে নিজেকে মুক্ত করে ত্বকের মাধ্যমে যখন ঘাম চর্মের খোলা ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায় ।

বমি ক্ষতিকারক পদার্থ নিক্ষেপ করে পেটের উপরের অংশ দিয়ে। ডুশ এবং ঔষধ যা কৃত্রিমভাবে বের করে দেয় পেটের নিচের অংশ দিয়ে তা দুই ধরনের হয়, একটি যা স্বাভাবিকভাবেই ঘটে এবং একটি কৃত্রিমভাবে প্ররোচিত করে করা হয়।
স্বাভাবিকভাবেই বমি হওয়া প্রতিরোধ করা উচিত নয়, অত্যধিক ও অনিরাপদ হয়ে যাওয়া ছাড়া। এ ক্ষেত্রে বমি প্রতিরোধ করার জন্য ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। দ্বিতীয় ধরনের বমি করানো হয় ঔষধ হিসাবে, সঠিক সময়ে এবং শর্ত সাপেক্ষে।

বমি হওয়ার দশটি কারণ আছে , প্রথম, অত্যধিক পরিমাণে পিত্ত বর্হিগত হওয়া যা পাকস্থলি ভাসে এবং শরীর থেকে বের হতে চায় ।

দ্বিতীয়, অত্যধিক পরিমাণে পেটের শ্লেষা যা শরীর থেকে বের হওয়ার উপায় অনুসন্ধান করে।

তৃতীয়ত, পাকস্থলী দুর্বল হলে এবং অক্ষম হলে খাবার হজম করতে পারে না ও আংশিক হজম করা খাবার সম্পূর্ণ শরীর থেকে বের হতে চায় ।

চতুর্থত, বমি হয় যখন একটি ক্ষতিকারক পদার্থ পেটে প্রবেশ করে এবং এতে হজম প্রক্রিয়া বিঘ্ন ঘটায় ।

পঞ্চম, যখন কেউ অত্যধিক পরিমাণে খাবার খায় বা পান করে , যা পেট বহন করতে পারে না । এক্ষেত্রে পেট এসব অতিরিক্ত পরিমাণ পুষ্টি সহ্য করতে পারবে না এবং সেগুলি ফেলে দিতে চাইবে ।

ষষ্ঠ, বমি হয় যখন খাদ্য বা পানীয় পেটের জন্য উপযুক্ত নয়, যা তখন ফেলে দেয় ।

সপ্তম, যখন পেটে খাদ্য ও পানীয় নষ্ট হয়ে তখন তা চায়
বের হয়ে যেতে চায় ।

অষ্টম, বমি-বমিভাব বমি করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং বমি হয় ।

নবম, অবসাদ, বিষণ্নতা ও যন্ত্রণার কারণে শরীর খাদ্য চাহিদা এবং এর প্রয়োজনীয়তা ও পরিপাক এবং হজম করার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করে। পেট মুক্তি পায় এই অজীর্ণ খাবার থেকে ।
উপরন্তু বিভিন্ন ধরনের মানসিক চাপের মধ্যে বমি হতে পারে কারণ শরীর ও মনস্তত্ব

উভয়েই একে অপরের উপর প্রভাব ফেলে।
দশম, কেউ বমি ভাব অনুভব করতে পারে অন্য মানুষদের বমি করতে দেখে ।

এক বার এক ডাক্তার আমাকে জানালেন, তাঁর এক ভাইপো ভাল ছিল সুর্মা ব্যবহার করে (অ্যান্টিমনি)। যখন তার ভাগ্নে অন্য ব্যক্তির জন্য সুর্মা প্রয়োগ করল যে কনজাংটিভাইটিসে ভুগছিল , তিনি নিজে পরে কনজাংটিভাইটিসে আক্রান্ত হয়। এই ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটলে তাঁর ভাইপো এই পেশা বন্ধ করে দিয়েছিল । আমি ডাক্তারকে ভাইপোর অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তাঁর ভাইপোর শরীরে অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়ায় সে একই অসুস্থতা ভোগ করে। তিনি আরও বলেন, এমন একজন মানুষের কথা তিনি জানেন, যিনি একজনের শরীরে এক স্ফিতী বা ফোড়া দেখেছিলেন , সে তখন নিজের শরীরের একই জায়গা আঁচড়াতে থাকে এবং পরে তার শরীরের সেই স্থানে এক স্ফিতী দেখা দেয় ।

আমি বলি, এতেই প্রমাণ হয়, মনস্তত্বের প্রভাব এমনভাবে শরীরে হয়, যখন শরীরে বিশেষ কিছু ক্ষমতা যা অলস থাকে আর কোন কারণ ছাড়াই এটি হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠে ।

# বমি গরম আবহাওয়ায় ও গরম জলবায়ুতে প্রতিকার হিসেবে উপযুক্ত

গরম এলাকায় এবং গরম আবহাওয়া, বিশেষ ক্ষতিকারক পদার্থসমূহ হালকা এবং বাতাসে ভাসা-প্রবণ, এবং এই কারণে বমি কারাযকরী উপায় এ ধরনের মিশ্রণ বের করে দিতে। অন্যদিকে, বিশেষ কিছু ক্ষতিকারক পদার্থ ঠান্ডা এলাকা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঘন হয়ে ওঠে এবং উপর থেকে নিষ্কাশন করা কঠিন । এ ক্ষেত্রে ডায়রিয়া এই ক্ষতিকারক মিশ্রণ অপসারণে উপকারী।

ক্ষতিকারক মিশ্রণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় হল দূরপ্রান্ত থেক টেনে বের করা অথবা নিকটতম স্থান থেকে বের করে দেওয়া। যেমন ধরুন বিবিধ মিশ্রণ রয়েছে যা স্থিতিশীল নয় এবং হয় উঠতে বা নামতে চায় । যদি এই মিশ্রণটি আরোহণ করতে থাকে, তবে এটিকে নিচের দিক থেকে বের করে দেওয়া উত্তম। আর যদি মিশ্রণটি নিচে নামতে থাকে , তাহলে এটি উপর থেক টেনে বের করা ভাল।
মিশ্রণটি যখন স্থিতিশীল হয়ে ওঠে, তাহলে নিকটতম পথে তা বের করে দেওয়াই শ্রেয় । যখন এই মিশ্রণটি উপরের অঙ্গের ক্ষতি করতে শুরু করে, এটি নিচে অংশে টেনে বের করা উচিত এবং অবস্থা বিপরীত হলে প্রতিকারও বিপরী হবে। আর মিশ্রণ স্থিতিশীল হয়ে উঠলে উচিত নিকটতম পথে করা।
এ কারণে মহানবী (স) কখনও তাঁর হাতের শিরায় সিংগা লাগাতেন, কখনও মাথায় ও কখনও তাঁর পায়ের উপরে, যাতে নষ্ট রক্ত নিকটতম সম্ভাব্য পথে বের করা যায় ।

# বমি ক্ষতিকারক পদার্থ থেকে পেট পরিষ্কার করে

বমি পেট মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ করে , মাথাব্যথা দূর করে, কিডনি ও প্রস্টেটের আলসার, এবং সংক্রমণ থেকে ত্রাণ দেয়। বমি পূরাণ অসুস্থতা নরম ও দূর করে , যেমন কুষ্ঠ, ফোলারোগ ,আংশিক পক্ষাঘাত, বা কম্পণ ।

একজন সুস্থ ব্যক্তির বমি করা উচিত, মাসে একবার অথবা দুইবার। প্রতিবার দুই বার করে বমি করা উচিত , যাতে দ্বিতীয় বমি করে শরীরের যে পদার্থগুলি প্রথম একটার পর রয়ে গেল তার বের করা যায়। অতিরিক্ত বমি পাকস্থলির ক্ষতি করে এবং তার প্রতিরক্ষামূলক স্তরগুলিকে দুর্বল করে । এ ছাড়াও ক্ষতি করে দাঁত, দৃষ্টিশক্তির এবং শ্রবণ শক্তির মাথাব্যথা সহ। উপরন্তু, যারা গলায় ফুলা রোগে ভুগছে , দুর্বল বুক, যাদের ছোটখাটো শ্বাসনালী আছে, অথবা যারা ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করতে কষ্ট পায় বা যারা রক্ত ছড়ায় তাদের ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা উচিত নয়।

Commented [2]:

যাদের পাকস্থলি খাবারে পূর্ণ করে বমি করার খারাপ অভ্যেস রয়েছে তাদের এই পদ্ধতি তাড়াতাড়ি বার্ধক্য আনে এবং অনেক ক্ষতিকারক রোগ ডেকে আনে, বমি করার অভ্যাস সৃষ্টি করার সাথে।

উপরন্তু, ইচ্ছাকৃত বমি করার সময় ডিহাইড্রেশন, দুর্বল বা ত্রুটিপূর্ণ অন্ত্র, বার্ধক্য বা শরীরে সাধারণ দুর্বলতা থাকলে তা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক ।বমি করার সবচেয়ে ভাল সময় হল গ্রীষ্মকালে এবং বসন্ত, শীত বা শরৎ নয় ।
ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে, একটি চোখ ঢেকে রাখা উচিত, যখন শেষ হয় ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ ধোয়া উচিত আর পরে আপেলের জুস পান করা উচিত, সম্ভব হলে কিছু চাবানোর জিনিস (আঠা) ও গোলাপজল সহ।
মুখ দিয়ে বমি করা উচিত বা টেনে বের করা উচিত ডায়রিয়া আকারে নিচে থেকে ।
হিপোক্রেটিস বলেন, "গরমের সময় বমি হওয়া উচিত বেশি স্বাভাবিকভাবে উপরের দিক থেকে ওষুধ ব্যবহার করার চাইতে, শীতকালে ওষুধ ব্যবহার করে তা নিচে থেকে টেনে নেওয়া উচিত । "

# শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের সাহায্য নেওয়ার নবীর(স) নির্দেশনা

ইমাম মালিক তার মুওয়াত্তায় বর্ণনা করেন, জায়েদ বিন আসলাম(স) বললেন:

أن رجلًا في زَمَن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَصابَهُ جُرحٌ، فَاحْتَقَن الدمُ. و إن الرجلَ دعا رجُلين من بني أنهار، فنَظَرَ إليه. فَزَعَمَا أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.،قال لهما : أيُّكما أطَبّ خيرٌ يا رسولَ الله؟ فقال : أنزَل الدواءَ الذي أنزل الدَّاءَ ( الموطأ :2/943)

"মহানবী সা:-এর সময় একজন মানুষ আহত হয়ে জখমে রক্ত জমা হয়ে যায় । তখন মানুষটি বনি আমিরের দুই ডাক্তারকে ডেকে করে তাকে পরীক্ষা করতে বলে। লোকটি বলল, আল্লাহর রাসূল(স) তাদের বললেন, ' তোমাদের মধ্যে কে সেরা ডাক্তার? ' তারা জিজ্ঞাসা করল, ঔষধ বিজ্ঞানে এটির কি কোন অগ্রাধিকার আছে, হে আল্লাহর রাসূল (স)?" রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ' যিনি রোগ দিয়েছেন, রোগ নিরাময়ও তিনি দিয়েছেন। "

এ হাদিস নির্দেশ করে যে, মুসলমানদের চাওয়া উচিত প্রত্যেক বিষয় ও ক্ষেত্রে উত্তম কর্তৃত্ব, কারণ এ ধরনের দক্ষতা নিশ্চিত করবে যে কাজটা করা হবে উৎকর্ষতার সাথে । উদাহরণস্বরুপ, যারা একটি ধর্মের বিষয় জানতে আগ্রহী তাদের খোঁজ করা উচিত অতি জ্ঞানী পণ্ডিতের যিনি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন । আরও, যে নামাজের কেবলার দিক সম্পর্কে নিশ্চিত নয় তার যে জানে তার অনুকরণ করা উচিত। এই ভাবেই আল্লাহ তাআলা তাঁর দাসদের সৃষ্টি করেছেন । উদাহরণস্বরুপ, যারা ভ্রমণ করেন স্থলে বা জলে তাদেরখোঁজা উচিত শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শকের কারণ তাদের তার উপস্থিতি ও নির্দেশনায় অন্তরে নিরাপত্ত অনুভব করবে, আর তাদের ধর্ম, মন ও পথ আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন মানবজাতির জন্য সবকিছুই এবিষয়ের গুরুত্ব দেয় যা হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে ।মহানবী (সা.)-এর বক্তব্য:

أنزَ الدواءَ الذي أنزلَ الداءَ

"যিনি এই রোগ পাঠিয়েছেন, তিনিই নিরাময়ও পাঠিয়েছেন।"

এরকম আরও বেশ কিছু হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরুপ, হিলাল বিন ইউসুফ (রা) বলেছেন:

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علىعلى مرِيضٍ يعودُه : فقال : أرسِلوا إلى طبيب، فقال قائلٌ : وأنتَ تقولُ ذلك يا رسول الله! قال : نعمة، إنّ الل عزّو جلّ لم ينزِلْ داء، إلاّ أنزلَ له دواءً (احمد)

"রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন এবং বললেন , ' একজন ডাক্তার পাঠাও ' । একজন লোক বলল, আপনি কি তাই বলেন , হে আল্লাহর রাসূল (স) ' তিনি বললেন, হ্যাঁ । আল্লাহ শুধু অসুখ নাযিল করেননি, উপরন্তু তার ঔষধও নাযিল করেছেন।' ' (আহমদ)

সাহিহাইনে এর পাশাপাশি বর্ণিত আছে যে, নবী বলেন :

ما أنزلَ الله داءً، إلاّأنزلَ له شِفاءً (البخاري:5678)

"আল্লাহতা'য়ালা কোন রোগ নাযিল করেন নাই এর নিরাময় নাযিল করা ব্যতীত ।"

'রোগ ও নিরাময়ের জন্য পাঠানো' অর্থ নিয়ে মতের দ্বন্দ্ব আছে । অনেকে বলছেন যে নিরাময়ের জন্য পাঠানো মানে বান্দা অবগত। এই মতামত সঠিক নয়। যদিও আল্লাহ তাআলা আমাদের জানিয়েছেন যে, প্রতিটি রোগের জন্য একটি নিরাময় আছে, এরপরও নবী (স) বলেন:

عِلِمَتُ من عِلمهُ، وَ جهِلَهُ من جَهِلَه

' ' যারা এটি জানে তারা এর ব্যাপারে ওয়াকিবহাল, আর যারা জানে না তারা এটি সম্বন্ধে অজ্ঞ । ' '

অনেকে বলছেন, নবীর(স) বক্তব্য ইঙ্গিত করে যে, আল্লাহ পৃথিবীতে এসব আরোগ্য সৃষ্টি করেছেন ।"
যেমন আরেকটি হাদিসের বক্তব্য হল , ' আল্লাহ কোনো রোগ সৃষ্টি করেন না তার নিরাময় সৃষ্টি করা ছাড়া । "
যদিও এই মতামত প্রথমটি থেকে উত্তম থেকে। এরপরও সঠিক নয় কারণ "প্রেরণ করা"
"তৈরি করার" চেয়ে সুনির্দিষ্ট এবং নির্দিষ্ট ।

আর একটি দল বলেছেন , এই বিবৃতির অর্থ, যে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে প্রতিকার নাযিল করেন । যিনি রোগ-নিরিময় মানবকল্যানের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

নিশ্চয় ফেরেশতারা এই বিশ্বের দৈনন্দিন বিষয়াদিতে দায়িত্বপালনকারী, বিশেষ করে
মানুষের ব্যাপার, সে সময় থেকে যখন মানুষ ভ্রূণ হিসাবে থাকে যতক্ষণ না তারা মারা যায় । ফেরেশতা নাযিল হয় নিরাময়ের সঙ্গে আরও বেশি করে সম্ভাবনীয় ।

অন্যরা বলেন সিংহভাগ ওষুধ বৃষ্টির সাথে নেমে আসে, কারণ বৃষ্টির ফলে গাছপালা বৃদ্ধি ও খাদ্য পাওয়া যায় , মানে বিভিন্ন উৎস নিরাময়ের জন্য প্রাপ্তি ঘটে। এছাড়া বৃষ্টি ধুয়ে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ যা থেকে প্রতিকার করা হয় । উপরন্তু, বিভিন্ন ধরনের ফল, উদ্ভিদ জন্মায় এবং ঝরনার পানি আরোগ্য এবং প্রতিকার রূপে ব্যবহার করা হয় । এই অভিমত আগের তিনটি মতের চেয়ে উত্তম। তবে আল্লাহ ভাল জানে।

এটা আল্লাহর যথার্থ প্রজ্ঞা, যে তিনি পরীক্ষা করেন রোগের দ্বারা তার বান্দাদের এবং এরপর তাদের প্রতিকার খুঁজে বের করতে সাহায্য করেন। উপরন্তু তিনি তার বান্দাদের পরীক্ষা করেন পাপসমূহ দিয়ে এবং এ সব পাপগুলো মুছতে সাহায্য করেন অনুতাপ দ্বারা তার কাছে তওবা করে, ভাল কাজ করে, বিভিন্ন দুর্যোগ এবং
বিপর্যয় সহ্য করার মধ্য দিয়ে। আল্লাহ তার বান্দাদের মন্দকাজের মাধ্যমেও পরীক্ষা করেন । তথাপি
তার বান্দাদেরকে ফেরেশতাদের দ্বারা সাহায্য করেন । আল্লাহ এছাড়াও বান্দাদের পরীক্ষা করেন কামনা দিয়ে আবার সাহায্য করেন তাদের ভাল, বিশুদ্ধ পদার্থ থেকে গ্রহণ করার ইচ্ছা দিয়ে যা কাম্য । আল্লাহ তার বান্দাদের পরীক্ষা করেন না পরীক্ষার বিরুদ্ধে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করার উপাদান দেওয়া ছাড়া। আর বান্দাদের এ বিষয়ে পার্থক্য হল সাহায্য সম্পর্কে তাদের জানা এবং অর্জন করা । আল্লাহর কাছেই চাওয়া প্রত্যেক বিষয়ের জন্য সাহায্য ।

# সনদহীন বা অস্বীকৃত চিকিৎসকের ক্ষতিপূরণ আদায় সম্পর্কে নবীর(স) নির্দেশনা

আবু দাউদ, আন-নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ(র) বলেন,
রাসূলুল্লাহ সা: বলেন,

من تطَبَّبَ – ولم يُعلم منه الطبُّ قَبلَ ذلك فهو ضَامن (ابو داود : 4586)

' যারা চিকিৎসা চর্চা করে, কিন্তু জ্ঞানী নয় এ পেশায় তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য তারা দায়ী । ' [ আল-হাকিমও এহাদিস বর্ণনা করেছেন]

এই হাদিসে তিন ধরনের উপকারিতা আছে: ভাষাগত, ধার্মিক ও ঔষধি ।

ভাষাগতভাবে, চিকিৎসা(তিব্ব) ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ অন্তর্ভুক্ত করে । এছাড়া উৎকর্ষতাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আর এভাবে তা চিকিৎসকদের পেশা ছাড়াও অন্য কিছু বুঝায়। একজন ব্যক্তিকে তাবিব বলা হয়(সাধারণত অর্থ ডাক্তার) যখন তারা দক্ষ কোন কিছুতে। আবার , এই দক্ষতাকে বলা যেতে পারে তিব্ব। এমনকি যাদুকেও(magic) ।

সহিহাইন-এ বর্ণিত আছে যে, ' আয়েশা(রা) বলেন, ' যখন ইহুদিরা আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর ওপর জাদু করেছিলেন, তখন দুই জন ফিরিশতা তারা তাঁর মাথায় বসল ও অন্য জন পা'য়ের দিকে, এক জন জিজ্ঞেস করলেন, ' কী হয়েছে এই মানুষের? ' অন্য জন বললেন, "তিনি হলেন মাতবুব (যাদু আক্রান্ত)। '
প্রথম ফিরিশতা জিজ্ঞাসা করলেন, ' কে তাকে তিব্ব করেছে ? ' দ্বিতীয় দূত বললেন, "অমুক ইহুদি'।

আবু! উবাইদ(রা) বলেন, জাদু দ্বারা যারা আক্রান্ত হন তাদের 'মাতবুব' । আর জাদুকে বলা হয় তিব্ব(ঔষধ) । তাই তিব্ব শব্দটির অর্থ একজন জ্ঞানী ব্যক্তি, চিকিৎসকসহ ।

এই হাদিস থেকে ধর্মীয় বিধান হল ভুলের খেসারত দিতে হবে অজ্ঞ চিকিৎসককে, কারণ তিনি একটি পেশা অনুশীলন করেন যদিও তিনি এর অযোগ্য অতঃপর সে মানুষের ক্ষতি সাধন করেছে ।যাঁদের সে প্রতারিত করেছে ও মানুষ প্রতারিত হয়েছে । আলেমদের ঐক্যমতে তাই অযোগ্য ডাক্তাররা স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির জন্য দায়ী যা তারা করেছে।

আল-খাত্তাবী(রা) বললেন, কোনও তফাত নেই এই আদেশের ব্যাপারে, যখন কেউ চিকিৎসা করে একজন অসুস্থ ব্যক্তির ও তার ক্ষতিকরে এবং চিকিৎসকের জন্যে রয়েছে আর্থিক দায়িত্ব ।তাঁর কাজ । যখন কেউ কোন পেশাকেই অনুশিলন করে অথচ সে জন্য যথার্থ নয় , সে আগ্রাসী । অতএব যখন তাদের কর্মে ক্ষতি হয় , আগ্রাসনকারীদের খেসারত দিতে হবে তাদের কর্মের আর্থিকভাবে, শারীরিকভাবে নয় কারণ কার অসুস্থ ব্যক্তি এমন অজ্ঞ মানুষকে তার চিকিৎসার অনুমতি দিয়েছে "।

**পাঁচ ধরনের ডাক্তার আছে:**
**প্রথম** :একজন ডাক্তার দক্ষ, যিনি এই পেশাকে তার যথোচিত অধিকার দান করেন এবং যিনি কাজ করেন দায়িত্বজ্ঞানশীলভাবে। এমন একজন যখন অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা করেন-যা ধর্মীয় ভাবে ও অসুস্থ ব্যক্তি অনুমতি দেয়- একাজের জন্য তাঁর দায় নেই। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন ডাক্তার তার কাজে যিনি দক্ষ,একটি ছেলের জন্য মুসলমানি করালো অনুকূল পরিবেশে, কিন্তু অঙ্গটি আক্রান্ত হল কোন ধরনের ক্ষতিতে , ডাক্তার এর জন্য দায়ী হবে না। এভাবে, যদি একটি ফোলা রোগ সঠিক সময় ও পন্থায় দক্ষ ব্যক্তি দ্বারা সিংগা করানো হয়, কিন্তু একটি কিছু ক্ষতি ,তা হলে ডাক্তার তার জন্য দায়ী নয়।

**দ্বিতীয় প্রকার** : একটি অজ্ঞ ডাক্তার যিনি কোন অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা করে ও ক্ষতি করে । অসুস্থ ব্যক্তি যদি আগে থেকে জানে যে এই ডাক্তার অজ্ঞ এবং তবু তাঁকে চিকিৎসার অনুমতি দেন, তখন এ ক্ষেত্রে কোন ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন নাই।এই রায় উল্লিখিত হাদিসের বিপরীত নয় । হাদিসের কথা ইঙ্গিত করে , যাঁদের ভুলের খেসারত দিতে হবে, তাঁরা প্রতারিত করেছেন অসুস্থ ব্যক্তিকে এবং ধারনা সৃষ্টি করেছে যে, তারা ডাক্তার দক্ষ ।

যদি অসুস্থ ব্যক্তি মনে করেন, কোন ব্যক্তি দক্ষ ডাক্তার এবং এইভাবে তাকে চিকিত্সার অনুমতি দেয়,

অজ্ঞ ডাক্তারকে অসুস্থ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তার জন্য যা ক্ষতি হবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। উপরন্তু যখন এই ধরনের তথাকথিত ডাক্তার অসুস্থ জন্য একটি ঔষধ দেন অসুস্থ ব্যক্তি যিনি ঔষধ নেন তিনি মনে করেন ডাক্তার সাথেই ঔষধ দিয়েছেন। যদি এই ওষুধে কোনও ক্ষতি হয়, জ্ঞানের ক্ষতিপূরণ  দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন । হাদিসে তার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

**তৃতীয়:** একজন দক্ষ চিকিৎসককে কোনও ব্যক্তির চিকিৎসার অনুমতি দেওয়া হলেও ভুল করেছেন এবং একটি সুস্থ অঙ্গের ক্ষতি ঘটিয়েছে (মানে সে অঙ্গ নয় যার  চিকিৎসা করা হয়েছিল ), এই ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রয়োজন কারণ এটা ভুল করে আগ্রাসন । এই ব্যক্তি কি নিজের টাকা থেকে না মুসলিম কোষাগার থেক সেই ক্ষতিপূরণের টাকা দিবে? এই বিষয় নিয়ে দু ' টি মত রয়েছে । ডাক্তার মুসলিম না হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তাঁর নিজস্ব টাকা আর ডাক্তার যদি মুসলিম হয় মতভেদ রয়েছে যেমন আগে আমরা উল্লেখ করেছি ।

**চতুর্থ:** হল দক্ষ ডাক্তার যে ভুল করে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ওষুধ দেন যার ফলস্বরূপ মৃত্যু হয় । এ বিষয়ে দুটি মতামত আছে, তাদের একজন মুসলিম কোষাগার থেকে ক্ষতিপূরণের দিতে হবে অথচ অন্যমতে দিতে হবে ডাক্তারের সম্পদ থেকে ।এই মতের দু 'টোই ইমাম আহমদের(র) ।

**পঞ্চম:** একজন দক্ষ ডাক্তার যিনি  একজন উন্মাদ ব্যক্তির বা  শিশুর অঙ্গ  বিনা অনুমতিতে, অথবা তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া অপারেশন করে কেটে ফেলল ও অঙ্গের ক্ষতি হল । কিছু বিশেষজ্ঞ বলছেন, এ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ চিকিৎসককে দিতে হবে কারণ তাকে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে গার্ডিয়ান বা বাবা-মা ডাক্তারকে অপারেশন পরিচালনা করতে অনুমতি দেন তাহলে ডাক্তাকে তাঁর ভুলের খেসারত দিতে হবে না। । এটা সম্ভব যে ডাক্তার অনুমতির ছাড়া পরিচালনা করেন তাঁর জন্য হয়তো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না কারণ তিনি ভালো করার উদ্দেশ্যেই করেছিলেন এবং ক্ষতির জন্য দায়ী নয় ।

অধ্যায়টির  শুরুতে  হাদিসটি ঐ ধরনের চিকিৎসা পেশার অধিকারীদের ‘পেশাজীবী’ বলা হয়েছে যাঁরা  ব্যবস্থা-পত্রে ঔষধ  লিখে থাকেন নিরাময় হিসাবে, সুরমা প্রয়োগ, খাৎনা সম্পাদন , সিংগা লাগান ও কাটা, ভাঙ্গা হাড়ে স্পিলিন্টার লাগান, দাগ দেন ও ইঞ্জেকশন দেন ইত্যাদি । সম্প্রতি ডাক্তার শব্দটা সীমাবদ্ধ রাখার রেওয়াজ হয়ছে এই বিশষ পেশাযর জন্য নির্দিষ্ট করতে ।

**দক্ষ ডাক্তার নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করে থাকেন যে কোনও ধরনের রোগের চিকিৎসা করলে :**

১ । প্রথমে রোগের ধরন নির্ণয় করুন ।

২. রোগের পিছনে কারণ অনুসন্ধান করুন ।

৩. অসুস্থ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যদি তার শরীর রোগ ঠেকাতে সক্ষম বা তা দুর্বল হলে এই রোগ প্রতিরোধে । রোগী যথেষ্ট শক্তিশালী হলে রোগ প্রতিরোধ করুন, ডাক্তার যেন ওষুধ প্রয়োগ না করেন।

৪. রোগী ও তার মুড ও অবস্থা যাচাই করুন ।

৫. রোগীর অবস্থার পরিবর্তন পরীক্ষা করুন ।

৬. অসুস্থ ব্যক্তির বয়স পরীক্ষা করুন।

৭. তার অভ্যাস যাচাই করেকরুন তিনি যা করতে অভ্যস্ত।

৮. মৌসুমি প্রভাবের কথা মনে রাখবেন ।

৯. অসুস্থ ব্যক্তির আদি স্থান বিবেচনা করুন।

১০.রোগের সময়ে বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা বিবেচনা করুন যে সময় রোগটা ধরে ।

১১. সঠিক এবং উপযুক্ত ঔষধের অনুসন্ধান করুন ।

১২. ওষুধের কার্যকারিতা যাচাই করে সঠিক ডোজ দিন।

১৩. ডাক্তার কেবল অসুস্থতা জন্য চিকিৎসা নয়, যা বেশী গুরুতর তা প্রতিরোধেও আগ্রহী হবেন।
উদাহরণস্বরুপ, একটি নির্দিষ্ট রোগ নিরাময় হলে আরও মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়, তখন ডাক্তার বর্তমান অসুস্থতা চেষ্টা করবেন নরম করার । যেমন, যে শিরা কাটা দ্বারা চিকাৎসা করা হয়,তা অন্যান্য রোগ বৃদ্ধি হতে পারে ।

14. সহজ ঔষধ নির্ধারণ ও প্রদান করা। যেমন ধরুন, ডাক্তার ঔষধ বিধান করেন না, যদি না তিনি খাদ্যের তার বিকল্প অনুসন্ধান না অরেন। উপরন্তু, ডাক্তারের একাধিক বা জটিল ঔষধ বিধান দেওয়া উচিত নয় যতক্ষণ না তিনি তার সহজ ঔষধ অনুসন্ধান না করেন। এটি একটি নিদর্শন যা প্রমান করে ডাক্তার সত্যিই পেশাদার যে তিনি ঔষধের বিকল্প খাদ্য বাছাই করতে পারেন এবং তা সহজ বরং জটিল ঔষধের চেয়ে।

15. ডাক্তার পরীক্ষা করবেন অসুস্থতার চিকিৎসা সম্ভব কিনা। ডাক্তার যদি জানতে পারেন যে তিনি রোগের চিকিৎসা করতে পারবেন না তাহলে তাঁকে শক্তি ও খ্যাতি ব্যয় না করে দূরে থাকা উচিত এবং তাঁর লোভের শিকার হওয়া থেকে বিরত থাকুন যখন সে দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের ভান করতে থাকে ।
অসুখটা যদি নিরাময়যোগ্য হয়, তা হলে ডাক্তার পরীক্ষা করে যদি একেবারেই সেরে উঠাতে পারেন বা অন্তত তীব্রতা কম করতে পারবেন । যদি এই ডাক্তার বুঝতে পারেন যে তিনি রোগ নিরাময় করতে পারবেন না অথবা তার তীব্রতা হ্রাস করতে পারবেন না তবে তাঁর উচিত বৃদ্ধি যেন না পায় তার ব্যবস্থা নেওয়া। এক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত যেন শরীরের শক্তি বৃদ্ধি পায় কিন্তু রোগ বৃদ্ধি না পায়।

16. ডাক্তারের উচিত নয় সেপটিক পদার্থ স্থিতিশীল ও পরিনত হওয়ার আগে নিষ্কাশণ না করা।

17. ডাক্তার জ্ঞানী হওয়া উচিত হৃদয় ও আত্মা এবং এই ধরনের রোগের চিকিৎসার পদ্ধতিতে । এইটা, অবশ্যই ঔষধ বিজ্ঞানের একটি বড় দিক কারণ হৃদয়ের অনুভূতি ও অনুভূতির প্রভাব
শরীরেও ক্রিয়াশীল ও স্পষ্ট । এ কারণেই আমরা বলি যদি কোনও চিকিৎসক দক্ষ অন্তরের চিকিৎসাতে তিনি হবেন যোগ্য ডাক্তার । অন্যদিকে যে চিকিৎসকের হৃদয়ের মঙ্গল সম্পর্কে জ্ঞান নেই, শরীরের মঙ্গল বিষয়ে জ্ঞানী হলেও তিনি থাকবেন ডাক্তারের অর্ধেক । তিনি ডাক্তার নন যারা পরীক্ষা করে না অসুস্থ ব্যক্তির হৃদয়ের অবস্থা ও তাকে উৎসাহিত করে না সৎ কাজ সম্পাদন, ন্যায়পরায়ণতা যেমন দান ও আল্লাহর নৈকট্য ও পরকালের কল্যাণ অর্জন করা মাধ্যমে তার আত্মা এবং শরীরকে শক্তিশালী করতে । বরং তিনি নকল ডাক্তার ।
আসলে, সেরা আরোগ্য সৎকর্ম সম্পাদন, যাকাত প্রদান, আল্লাহকে স্মরণ , তাঁর কাছে প্রার্থনা করে তাঁর সাহায্য কামনা করা ও তাঁর কাছে তওবা করা ।এ ধরনের শুভ কাজ সত্যিই গভীর প্রভাব ফেলে অসুস্থতা নিরাময়ে, স্বাভাবিক ঔষধ চেয়ে বেশি, যদি অসুস্থ ব্যক্তির এই ধরনের খোদায়ী প্রতিকার বিশ্বাস করে।

১৮. অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি কোমল ও সহনশীল হওয়া , যেমন কেউ সহজ এবং নরম হয় একটি শিশুর প্রতি ।

19. ডাক্তার বিভিন্ন ধরনের ঔষধি এবং আধ্যাত্মিক নিরাময় ব্যবহার করা উচিত আরোগ্যের জন্য, তাঁর অনুমান কল্পনার পাশাপাশি ।

20. ডাক্তারের চিকিৎসা ছয়টি নিতীর ভিত্তিতে হওয়া উচিত। যা তার পেশার ভিত্তিমূল হওয়া উচিত : প্রথমতঃ রুগীর স্বাথ্য সংরক্ষণ করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ তাঁর স্বাস্থ্য পূণরুদ্ধার করা উচিত। তৃতীয়তঃতাঁ রোগের নিরাময় করা উচিত। চতুর্থতঃ কমপক্ষে রোগের মাত্রা কমানো উচিত। পঞ্চমতঃ ডাক্তারের ছোট ক্ষতির চেয়ে বড় ক্ষতি রোধ করা উচিত। ষষ্ঠতঃ তাঁর লক্ষ্য হওয়া উচিত কম ভাল থেকে বেশী ভাল লাভের দিকে। চিকিৎসা বিজ্ঞান এই ছয়ি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যে ডাক্তার এগুলি অবজ্ঞা করে তিনি ডাক্তার নন। আল্লাহ ভাল জানেন ।

# মূল বইয়ের ১৫৬ পাতার পর (১৩/৭/২ পাঠান ই- মেইলের পর)

## ১৫৬-১৯৩পৃ পর্যন্ত

জে

অসুস্থ ব্যক্তি চারটি ধাপ অতিক্রম করে:

১ . শুরু।

২. তীব্র পর্যায়।

৩. রোগ দুর্বল হয়ে আসা । যাতে

৪. অসুস্থতার সমাপ্তি।

যেহেতু অসুস্থ ব্যক্তি চারটি পর্যায় অতিক্রম করে ডাক্তারকে এই পর্যায়গুলির প্রতিটি যত্ন সহকারে পরীক্ষা করতে হবে এবং তাদের যথাযথ চিকিৎসা করতে হবে । উদাহরণস্বরূপ, যদি ডাক্তার মনে করেন শরীর ক্ষতিকর পদার্থ অপসারণ এবং নিষ্কাশন করা প্রয়োজন , যদি তা পরিণত হয় , তার এটা করা উচিত। যদি অসুখের শুরুতে ইহা সম্ভব না হয় , বিশেষ করে যদি রোগ ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পায় অথবা যদি শরীর দুর্বল, আবহাওয়া ঠাণ্ডা, অথবা ভুল করে , ডাক্তার এই মধ্যে নিষ্কাশনের আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়।

যদি ডাক্তার এই সতর্কবাণী উপেক্ষা করেন, শরীর ঔষধের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং রোগ প্রতিরোধের উপর মণোযোগ থাকবে না। এটা সৈনিকের অনুরূপ যাকে কিছু করতে দেওয়া হয় যখন সে তার স্থান রক্ষা করতে ব্যস্ত। বরং, ডাক্তারের উদ্বেগ ঘনীভূত হওয়া উচিত শরীরের শক্তি যতটা সম্ভব সংরক্ষণ এই পর্যায়ে।

যখন রোগ অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যায়, তারপর ডাক্তার নিষ্কাশন এবং রোগের কারণের চিকিৎসা করা উচিত। এটা বরং অধিক ভাল যখন রোগ কমতে শুরু করেছে এবং শেষ হতে শুরু করেছে। এইটি অনুরূপ শত্রুর যার শক্তি চলে যেতে শুরু করেছে এবং তার গোলাবারুদ প্রায় শেষ, তাই এই ক্ষেত্রে তাকে ধরা সহজ হয়ে যায়। এটা সত্য যে শক্তি শত্রু তার শুরুতে সর্বাধিক শক্তি দিয়ে আগ্রাসন শুরু করে। এটা ওষুধের ক্ষেত্রেও সঠিক অসুস্থ শরীর সম্পর্কে।

দক্ষ ডাক্তার সবচেয়ে সহজ চিকিৎসা ব্যবহার করেন প্রথমে, তারপর আরো কঠিন বা শক্তিশালী ওষুধ। অতএব, ডাক্তার কম শক্তিশালী থেকে আরো শক্তিশালী ব্যবস্থা নেন, যদি না তিনি ভয় পান যে শরীরের শক্তি ক্ষয় করা হবে, যদি তিনি প্রথমে সবচেয়ে শক্তিশালী ওষুধ ব্যবহার না করেন।

উপরন্তু, দক্ষ ডাক্তার ওষুধ এমনভাবে ব্যবহার করেন না শরীর ঔষধে অভ্যস্ত হতে পারে এবং এইভাবে এটি তার কার্যকারিতা হারায়।

আমরা এছাড়াও উল্লেখ করেছি যে ডাক্তারের ঔষধ ব্যবহারের আগে প্রথমে খাবারের ব্যবস্থাপত্র বিবেচনা করা উচিত। যদি ডাক্তার রোগের প্রকৃতি সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়, ওষুধ দেওয়া উচিত নয় রোগ নির্ণয় করার আগে। কোন ক্ষতি নেই যদি ডাক্তার এমন কোন ওষুধ দেন যা

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ঘটায় না বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া করে না।

যখন বিভিন্ন রোগ শরীরে আক্রমণ করে, ডাক্তারকে ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হয় তবে তিনটি শর্ত পূরণ করে করা হয়:

সেই রোগ চিকিৎসা করা য অন্য রোগের নিরাময়ে পথ দেখাবে, যেমন যখন একটি ফোলা এবং একটি ক্ষত বা আলচার হয়, তিনি ফোলার চিকিৎসা শুরু করেন।

দ্বিতীয় শর্ত, ডাক্তার চিকিৎসা শুরু করনে যে রোগ অন্যটি কারন তার। উদাহরণস্বরূপ, যদি রক্তনালী বন্ধের চিকিৎসা, সেপটিক জ্বরের সাথে, তিনি শুরু করেন রক্তনালীর চিকিৎসা প্রথমে।

তৃতীয়ত, যখন দুটি রোগের একটি অন্যান্য রোগের চেয়ে গুরুতর, তখন ডাক্তারের শুরু করা উচিত

তীব্র অসুখের নিয়ে। তবে ডাক্তারের অন্য রোগের অগ্রগতি পরীক্ষা করা উচিত।

উপরন্তু, যখন একটি রোগ এবং একটি অসুখের লক্ষণ উভয় শরীর আক্রমণ করে একসাথে, ডাক্তারের শুরু করা উচিত রোগটি নিয়ে, যদি না উপসর্গ জটিল বা তীব্র না হয়। যেমন বেদনাদায়ক কোষ্ঠকাঠিন্যের ক্ষেত্রে। ডাক্তার প্রথমে ব্যথার চিকিৎসা করেন তার পর এম্বোলিজমের (রক্তনালীর বন্ধ হওয়া) চিকিৎসা করা উচিত। যদি ডাক্তার নিষ্কাশন (সেপটিক) প্রতিস্থাপন করতে পারেপারেন ক্ষুধা, রোজা, ঘুম দ্বারা তবে তার তা করা উচিত।

# সংক্রামক রোগ ও রোগী পৃথকীকরণ সম্পর্কে নবীর(স) নির্দেশিকা

মুসলিম (র) বর্ণনা করেছেন যে জাবির বিন আবদুল্লাহ(রা) বলেন:

انه كان في وفْد ثقيف رجلٌ مجذومٌ، فأرسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم : ارجعْ فقد بايَنَاك. (مسلم:2231)

"তাকিফদের প্রতিনিধিদলে কুষ্ঠ রোগী ছিল। নবী (স) তাঁকে বললেন, "ফিরে যাও, আমরা তোমার আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি।" [ইবনে মাজাহ, আহমদ, ইবনে খুজাইমাহ ও ইবনে জারির]।

আল -বোখারি(র) বর্ণনা করেছেন যে নবী যদি বলেন:

لا تُديموا النّظر الى المجذومين. (ابن ماجه وححهه الألباني :3543)

"কুষ্ঠ আক্রান্ত ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি স্থায়ী কর না। [আহমাদ আত-তাবরানী, আত-তায়ালিসী ও আল কায়হাকি]।

উপরন্তু, সহীহাইনে বর্ণনা করা হয়েছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لا يُوردنَّ مُمرضٌ على مصِحٍّ. (البخاري : 5771)

"একজন সুস্থ মানুষকে অসুস্থত ব্যক্তির কাছাকাছি আনা উচিত নয়। [আবু দাউদ, আহমদ, ইবনে মাজাহ, আহমদ ও আল-বায়হাকি]

কুষ্ঠ একটি বিশেষভাবে ক্ষতিকর রোগ যা কালো পিত্ত সম্পূর্ণ শরীরে জমা কারণে ঘটে ,ফলে অঙ্গ সমূহের অবস্থা বা মেজাজ এবং আকৃতি পরিবর্তন হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে, কুষ্ঠ এমন হতে পারে ক্ষয় আক্রান্ত করে হাত পায়ে যা বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে এবং পড়ে যায়। কুষ্ঠ রোগকে সিংহের রোগ বলা হয়, তিনটি কারণে। প্রথমত, এই রোগ সাধারণত সিংহ (অথবা বন্য পশুকে) আক্রমণ করে। দ্বিতীয়ত, কারণ এই রোগরোগে সিংহের মুখের মত ভুরু কুঁচকে যায়। তৃতীয়, কুষ্ঠ সংক্রামক এবং তা তার শিকারকে গিলে ফেলবে যেমন সিংহ তার শিকার কে খেয়ে ফেলে।

কুষ্ঠ একটি সংক্রামক রোগ এবং যারা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির কাছাকাছি আসে দুর্গন্ধে বিরক্ত হবে, ঠিক যক্ষ্মা রুগীর রুগীর মত।

নবী(স) দয়া ও করুণায় পরিপূর্ণ ছিলেন তার জাতির জন্য, আদেশ দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের উন্মোচন না করে তাদেরকে যা তাদের শরীর ও হৃদয়ের ক্ষতি করতে পারে। কোন সন্দেহ নেই যে কিছু শরীর রোগ প্রবণ এবং সহজেই পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং যেমন আমরা বলেছি, কুষ্ঠ একটি সংক্রামক রোগ। কোন কোন সময়, কারো রোগের ভয় সাহায্য করতে পারে রোগ শরীরকে আক্রমণ করতে, কারণ ভয় অঙ্গ সমূহকে প্রস্তুত করে রোগ আক্রান্ত হবার। কখনও কখনও, যখন কেউ রুগীর দুর্গন্ধ পায় তাতে কেউ সেই রোগে আক্রান্ত হয়, যদি তাদের শরীরের রোগ প্রবনতা থাকে।

কেউ কেউ এ অধ্যায়ে আমরা যে হাদিসসমূহ উল্লেখ করেছি, তা অন্য হাদিস দ্বারা প্রত্যাখ্যাত বলে বর্ণনা করেন। তারা নবী (স) উদাহরন পেশ করে যে তিনি(স) বলেন: "কোন সংক্রমণ বা অশুভ শক্তি নেই।" [আল -বোখারি, মোসলেম ও আবু দাউদ] ।

আমাদের বলি যে হাদিস সমূহে কোন অসঙ্গতি নেই। যখন সহিহ হাদিস সমূহে বৈপরীত্যের আবির্ভাব হয়, তখন হাদিসগুলির কোন একটি হাদিস সহিহ নয়, কখনও কখনও বর্ণনাকারী হাদিস হয়তো ভুল করে থাকবেন, যদিও তারা সত্যবাদী। অথবা, আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী হাদিস হয়তো অন্যকে বাতিল করে। অধিকন্তু, দুটি প্রামাণিক হাদিস নাই যা সরাসরি অর্থ দেয়, যা সব দিক পরস্পরের বিরোধিতা করে। আল্লাহ মাফ করেছেন যে , তার সত্যবাদী রসূল কখনও স্ববিরোধি হয়েছেন। অতএব, নবী (স যা বলেছেন তা চূড়ান্ত সত্য, কোন সন্দেহ নেই। সমস্যা এবং ত্রুটি কখনও যা দেখা দেয় তা হাদিসের বর্ণনাকারী থেকে উদ্ভূত - হাদিসের প্রকৃত অর্থ অনুধাবনের বা মর্মগ্রহনের পার্থক্যের কারনে অথবা সহিহ ও জাল হাদিসের পার্থক্য স্পষ্ট না হওয়ার কারনে।

ইবনে কুতাইবা (র) তাঁর বই 'ইখতিলাফ আল-হাদিস' হাদিসের শত্রুদের কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'তারা বলে এ হাদিসগুলি একে অপরের বিরোধিতা করে। তোমরা বর্ণনা কর যে নবী ( সাঃ ) বলেছেন, 'কোন ছোঁয়াচে নেই, মন্দ লক্ষণও নেই।' আবার নবী (স) কে দিয়ে বলা হয়েছে, ভেজা খোস-পাঁচড়া(পশুর) উটের ঠোঁট আক্রমণ করে এবং তারপর উট কুষ্ঠ আক্রান্ত হয়। এবং তিনি (স) বলেন যে: ' প্রথম উঠকে কে দিল সে অসুখ?' এবং তোমরা আরও বর্ণনা কর, 'কোন সুস্থ ব্যক্তিকে একজন অসুস্থ ব্যক্তির কাছাকাছি আনা উচিত নয়, এবং তাকে এড়িয়ে চলা উচিত যার কুষ্ঠ হয়েছে যেমন সিংহকে এড়িয়ে চলা হয়। তোমরা আরও বর্ণনা কর যে কুষ্ঠ রোগ হয়েছে এমন একজন লোক এসেছিল ইসলামের প্রতি নবীর আনুগত্য ব্যক্ত করতে তাঁর (স) কাছে এবং তিনি বলেন তার সাথে দেখা করেই অঙ্গীকার গ্রহন করেন এবং , তাকে ফিরে যাবার আদেশ করেন। তিনি(স) আরও বলেন, "অশুভ শক্তি রয়েছে তিনটি বিষয়ে: ' নারী, পশু এবং বাড়ি।" এবং এই সকল বিবৃতি একে অপরের বিপরীত।

এরপর আবু মুহাম্মদ ইবনে কুতাইবা (স) তারপর মন্তব্য করেন, "আমরা বলি যে এতে কোন অসঙ্গতি নেই, কারণ প্রতিটি বিবৃতির নিজস্ব অর্থ এবং সময়সীমা আছে। যখন হাদিসগুলি এর যথাযথ প্রসঙ্গে দেখা হয়,

তাদর আপাতঃ বৈপরিত্যের উপস্থিতি থাকবে না। দুই ধরনের ছোঁয়াচে রোগ আছে : এক ধরনের একটি হল কুষ্ঠ রোগের মত। উদাহরণস্বরুপ, কুষ্ঠরোগীর দুর্গন্ধ পায়, যারা কথা বলে তার সাথে এবং কাছাকাছি দীর্ঘ সময় ধরে বসে। তারা একই রোগের শিকার হতে পারে।

এ ঘটনা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির স্ত্রীর ক্ষেত্রেও হয় যে তার স্বামীর সাথে একই ছাদের নিচে থাকে এবং এইভাবে রোগ আক্রান্ত হয়ে পড়ে। উপরন্ত, ঐ ব্যক্তির সন্তান সন্ততিও কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনজীবনে ।

তাদের ক্ষেত্রেও এটা হয় যারা যক্ষা, ক্ষয়গ্রস্থ অস্থির জ্বর এবং খোঁস-পাচড়ায় আক্রান্ত। ডাক্তাররা যারা যক্ষা, কুষ্ঠ রোগে ভুগছেন তাদের এড়িয়ে চলতে আদেশ করেন ,তা এ কারণে নয় তারা ভয় পান এরোগ সংক্রমণের কিন্তু কারণ খারাপ গন্ধ যে নির্গত হয় এই ধরনের ব্যক্তিদের থেকে যা সুস্থ ব্যক্তিদের প্রভাবিত করতে পারে যখন এটা অনেক সময় ধরে সংস্পর্শে আসে। ডাক্তাররা সবচেয়ে দূরবর্তী অশুভ বা ভাল লক্ষণে বিশ্বাসী মানুষদের মধ্যে ।

একরকম যুক্তি নুকবাহ ক্ষেত্রেও সত্য, যা একটি ভেজা ধরণের কুষ্ঠ বা খোঁস-পাচড়ায় ছিল যা উটকে আক্রমণ করে। যখন আক্রান্ত উঠ অন্যান্য সুস্থ উঠের সঙ্গে মেলা মিশা করে বা আসে। উঠের ক্ষতের রস বা শ্লেষ্মা দ্বারা রোগ স্থানান্তর হয়। এটা হল অর্থ নবী (স) যখন বলেন: 'কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ ব্যক্তির কাছাকাছি আনা উচিত নয়।' তিনি অপছন্দ করেছেন যে অসুস্থ মানুষদের কাছে সুস্থ মানুষ আসুক, যাতে সুস্থব্যক্তি কোন রোগের সংস্পর্শে না আসে, অসুস্থের শরীরের রস বা কোন জিনিষের মাধ্যমে যা তারা উৎপাদন করে।

দ্বিতীয় ধরনের সংক্রমণ হল প্লেগ মহামারী। উদাহরণতঃ, তা একটি দেশে বা অঞ্চলে আবির্ভূত হয় এবং মানুষ রোগ আক্রান্তের ভয়ে সেই স্থান থেকে পালিয়ে যায়। নবী (সাঃ) বলেন, 'যদি তা (মহামারী) এমন কোন দেশে দেখা দেয় , যেখানে তোমরা বাস করছ, সেই জায়গা ছেড়ে চলে যেও না। যদি এটি একটি দেশে দেখা দেয় বাহির থেকে তাতে প্রবেশও করো না।' নবী (সাঃ) জনগণকে আদেশ দিয়েছেন মহামারী আক্রান্ত দেশ ছেড়ে চলে না যাওয়ার, যেন তারা ভাবে যে পালিয়ে গেলে তারা এড়িয়ে যাবে আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তি। উপরন্ত, নবী এ জনগণকে নির্দেশ দিয়েছেন , তারা যাতে এমন কোন দেশে প্রবেশ না করে যেখানে মহামারী দেখা দিয়েছে যেন সুস্থরা দেশে থাকার জন্য তারা সুস্থ থাকে ও তা তাদের হৃদয়ে শান্তি এবং তাদের জীবন-জীবিকায় প্রশান্তির আনে।

<u>এই ধরনের সংক্রমণের মধ্যে পড়ে যখন স্বামী আক্রান্ত হয় আর তা তার স্ত্রী বা বসবাসের বাড়ির উপর 'অশুভ লক্ষণ' বলে আরোপ করে। এই ধরণের অবস্থায় নবী(স) বলেছিলেন, " সংক্রমণ বলে কিছু নেই...। "</u>

কেউ কেউ বলেছে নবী(স) অনুমোদন করেছেন যে শুধু কুষ্ঠ রোগীদের এড়িয়ে চলা উচিত তবে এটা অনুমতি আছে যে তাদের সঙ্গে খাওয়ার , যেমন নবী(স) নিজে করেছেন।

কেউ কেউ বলেন যে এই হাদিস বিভিন্ন ধরনের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট আদেশ ধারণ করে।

উদাহরণস্বরুপ, কিছু মানুষ একটি দৃঢ় বিশ্বাস আছে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করা যে , তাদের ঈমানের শক্তি তাদের সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করে, যেমন শরীরে যে প্রাকৃতিক ক্ষমতা বিদ্যমান কখনও কখনও তা ক্ষতি প্রতিরোধ করে। অন্যদিকে কিছু মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস নাই। তাই নবী (স) তাদের আদেশ দিলেন সাবধান থাকার। নবী (স) নিজে তা বাস্তবায়ন করেছেন উভয় ক্ষেত্রে, যাতে শক্তিশালীরা তার অনুকরণ করে,

আল্লাহর উপর তাদের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। অন্যদিকে দুর্বলরা নবী (স) কে অনুকরণ করবে ( যখন তিনি কুষ্ঠ রুগীকে এড়িয়ে ছিলেন )। উভয় উপায় সঠিক, কিন্তু একটি বিশ্বাসে শক্তিশালীদের জন্য উপযুক্ত , অপরটি বিশ্বাসে দুর্বলদের জন্য উপযুক্ত।

ফলশ্রুতিতে, মুমিনদের উভয় দলই হবে তাদের নিজস্ব পদ্ধতি থাকবে যা তাদের নিজেদের জন্য উপযুক্ত তাদের অবস্থায়।

আরেকটি উদাহরণ হিসেবে, নবী(স) আগুন দিয়ে দাগ দেওয়া ব্যবহার করেছেন ঔষধের উদ্দেশ্যে। তবুও, তিনি প্রশংসা করেছেন যে ব্যক্তি কাউটারাইজেশন ব্যবহার থেকে বিরত থাকে এবং উল্লেখ করেছেন উল্লিখিত মন্দ কাজ থেকে আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে কুলক্ষণ থেকে বেঁচে থাকার মত ভাল কাজ। অনেক উদাহরণ আছে এই বিষয়ে। অন্যান্য নবীর (স) (উপদেশ দানের) পদ্ধতি হল সবসময় খুব ভদ্রোচিত, এবং যারা এটা উপলব্ধি করে সঠিক পদ্ধতিতে তারা প্রামাণিক সুন্নাহতে বিপরীত্যমূলক অনেক সন্দেহ থেকে মুক্তি পাবে।

কেউ কেউ বলেছেন যে জনগণকে কুষ্ঠ রোগী থেক পালিয়ে যাওয়ার আদেশ দীর্ঘক্ষণ রুগীর কাছাকাছি অবস্থান করা ও রোগের গন্ধ নেওয়া থেকে বিরত থেকে রোগ প্রতিরোধ করে। এই ধরনের লোকদের সাথে ভাল উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত অবস্থানে কোন ক্ষতি নাই। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে রোগাক্রান্তের সম্ভবনা থাকবে না।

নবী (স) অসুস্থ ব্যক্তিদের দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান করতে নিষিদ্ধ করেছেন স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য এবং সংক্ষিপ্ত যোগাযোগে ক্ষতি করবে না । অতএব, এখানে অসঙ্গতি কোথায়?

আরেকদল লোক বলেছে এটা যুক্তিসঙ্গত যে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত যে ব্যক্তির সাথে নবী(স) বসে ছিলেন এবং খেয়েছিলেন সে মৃদু কুষ্ঠরোগে ভুগছিল। বিভিন্ন ধরনের কুষ্ঠ আছে যার ভয়াবহ এবং সংক্রমণের মাত্রা বিভিন্ন। এই অবস্থায় কোন ক্ষেত্রে, কিছু মানুষ সঙ্গে মিলিত হয়েও রোগ এড়ান সম্ভব, যারা মৃদু কুষ্ঠ থেকে ভূগছেন ও যা অগ্রসর হয়নি। যখন অসুস্থতা অক্ষম অসুস্থ ব্যক্তির শরীরে অগ্রগতি দেখাতে, এটা অন্য ব্যক্তির শরীরে কম সক্ষম হবে আক্রমণ করতে।

আর এক দল লোক বলেছে যে, লোকেরা ইসলাম বিশ্বাস করার আগে রোগ নিজেরাই সংক্রামক বলে মনে করত , এই বিষয়টিতে আল্লাহতা'য়ালার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শক্তির ও ইচ্ছার দিক উল্লেখ না করে এবং নবী (স) শুরুতে তাদের বিশ্বাস অস্বীকার করেন এবং কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে খান যাতে প্রমান হয় যে , আল্লাহই রোগ সৃষ্টি করেন, আর আল্লাহই তার আরোগ্য দেন ।

নবী(স) মুসলমানদের রুগীদের সাথে মিলিত হতে নিষেধ করেছেন এ শিক্ষা দিতে যে আল্লাহ রোগ ও অসুস্থতা আল্লাহর সৃষ্টি, মানুষের উপর একটি নির্দিষ্ট প্রভাব ফেলে । নিষেধাজ্ঞা এই প্রভাব সমর্থন করে যখন তার কর্ম আমাদের শেখায় যে এসমস্ত প্রভাব সমস্তই আল্লাহর নিয়ন্ত্রনাধীন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন এ প্রভাবগুলি ক্ষতি করতে পারবে, যা তিনি ইচ্ছা করেন ও সিদ্ধান্ত নেন।

পরিশেষে, কেউ কেউ বলেন যে এই হাদিসগুলি অন্য হাদিস দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে । আর যদি আমরা অতিরিক্ত হাদিস পেশ করতে অক্ষম যা পূর্ববর্তী হাদিস বাতিল করে , আমাদের এই বিষয়ে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

# আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন তা ঔষধের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সম্পর্কে নবী(স) এর নির্দেশিকা

আবু দাউদ(র) বর্ণনা করেছেন যে আবু আদ-দারদা(রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إنّ الله أنزل الداءَ، وجعل لكلِّ داءٍ دواءً فتداووْا لا تتَدوَوْا بالمُحرّم (ابو دواد :3874)

"আল্লাহ রোগ ও নিরাময় নাযিল করেছেন এবং প্রতিটি রোগের জন্য একটি নিরাময় সৃষ্টি করেছেন। চিকিৎসা খোঁজো, কিন্তু ঔষধের উদ্দেশ্যে যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা ব্যবহার কর না।[আত-তাবারানী]

আল -বোখারি এছাড়াও বর্ণনা করেছেন যে ইবনে মাসউদ(রা) বলেন:

إنّ الله لم يجعلْ شِفاءَكم فيما حرّم عليكم (ال بخاري :5614)

"নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ তোমাদের নিরাময় রাখেন নি তাতে, যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে"।

এছাড়াও সুনানে [আবু দাউদ ও আত-তিরমিজি] বর্ণনা করা হয়েছে যে আবু হুরায়রা(রা) বলেন:

"আল্লাহর রাসূল (স) ব্যবহার করতে নিষিদ্ধ করেছেন ঔষধের উদ্দেশ্যে অশুদ্ধ (নিষিদ্ধ) পদার্থ।“

উপরন্তু, ইমাম মুসলিম(রা) বর্ণনা করেন যে তারিক ইবনে সুওয়াইদ আল-জু'ফি বলেন যে তিনি নবী(স) কে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং যে তিনি এটা নিষিদ্ধ করেছেন বা ঘৃণা করেছেন, যে

তিনি এটা তৈরি করেন। তিনি বললেন, আমি শুধু ওষুধের জন্য এটা তৈরি করি। নবী বি বলেন: "এটা কোন চিকিৎসা নয়। বরং এটা একটা রোগ।“

সুনানের আরও বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী(স) ঔষধের উদ্দেশ্য আল-খামর [অ্যালকোহল] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। নবী (স) বলেন:

انّ ذلك ليس بشِفاءٍ، ولكنّ داءٌ (ابن ماذه :3500)

"অবশ্যই এটা কোন নিরাময় নয়, বরং এটা একটা রোগ।"[আবু দাউদ ও আত-তিরমিজি]

উপরন্তু, মুসলিম বর্ণনা করেন যে তারিক বিন সুওয়াদ আই-হাধারামী বলেন, "আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল(স)!. আমাদের দেশে কিছু আঙ্গুর আছে যা আমরা পেষণ করি (মদের জন্য) এবং আমরা তা থেকে পান করি। তিনি বললেন, "তা কোরো না।" তাই আমি তার কাছে ফিরে গিয়ে বললাম ও বললাম, আমরা এটা ওষুধের জন্য ব্যবহার করি।“ তিনি বলেন:

انّ ليس بدواءٍ، و ولكنه داءٌ (مسلم :1984)

"এটা কোন চিকিৎসা নয়। বরং এটা একটা রোগ।“ [আবু দাউদ এবং আত-তিরমিজি]।

আন-নাসাঈ (র) বর্ণনা করেছেন যে একজন ডাক্তার ব্যাঙ দিয়ে ঔষধ তৈরীর কথা বললেন এবং নবী (স) তা নিষিদ্ধ করলেন।“ [আবু দাউদ, আহমদ]

আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা ব্যবহার করা হচ্ছে ধর্ম ও সুস্থ মণ অনুযায়ী একটি অশুভ কাজ। ধর্মীয় দিকে আমরা এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করেছি।

মনের ব্যাপারে, আল্লাহ যা কিছু নিষিদ্ধ করেছেন তা অশুচি বলে নিষিদ্ধ করেছেন। উপরন্তু, আল্লাহ কখনও মুসলমানদের জন্য একটি ভাল, উপকারী কিছু অস্বীকার করেননি , যেমনটা আল্লাহ তা'য়ালা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বনী-ইসরাঈলগণের বিষয়ে :

فَبِظُلْمٍ من الذينَ هادوا حرّمنا عليهم طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لهُم

"ইহুদীদের ভ্রান্ত কাজের জন্য আমরা তাদের জন্য হারাম করেছি কিছু খাবার যা তাদের জন্য হালাল ছিল।”

আল্লাহ কিছু বিষয় ও পদার্থ নিষিদ্ধ করেছেন যেহেতু তারা অনিষ্ট বহন করে এবং তাঁর বান্দাদের রক্ষা করেন তা থেকে। এটা উপযুক্ত নয় যে তাঁর বান্দা চাইবে এই ক্ষতিকর পদার্থগুলি ঔষধের জন্য ব্যবহার করতে। এমনকি যদি এই ধরনের পদার্থ রোগের উপর প্রভাবও ফেলে। তারা হৃদয়ে আরো গুরুতর অসুস্থতা নিয়ে আসে কারণ তারা অশুচি ও অপরিচ্ছন্ন। এই ক্ষেত্রে, অসুস্থ ব্যক্তি, ঔষধের জন্য আল্লাহ যা নিজেই ষেধ করেছেন তা ব্যবহার করে হয়ত শারীরিক অসুস্থতা অপসারণ করতে সক্ষম হতে পারে কিন্তু তা হৃদয়ে আরও গুরুতর রোগের সৃষ্টি করবে।

উপরন্তু, মুসলমানদের উচিৎ এড়ানো যা আল্লাহ তা'আলা তাদের নিষেধ করেছেন, আর যখন ঔষধ হিসাবে ব্যবহার কারা নিষিদ্ধ বস্তু তা এড়ানো হয় না, যেমন ধর্ম দাবী করে। ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা যা অর্জন করতে চায় এটা তার বিপরীত।

উপরন্তু, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা একটি রোগ যেমন রাসূল(স) নিজ মুখে বর্ণনা করা করেছেন।

অতএব, মুসলমানদের এটি একটি ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয় না

উপরন্তু, নিষিদ্ধ পদার্থ হৃদয় এবং আত্মাকে প্রভাবিত করে এবং তা অপবিত্র করে, যেহেতু বিভিন্ন পদার্থগুলি শরীর মিশে শরীরকে প্রভাবিত করে। যখন একটি পদার্থ শরীরে অশুভ ফলাফল ঘটায়, শরীর এই অশুভ মেজাজ অর্জন করবে। কি অবস্থা হয় যদি পদার্থটি অশুদ্ধ ও অশুভ হয়? এক্ষেত্রে যখন পদার্থ অশুদ্ধ হয়, শরীরও হয়ে ওঠে অশুদ্ধ। এই জন্যই আল্লাহ তা' আলা অশুদ্ধ খাবার, পানীয় ও কাপড় হারাম করেছেন যে এ সমস্ত পদার্থের হৃদয় ও মনের উপর প্রভাব রয়েছে ।

উপরন্তু, ঔষধের উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ পদার্থ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া পরবর্তীতে এই পদার্থ আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা সন্তুষ্ট করতে গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করবে , বিশেষ করে যখন হৃদয় এই ধরনের পদার্থ পছন্দ

করে। এটা বিশেষ করে যখন হৃদয় মনে করে যে এই ধরনের পদার্থ শরীরের অসুখ নিরাময় করবে , এইভাবে তা আরো কাম্য এবং পছন্দনীয় করে তোলে। অন্যদিকে, ধর্ম নিষিদ্ধ

পদার্থের দরজা বন্ধ করেছ বা এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। এখানে দ্বন্দ্বের উপস্থিতি বিদ্যমান,যখন ধর্ম এক দিকে বন্ধ করে দেয় নিষিদ্ধ পদার্থের ব্যবহার আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহারের জন্য দরজা খুলে দেয়।

উপরন্তু, নিষিদ্ধ পদার্থ যা মানুষ ঔষধে ব্যবহার করবে তা বেশি ধরনের ক্ষতি করতে পারে তার চেয়েও যে ক্ষতি তা দূর করবে। উদাহরণস্বরূপ, সব অশুভ পদার্থের মা, মদ বা অ্যালকোহল, যা আল্লাহ তা'আলা তৈরি করেননি নিরাময় বা প্রতিকারের জন্য , ডাক্তার এবং ফিকহের আলেমগণের মতে ( ইসলামিক আইনবিদ) শরীর নিয়ন্ত্রণ কারী মস্তিষ্কের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

হিপোক্রেটিস, উদাহরন স্বরূপ,গুরুতর অসূখ বর্ণনা করতে বলেছেন, এলকোহলের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া আছে মস্তিষ্কের উপর। কারণ এটা মস্তিষ্কে দ্রুত পৌঁছায় অন্য কিছু ক্ষতিকর পদার্থের সঙ্গে যা শরীরে থাকে, এইভাবে মস্তিষ্কের ক্ষতি করে। আল-কামিলের লেখকও বলেন, "মদ্যপান [অ্যালকোহল] মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুযন্ত্রে ক্ষতি ডেকে আনে।

আরও দুই ধরনের অননুমোদিত ওষুধ আছে, যা হৃদপিণ্ড পছন্দ করে না, যেমন সাপের মাংস আর বিষ। এই ধরনের পদার্থ হৃদয় এবং পেটের জন্য ভারী হয় [বিপজ্জনক হতে পারে] এবং এইভাবে একটি রোগ, এটা কোন নিরাময় নয়। এছাড়াও আরও কিছু ওষুধ আছে যা নিজেরা অপছন্দ করে না, যেমন কিছু পানীয় যা গর্ভবতী মহিলারা গ্রহণ করে। এই পদার্থগুলি উপকারের চেয়ে বেশি ক্ষতি বহন করে,

এবং ফলস্বরূপ, মন এবং ধর্ম উভয় তা অপছন্দ করে।

নিষিদ্ধ পদার্থকে ঔষধ হিসেবে অগ্রাহ্য করার পিছনে আরেকটি প্রজ্ঞা আছে। ঔষধ কাজ করার বিশ্বাস তা কার্যকর হওয়ার ঐকটি শর্ত এবং তাতে আল্লাহর অনুগ্রহে আরোগ্য লাভ করবে। নিশ্চয় যা কিছু উপকারী তা হচ্ছে বরকতময়, এবং এটা যত বেশি সুবিধা বহন করবে, ততই রহমত বয়ে আনে ।

উপরন্তু, জনগণ যা বেশী উপকার করে তা বেশী বরকতময় বলে মনে করে। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন, তা বরকতময় নয়। ফলশ্রুতিতে, সে সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকবে না

অননুমোদিত পদার্থ সম্পর্কে এবং তার শরীর তা গ্রহণ করবে না। বরং, বান্দার বিশ্বাস যত শক্তিশালী হবে, ততই সে ঘৃণা করবে অননুমোদিত পদার্থ এবং বিশ্বাস করে যে এটি অশুদ্ধ। এই ক্ষেত্রে, যদি বান্দা এমন একটি পদার্থ নেয় তাহলে তা হবে অবশ্যই একটি রোগ তার জন্য নিরাময় নয়, যদি না সে বিশ্বাস করে যে এটা বিশুদ্ধ এবং তাহলে তাহার প্রতি তাঁহার অসন্তোষ কমে যায়। অতএব , মুমিন গ্রহন করবে না অননুমোদিত পদার্থ এবং তা অসূখ বলে মনে করবে। তা না হলে সে তার বিশ্বাসের বিপরীত কাজ করবে।

# মাথার উকুনের চিকিৎসা ও অপসারণ বিষয়ে নবীর(স) হেদায়েত

সহীহাইনে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কা'ব বিন উজরাহ (রা) বলেন, "আমি উকুনে ভুগছিলাম এবং আমাকে আল্লাহর রাসূল (স) এর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যখন উকুন আমার মুখের উপর পড়ছিল, নবী (স) বললেন:

ما كنتُ أُرى الجهدَ قد بلغ بكَ ما أرى فأمره أن يَحلقَ رأسه، أن سُطْعِمَ فرقًا بين ستةٍ، أو يَصُمَ ثلاثةَ أيامٍ (البجاري : 1816)

"আমি বুঝতে পারিনি যে তোমার কষ্টে পৌঁছেছে তোমার অবস্থা, আমি যা দেখছি। তারপর আদেশ

আদেশ করলেন, মাথা মুণ্ডন করার এবং তিন দিন ছয় জন গরীবকে খাবার দিবে

অথবা একটি ভেঁড়া কোরবানি করবে বা তিন দিন রোজা রাখবে" । [ আহমদ কর্তৃকও বর্ণিত]

মাথায় ও শরীরে দুটি কারণে উকুন দেখা যায়, বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক কারণ কারণেঘটে অপরিষ্কার ও দুষিত পদার্থ চাড়ায় বহন করায় । অভ্যন্তরীণ কারণ বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা যা শরীর ত্বক মাধ্যমে নিষ্কাশণ করে চামড়া ছিদ্র(পোর) দিয়ে এবং তারপর তা ত্বকে পচে যায়। উকুন তখন এসে এসব পচা দুষিত পদার্থ আহার করে। অনেক সময়, উকুন আবির্ভূত হয় একের পর এক রোগে ভোগার কারনে, কারণ এ সব সময়ে পরিচ্ছন্নতা উপেক্ষা করা হয়।

উপরন্তু শিশুরা উকুনের সাধারণ শিকার কারণ তারা সাধারণত খেলাখেলাধূলায় ব্যস্ত থাকে এবং ভেজা জিনিস নাড়াচাড়া করে এবং তাদের স্বভাবও বেপরোয়া। এজন্যই নবী (স) আদেশ দিয়েছিলেন জাফার (রা) পুত্রদের মাথা মুণ্ডন করতে , যেমন মুণ্ডণ উকুন জন্য একটি ভাল চিকিৎসা কারণ এটা ত্বককে উন্মুক্ত করে সূর্যতাপে এবং ত্বকের ক্ষতিকর আর্দ্রতা বাষ্পীভূত করে। তারপর, মাথায় উকুন নিরোধক মলম ব্যবহার করা উচিত যাতে উকুন পুনরুৎপাদন বন্ধ করা এবং তাদের মেরে ফেলা যায়।

মাথা মুণ্ডণ তিনটি কারণে করা হয়, একটি আইনী রীতি হিসাবে, উদ্ভাবন এবং বহুত্ববাদের একটি কাজ হিসেবে, এবং একটি নিরাময় হিসেবে। প্রথম প্রকার করা হয় হজ্ব ও উমরার সময় । দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের জন্য করা, যেমন মাথা মুণ্ডণ করা হয় শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য, যেমন ছাত্ররা বলে, "আমি উমুকের জন্য মাথা মুণ্ডণ করেছি।" এবং এটা ঠিক যেমন বলা হয়," আমি উমুক ব্যক্তির উদ্দেশ্য মাথা নত(পূজা) করেছি। "

মাথা মণ্ডণ আনুগত্য ও ইবাদতের স্মারক। এই কারণে ইহা একটি রীতি যা দ্বারা সম্পন্ন হয় হজ্বের কাজ। ইমাম শাফি'ঈ(র) মাথা কাটা বিবেচনা করেন হজ্বের মূল হিসাবে এ কারণে যে এ দ্বারা প্রভুর সামনে বিনয়ের সাথে মাথা নত করা হয় এবং যেহেতু এটি একটি উৎকৃষ্ট ইবাদতের কাজ। উপরন্তু, যখন আরবরা একজন বন্দী যোদ্ধাকে অপমান করতে এবং তারপর তাকে মুক্ত করতে চায়, তারা প্রথমে তার মাথা। মুণ্ডণ করে।

এরপর মিথ্যা পথপ্রদর্শক ও মন্দের শিক্ষকগণ , যারা নিজের প্রভুত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে, চায় নিজেদের এবং যারা বহুত্ববাদের এবং উদ্ভাবন বিশ্বাসীরা আসে। এই ধরনের অশুভ শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদের পুজা বা আনুগত্য করাতে চায়। ফলশ্রুতিতে, তারা তাদের ছাত্রদের তাদের জন্য মাথা মুণ্ডিত করতে উৎসাহিত

করে, যেন তারা তাদের সেজদা করায় প্রলূদ্ধ করছে। এই কাজকে প্রকৃত নাম থেকে ভিন্ন নামে অভিহিত করে এবং দাবী করে যে এটা সেজদা নয়, শুধু শিক্ষকের সম্মানে মাথা নত করা আল্লাহর শপথ! আল্লাহর জন্য সেজদা কি, যদি তাঁর সামনে মাথা নিচু না হয়?

অশুভ শিক্ষকেরা এছাড়াও তাদের ছাত্রদের শপথ করতে প্রলুব্ধ , তাদের কাছে তওবা করতে বলে এবং তাদের নামে শপথ করতে বলে! আল্লাহর পাশাপাশি এই শিক্ষকদের এটা করাকে ভাল মনে করে। আল্লাহ বলেন:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّـهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّـهِ وَلَـٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ (٧٩) وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (٨٠)

"৭৯।কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও নবুওয়ত দান করার পর সে বলবে যে, 'তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও'-এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, যেমন, তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরা ও পড়তে।৮০। তাছাড়া তোমাদেরকে একথা বলাও সম্ভব নয় যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীগনকে নিজেদের পালনকর্তা সাব্যস্ত করে নাও। তোমাদের মুসলমান হবার পর তারা কি তোমাদেরকে কুফরী শেখাবে?(সূরা আল ইমরান)

## Healing 193-230 (বই 172-205 )

নামাজই ইবাদতের সর্বোকৃষ্ট আমল। তবুও ভ্রান্ত পথের শিক্ষকেরা, তথাকথিত পণ্ডিত এবং অত্যাচারীরা নামাজের আমলকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে। . উদাহরণস্বরূপ, ভ্রান্ত পথের শিক্ষকেরা বিবেচনা করে তাদের প্রণতি

জানান ইবাদতের সর্বোচ্চ আমল। কিছু তথাকথিত পণ্ডিতেরা তাদের জন্য মাথা নত করানো অনুমোদন করছে। তারা যখন মিলিত হয় , তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের সামনে মাথা নত করে যেমন কেউ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার সময় করে! অত্যাচারের বিষয়ে, তারা অর্জন করেছে নিজেদের জন্য, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা! মুক্ত ও দাসেরা অত্যাচারীদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে আর অত্যাচারীরা বসে থাকে।

আল্লাহর রাসূল (স) এগুলি নিষিদ্ধ করেছেন আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের জন্য এই তিনটি আমল। সুতরাং, এই নিষিদ্ধ কাজ করা নবীজীর(স) এর বিধানের স্পষ্ট লঙ্ঘন। নবী(স) আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সিজদা করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি(স) বলেন:

لا ينبَغي لأحدٍ أن يسذدَ لأحد(الترمذي:1159)

"অন্য কাউকে সিজদা করা উচিত নয়।"

তিনি(স) মু'আজের(রা) সমালোচনা করেছিলেন যখন তিনি তাঁর সামনে সিজদা করলেন। যেহেতু সৃষ্টিকে সিজদা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ , তারপরে যারা এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপের অনুমতি দেয় তারা বিতর্ক করার চেষ্টা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অধিকার নিয়ে। সিজদা করা হল পূজার অন্যতম প্রয়োজনীয় কাজ। যখন মুশরিক এটিতে সৃষ্টিকে অনুমতি দেয়, সে উপাসনা করার অনুমতি দিল আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে। নবীকে(স) একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "যখন কেউ তার ভাইকে দেখে, সে কি তার জন্য মাথা নত করবে? " তিনি বললেন, "না"। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তাকে কি জড়িয়ে ধরে চুমু দেওয়া উচিত?' তিনি বললেন, 'না'। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তার কি হাত মেলানো উচিত?' তিনি 'হ্যাঁ' বলেছেন।

এ ছাড়া কাউকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে মাথা নত করা এক ধরনের পূজা। যেমন আল্লাহ তায়ালা উদ্দেশ্যে করা হয়। বলেছেন: এক ধরণের ইবাদত। আল্লাহ বলেন:

وادخُلوا الباب سُجّدًا. (2:58)

"এবং সিজদায় দরজা দিয়ে প্রবেশ কর।" ( নম্রতার সাথে নত হয়ে ) ( আল কোরআন 2:58)

এ ছাড়া সিজদা করা এবং দরজা দিয়ে প্রবেশ করা একই সময়ে সম্ভব নয় [উল্লিখিত সিজদা বলতে নত হওয়া বুঝায়] !

**নবী (স) কারও জন্য দাঁড়াতেও নিষেধ করেছেন যেমন অমুসলিমরা করত। এমনকি তিনি (স) নামাযের সময় এটা বাতিল করে দিয়েছেন এবং আদেশ দিয়েছেন** মুসলিমদের নামাজে নেতার অনুকরণ করতে, যদি তিনি কোনও অসুস্থতার কারণে বসে নামাজ পড়ান, সকলেই পিছনে বসে থেকে তাকে অনুসরন করবে যদিও তারা স্বাস্থ্যবান। অন্যথায়, তারা দন্ডায়মান থাকবে ইমাম যখন বসে আছেন যদিও তাদের দাঁড়িয়ে থাকা আল্লাহর জন্যে। তা হলে অন্য মানুষের জন্য দন্ডায়মান থাকা কেমন হয় ?

অজ্ঞ বিপথগামী লোকেরা মানুষকে যুক্ত করেছে অন্যদের আল্লাহর সাথে ইবাদতে আর এভাবে সেজদা করে আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য মাথা নত করে।

তারা এ ছাড়াও তারা ঠিক যেমনভাবে সৃষ্টির সামনে দাঁড়ায় যেমন তারা ইবাদতে করা হয়। তারা এ ছাড়াও শপথ করে, মানত করে, তাদের মাথা কামায়, কুরবানী করে, তাওয়াফ করে(কোনও বস্তু বা ব্যক্তির প্রদক্ষিণ), প্রেম, ভয় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও আনুগত্য করে, যেমন তারা আল্লাহর জন্য করে এবং এমনকি তাদের জন্যও করে থাকে আরও বেশী। তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে সমান করে দেয় তার সৃষ্টির সাথে যার উপাসনা তারা করে। এরাই তারা যারা জাহান্নামের আগুনে তাদের মিথ্যা উপাস্যদের সাথে বিতর্ক করবে আর বলবে:

تَاللهِ إن كُنّا لفي ضلالٍ مُّبينٍ(97) إذ نُسَوِّيكم بِربِّ العالمينَ(98)

"আল্লাহর কসম, আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে ছিলাম।যখন আমরা তোমাদের (মিথ্যা দেবতাদের) সমান রাখি সমগ্র জগতের রবের সাথে।" (অল কোরআন 26: 97,98)

এরা তারাই যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّـهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّـهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّـهِ..

"আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী।... "(আল কোরআন 2:165)

এগুলি সবই শিরকের পর্যায়ভুক্ত, যা আল্লাহ কখনও মাফ করবেন না।

# ৩. দোয়া (রুকিয়া) সম্পর্কে রাসূল(স) এর নির্দেশনা

## বদ নযর আক্রান্তদের জন্য রাসূল (স) এর উপদেশ

ইমাম মুসলিম (র) [এবং আহমদ, ইবনে হিব্বান, আল -হাকিম ও আত-তাবারানী(র) ] বর্ণনা করেছেন যে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

الهينُ حق، ولو كان شيءٌ سابقَ القدرَ لسبقتْه العينُ (مسلم : 2188)

"বদ নযর সত্য, এবং পূর্বথেকে যা নির্ধারিত তার আগে যদি কিছু ঘটাতে পারত তবে তা বদ দৃষ্টি।" (মুসলিম)

এছাড়াও, মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে আনাস(রা) বলেন:

انّ النبي صلى عليه وسلم رخّص في الرُّقْيَة من الحمةِ والعين والنّملةِ (مسلم :2196)

" রাসূল(স) নামাজের দোয়াগুলি জ্বর , বদ নযর এবং ক্ষতের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ছেন। "(মুসলিম) [ *রুকিয়াহ বা মন্ত্র জাহেলী সময়ে এসব চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হত, ইবাদতের দোয়া তা প্রতিস্থাপন করেছে।*]

এছাড়াও সহিহাইনে এটি বর্ণিত হয়েছে যে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "দুষ্ট চোখ সত্য।" [আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং

আহমদ]।

আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন যে এফ এশা বলেছেন:

وكان يؤمرُ العئنُ فيتوضَّأ، ثم يغتسل منه المعينُ (ابو داود:1388)

Commented [3]:

"যে ব্যক্তি অন্যকে দুষ্ট চোখে দেখেছিল তাকে অযু করতে ব্যক্তিকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল

যাকে সে দুষ্ট চোখে স্পর্শ করেছিল তা দিয়ে তাকে ধুয়ে ফেলতে। "[আল - বোখারী, মুসলিম, আন-নাসা'ই, ইবনে মাজাহ, আবু না'ইম, আল – ইসমাইলী]

আরও, আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, যেমনটি সহিহাইন বলেছে:

أمرني النبي صلى عليه وسلم، أو أمرَ أن نسترقي من العين (البخاري:5738)

"নবী আমাকে আদেশ করেছেন, বা আদেশ করেছেন যে, আমাদের উচিত খারাপ দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য নামাজের দোয়াগুলি ব্যবহার করা। "

এ ছাড়াও, আত-তিরমিজি বর্ণনা করেছেন যে আসমা বিন্তে উমাইয়াস (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স) জাফরকে সন্তানকে সাধারণত বদ নযর স্পর্শ করে। আমি কি তাদের জন্য একটি ইসলামিক নামাজের দোয়া পাঠ করব? ' তিনি(স) বললেন:

نعم ، فلو كان شيءٌ يسبقُ القضاءَ، لسبقته العينُ (الترمذي :2059)

"হ্যাঁ। নির্ধারিত ভাগ্যের আগে যদি এমন কিছু থাকে, এটি মন্দ দৃষ্টি হবে। "[আন-নাসা এবং আহমদ]।

এ ছাড়া ইমাম মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন যে আমির বিন রবিয়া একবার সাহল বিন হুনাইফকে গোসল করতে দেখে বলল, "আল্লাহর কসম! আমি কোন কুমারী চামড়া কখনও দেখিনি যা নরম তার চেয়ে যা এইমাত্র আমি দেখছি।" সাহল মাটিতে পড়ে গেল। তখন নবী করীম (স) রাগ করে আমিরের কাছে এসে তাকে বললেন :

علام يقتُلُ أحدُكم أخاه؟ ألاَّ بَرَّكْتَ؛ اغتسِلْ له (موطأ 2/939)

"তোমরা কেন নিজের ভাইকে হত্যা কর? কেন তুমি কি তাবরিক বললে না [আল্লাহ রহমত করুন]? এ জন্য গোসল করাও "

আমির তার মুখ, হাত, কনুই, হাঁটু, পা এবং তার পোশাকের একটি অংশ ধূয়ে একটি পাত্রে রাখল এবং তারপরে ব্যবহৃত পানি সাহেলের সাহেলের উপর ঢেলে দিলেন। এরপর শীঘ্রই, সাহল অন্য লোকদের সাথে চলাফেরা করতে লাগল। [আন – নাসাঈ, ইবনে মাযা ,আহম্মাদ, আল-হাকিম, ইবনে হিব্বান]

মালিক আরও বর্ণনা করেছেন :

إن العين حقٌّ؛ توضَّأْ لهُ (موطأ : 2/938)

"দুষ্ট চোখ সত্য, সুতরাং এর জন্য অযু কর"।

অন্য একটি হাদিসে আবদুল রাজ্জাক থেকে বর্ণিত হয়েছে:

العين حقٌّ؛ ولو كان شيء سابق القدرَ :لشبقتْه العين؛ فإذا استغسل أحدكم فليغتسِلْ (مسلم :2188)

"দুষ্ট চোখ সত্য, এবং নির্ধারিত ভাগ্যের আগে যদি কিছু থাকে ,

সেটি মন্দ দৃষ্টি। যখন একজনকে দুষ্ট চোখে স্পর্শ করে, তার গোসল করা উচিত। "(মুসলিম)

আত -তিরমিজি বলেছে: "যে ব্যক্তি অন্যকে দুষ্ট চোখে দেখেছে, তাকে একটি পানির পাত্রে তার হাত নিমজ্জিত করার এবং তার পর মুখ ধুয়ে পানি আবার পাত্রের মধ্যে ফেলতে আদেশ দেওয়া উচিত। তারপর তার মুখ ধোয়া উচিত পাত্রের মধ্যে। তারপরে তার বাম হাত নিমজ্জিত করে এবং কিছু পানি .ঢালা উচিত তার ডান হাঁটুর উপরে এবং তার ডান হাত নিমজ্জিত করে আবার পানি নিয়ে পাত্রের উপরে তার বাম হাঁটুতে পানি ঢালা উচিত। তারপর তার কাপড় ধূয়ে পাত্রে পানি দেওয়া উচিত এবং পানি যেন মাটিতে ছিটকে না পড়ে। বরং এটি ঢালা উচিত যার দুষ্ট চোখে ছুঁয়েছে তার মাথার উপর পিছন দিক হতে এক সাথে।"

দুষ্ট চোখ দুটি প্রকারের, মানব এবং জ্বিন সম্পর্কিত। উম্মে সালামাহ (রা) বলেছেন যে নবী(স) একবার এক ছোট মেয়েকে দেখলেন, যার চেহারায় একটি নির্দিষ্ট ভাব প্রকাশ পেয়েছিল এবং বলেন:

9) 5739 :البخاري (   النظرةَ استرقوا لها، فإنّ بها

"তার জন্য একটি রুকিয়ার (নামাজের ফর্মুলা) সন্ধান কর কারণ এটি দুষ্ট চোখে স্পর্শ পেয়েছে। "[আল বোখারী, মুসলিম, আল-'হাকিম, আবু নাই'ম। আল-ইসমাইলি ও আত-তাবারানী]

আবু সাঈদ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে:

2205:الترمذي ( الإنسانِ العين من الجانّ، ومز انّ النبي صلى عليه وسلم كان يتعوّذ

“ নবীজী(স) জিনদের থেকে ও মানুষের বদ নযর থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।’’(তিরমিজি ও আন-নাসাঈ)

কিছু লোক যাদের বোধগম্যতা বা সঠিক দর্শন এবং শ্রবণ নাই তারা প্রত্যাখ্যান করেছে যে, অশুচি চোখ ক্ষতি করে। এ বলে যে এটি একটি কুসংস্কার, অসত্য বিশ্বাস। এই লোকেরা সত্যই সবচেয়ে অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের মধ্যে সবচেয়ে কম উপলব্ধি এবং স্থির মন রয়েছে।। তারা আত্মা এবং হৃদয় সম্পর্কে এবং এদের প্রকৃতির উপর প্রভাবের জ্ঞান অর্জন থেকে দূরে ।

প্রতিটি জাতির সেরা মনের মানুষের মধ্যে বিরোধ নেই যে মন্দ দৃষ্টি সত্য সত্য, যদিও তারা এর উপর ভিন্নমত পোষণ করেন তার কারণ এবং প্রভাব নিয়ে। কিছু লোক বলে যে, মানুষ যারা দুষ্ট চোখে অন্যকে স্পর্শ করে তাদের হৃদয় মনে খারাপ স্বভাব থাকে আর যখন চোখ দেখে তা প্রতিফলিত হয়, যেমন বিষধর সাপ তার শিকারের দিকে তাকায় এবং সেটাকে ধ্বংস করে।

অন্য একটি দল বলে যে এটি সম্ভব যে ব্যক্তির অদৃশ্য শক্তি যে অন্যকে স্পর্শ করে অশুচি দৃষ্টি দিয়ে তার কাছ থেকে শক্তি নির্গত হয় এবং তারপরে যার দেহে প্রবেশ করে তারা ক্ষতি গ্রস্থ হয়।

তবে অন্যান্য লোকেরা বলে যে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন খারাপ চোখ দ্বারা স্পর্শ ব্যক্তির ক্ষতি।

সে ছোঁয়ায় সেই ব্যক্তির চোখ থেকে রশ্মি বের হওয়া ছাড়াই।

তা সত্ত্বেও এটিই পদ্ধতি যারা অস্বীকার করে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক শক্তিগুলির অস্তিত্ব এই দুনিয়ায়। আল্লাহ তায়ালার কোথাও বিশেষ ক্ষমতা সৃষ্টি করেছেন যা অন্যান্য সৃষ্টিতে গভীর প্রভাব ফেলে । উদাহরণস্বরূপ, আত্মার শরীরে এত গভীর প্রভাব ফেলে যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এছাড়াও, আপনি কি খেয়াল করেন নি, লাজুক ব্যক্তির চেহারা লাল হয়ে যায় যখন তার দৃষ্টি যদি পড়ে যায় এমন কিছুর উপর

যা তার পক্ষে উপযুক্ত নয় এবং হলুদ হয়ে যায় কাউকে দেখে সে ভয় পায়? আপনি এছাড়াও লক্ষ্য করতে পারেন দুষ্ট চোখের প্রভাব মানুষ উপর এবং তার প্রভাবিত দুর্বলতা যা অন্যের দেহে সৃষ্টি করে।

মন্দ চোখের আক্রান্ত ব্যক্তির উপর প্রভাব আসলে আত্মা দ্বারা সৃষ্ট। আত্মার সারাংশ, ক্ষমতা, বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীর দিক থেকে বিভিন্ন। সুতরাং, একটি হিংসাত্মক ব্যক্তির আত্মা কোনও ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে গভীর ভাবে এবং এ কারনেই কেন আল্লাহ তাঁর রসূলকে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন মন্দ চোখ থেকে।

ইর্ষা কাতর হিংসাত্মক ব্যক্তির ক্ষতিকারক প্রভাব বিদ্বিষ্ট ব্যক্তির উপর অস্বীকার করা যায় না। কেবল তারা ছাড়া বাস্তবতা থেকে বহু দূরে। এটি একটি সত্য যে একটি দুষ্ট ইর্ষাকাতর আত্মা ইর্ষাকৃত ব্যক্তিকে এতো খারাপ ভাবে স্পর্শ করে যা তাদের ক্ষতি কারণ। একইভাবে, বিষাক্ত ভাইপার ক্রুদ্ধ এবং ক্ষতিকর হয়, যখন এটি শত্রুর সাথে মিলিত হয়। আর এটি একটি বিশেষ প্রভাব ফেলে আক্রান্ত ব্যক্তির উপর , কখনও কখনও ভ্রূণের গর্ভপাত বা অন্ধত্বে কারণ হয়। নবীজি (স) ছোট লেজযুক্ত ভাইপার এবং ঢোড়াকাটা ভাইপারের এমন ক্ষমতা রয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন, যা দৃষ্টিশক্তি এবং গর্ভাবস্থায় গর্ভপাতকে প্রভাবিত করতে পারে।

কোন কোন সাপের দর্শনেই নেতিবাচক খারাপ প্রভাব ফেলে সৃষ্টিগত দুষ্টুতার কারণে।

এই প্রভাবগুলি যা আমরা উল্লেখ করেছি তা শারীরিক সংস্পর্শে সীমাবদ্ধ নয়, কারন কারও সামান্য জ্ঞানই রয়েছে প্রাকৃতিক জগৎ এবং ধর্ম সম্পর্কে। বরং এই প্রভাবগুলি হতে পারে, আক্রান্তের শারিরীক সংস্পর্শ, দর্শন ও কল্পনা এবং অশুভ লক্ষণ ইত্যাদির দ্বারা তার উপর আত্মার শক্তির প্রভাব সৃষ্টির কারণে।

ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি অন্ধ হতে পারে, তবুও ঈর্ষাত্মক আত্মার বর্ণনা বর্ণিত বস্তুটিকে প্রভাবিত করে এবং ক্ষতি করে যদিও অন্ধ ব্যক্তি সে বস্তুকে দেখতে পারে না। আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন:

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ(68:51)

"কাফেররা যখন কোরআন শুনে, তখন তারা তাদের দৃষ্টি দ্বারা যেন আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিবে এবং তারা বলেঃ সে তো একজন পাগল। " ( আল কোরআন 69:51)

আল্লাহ বলেন:

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٢﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿١﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
حَسَدَ ﴿٥﴾

"বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়। গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"(আল কোরআন 113:1-5)

দুষ্ট চোখে যারা অন্যের দিকে দেখ প্রত্যেক ব্যক্তি ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি, কিন্তু পরষ্পর বিপরীত নয়। হিংসা অন্তর্ভুক্ত যেহেতু সাধারণ অর্থে অশুভ দৃষ্টি বলতে ঈর্ষা বুঝায় , এটি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা বলতে দুষ্ট চোখ বিশিষ্ট হওয়া থেকে আশ্রয় চাওয়াও বুঝায়।

দুষ্ট চোখ অন্তর্ভুক্ত করে ঈর্ষার তীর নিক্ষেপ করা যা ঈর্ষান্বিত হৃদয় এবং আত্মাকে আক্রান্ত ব্যক্তির দিকে চালিত করে, কোন কোন সময় ঈর্ষীত ব্যক্তি তার লক্ষ্যবস্তুতে পড়ে।

যদি ঈর্ষীত ব্যক্তি নিরস্ত্র এবং অপ্রস্তুত হয় , দুষ্ট চোখ তার ক্ষতি করবে। ঈর্ষীত ব্যক্তি প্রস্তুত এবং সশস্ত্র হলে, তীর ফিরে যেতে পারে তারতার দিকে যে তা নিক্ষেপ করে। এটি আসলে তেমনই ঘটে তখন প্রকৃত তীর নিক্ষেপ করা হয়। এ সাদৃশ্যটি হ'ল আত্মার তির নিক্ষেপ করা এই বাস্তব দুনিয়ায়।

হিংসাত্মক ব্যক্তি যখন কোন কিছু পছন্দ করে তখন সে অনুসরন করে দুষ্ট চিন্তা ও দৃষ্টি দিয়ে, তখন তার দুষ্ট চিন্তাগুলি এবং আকাঙ্ক্ষা ঈর্ষীত বস্তুকে স্পর্শ করে।

কখনও কখনও ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি এমনকি নিজকেও স্পর্শ করতে পারে, যা হিংস্রতম ধরণের এক ঈর্ষা।

কখনও কখনও কেউ কেবল দুষ্ট চোখে স্পর্শ করতে পারে তার ঈর্ষাপরায়ণ প্রকৃতির দ্বারা। আমাদের বিদ্বানদের কেউ কেউ এমন কথা বলেছেন যে এ ধরনের হিংসুক লোকদের কারাগারে বন্দী করে রাখা উচিত, তাদের ভরণ-পোষণ দিয়ে যতক্ষন তারা মারা না যায়।

# যাদুবিদ্যার চিকিৎসার জন্য নবীর (স) ওষুধ: বিভিন্ন ধরণের

আবু দাউদ(র) বর্ণনা করেছেন যে সাহল ইবনে হুনাইফ(রা) বলেছেন:

مررْنا بسيْلٍ ، قد خلتُ فاغتسلتُ فيه فخرجتُ محمومًا. فنمِيَ ذلك الى رسسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مُرو ابا ثابت يتعوَّذُ قال :فَقُلتُ : يا سيدِّي! والرُّقَى صالحِةٌ ؟ فقال :لا رُقيةَ الّا في نفسٍ او حُمةٍ أو لدْغِة (ابو داود :3888)

'আমরা একটি ঝরনা কাছে আসলাম এবং আমি এর মধ্যে গিয়ে গোসল করলাম। কিন্তু গোসল শেষ হয়ে গেলে আমি জ্বর আক্রান্ত হই। আল্লাহর রসূলকে(স) অবহিত করা হলে, তিনি বললেন,'আবু আস-সাবিত কে বল, আশ্রয় চাইতে ( দোয়ার সাথে আশ্রয় প্রার্থনা,সাহলের জন্য আল্লাহর নিকট) ' আমি বললাম, 'হে আমার নেতা ! সালাতের রুকিয়া (উপকার আছে কি) ? ' তিনি বললেন, নেই কোন সালাতের দোয়া (রুকিয়া) কেবল মাত্র বদ নযর, জ্বর এবং সাপ বা বিচ্ছুর কামড়ের জন্য ছাড়া। " [আল-হাকিমও এটি বর্ণনা করেছেন]।

বিভিন্ন ধরণের ইসলামিক নামাজের দোয়া রয়েছে, যেমন কুরআনে প্রথম সূরাটি তেলাওয়াত করা সূরা ফালাক ও সূরা নাস (কুরআনের অধ্যায় 1 13 এবং আমি 14) এবং আয়াতুল -কুরসি (2: 255)।

এ ছাড়াও নবী (সা) এর বিভিন্ন ধরণের দোয়া রয়েছে।

উদাহরণস্বরুপ, একটি আবৃত্তি হতে পারে:

أعوذ بكلمات الله التامّاتِ من شرِّ ما خلق (مسلم:2709)

"আমি আল্লাহর কাছ থেকে আল্লাহর পছন্দসই বাণীগুলির দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করি তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ থেকে। "

এছাড়াও, একটি আবৃত্তি করতে পারে:

أعوذ بكلمات الله التّمّةِ : من كُلّ شيطانٍ و هامّةٍ، ومن كلّ عينِ لامّةٍ (البخاري:3371)

"আমি আল্লাহর প্রিয় শব্দগুলির কাছ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি
প্রত্যেক শয়তান ও মন্দ আত্মা এবং প্রত্যেক মন্দ দৃষ্টি থেকে "

এছাড়াও, একটি আবৃত্তি হতে পারে,

أعوذ بكلمات الله التّمّات التي لا يُجاوِزُ هُنّ برٌّ ولا فاجرٌ، من شر ما خلق و ذرأ و برأ، و من شرّ ما ينزل من السّماء، و من شرّذرأ في الأرض، من شرّ ما يخرُجُ منها، ومن شرّ فِتَن اللّيلِ و النهار، ومن شرّ طَوَارقِ اللّيل و النهار، إلا طارقًا بخير يا رحمنُ (أحمد 3/419)

"আমি আল্লাহর পছন্দসই বাণীতে আশ্রয় প্রার্থনা করি, যা কোন ধার্মিক বা মন্দ আত্মা কখনই অতিক্রম করতে পারে না, যা তিনি সৃষ্টি, শুরু করেছেন তার মন্দ থেকে ; আকাশ থেকে নেমে আসা বা আরোহণ করা যা কিছু মন্দ তা থেকে এবং তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন যা মন্দ তা থেকে এবং এর মধ্য থেকে যা বেরিয়ে আসে; রাত্রি ও দিনের পরীক্ষার মন্দ থেকে ; এবং রাতে বা দিনের বেলা যা আসে তা থেকে, সে ব্যতীত যে সঠিক পথে আসে। হে দয়ালু প্রভু! "

আরও প্রার্থনা রয়েছে:

و من و عقابه و من شرَّ عباده أعوذ بكلماتِ الله التامَّة من غضبه

3528 : البخاري( همزات اشياطينِ و أن يحضرون

"আমি আল্লাহর নিখুঁত বাণী সহ আশ্রয় প্রার্থনা করছি

তাঁর ক্রোধ এবং যন্ত্রণা, তাঁর বান্দাদের মন্দ থেকে ও

শয়তানদের কানাকানি থেকে বা তারা করতে পারে আমাকে তা থেকে।

."

এছাড়াও , কেউ নিম্নলিখিত দোয়া করতে পারে:

اللهم اني أعوذ بوَجهك الكريم و كَلماتك التّامّات، من شرِّ ما انت أخِذٌ بناصيتهِ، اللهم انت تكشفُ امّاثم والمغْرمَ، اللهم انه لا يُهزم جُندُك، ولا تخلَفُ وَعدُك، سُبحانك و بحمدِك (النسائي)

"হে আল্লাহ! আমি তোমার ক

সম্মানজনক মুখ ও যথাযত ভাষায় আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রতিটি সৃষ্টির মন্দ থেকে

যা কেবল আপনার দখলে (বা নিয়ন্ত্রণ)। হে আল্লাহ! আপনি বহিষ্কার পাপ এবং ক্ষতি দূর করুন। হে আল্লাহ! আপনার সৈনিকরা পরাজিত হবে না বা আপনার প্রতিশ্রুতি কখনও ভঙ্গ হবে না। সব প্রশংসা

এবং মহিমা তোমার জন্যই।

এছাড়াও, কেউ প্রার্থনা করতে পারে:

اعوذ بوجهِ الله العظيم الّذي لا سيءَ أعظمُ منه، و بكلماته التّامّات الّتي لا يجاوِزُهنّ برّ ولا فازرٌ، وبأسماءِ الله الحِسنى – ما أعلمت منها وما لم أعلم – من شرِّ ما خلق وذرأ و برأ، و من شرّ كل ذي شرِّ لا أُطيق شرَّه، و من شرِّ كل ذي شرٍّ أنت أخذٌ بناصيته، ان ربّي على صراطٍ مستقيم (احمد 3/419)

"আমি আল্লাহর সর্বাধিক উচ্চতর চেহারার আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা বড় সব কিছুর চেয়ে। এবং তাঁর নিখুঁত শব্দ সহ যা কোন ধার্মিক বা মন্দ কেউ কাটিয়ে উঠতে পারে না; এবং

আল্লাহর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নাম সহ, যা আমি জানি এবং যা সম্পর্কে আমি জানিনা, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, আকার দিয়েছেন ও তৈরি করেছেন তার মন্দ থেকে ও প্রতিটি সৃষ্টির মন্দতা থেকে

যা আমি কাটিয়ে উঠতে পারি না এবং এর

কেবলমাত্র আপনি তা নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি সৃষ্টির মন্দ । নিশ্চয় আমার পালনকর্তা সরল পথে রয়েছেন।

এছাড়াও, নবী (স) নামাজের দোয়াগুলিতে অন্তর্ভুক্ত:

اللهم انت ربّي لا اله الا أنت، عليك توكلّتُ، وانت ربُّ العرش الع، ظميم; ما شاء الله كان، وما لم يشأْ لم يكُن ; لا حول ولا قُوّة إلّا بالله
;اعلم انّ الله على كل شيءٍ قدير، وأنّ الله قد أحاط بكلّ شيء علماً، وأحصى كلّ شيء عددًا. اللهم اني أعوذ بك من شرّ نفسي و شِر
الشيطان وشرْكِه، و من شر كل دابّةٍ أنت آخِذٌ بنصيتها ; إن ربي على صراط مستقيم (ابو داود:5075)

"হে আল্লাহ! আপনি আমার পালনকর্তা, কোন উপাস্য নেই

আপনি ব্যতীত উপাসনার যোগ্য। আমি আপনার উপর নির্ভরশীল (জন্য) প্রতিটি জিনিসের। তুমি সর্বশক্তিমান আরশের মালিক। আল্লাহ যা চান, ঘটে এবং যা ইচ্ছা তা করেন না ঘটবে, কখনও ঘটবে না। ক্ষমতা বা শক্তি নেই আল্লাহ ব্যতীত। আমি জানি যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান

তাঁর জ্ঞান সর্বত্র পরিবেষ্টিত। তিনি সমস্ত কিছু গণনা করে রেখেছেন। হেআল্লাহ! আমি আমার ভিতরে মন্দ, শয়তানের মন্দ ও শিরক থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই ,এবং প্রতিটি সৃষ্টির মন্দ থেকে যা কেবল আপনিই তা বাতিল করতে পারেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা সরল পথে রয়েছেন।”

অথবা, কেউ নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করতে পারে,

تحَصّنْتُ با الله الذي لا اله هو،إلهي واله كل شيء، و اعتصمتُ بربي وربِّ كل شيء،و توكلتُ على الحيِّ الذي لا يموتُ،واستدفعتُ اشّرّ بلا حول ولا قوةَ الا بالله ; حسبي الله ونعم الوكيلُ،حسبي الربّ من العباد، حسبيَ الخالق من اابمخلوق، حسبي الرازق، حسبي الذي هو حسبي،حسبي الذي بيده ملكوتُ كل شيء، وهو يجيرُ ولا يجارُ عليه ; حشبي الذي وكفى، سمع الله لمن دعا،وليس وراءَ الله مرمًى ; حسبي الله لا اله الا هو،عليه توكلتُ، وهو رب الهرش العظيم. (لم نعشر عليه، وكأنه تأليف بعض الصالحين)

"আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি যাকে ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি আমার ইলাহ এবং সমস্ত কিছুর ইলাহ। আমি আমার পালনকর্তা আশ্রয় চাই এবং সমস্ত কিছুর পালনকর্তার। আমি নির্ভর করি

চিরকাল থাকেন, কখনও মৃত্যু বরণ করেন না। আমি প্রতিরোধ করতে চাই, কোন শক্তি নাই আল্লাহ ব্যতীত। আল্লাহ আমার পক্ষে যথেষ্ট , এবং প্রকৃত পক্ষে কত মহান রক্ষক। আল্লাহ আমার জন্য বান্দাদের থেকে যথেষ্ট। সৃষ্টিকর্তা আমার পক্ষে যথেষ্ট সৃষ্টি থেকে। পালনকারী আমার জন্য যথেষ্ট পালিত থেকে।প্রকৃতই আল্লাহ আমার পক্ষে যথেষ্ট। যিনি সব কিছুর মালিক। তিনি আশ্রয় দেন আর কারো পক্ষ তার বিরুদ্ধে কেউ কখনও আশ্রয় দিতে পারে না, তিনি আমার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ আমার পক্ষে যথেষ্ট।

কোন লক্ষ্য নেই পৌঁছার জন্য যা তাঁর থেকে বড়। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।

আর আমার জন্য যথেষ্ট, আমি তাঁর উপর নির্ভরশীল (সব কিছুর জন্য) এবং তিনিই সর্বশক্তিমান, আরশের প্রভু।”

যারা বিভিন্ন ধরণের দোয়া চেষ্টা করেন তার অবশ্যই তাদের বুঝতে পারেন এর বিরাট মূল্য এবং উপকার আর ফলস্বরূপ, স্বীকার করবেন এর প্রয়োজন। এই দোয়াগুলি প্রতিবন্ধক হবে

মন্দ চোখের প্রভাব থেকে রক্ষা পাবার এবং এর প্রতিরোধ করবে

ক্ষতি থেকে যদি তা স্পর্শ করে , তবে তার বিশ্বাসের মাত্রা , আত্মার শক্তি, আল্লাহর উপর নির্ভরতা

এবং তাদের হৃদয়ের শক্তির উপর যারা এগুলি তেলাওয়াত করে ।

এই প্রার্থনাগুলি হ'ল এক ধরণের অস্ত্র এবং তাদের কার্যকারিতা নির্ভর করে যে কেউ তাদের ব্যবহার করে তার দক্ষতার উপর। যদি ব্যক্তিটি আশঙ্কা করে যে সে অন্যকে স্পর্শ করতে পারে

দুষ্ট চোখে, লোকের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকার জন্য সে যেন বলে:

بارك عليهِ اللّهم

“হে আল্লাহ তাকে বরকত দিন।”

নবী(স) আমির বিন রাবিয়াকে (রা) আদেশ করলেন,

ألاَّ برَّكْتَ (موطا :939/2)

"তুমি তাবারিক কেন বল নি (বরাকা আল্লাহ) ? "

আরও বলা হয়েছে, "মা শা'আল্লাহ (আল্লাহর যা করেন), লা ক্বু'আতা ইল্লা বিলাহ (আল্লাহ ব্যতীত আর কোন শক্তি নেই)" মন্দ দৃষ্টি প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।

হিশাম ইবনে উরওয়াহ বর্ণনা করেছেন যে তাঁর পিতা , কিছু দেখে

যদি পছন্দ হলে এবং তার কোন একটি বাগানে প্রবেশ করার পরে বলতেন, "আল্লাহ যা চান তা অবশ্যই কার্যকর হবে, নেই আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি।

এছাড়াও মুসলিম (র) তাঁর সহিহতে বর্ণনা করেছেন, জিব্রিল(আ) একবার রাসেল (স) এর জন্য একটি দোয়া বলেছিলেন :

باسم الله أرقيبَ، من كل شيءٍ يُؤذك ; من شرّ كل نفس أو عين حلسدٍ اللهُ يشفيك ; بسم الله أرقيب (مسلم :2186)

"আল্লাহর নামে বলি দোয়া সব কিছু যা ক্ষতি করে তা থেকে তোমাদের উপকারের জন্য এবং প্রত্যেক মন্দ আত্মার বা হিংসুকের চোখের ক্ষতি থেকে। আল্লাহ তোমার নিরাময় করবেন, আল্লাহর নামে বলি, দোয়াগুলি তোমাদের উপকারের জন্য ।" [আত-তিরমিজি এবং আন-নাসা'ই]

আমাদের কিছু সুপথ প্রাপ্ত পূর্বপুরুষরা জানিয়েছেন কুরআন থেকে কিছু কালির লেখা আয়াত ধুয়ে সে পানি অসুস্থ ব্যক্তি পান করলে ক্ষতি নেই। মুজাহিদ ও আবু কিলাবাও সেই বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে ইবনে আব্বাস (রা) একবার আদেশ করেছিলেন একটি কঠিণ গর্ভবতী মহিলার জন্য কুরআন থেকে দুটি আয়াত লিখার জন্য এবং সেই আয়াতগুলি তখন ধোয়া হয়েছিল এবং সে পানি পান করান হয়ছিল। এছাড়াও, আইয়ুব বলেছেন, "আমি আবু কিলাবাহকে কিছু লিখতে দেখেছি কুরআনুল কারীমের আয়াত, তারপরে পানি দিয়ে ধুয়ে পান করার জন্য এক ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন যে কোন ধরণের সমস্যায় ভুগছিল। ''

এটা এক ধরনের চিকিৎসা যা চিকিৎসকরা দিতে পারে না। এছাড়াও, যারা এ জাতীয় ধরণের চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করে তারা এর দ্বারা কখনই উপকৃত হবে না কারণ তারা বিশ্বাস করে না যে ইসলামিক সূত্রগুলি কোনও উপকার বহন করে।

যেহেতু চিকিৎসকরা অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারেন না যা দুনিয়াতে ঘটে কেন মুনাফিকরা তাদের মধ্যে এমন ক্ষমতা এবং প্রভাবগুলি প্রত্যাখ্যান করবে যা ধর্ম মানুষকে দেয় ? এর সাথে ধোয়া

পানি দিয়ে ধোয়ার একটি প্রকৃত উপকার আছে, অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় এর উপকারীতা। তেমনি হৃদয় থেকে রাগ দূর হয়ে যায় যদি কেউ রাগান্বিত ব্যক্তির বুকের উপর হাত রাখে।

বুকে। এটি অনুরূপ কোন ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়ার যার হাতে আছে একটি জলন্ত বাতি যা তোমাকে নিক্ষেপ করতে চায়,তখন তুমি তার উপর পানি ঢালতে থাক যতক্ষন না তা নিভে যায়। এই কারণেই রাসূল (স)

সে ব্যক্তি নির্দেশ করেছেন যে দুষ্ট চোখে মানুষকে স্পর্শ করে, আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করতে যা সে অর্জন করেছে, যাতে মন্দ চিন্তা তার মধ্য থেক দুর হয় ও দোয়া দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। যা একটা দান। প্রতিকার রাগের সামন্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত যাতে এটির উপরে প্রভাব থাকে। এইটা সম্ভাব্য যে যখন কেউ দুষ্ট চোখে অন্যকে স্পর্শ করে তার পোশাকের শেষ প্রান্ত বা যৌন অঙ্গে কোন শক্তি উদ্ভব হয়, যা আমরা বলেছি, এবং এটি পরে স্থানান্তরিত হয় আক্রান্ত ব্যক্তি বা বস্তুতে। এটি পানি দ্বারা ধূলে ,অশুভ শক্তি মুছে ফেলা হবে। তবুও আবার যেহেতু আমরা বলেছি, এ বিষয়ে অনেক করার আছে অশুভ শক্তির উপর, যা বন্ধ হবে ক্ষতি করা থেকে যদি পানি দিয়ে ধোয়া হয়। এও হতে পারে যে, পানি হৃদয়কে ঠান্ডা করে ও ব্যক্তিকে সুস্থ করে যারা কুদৃষ্টি দিয়ে অন্যকে বিদ্ধ করে।

কখনও এমন হয়, একটি বিষাক্ত পোকা কাউকে কামড় দেয় এবং তারপরে পোকাটা মারা হয় আর কামড়ানো ব্যক্তি পরে কিছুটা স্বস্তি বোধ করে। এটি ঘটতে পারে কারণ আহত ব্যক্তি আনন্দ অনুভব করে পোকা মারার কারণে এবং এই বোধের অনুভূতি সহায়তা করে দ্রুত বিষ নিরাময়ে। সংক্ষেপে, যখন ব্যক্তি

অন্যকে স্পর্শ করে দুষ্ট চোখে তাকে ধৌত করা হলে, মন্দ ভাবনা বা অনুভূতি পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা হবে।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, " যদিও দিয়ে ধোয়া সাহায্য করে আক্রমণকারীকে, তাহলে মন্দ চোখের শিকারের কী হবে? " আমরা বলি যে ক্ষতিগ্রস্থদের উপর পানি ঢালা শিকারীকেও কুদৃষ্টির প্রতিক্রিয়া থেকে ঠান্ডা করে, যেমন এটা আক্রমণকারী জলন্ত হৃদয়কে ঠান্ডা করে। যে পানি জলন্ত লোহাকে ঠান্ডা করতে ব্যবহার করা হয় তা কখনও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় ডাক্তারের দ্বারা। এটা স্বাভাবিক যে অশুভ চোখ নিভিয়ে ফেলার জন্য ব্যবহৃত একই পানি মুক্তি দিতে ব্যবহৃত হয় এর শিকারের জন্য।

অতএব, নবীর ওষুধের সাথে, চিকিৎসকেরা যে নিয়মিত ওষুধ ব্যবহার করেন তার সাথে তুলনা করা

চিকিৎসকের ওষুধের সাথে টোকটা (লোক) ওষুধের তুলনা করার মত। বরং, তার চেয়েও তুলনামূলক ব্যবধান অনেক বেশী, যেমন পার্থক্য চিকিৎসকের ঔষধ ও টোটকা (লোক) ঔষধের, যা অস্বীকৃত ডাক্তার ব্যবহার করেন।

212

সবার উচিত ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কটি এখনই সৃষ্টি করার ধর্ম এবং প্রজ্ঞার সাথে, এবং যেন তা কখনও একে অপরের বিরোধিতা না করে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের সাফল্যের দ্বার উন্মুক্ত করেন যে সেই দরজা খোলার চেষ্টা করে। তিনি একাই সমস্ত অনুগ্রহের এবং অকাট্য প্রমাণের উৎস। দুষ্ট চোখের বিরুদ্ধে লড়াই সফল করার সম্ভাবনা বেশি যদি কেউ আল্লাহর দানগুলি মানুষের কাছ থেকে গোপন করে রাখে।

উদাহরণস্বরূপ, আল -বাঘাওয়ী একবার বর্ণনা করেছেন উসমান (রা) একটি সুদর্শন ছেলেকে দেখে আদেশ করলেন, " তার ফাটল চিবুক কাল রং কর যাতে মন্দ চোখ তাকে স্পর্শ না করে। "

আল -খাত্তাবী আরও বর্ণনা করেছেন তার গরিব-আল হাদিসে , "বর্ণিত আছে যে উসমান(রা) একবার একবার এক সুদর্শন ছেলেকে দেখলেন এবং তিনি বললেন, 'তার ফাটল চিবুকটি লুকিয়ে রাখ কালো রঙ দিয়ে।" উসমান (রা) চেয়েছিলেন সুদর্শন ছেলেটি যাতে কালো রঙ ব্যবহার করে অশুভ চোখ থেকে নিরাপদ থাকে।

আরেকটি দোয়া সূত্র যা কু-দৃষ্টি নিবৃত করতে সহায়তা করে, যা আবু আবদুল্লাহ আল -তাইয়া'হী সম্পর্কিত।

তিনি একবার হজ বা জিহাদে ভ্রমণ করছিলেন ভাল পশু নিয়ে। কাফেলার একজন লোক ছিল যিনি কখনও তাকাতেন না কারন তাকালে তা তার মৃত্যু এনে দেয়। আবু আবদুল্লাহকে বলা হল,' এ লোকের দৃষ্টি থেকে আপনার উট সংরক্ষণ করুন। তিনি বললেন, 'আমার উটটি ছোঁয়া যায় না।' দুষ্ট চোখে লোকটিকে আবু আবদুল্লাহ এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা হল এবং তিনি একটি অপেক্ষা থাকলেন যখন আবু আবদুল্লাহ অনুউপস্থিত থাকে এবং উঠটির দিকে তাকালেন উটটি শীঘ্রই পড়ে যায়! যখন আবু'আবদুল্লাহ আসল তাকে বলা হল যে ব্যক্তিটি স্পর্শ করেছে তার দুষ্ট চোখে এবং তার উটটি ভুগছে, যা স্পষ্ট ছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে লোকটিকে দেখান।' তিনি যখন আসল তিনি বললেন, 'আল্লাহর নামে, যা প্রতিরোধ যা শক্ত পাথর এবং জ্বলজ্বল তারকা প্রতিরোধ করে আমি নির্দেশ করি মন্দ দৃষ্টিকে ফিরে যেতে সেই ব্যক্তির কাছে যে শুরু করেছিল এবং যে সর্বাধিক প্রিয় তার কাছে ( অর্থ স্বয়ং ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি।

আল্লাহ বলেছেন:

.......فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾

..... আবার দৃষ্টিফেরাও; কোন ফাটল দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ-তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। " ( 67: 3,4)

তারপরে, দুষ্ট চোখের জন্য পরিচিত ব্যক্তিটি তার দৃষ্টি হারাল এবং উটটি নিরাময় পেল।

# দোয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা সম্পর্কে নবীর(স) দিক নির্দেশণা

মুসলিম বর্ণিত, আবু সা'দ আল-খুদরী (রা) বলেছেন, যে জিব্রিল (আ) রাসূল(স) এর কাছে আসলেন ও বললেনঃ

يا محمد، اشتكيْتَ؟ قال : نعم. فقال جبريل عليه السلام : باسم الله أورقيكَ، من شيْءٍ يُؤذيك، ومن شرّ كل نفسٍ أو عين حاسِد الله يشفيك ; باسم الله أرقيك

"হে মুহাম্মাদ(স) ! আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন? "তিনি বললেন, "হ্যাঁ." জিব্রিল(আ) তখন বললেন, আমি আল্লাহর নামে আপনার উপকারের জন্য ইসলামিক দোয়া গুলি (رُقْيَة) বলছি যা সবকিছুর ক্ষতি থেকে এবং সব অশুভ আত্মা বা ঈর্ষার চোখ থেকে রক্ষা করবে। আল্লাহ আপনাকে নিরাময় করবেন,তাঁর নামেই আল্লাহর পক্ষে আমি আপনার উপকারের জন্য ইসলামিক নামাজের সূত্র বলি। "

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, "আপনি এই সম্পর্কে কী বলেন, আবু দাউদ বর্ণিত হাদীস:

لا رُقْيَةَ إلا من عين أو حُمة (ابو داود:3884)

"কোন কোন ইসলামিক নামাজের সূত্র নেই

মন্দ চোখ বা জ্বর ছাড়া। ''

Commented [4]:

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা হাদীসটি বলি, একথা অন্য অবস্থায় দোয়ার কথা অস্বীকার করে না। বরং হাদিসে কেবল তা বলা আছে ইসলামী নামাজের সূত্রগুলি দুষ্ট চোখের পক্ষে ও সব ধরণের জ্বরে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। আরও যে এই সত্যটি প্রমাণিত হয় যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সাহল ইবনে হুনাইফ (রা)

কতৃক যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে দুষ্ট চোখে স্পর্শ করল, তিনি বললেন "

নামাজের দোয়াগুলি উপকার করবে কি ? " তখন নবীজী(স) উত্তর দিলেন:

لا رُقية إلا من نفس أو جمة (أحمج:486)

"এখানে কোন ইসলামিক প্রার্থনার সূত্র নেই (ভাল কার্যকর) খারাপ চোখ এবং জ্বরের তুলনায় ভাল। "

এছাড়াও সাধারণভাবে বিভিন্ন হাদীস অনুমতি দেয় সাধারনভাবে ইসলামিক নামাজের দোয়ার। উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে নবী (স) দুষ্ট চোখ, জ্বর এবং নমলা এর ক্ষেত্রে (পিপড়ার কামড় বা ঘা) ইসলামী প্রার্থনা ব্যবহার অনুমতি দিয়েছেন।

# কামড়ে (প্রাণীর) আল - ফাতিহা পাঠ করে চিকিৎসা সম্পর্কে নবীর (স) দিকনির্দেশনা

সহিহাইনে [ এবং আত-তিরমিজি, ইবনে মাজাহ ও আহমদ] বর্ণিত আছে যে আবু সা'দ আল-

খুদরী ( রা। ) বলেন, রাসূল (সা) এর কাছু সাহাবী (রা) তারা একটি সফরে এক উপজাতি ( রাতে ) এলাকায় পৌঁছলেন। তারা তাদেরকে অতিথি হিসাবে গ্রহন করার অনুরোধ করলেন কিন্তু তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারপরে সেই গোত্রের প্রধানকে একটি সাপ ( বা বিচ্ছু ) কামড়াল এবং তারা তাঁর নিরাময়ের জন্য যথাসাধ্য ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল । তাদের মধ্যে কয়েকজন (অন্যকে) বলল ,'কোনও কিছুই তার উপকারে আসেনি, আপনি কি সেখানে যাবেন? যে লোকেরা এখানে রাতে অবস্থান করেছে, হয়ত কেউ কেউ থাকত তাদের মধ্যে থাকতে পারে ( চিকিৎসক হিসাবে )। তারা সাহাবীদের (রা) দলে গেল এবং বলল, 'আমাদের প্রধানকে একটি সাপ কামড়েছে ( বা একটি বিচ্ছু) এবং আমরা তার চেষ্টা সব কিছু করেছি

উপকৃত হয়নি। আপনার কি কিছু করার আছে ?' তাদের একজন জবাব দিল, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! আমি একজন ইসলামিক দোয়া আবৃত্তি করতে পারি, কিন্তু তোমরা আমাদের অতিথি হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছ , তাই নামাজের সূত্র পাঠ করব না আপনাদের জন্য জন্য যদি না আমাদের জন্য কিছু মজুরি নির্ধারণ করেন। " তারা তাদের এক পাল ভেড়া দিতে সম্মত হল। তাঁদের (রা) মধ্যে একজন

আবৃত্তি করল ( আল-ফাতিহা অধ্যায় ): 'সমস্ত প্রশংসা এর জন্য।

তিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা" এবং প্রধানকে মুক্ত করলেন আর সুস্থ হয়ে গেল যেন তাকে শৃঙ্খল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, পেয়ে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করলেন যেন কোন রোগ হয়নি। তারা যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে রাজি হয়েছিল তা তাদের দিল। তাঁদের মধ্যে কিছু ( সাহাবাগণ ) এরপরে তাদের ভাগ করার পরামর্শ দিলেন , কিন্তু যিনি আবৃত্তি করেছিলেন বললেন, 'যতক্ষণ না আমরা রাসূল(স) এর কাছে যাব ও ঘটনা জানাব ততক্ষণ এগুলিকে ভাগ না করে নবী (সা) কে পুরো গল্পটি বর্ণনা করার জন্য অপেক্ষা করুন তার আদেশের

জন্য।' সুতরাং, তারা আল্লাহর রাসূলের(স? কাছে গেলেন ও গল্পটি বর্ণনা করলেন। আল্লাহর রাসূল(স) জিজ্ঞাসা করলেন:

وما يُدرِكَ انّها رُقْيةٌ (البخاري :2272)

"তোমরা কীভাবে জানলে পারলে যে এটা রুকিয়া (দায়া) ? "

তারপরে তিনি যুক্ত করলেন:

قد أصبْتُم واضربوا لي معكم سهمًا (البخاري :2272)

"তোমরা সঠিক কাজটি করেছ। ভাগ কর এবং আমার জন্যও একটি অংশ বরাদ্দ কর "

এটি একটি সুপরিচিত সত্য কিছু কথার গভীর প্রভাব থাকে যা অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং বিশ্ব প্রভুর বাণী সম্পর্কে কি বক্তব্য যা সৃষ্টির কথ্য হিসাবে পছন্দ যখন আল্লাহ কি তাঁর সৃষ্টির উর্ধ্বে। করেন? আল্লাহর বাণী চূড়ান্ত নিরাময়, সঠিক প্রতিরোধ ক্ষমতার, সঠিক হেদায়েত এবং রহমত এর অন্তর্ভুক্ত। যদি এটি একটি পাহাড়ে উপর অবরতির্ণ হত, এটি ধূলিকণায় পরিণত হত আল্লাহর গৌরব কৃতজ্ঞতায়। আল্লাহ বলেছেন:

.. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ..

"... এবং আমরা কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি যা ঈমানদারদের জন্য নিরাময় ও করুণা।..' .(১৭:৮২)

.... وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

"আল্লাহ তাদের মধ্যে যারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বড় পুরস্কার (অর্থাৎ জান্নাত) ।"(৪৮:২৯)

এই উদ্বোধনী সূরা সম্পর্কে লোকে কি ভাবতে পারে, আর কোনও কুরআনের আয়াত বা অধ্যায়ের বা তাওরাত, সুসমাচার বা জাবুরের সাথে এটা তুলনাযোগ্য নয়।

আল -ফাতিহাতে সমস্ত ঐশী গ্রন্থের সাধারণ অর্থ যা আল্লাহ অবতীর্ণ রয়েছে । এতে আল্লাহর নাম ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যেমন আল্লাহ, রব (প্রভু), আর-রহমান (পরম করুণাময়) এবং আর-রহীম (সর্বাধিক দয়ালু)। এটি অতিরিক্ত স্বীকৃতি দেয় কেয়ামত, আল্লাহর একত্ব। এটি ছাড়াও আল্লাহর সহায়তায় সৃষ্টির নির্ভরতা এবং দিকনির্দেশনা এবং তিনিই সকল অনুদান প্রদান করেন। এটিতে সবচেয়ে সেরা এবং সবচেয়ে উপকারী দোয়া সংযোজিত সৃষ্টির প্রয়োজনে, সরল পথে পরিচালিত হওয়া যাতে অন্তর্ভুক্ত তাঁর গুণবাচক নামসমূহ জানা, আদেশ পালন, নিষেধ থেক দূরে থাকা ও মৃত্যু পর্যন্ত সৎ পথে দৃঢ় থাকা। এছাড়াও এতে সৃষ্টির সে সমস্ত সৃষ্টি যারা জ্ঞান অর্জন করেছে ও তা পালন করেছে। অপর থাকে তারাও উল্লেখিত যারা যার আল্লাহর ক্রোধে পড়ে পথ ভ্রষ্ট হয়েছে সত্য পথ থেকে।

এছাড়াও, এটাই-ফাতিহা নিশ্চিত করে দেয় ধর্মের লক্ষ্য এবং আদেশের , আল্লাহর গুন ও বৈশিষ্ট্য, কিয়ামত এবং নবুওয়াতের। এটি অতিরিক্ত হৃদয়কে এবং শুদ্ধ করে, আল্লাহর ন্যায় ও উদারতার কথা উল্লেখ করে। এটি ছাড়াও সকল প্রকারের উদ্ভাবন এবং মন্দ পদ্ধতি বাতিল করে। আমরা আমাদের বইতে মাদারিজু আস-সালিকিন'' আল-ফাতিহার সমস্ত গুণাবলী উল্লেখ করেছি এটি ব্যাখ্যা করে। এতে একটি অধ্যায় আছে যাতে এই সমস্ত গুণাবলী এবং সুবিধাগুলি যা যোগ্য রোগের নিরাময়ের পাশাপাশি প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা যায় বিষাক্ত কামরের ক্ষেত্রে।

প্রকৃতপক্ষে, আল-ফাতিহাহ সর্বোত্তম নিরাময় কারণ এটি বান্দার আল্লাহর কাছে আন্তরিক আত্মসমর্পণ করে , তাঁর সকল অনুগ্রহের প্রশংসা সহ, তাঁর নিকট সমস্ত সাহায্য, তাঁর সহায়তা ও সমর্থন কামনা, এবং সমস্ত ধরণের সুবিধার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে শিখায়। যেমন সঠিক দিকনির্দেশনার কামনা করা যা উপকার করে এবং প্রতিরোধ করে সম্ভাব্য যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ।

বলা হয়েছে যে আল -ফাতিহার অংশ যা একটি দোয়া যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

* ايّاك نعبدُ و ايّاك نستعِنُ *

"আমি আপনারই উপাসনা করি এবং আপনারই কাছে সাহায্যের প্রার্থনা করি " (1: 5)

প্রকৃতপক্ষে, এইগুলি শক্তিশালী শব্দ এক শক্তিশালী নিরাময় যা এই অধ্যায় ধারণ করে।

এই শব্দগুলিতে আন্তরিক নির্ভরতা এবং আস্থা জড়িত আল্লাহ প্রতি। তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা ও সাহায্য প্রার্থনা নম্রতা সহকারে এবং তাঁর প্রয়োজনে। ফলস্বরূপ, এই শব্দগুলো সর্বাধিক লক্ষ্য সন্ধান করে যা শুধু মাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। এছাড়াও এগুলি অর্জনের সর্বোত্তম পদ্ধতি বর্ণনা করে। আর তা হল আল্লাহকে অনুরোধ করা যাতে একজন এই লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে পারে।

আমার মক্কায় থাকাকালীন আমি একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম এবং ডাক্তার বা ঔষধের সুবিধা নেওয়ার উপায় ছিল না। তাই আমি একটি নিরাময়ের চেষ্টা করতাম, জমজমের কূপ থেকে এক চুমুক পানিতে সূরা ফাতেহা পাঠ করে পান করতাম। আমি তাতে পূর্ণ আরোগ্য পেয়েছিলাম। যখনই আমি ব্যথা অনুভব করেছি তখনই আস্থার সাথে তা পান করে সাহায্য পেয়েছি।

আল ফাতিহার একটি বিস্ময়কর ক্ষমতা রয়েছে বিষের নিরাময় হিসাবে। আল্লাহ আমাদের প্রতিটি রোগের নিরাময়ের ব্যবস্থা করেছেন যা আমরা উল্লেখ করেছি।

বিষাক্ত প্রাণী তাদের মন্দ আত্মার দ্বারা বিশেষ প্রভাব ফেলে ক্ষতিগ্রস্থ করে তাদের শিকারের। তদুপরি, অস্ত্র যা বিষাক্ত প্রাণী ব্যবহার করে তা হ'ল হুল। তারা যে সুই ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্থদের শরীরে প্রবেশ করায় এবং বিষটি ঢেলে দেয়। একইভাবে,যে ব্যক্তি ইসলামিক নামাজের সূত্রটি প্রয়োগ করছে প্রাপ্ত ব্যক্তিটির উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে দোয়া সমূহ। এভাবে তার দ্রুত আরোগ্যের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় আল্লাহর ইচ্ছায়। এ ভাবে আক্রান্ত ব্যক্তি অনুভব করবে তার শক্তি এবং আরোগ্য ত্বরান্বিত হবে দোয়া ও খোদায়ী সাহায্যে।

এটা নিয়মিত ঔষধ এবং অসুস্থ ব্যক্তি মধ্যে বিদ্যমান যে সম্পর্ক তার অনুরূপ। এ ছাড়াও আর্দ্রতা ও বায়ু যা রয়েছে যে ব্যক্তি দোয়া তেলাওয়াত করে তার থুথুতে তাতে প্রার্থনা এবং

আল্লাহর স্মরণের সংশ্লেষ থাকায় সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে। যেহেতু যে ব্যক্তি ইসলামিক পাঠ করবে তার হৃদয় ও মুখ উভয় দিয়ে করে তার ভিতরে বিদ্যমান বাতাস এবং আর্দ্রতা কিছু থুতুতে যুক্ত করে শরীরের তার কার্যকারিতা, শক্তি এবং প্রতিকার শক্তি সর্বাধিক বাড়িয়ে তুলবে।

অবশ্যই প্রতিকারে ব্যবহৃত হৃদয় ও আত্মা ঠিক তেমন কাজ করে নিয়মিত মেডিসিন যেমন দেহে কাজ করে।

যে ব্যক্তি ইসলামিক দোয়া প্রয়োগ অশুভ শক্তির উপর তার একটি সুবিধা রয়েছে (বিষাক্ত সাপ ইত্যাদি), যেহেতু সে ইসলামিক শব্দগুলো ব্যবহার করে এবং তার অভ্যন্তরীণ শক্তিতে তার থুথু নিক্ষেপ করে অশুভ শক্তি এবং বিষের প্রভাবগুলি সরিয়ে দেয়। উপরন্তু, ব্যক্তির হৃদয়ের শক্তি যত বেশী হবে, তার তিলাওয়াত ইসলামিক দোয়া তত বেশী শক্তিশালী হবে।

খোদায়ী প্রতিকার হিসাবে থুতু ব্যবহার করার পিছনে আরও একটি গোপন রহস্য রয়েছে, যা অশুভ শক্তি দ্বারা ব্যবহৃত হয়, ঠিক যেমন আল্লাহ বলেছেন :

وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿4﴾

"গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে"(১১৩:৪)।

যা হৃদয় অনুভব করে তা দ্বারা শরীর ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় এবং তাই বাতাস ফুঁকানো এবং থুতু দেওয়া একটা উপায়ের মত যা ত্বরান্বিত করে হৃদয়ের প্রভাবকে যা অনুভব করে ।যারা যাদু করে তারা কিছু গিঁট বেঁধে তাতে ফুঁ দেয়। তাদের যাদুর শব্দ, যা ক্ষতিগ্রস্থ উপর কাজ করে

যদিও সে সেখানে উপস্থিত থাকে না। এইভাবে, অশুভ শক্তি তাদের শব্দ প্রভাব স্থানান্তর করে আক্রান্ত ব্যক্তির উপর। যখন ভাল কাজের জন্য বলা ইসলামিক দোয়ার সূত্র ব্যবহার করা হয় এবং তখন শ্বাস যা প্রবাহিত হয় তা, যুদ্ধরত পক্ষগুলির মধ্যে অধিক শক্তিশালী হয় ও জয়লাভ করে।

ভাল এবং মন্দ শক্তিগুলির মধ্যে যুদ্ধ বাস্তব যুদ্ধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যা মানুষের মধ্যে সংঘটিত হয়। আধ্যাত্মিক শক্তি মূলত শরীর লক্ষ্য ও ব্যবহার করে যুদ্ধে শারীরিক একে অপরের বিরুদ্ধে।

যে কেবলমাত্র বস্তুগত পার্থীব জগৎ সম্পর্কে ব্যস্ত সে এ সমস্ত দ্বন্দ যুদ্ধের কিছু অনুভব করবে না, যে পরিবেশে সে বিশ্বাস করে তার সাথে যুক্ত থাকার কারণে,এবং সে আধ্যাত্মিক শক্তি এবং মানবজাতির উপর তাদের প্রভাব থেক বহু দূরে।

সংক্ষেপে যখন ভাল আধ্যাত্মিক শক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী হয় এবং প্রভাব ও অর্থ অন্তর্ভুক্ত করে যা আল –ফাতিহা তে রয়েছে তখন এটি তিলাওয়াতের সময় শ্বাসের সাথে সহ, ইসলামী দোয়ার সূত্র হবে অশুভ শক্তি এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রিয়া শীল। এইভাবে তাদের ক্ষতিকারক প্রভাব মুছে ফেলবে। আল্লাহ ভাল জানেন।

# বিচ্ছুর হুলের চিকিৎসা সম্পর্কিত নবীর(স) নির্দেশনা

আল–ইখলাস অধ্যায়টিতে বিশ্বাস ও ধর্ম , তাওহীদের বিভিন্ন দিকের প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে।

আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি এবং নিশ্চিত করার সাথে সমস্ত প্রকারের শিরককে অস্বীকার করা। এটা এ বিষয়টিও নিশ্চিত করে যে, আল্লাহ পরাক্রমশালী, আর সব ধরনের পরিপূর্ণতা সহকারে। ফলস্বরূপ, সৃষ্টি সব চাওয়া ও প্রয়োজনের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। এই অধ্যায়ে অস্বীকার করা হয়েছে যে আল্লাহর কোন

পিতামাতা, একটি বংশধর বা তাঁর সমতূল্য কিছু এবং এই কারণেই এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ

উপরন্তু আল্লাহর নাম "আস-সামাদ" (পালনকারী) অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রতিটি ধরণের পরিপূর্ণতা। এছাড়াও, অধ্যায় অস্বীকার করে যে আল্লাহর সমান কেউ রয়েছে, আর আল্লাহর নাম আল –

আহাদ (এক) কোন অংশীদারের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। এই তিনটি তাওহীদের অপরিহার্য মূল ভিত্তি [প্রভূত্ব, এবাদত ও গুণাবলী] ।

মুআউবিযিজাতান (আল কোরআনের এর ১১৩ এবং ১১৪ অধ্যায় ) এর সাথে সব ধরণের মন্দ ও ক্ষতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় নেওয়াও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যা কিছু মন্দ সৃষ্টি করেছেন তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত করে সমস্ত প্রকারের মন্দকে, শারীরিক বা আধ্যাত্মিক যাই হোক না কেন। রাত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার , এর চিহ্ন (চাঁদ) প্রকাশিত হলে, অর্থ সব মন্দ আত্মা থেকে আশ্রয় চাওয়া যারা রাতের বেলা প্রজ্বলিত হয়, দিনের আলোর বিপরীতে। এটা এই কারণ যখন অন্ধকার নেমে আসে এবং চাঁদ প্রকাশিত হয়, দুষ্ট শক্তিগুলি বেরিয়ে আসে। এছাড়াও, যারা গিঁট বাঁধে এবং ক্ষতি করে তাদের কাছ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা বলতে যাদুকরদের মন্দ এবং তাদের যাদু থেকে আশ্রয় নেওয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

। এ ছাড়াও আশ্রয় প্রার্থনা করা হিংসুক মানুষ মানে দুষ্ট শক্তি থেকে আশ্রয় নেওয়া,

অর্থ হল দুষ্ট মানুষের ঈর্ষা যা মানুষের দেহ এবং দৃষ্টির ক্ষতির কারণ। মুয়াব্বিজাতান এর দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায় মানুষ এবং জিনের মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর দুটি মুয়াব্বিজাতান আশ্রয় প্রার্থনা করে সব ধরণের মন্দ থেকে। অতএব, তারা এতে একটা বিরাট উপকার রয়েছে নিরাপত্তা স্বরুপ দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে তা ঘটার পূর্বেই। এই কারনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উকবা বিন আমিরকে(রা) পরামর্শ দিলেন আত -তিরমিজির বর্ণনা অনুযায়ী প্রত্যেক নামাজের পরে তা তেলাওয়াত করতে। হযরত (স) মুয়াব্বিজাতান সম্পর্কে তখন এও বলেন :

ما تعوّذ المُتوّذون بِمثْلِها (ابو داود :1463)

"যে আশ্রয় প্রার্থনা করে সে কখনও আশ্রয় পেতে পারে না তাদের মত."

বর্ণনা করা হয়েছে, যখন নবী (সা) যাদুমন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন তাতে এগারটি গিঁট দেওয়া ছিল। প্রতিটি গিঁটে বিশেষ মন্ত্র সঙ্গে বাঁধা ছিল, এবং যখনই জিব্রিল (আ) মুয়াব্বিজাতান থেকে একটি আয়াত শোনাত

এক একটি গিঁট খুলে গিয়েছিল যতক্ষণ না এগারটি গিঁট খোলা না হয়েছিল। তারপরে, নবী(স) এর নিরাময় হয়েছিল, যেন সত্তা একটি শিকল থেকে মুক্ত হল।

বিচ্ছু নিরাময়ের জন্য নিয়মিত ওষুধ ব্যবহারের মধ্যে লবণ একটি বড় মান আছে।

আল -কানুনের লেখক বলেছিলেন, "একটি ব্যান্ডেজের লবণের সাথে লিনেনের বীজ ব্যবহার করা উচিত

বিচার দংশনের নিরাময়ের জন্য।". লবণ সাহায্য করে বিষ দ্রবীভূত করতে, যার জালা-পোলার ব্যথা হয় ও তা ঠান্ডা হতে লিনেনে থাকা শীতল আর্দ্রতা ব্যথা উপশম করে,আর লবণ নিষ্কাশন করতে সহায়তা করে এবং বিষ মুছে ফেলে। এটি অন্যতম সেরা এবং সহজ নিরাময় বৃশ্চিকের হুলের জন্য যা প্রতিকারের প্রয়োজন হয় ব্যথা শীতল এবং বিষ নিষ্কাশন করার। আল্লাহ জানেন।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে আবু হুরায়রাহ (রা) বলেন, এম এ লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ(স), গত রাতে বিচ্ছার কামরে আমার প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। "নবী (স) বললেন :

وأما لو قلت حين أمسيت : أعوذبكالمات الله التامات شرّ ما خلقي ; لم تضّرك (مسلم :2709)

"তুমি যখন ঘুমাতে গিয়েছিল তখন কি এ কথাগুলি বলেছিলে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে আল্লাহর নিখুঁত বাণীসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করি তিনি যা সৃষ্টি করেছেন যা মন্দ, ক্ষতি করতে পারে। "[আহমদ]

জেনে রাখুন খোদায়ী নিরাময় একবার একটি রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করার পরে আরও অধিক ঘটনাকে প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। এর পরে যদি কোনও ধরণের ক্ষয়ক্ষতি ঘটে তবে তা হবে না

তীব্র। অন্যদিকে প্রাকৃতিক ওষুধগুলি কেবল সাহায্য করে রোগের আক্রমণ পরে। ইসলামিক দেওয়ার সূত্র এবং বিভিন্ন দোয়ায় হয় রোগ থেকে প্রতিরোধ করবে বা এটা হালকা করবে যদি আবার হয়। এটা অসুস্থ ব্যক্তির আত্মা এবং হৃদয়ের শক্তির উপর নির্ভর করে। সুতরাং, নামাজের দোয়া সমূহ এবং প্রার্থনা

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং নিরাময় হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

প্রতিরোধ হিসাবে, সহিহেইনে এটি বর্ণিত হয়েছে যে আয়েশা বলেছেন:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه : نفَث في كفَّيه بقُل هو الله أحدٌ والمُوَّذتين، ثم يمسحُ بهما وجهه، وما بلغت يدُه من جسده. (البخاري : 5017)

"যখনই আল্লাহর রাসূল (সা) বিছানা যেতেন , তিনি হাতে সূরা ইখলাস ও মুয়াবিজাতান পাঠ করে ফুঁ দিতেন। তারপর হাত দিয়ে মূখ মুছতেন ও যা হাতের নাগালে আসত তা মুছতেন। ” (বুখারী)

এ ছাড়াও সহিহেইনে বর্ণিত আছে যে নবী (স) বলেন :

من قرأ الأيتين من آخر سورة البقرة، في ليلة، كفتاه (البخاري : 4008)

"যে সূরা বাকারার থেকে শেষ দুটি আয়াত পড়বে রাতে, তা তার পক্ষে যথেষ্ট হবে। "

এ ছাড়াও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে নবী (স) বলেন:

من نزل منزلًا، فقال : أعوذ بكلمات الله التّمّات من شرّ ما خلق ; لم يضُرّه شيء حتى يرتكب من منزله ذلك (مسل : 2708)

"যে কোন জায়গায় বাস করে এবং বলে, 'আমি আল্লাহর নিখুঁত বাণীতে আশ্রয় চাই যে তিনি সৃষ্টি করেছেন তা থেকে। তারপরে কিছুই তার ক্ষতি করবে না যতক্ষণ না সে সেই জায়গাটি ছেড়ে যায়।‘‘

আবু দাউদ (র) থেক বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (স) রাতে ভ্রমনের সময় বলতেন:

يا أرض ; ربِّ و ربّكِ اللهُ; أعوذ بالله من شرّكِ وشرّ ما يدُبُّ عليكِ ; أعوذ بالله من أسد وأسودَ، و من الحيّة والعَقْرب، ومن ساكن البلدَ، و من والدٍ وما ولدَ (احمد: 2/132)

“হে জমিন! আমার পালনকর্তা এবং তোমার রব আল্লাহ। আমি চাই তোমার মন্দ থেকে, তোমার মধ্যে যা মন্দ আছে তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় করছি। যা মন্দ চলাচল তার থেকে। আশ্রয় চাই আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি, সিংহ, হতাশ (বা জ্বিন), সাপ এবং বিচ্ছু এবং তাদের কাছ থেকে যারা এই দেশে বাস করে এবং জন্মদানকারী (পুত্রের) কাছ থেকে (আদম) এবং তাঁর প্রজন্ম থেকে.।"

রুকিয়াহের দ্বিতীয় উপকারের হল, নিরাময় করা, বিচ্ছার কামড় থেকে নিরাময় এর জন্য আল-ফাতিহাহ এবং এর পাশাপাশি রুকিয়াহ তেলাওয়াত করা কথা আমরা বলেছি।

# ক্ষত বা কালশিটে (sore) চিকিৎসায় রাসূল(স) এর নির্দেশণা

আমরা আনাস (রা) থেক সহীহ মুসলিমের বর্ণিত হাদীসটির কথা উল্লেখ করেছি

সহিহ মুসলিমে আল্লাহর রাসূল সাঃ অনুমতি দিয়েছিলেন প্রতিটি ধরণের জ্বর, অশুভ চোখ এবং কলসিটে (হুলের ক্ষত) ক্ষত থেকে নিরাময়ে রুকিয়াহ ব্যবহার করার।

এ ছাড়া আবু দাউদ বর্ণিত আশ-শিফায় বিনতে আবদুল্লাহ(রা) বলেন, আল্লাহর রসূল এসেছিলেন, যখন আমি হাফসার (রা) সাথে ছিলাম এবং বললেন:

إلّا تُعَلِّمين هذه رقية النملة كما علّمتيها الكتابة (ابو داود : 3887)

"কেন তুমি তাকে (হাফসাহ(রা), তার স্ত্রী) শিখাবে না নমালার রুকীয়া যেমন তুমি তাকে লিখতে শিখিয়েছ। "

আন-নমলা, আক্ষরিক অর্থে, পিঁপড়া, কারণ এটি বলা হয় এ জন্য যে এটি এক ধরণের ফোলা যা শরীরের পার্শ্বদেশে দেখা যায়। নমলা একটি পরিচিত রোগ এবং এক ধরণের হুলের ক্ষেতের মত শরীরের পাশে সৃষ্টি করে, এতে মনে হয় যে একটি পিপড়া শরীর বেয়ে উঠছে এবং তাকে কামড় দিচ্ছে। তিন প্রকার

নামলা রোগ রয়েছে।

আল -খালালা বর্ণনা করেছেন যে আশ-শিফা বিনতে আবদুল্লাহ(রা) ইসলামের আগের যুগে নামার জন্য রুকিয়াহ পড়তো। যখন তিনি রাসূল সাঃ এর নিকট মদিনায় হিজরত করলেন, মক্কায় তার আনুগত্যের প্রতিশ্রুতির পর, তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জাহিলিয়াহ (ইসলামের পূর্বে) সময় থেকে নামার জন্য রুকীয়া পড়তাম এবং আমি এটি আপনার কাছে পড়তে চাই "।তিনি(স) তাকে আবৃত্তি করতে বললেন। তিনি পড়তে লাগলেন, 'আল্লাহর নামে!ক্ষতিটি নিষ্ক্রিয় হোক যতক্ষণ না যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে না যায় কাউকে ক্ষতি না করে। হে আল্লাহ! ক্ষতি দূর করুন, ও লোকদের পালনকর্তা।"

তিনি সাত বার একটি পরিষ্কার কাঠের উপর আবৃত্তি করতেন, একটি পরিষ্কার জায়গা বাছাই করতেন। তারপর কাঠটি একটি পাথরের উপর ঘষতেন 'টক মদের ভিনেগার' দিয়ে এবং তার পর তা মলমের মত ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিতেন। হাদীসটি মহিলাদের পড়া ও লিখা শেখানোর আইনী বলে দাবিও করে।

# সাপের কামড়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নবীদের নির্দেশিকা

আমরা হাদীসটির উল্লেখ করেছি যেখানে নবী (স) বলেন,

لا رُقيةَ إلّا في عينٍ أو حمةٍ (مسلم: 2196)

" বেশি উপকারী আর কোন রুকিয়াহ নেই যা বদ নযর এবং জ্বরের জন্য আবৃত্তি করা হয় তার চেয়ে। "

এছাড়াও, ইবনে মাজাহ বলেছেন, যে আয়েশা(রা) বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহর রাসূল (স) রুকিয়াহ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন বিচ্ছু এবং সাপের কামড়ে ।". " ইবনে শিহাব আয-জুহরী (রা) বর্ণনা করেছেন, "এর অন্যতম সাহাবীকে সাপ কামড় দিয়েছিল। নবী (স) বললেন, রুকীয়া তেলাওয়াত করতে পারে এমন কেউ আছে কি? তারা বলল, * হে আল্লাহর রাসূল! আল -হাযমের ছেলেরা রুকীয়া করত সাপের কামড়ে। কিন্তু তারা তা বাদ দিয়েছে যখন আপনি তা নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন, উমরাহ বিন হাজমকে ডাক। তারা তাকে ডেকে পাঠাল, তিনি রাসূল(স) এর কাছে তাঁর রুকিয়াহ পাঠ করলেন। তিনি(স) বললেন ক

, 'যে এতে কোনও আপত্তি নেই।' অত:পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এটি ব্যবহার করতে বললেন এবং উমারাহ রাকিয়াহ তেলাওয়াত করলেন আক্রান্তের উপর। "[আল -বোখারি, মুসলিম, আন-নাসাঈ এবং আহমদ]।

# আলসার ও বিভিন্ন ক্ষেতের চিকিৎসায় নবীর (স) এর নির্দেশনা

সহীহাইনে আয়েশা(র) বলেন:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا شتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرحٌ، قال بإصبعه هكذا – ووضعَ سُفيان سبّابته بالأرض ثم رفعها – وقال باسم الله تُربه أرضنا، برقة بعضنا; لِيُشفى به سقيمُنا، بإذن ربّنا (البخار : 5745)

"যখনই কোনও ব্যক্তি ক্ষেতের অভিযোগ করতেন (বা মুখের ক্ষত), বা অন্য ক্ষত, আল্লাহর রাসূল (স)

মাটিতে তার আঙুল রাখতেন (তাঁর আঙ্গুল মুখে দিয় পরে) এবং বলতেন, “আল্লাহর নামে, আমাদের মাটি, যা আমাদের কারও লালা দিয়ে ভিজানো, দিয়ে আমাদের অসুস্থরা সুস্থ হোক, আমাদের পালনকর্তার অনুমতিতে। ” ।

এটি বিভিন্ন ক্ষেতের এবং তাজা ক্ষেতের একটি সহজ, উপকারী নিরাময় , বিশেষত যখন কোন ওষুধ থাকে না। বালি (মাটি) , যা ঠান্ডা এবং শুকনো এবং বিশ্বের সব জায়গায় পাওয়া যায়। আর্দ্রতা শুকিয়ে যায় যা আলসার বা ক্ষতের চারপাশে জমে থাকে। ক্ষেতের এই আর্দ্রতা প্রাকৃতিক উপায়ে দ্রুত নিরাময়কে বাধা দেয়, বিশেষত উষ্ণ অঞ্চলে। বেশিরভাগ আলসার এবং ক্ষতের সাথে অতিরিক্ত জ্বর হয়। জ্বরের রুক্ষতা ও উষ্ণ আবহাওয়ায় , তাপে বিশেষ সংবেদনশীল ক্ষতের ব্যথা আরও তীব্র করে। খাঁটি বালি ঠান্ডা এবং শুকনো, এমনকি এই চিকিৎসায় প্রয়োজনের চেয়ে বেশী শীতল। শীতলতা কার্যকরভাবে ক্ষেতের উষ্ণতা প্রশমি করব। বিশেষত যখন বালু ধুয়ে শুকানো করা হলে। খাঁটি বালি অতিরিক্ত শক্ত শুকানোর উপাদান তাই ক্ষতিকারক আদ্রতা ও দলীয় পদার্থ শুকনোয় সাহায্য করে, যা তড়িৎ নিরাময়ে সাহায্য করে, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

আর্দ্রতা একটি শক্তিশালী শুকানোর উপকরণ , দ্রুত নিরাময় প্রতিরোধ করে আর্দ্রতা বিরুদ্ধে। আরও, খাঁটি বালি অসুস্থ অঙ্গের উষ্ণতা ঠান্ডা করে প্রতিরোধের শক্তিকে শক্তিশালী করে এবং এইভাবে আল্লাহর নির্দেশে ব্যথা শেষ দূর করে।

হাদিসটি ইঙ্গিত দেয় যে তর্জনীতে লালা মিশিয়ে পরে খাঁটি বালির উপরে রাখতে হবে, কিছু আঙুলে আটকে থাকবে। আঙুলটি তখনই আক্রান্ত অঙ্গ বা ক্ষত উপর স্থাপন করা হবে, এবং তারপর হাদীসে বর্ণিত দোয়া পাঠ করবে। এই অনুশীলন আল্লাহর নাম উল্লেখ করার দোয়াতে যোগ করে,

সমস্ত বিষয় তাঁর কাছে সম্পর্কিত হয় এবং তাঁর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা

উভয় নিরাময় এবং প্রতিকার কার্যকর হয় সফল ভাবে। নবীর বক্তব্য ব্যাপারে দুটি মতামত রয়েছে, "আমাদের ভূমির বালু"। এটিতে সারা পৃথিবীর বালু না কেবল মদিনার বালু? এখানে কোনও সন্দেহ নেই যে কিছু ধরণের বালি বেশি কার্যকর অন্যান্য অঞ্চলের বালির চেয়ে বিভিন্ন অসুস্থতার প্রতিকারে।

গ্যালিনাস বলেছিলেন, "আলেকজান্দ্রিয়ায় আমি অনেক লোককে দেখেছি যারা মারাত্মক ড্রপসি এবং অসুস্থ প্লীহা থেকে ভুগছেন। মিশরের বালি ব্যবহার করেন তাদের পা, উরু, হাত,পাঁজর ও পিঠে মলম হিসাবে এবং তারা এ থেক প্রতিকার পান। "তিনি এ ছাড়াও বলেছিলেন, "অতএব, এই মলমটি (কাদা বালু)

পঁচা এবং শিথিল টিউমার নিরাময়ে সহায়তা করতে পারে ।" তিনি আরও বলেন, "আমি

অনেক লোককে চিনি, যাদের দেহ ফুলে গেছে

**231-310**

231( বই 205 পৃষ্ঠা থেকে..)

## Healing231-310 (B00k 205-

অত্যধিক রক্তপাতে, যারা কাদা মাটি ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছেন। আমি অন্যদেরও জানি যারা নিরাময়ের জন্য এটি ব্যবহার করেছিলেন টার্মিনাল অসুস্থতায় য বিভিন্ন অঙ্গ আক্রমণ করেছিল। এবং টার্মিনাল অসুস্থতা নির্মূল হয়েছিল। "অন্য একজন লেখক বলেছেন ,"কান্নাস অঞ্চল (ম্যাস্টিক দ্বীপ হিসাবে পরিচিত) থেকে আমদানি করা বালু - একটি কার্যকর পরিষ্কারক এবং আলসার এর আশেপাশে মাংস বৃদ্ধি করে কার্যকরভাবে তাদের নির্মূল করে। "

যেহেতু বিভিন্ন ধরণের বালির এক নিরাময় প্রভাব রয়েছে , পৃথিবীর সেরা এবং সর্বাধিক আশীর্বাদযুক্ত

অঞ্চলের বালি , বিশেষত যখন মিশ্রিত হয় নবীজির(স) এর লালায় এবং এবং সাথে দোয়া যোগ হয় যা নবী(স) তিলাওয়াত করেন এবং যাতে তিনি মহান প্রভুর নাম উল্লেখ করেন, সেই বালির তা হলে কি প্রভাব হত পারে?

আমরা উল্লেখ করেছি যে রুকিয়াহর কার্যকারিতা শক্তি বৃদ্ধি পায় বিশ্বাসের শক্তি অনুযায়ী, যে ব্যক্তি এটি আবৃত্তি করছেন এবং অসুস্থ ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী। কোনও বুদ্ধিমান, মুসলিম চিকিৎসক পারেন না এই সত্য অস্বীকার করতে। যাইহোক, যদি এই গুণগুলির কোনও একটি অনুপস্থিত থাকে, যেমন একজন ব্যক্তি যযা ইচ্ছা মিথ্যা বলে।

# সাধারণভাবে ব্যথার চিকিৎসা সম্পর্কে নবীর(স) নির্দেশনা (ইসলামিক দোয়ার সূত্র সহ)

মুসলিম [ইবনে মাজাহ, আহমদ এবং আত-তাবারানী] তাঁর সহীহ থেকে বর্ণিত যে, উসমান ইবনু আবু আল - আস তাঁর দেহের ব্যথা থেকে নবী করিমকে (স) অভিযোগ করলেন যে, তিনি মুসলিম হওয়ার পর থেকেই তিনি ভোগছেন। নবী (স) বলেন:

ضَعْ يدكَ على الذي تألَّم من جسدك و قل :

باسم الله ثلاث ; وقل سبْع مرات : إعُذُ بعزةِ الله وقدْرته، من شر ما أجدُ وأحاذو (مسلم : 2202)

" তোমার শরীরের আক্রান্ত জায়গায় হাত রাখ এবং বল, ! আল্লাহর নামে, 'তিনবার। অতঃপর বল সাতবার , 'আমি সন্ধান করি আল্লাহ্‌র পরাক্রম ও পরাক্রমশালী আশ্রয় যা আমি ভোগ করছি তার ক্ষতি থেকে এবং যা থেকে আমি সাবধান তা থেকে।"

এখানে উল্লিখিত প্রতিকার আল্লাহ নামের উচ্চারণ , সমস্ত বিষয় তাঁর সাথে সম্পর্কিত করা এবং বেদনা থেকে তাঁর শক্তি ও শক্তির কাছে আশকাছে চাওয়া এব অবশ্যই তা ব্যথা নির্মূল করবে। এছাড়াও, প্রতিকারের ঘন ঘন পুনরাবৃত্তি অবশ্যই এটা শক্তিশালী ও কার্যকর করবে। যেমন ঔষধ বার বার প্রয়োগ করে সফলতা পেতে হয় যতক্ষণ না নিরাময় লাভ হয়েছে।

হাই সহিহীন বর্ণিত আছে যে নবী (স)তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করতেন ( যারা অসুস্থ )

এবং তাঁর ডান হাত দিয়ে তাদের স্পর্শ করে বলতেন :

اللهم ربّ النسِ، إذهبِ البإس وإسفِ إنت الشافي، لا شفاءَ إلّا شفاءك، شفاءً لا يُغادِر سقامًا (البخاري :5743)

হে আল্লাহ, মানবজাতির পালনকর্তা! দূর করুন অভিযোগুলি এবং নিরাময় দিন। আপনিই আনুন নিরাময়, আর আপনার নিরাময়ের ছাড়া আর কোনও নিরাময় নেই। আপনার নিরাময় অসুস্থতা ছেড়ে দেয় না।"

শেষ ইসলামী সূত্রে ভিক্ষা করতে চাওয়া হয়েছে আল্লাহর নিখুঁত লালন-পালন ও করুণার দ্বারা যা নিরাময় কার্যকর করতে পারে। ইসলামিক সূত্রটিও নিশ্চিত করে, আল্লাহ এবং একমাত্র তিনিই নিরাময় আনেন এবং তিনিই যে নিরাময় দেন তা ব্যতীত আর কোনও নিরাময় নেই। ইসলামিক সূত্র আল্লাহ তাআলার কাছে ভিক্ষা করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তাঁর একত্ব, দয়া এবং প্রভুত্ব উপর বিশ্বাস দ্বারা।

# প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপাকের চিকিৎসার উপর নবীজির(স) নির্দশণা

আল্লাহ বলেছেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ
الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَـٰئِكَ
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ [2:155-157]

" এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল–ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।(155) যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।(156) তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েত প্রাপ্ত।(157)"

মুসনাদে (ইমাম আহমাদ রা. কর্তৃক) বর্ণিত আছে যে নবীজী(স) বলেছেন:

ما من إحد تُصيبه تصيبةٌ فيقُول : ان الله و انّ اليه راجعون، اللهم! أُجُرني في مُصيبتي، و إخِلِفُ لي خيرًا منها – إلا آجره اللهُ في مصيبة، و أخلف له خيرًا منها (مسلم : 918)

"কোনও ব্যক্তি বিপর্যয় ভোগ করলে বলে, সত্যই! আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। হে আল্লাহ! বিপর্যয়ের জন্য আমাকে পুরস্কৃত করুন এবং এর চেয়ে ভাল দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন। তা জাড়া যা আল্লাহ দুর্দশার জন্য পুরস্কৃত করবেন এবং যা প্রতিস্থাপন করবে, যা হারায় তার চেয়ে উত্তম কিছু।"

হাদীসে যে শব্দগুলি রয়েছে তা সত্যই কার্যকর এবং উপকারী নিরাময় দুর্যোগ বা বিপর্যয় আক্রান্ত মানুষের। শব্দগুলি দুটি দিক আছে যে, যদি আল্লাহর বান্দারা তাদের জ্ঞান অর্জন করে, তবে তাদের বিপর্যয় থেকে রক্ষা দেবে। প্রথমে আল্লাহর বান্দা, তাঁর পরিবার ও সম্পত্তি মালিকানাভূক্ত আল্লাহ তা'আলার একচেটিয়া । আল্লাহ তা'আলা .লোন হিসাবে দিয়েছেন তাঁর বান্দাকে। আল্লাহ মালিক, যা আছে তা তিনি ফিরিয়ে নেন। অধিকন্তু, আল্লাহ যা কিছু দেন তাঁর বান্দাকে তার পূর্ববর্তী এবং পরে এর কোন অস্তিত্ব থাকে না। বান্দা শুধু মাত্র অস্থায়ী দখল নেয় যন অস্তিত্বে আসে। এ ছাড়াও আল্লাহর বান্দা না কিছু তৈরি করে তার অধীনস্থ জিনিষ এবং এগুলির প্রকৃত মালিক সে নয়। আর না তারা এগুলি রক্ষা করতে সক্ষম। সুতরাং, ক্রীতদাস কেবল নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। যা তাদের আদেশ হয় তাই করে। কারণ তারা প্রকৃত মালিক নয়। বান্দা প্রত্যাবর্তন করবে সত্যিকার প্রভু আল্লাহর কাছে এবং তাদের শীঘ্রই বা পরে এ জীবন ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং এটি পিছনে পড়ে থাকবে। বান্দারা আল্লাহর কাছে ফিরে আসবে যেমন তিনি প্রথমবার তাদের সৃষ্টি করেছেন, স্ত্রী, পরিবার, গোত্র, সম্পদ সব ছেড়। দাসদের কেবল ভাল মন্দ কাজই হবে তার থাকবে। যদি যখন সত্য, তখন আল্লাহ তা'আলা যা কিছু দেন তা নিয়ে ক্রীতদাসের গর্বিত ও , কিছু হারানোর জন্য দুখিঃত হবার কারন নাই। দাসেরা যদি তাদের শুরু ও শেষ সম্পর্কে জানে, তবে এ জ্ঞান তাদের হীনমন্যতা ও দুঃখ কোন প্রভাব ফেলতে দিবে না।

এছাড়াও, দু:খ এবং হতাশা থাকবে না যখন দাসরা স্বীকার করে যে তাদের কোনও শক্তি নেই

যা ঘটে তা এড়াতে এবং আনতে যা তাদের জন্য নির্ধারিত।

আল্লাহ বললেন:

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ
عَلَى اللَّـهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

“পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।(22) এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না “(23) [57:22,23]

এছাড়াও, বিপর্যয়জনিত যন্ত্রণা দূর হয় যখন দাসেরা গভীরভাবে চিন্তা করে যে আল্লাহর তাদের কি দিয়েছেন আর কি তারা হারিয়েছে। তারা দেখবে তারা যা কিছু করেছে তার তুলনায় আল্লাহ তাদেরকে অনেক দান করেছেন। যেহেতু আল্লাহ যে যা কিছু তাদের হারিয়েছে না র চাইতে যা দিয়েছেন তা অনেক উত্তম, যদি তার শক্ত ও ধৈর্যশীল হয়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এই দুর্যোগ আরও দীর্ঘস্থায়ী ও কঠিন হতে পারত।

বিপর্যয়ের আঘাত এছাড়াও সহজ হতে পারে যদি দেখা হয় আশেপাশের অন্যান্য লোকদের অবস্থা। এবং

উপলব্ধি করে যে ডান এবং তার বাম যেখানেই দেখে শুধু বিপর্যয়। যদি কেউ গোটা বিশ্বক অনুসন্ধান করে, দেখবে যে সমস্ত মানবজাতি কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বিপর্যয়ে, হয় প্রিয়জনকে হারানো, না হয় কোন দুর্যোগ থেকে। সে এও বুঝতে পারবে যে এই পৃথিবীর আনন্দগুলি ঠিক দিবাস্বপ্ন বা প্রবাহমান ছায়া এবং এমনকি যদি পার্থিব জীবন কিছুটা আনন্দ এনে দেয়ও, অনেক এনে দেয় অশ্রু। যদি এটি এক দিনের জন্য

স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসে তবে তা আনতে পারে দীর্ঘমেয়াদী বিপর্যয়। যদিও এই জীবন কিছু আনন্দ আসে ,তবে আরও দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরোধ করতে পারে আনন্দ আসার। এছাড়াও, কোনও ঘরই সব ভালতে পূর্ণ থাকবে না। শীঘ্রই শিক্ষা ও ক্ষতিতে পূর্ণ হতে পারে। অবশেষে, যদি এই জীবনটি এক দিনের জন্য সুখ নিয়ে আসে, তাতে আগামী দিনের মন্দগুলি লুকিয়ে রাখতে পারে।

ইবনে মাসউদ(রা) বলেন, " প্রতিটি আনন্দের পরে আসে দুঃখ। এবং কোনও ঘর আনন্দের পূর্ণ থাকে না, শীঘ্রই বেদনায় ভড়ে উঠবে। "

এ ছাড়া ইবনে সিরিন(রা) বলেছেন," এমন হাসি নেই যার পরে না কান্না আসে।"

আরও, হিন্দ বিনতে আন-নুমান বলেছিলেন, "একসময় আমরা শক্তিশালী ও সম্ভ্রান্ত মর্যাদা উপভোগ করেছি। খুব শীঘ্রই, যখন সূর্য ডুবে গেল, আমরা খুব কম লোকে পরিণত হয়েছি। এটা আল্লাহর ওয়াদা যে

তিনি আনন্দে কোনও ঘর সবসময় পূর্ণ করবেন না, শীঘ্রই এটি পূর্ণ হয়ে যাবে শিক্ষায় (দুঃখে)।"

একবার, একজন লোক হিন্দকে তাঁর গল্পটি বলতে বললেন এবং তিনি বললেন, "এক সকালে, আমরা ঘুম থেকে উঠেছিলাম, যখন কেউই ছিল না আরবের যারা আমাদের আগ্রহের সাথে সন্ধান করে। যখন রাত পড়ল ,সমস্ত আরব আমাদের প্রতি করুণা অনুভব করেছিল। "

তদুপরি, তার বোন হুরকা একবার কান্না করছিল যখন তারা শক্তিমান ছিল। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল কেন সে কাঁদছে, কেউ কি তাকে বিরক্ত করেছে? তিনি বলেছিলেন, "না, আমি দেখেছি যে আমার পরিবার আরাম উপভোগ করছে। আর আমার মনে পড়েছে যে কোনও ঘর আনন্দে পূর্ণ থাকে না এবং একদিন এটি শোকের কবলে পড়বে। "

ইসহাক বিন তাল্লাহ বলেছেন, আমি একবার তার (হুরকাহ) কাছে একদিন এসে তাকে বললাম, 'তুমি রাজাদের গল্প সম্পর্কে কি জান?' সে বলেছিল, "আজ আমরা যা উপভোগ করি তা আমাদের গতকালের উপভোগের চেয়ে ভাল। আমরা বইতে পড়েছি যে এমন কোনও বাড়ি নেই অনুগ্রহ উপভোগ করবে, কিন্তু পরে এটি দিয়ে পরীক্ষা করা হবে না। তদ্ব্যতীত, সময় কখনও কোনও লোককে সুধিন দেখায় না,যার পিছনে অন্য দিন লুকিয়ে থাকবে যা সে ঘৃণা করবে। " বিপর্যয় এবং বিপর্যয়ের আঘাত মোকাবেলায় এটা জানাও কার্যকরী যে দুঃ ও বিষাদ দুর্যোগ ও বপর্যয় পাল্টা পারে না বরং বৃদ্ধি করে। দুঃখ এবং শোক উপশমে এটা জানার মাধ্যমে আসে যে, ধৈর্য ধারনের পুরষ্কার, আল্লাহর ক্ষমা ও পথ প্রদর্শন যা আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, তা অনেক বড় আপতিত এ দুর্ভোগ থেকে।

দুর্যোগকে এড়ানো এটা মনে রেখেও করা যায় যে, দুঃখ শত্রুর হৃদয়ে শান্তি আনবে, বন্ধুকে দিবে বেদনা আর আল্লাহকে করবে রুষ্ঠ, শয়তানকে করবে উৎফুল্ল, আর ধ্বংস করবে পুরষ্কার ও দুর্বল করবে হৃদয়কে।

অন্যদিকে, যখন কেউ ধৈর্য ধারন করে এবং তৃপ্ত থাকে, সে শয়তানকে বিতারিত করে এবং তার চক্রান্তকে নস্যাৎ করে,যা তার প্রভুকে সন্তুষ্ট করে, বন্ধুবান্ধবদের আনন্দ দেয় আর বেদনার্ত করে শত্রুদের। এই ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য যখন

ব্যক্তি সংশোধনের প্রত্যাশী হয় ও দৃঢ় থাকে। তেমন নয় যেমন কেউ বুক চাপড়ায়, অসঙ্গত কথা বলে আল্লাহর সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে।

বিপর্যয়ের দুঃখ নিবারণের এও উপায় হতে পারে যখন কেউ জানে যে, ধৈর্য এবং সহনশীলতা যে একধরনের তৃপ্তি ও প্রশান্তি এনে দেয় তা ক্ষতির চেয়েও অনেক বেশী। এই ক্ষেত্রে, এটি দাসের জন্য পুরষ্কার হিসাবে যথেষ্ট যে, জান্নাতে তার জন্য এক প্রশংসার প্রাসাদ তৈরী করা হবে প্রতিদান স্বরূপ যে প্রশংসা করেছে তার প্রভুর ও সবকিছু সে সমর্প্পণ করেছে তার প্রভূর কাছে। চিন্তা করতে হবে,যত বড় ক্ষতি ও দুর্ভোগ সে সহ্য করেছে তার কত বড় বদলা সে অর্জন করবে আখেরাতে।

আত-তিরমিজি বলেন নবী করীম(স) বলেন," কেয়ামতের দিন কিছু লোক দুর্ভোগের পুরষ্কারপ্রাপ্তদের প্রত্যক্ষ করে, চাইবে যদি তাদের চামড়া এই জীবনে কাঁচি দিয়ে কেটে দেওয়া হত।

আল-মদিনার মানুষের কিছু অনুসারী একবার বলেছিলেন , "এ জীবনে যদি কোন দুর্যোগের মধ্যে না পড়ে তাহলে তারা আখেরাতে বড় পুরষ্কার হতে দেউলিয়া হবে । "

উপরন্ত, যন্ত্রণা এবং শোক নিরাময় অন্তর্ভুক্ত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্তরে তৃপ্তি বোধ, কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত সমস্ত কিছু প্রতিস্থাপন করা যায়। নিরাময়ের রয়েছে এটি জানায় যে বিপর্যয়

মানে তার জীবনের অর্জন। বিপর্যয়ে সন্তোষ তৃপ্তি আনে আর অসন্তুষ্টি আনে আল্লাহর ক্ষুদ্ধতা ।দূর্যোগ কারও জীবনে ততটুক প্রভাব ফেলবে যতটা সে অনুমতি দিবে। অতএব উচিত হবে এটা ঠিক করা যে সে উত্তম পুরষ্কার না সবচেয়ে খারা পরিণতির কোনটা গ্রহন করবে। কেউ যদি ক্রোধ ও অবিশ্বাস অনুভব করে তবে সে হবে

ধ্বংস হওয়া লোকদের তালিকাভুক্ত যারা তাদের কর্তব্য অবহেলা করেছে। যদি কেউ অনুভব করে

দুঃখ এবং অভিযোগী, অধৈর্য হয় তাদের লেখা হবে নিজেদের উপর জুলুমকারীদের মধ্যে। যদি কেউ প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও তাঁর প্রজ্ঞাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, সে পাবে সেই দরজা যা কপটতার দিকে পরিচালিত করে বা তার মধ্যে প্রবেশ করবে। কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্ট হয় ও দৃঢ় থাকে তাকে লিখা হবে ধৈর্যশীলদের মধ্যে। যদি কেউ তৃপ্ত থাকে সে হবে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত। কেউ আল্লাহর প্রশংসা করে ও তার শুকরিয়া আদায় করে তাকে কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে ও সমবেত করা হবে আল্লাহর প্রশংসাকারীদের পতাকার নিচে। যদি দুর্যোগ কারও মনে আল্লাহর সাথে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা জন্মায় সে আল্লাহর ভালবাসার নিষ্ঠাবাণদের অন্তর্ভুক্ত। আহমদ ও আত -তিরমিজি বর্ণনা করেছেন যে নবী (সা) বলেন:

إنّ الله إذا أحبّ يومًا ابتلاهم ; فمن رضي فله الرِّضا، و من سخط فله السخطُ. (الترمذي :2396)

"যখন আল্লাহ কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন। তিনি তাদের পরীক্ষা করেন। যদি তারা সন্তুষ্ট হয় তবে তারা অর্জন করবে ক্রোধ। " (আহমদ, তিরমিজি)

দুঃখ নিরাময়ের জেনে রাখা দরকার যে যত বেশী দুঃখ কেউ ভোগ করুক না কেন আগে হোক বা পরে সে তা ভূলে যেতে বাধ্য হবে। তারপরেও সে পুরস্কৃত হবে না, বাধ্য হয়ে ধৈর্য ধরার জন্য ।একজন জ্ঞানী ব্যক্তি একবার বলেছিলেন, "প্রথম দিন যখন কোন বিপর্যয় আঘাত হানে, জ্ঞানী ব্যক্তি ঠিক তার মতো আচরণ করে যা অজ্ঞ ব্যক্তি দিন পরে আচরণ করে। যারা প্রথমে সম্মানজনক ধৈর্য পালনে ব্যর্থ হয় , শীঘ্রই বাধ্য হবে পশুরা যেমন করে ভুলে যায় দুঃখ ভোগের পর ব্যয় ব্যয় । "

সহিহ ছাড়াও এটি সম্পর্কিত যে নবী (স) "সত্যই, ধৈর্য দুর্যোগের আঘাতে। "

আরও, আল –আশ'আত বিন কায়েস বলেছিলেন, "ধৈর্য ধর বিশ্বাসের সাথে এবং আল্লাহর প্রতিদানের অপেক্ষায় থাক। অন্যথায়, তুমি ঠিকই এক সময় ভুলে যেতে বাধ্য হবে দুর্যোগের কষ্ট যেমন পশুরা যায়। প্রাণীরা করে। "

দুঃখ উপশমের জন্য এটা জানা দরকার মধ্যে সবচেয়ে ভাল উপায় হল, আল্লাহর সিদ্ধান্তে রাজী হয়ে যাওয়া যে আল্লাহ তার জন্য পছন্দ করেছেন তাতে সে একমত। একারনে যে প্রিয়জনের পছন্দের বিষয় পছন্দ করাও ভালবাসার দাবী। যাকে কেউ ভালবাসে অথচ তার পছন্দ ভালবাসে না আবার তা পছন্দ করে যা, তার প্রিয়জনের পছন্দ নয়। এ অবস্থা তা প্রিয়জনের অসন্তুষ্টির কারন।

আবু আদ-দারদা একবার বলেছিলেন, "আল্লাহ যখন সিদ্ধান্ত নেন কোন ব্যাপারে, তিনি পছন্দ করেন যে তাঁর সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।" এছাড়াও, 'ইমরান বিন হুসেন যখন অসুস্থ থাকতেন বলতেন, "তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমার কাছেও সর্বাধিক প্রিয়।“। "আবু আল –আলিয়াহ একই বলেছেন। এই প্রতিকার কেবল তাদের জন্য কাজ করে যারা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে ভালবাসে, এবং যে কারও জন্য নয়।

এ ছাড়া, দুঃখ নিরাময়ের জন্য তুলনা করা, যে কোনটি আনন্দপূর্ণ , ভাল ও অধিক স্থায়ী, তা বিবেচনা করা অন্তর্ভুক্ত। দুর্যোগে ধৈর্য ধরা ও আল্লাহর প্রাপ্তির আশায় সন্তুষ্ট থাকা। যখন কেউ ভালটি খুঁজে পায়, তার উচিত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। যদি কেউ নিকৃষ্টটি পছন্দ করে তার জানা উচিত যে এতে তার হৃদয়, মন ও ধর্মের ক্ষতি হয় তা দুর্যোগের ক্ষতি থেকে বেশী। দুঃখ নিরাময়ে এটাও জেনে রাখা প্রয়োজন যে, যে সত্তা বান্দাকে কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেছেন তিনি মহাজ্ঞানী ও দয়াময়। তিনি পরীক্ষা করেছেন মাত্র, বান্দাকে শাস্তি, জুলুম করেন নাই বা ধ্বংস করেন নাই। বরং তার ধৈর্য, সন্তুষ্টি ও বিশ্বাসের পরীক্ষা করেছেন মাত্র। এ ছাড়াও আল্লাহ চান

দাসের অনুরোধ, প্রার্থনা এবং নম্রতা শুনতে। তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে। অন্তরের নম্রতা সহকারে তার কথা ব্যাখ্যা করে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করতে।

শায়খ আবদুল কাদির বললেন, "বৎস ! এ বিপর্যয় তোমাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নয়। বরং এটি তোমার ধৈর্য ও বিশ্বাসের পরীক্ষা। বৎস! ভাগ্য একটি সিংহ, এবং সিংহরা পচা মাংস খায় না। " দুর্যোগ বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে ধনুক যা তাকে অশুচি থেকে উত্তরণ করে। বিশ্বাসী হয় খাঁটি সোনার বা খাঁটি মন্দ হবে।

এই জীবনে যখন ধনুকগুলি দাসের কোনও উপকার না করে তখন সে সবচেয়ে শক্তিশালী ধনুক, জাহান্নামের মুখোমুখি হবে। দাস তাই জানা উচিত যে তার এ জীবনে ধনুক দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে

তা তার পক্ষে আরও ভাল যা পরের জীবনের ধনুকের সাথে পরীক্ষা করা হবে।

উপরন্তু, ক্রীতদাসের অন্য কোনও পছন্দ নেই এ দুটি ধনুকের সাথে পরীক্ষা করা ছাড়া , তাই তার তৃপ্ত থাকা

উচিত আল্লাহর পরীক্ষা নিয়ে, তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের প্রশংসা সহ। দুঃখ নিরাময়ে এর পাশাপাশি জেনে রাখা প্রয়োজন যে এটি যদি না হত তা হলে দাস অহংকারী, গর্বিত এবং কঠোর হৃদয় হয় যাবে, যা হবে

শেষ পর্যন্ত তার ধ্বংসের কারণ। এটা আল্লাহর করুণা যে তিনি পরম করুণাময়, তিনি দাসকে কষ্ট সহকারে পরীক্ষা করেন কখনও কখনও যাতে এই সমস্যাগুলি প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে তার অশুভ আচরণের বিরুদ্ধে। আর এভাবে নিজের দাসত্বের অবস্থা সংরক্ষণ করা। এছাড়াও এগুলি নিষ্কাশন করে নিকৃষ্ঠ পদার্থসমূহ

তার ভিতরের। সমস্ত প্রশংসা তিনি যিনি দয়া করে প্রেরণ করেন দুর্ভোগ ও দুঃখ এবং দাসদের পরীক্ষা করেন অনুদানের সাথে।

যদিএটি না হত যে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি কষ্ট এবং দুঃখ প্রতিকার ও পরীক্ষা হিসাবে পাঠাতেন, তারা অহঙ্কারী এবং অন্যায় আগ্রাসী হত।

আল্লাহ যখন কোন নির্দিষ্ট বান্দার জন্য কল্যান করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তিনি তার মাত্রা অনুসারে তাকে ব্যথা এবং কষ্ট দিয়ে তার বিশ্বাসের পরীক্ষা নেন। আল্লাহ এভাবেই বান্দাদের রক্ষা করেন ধ্বংসাত্মক অসুস্থতা (পাপ এবং অভিলাষ), যতক্ষণ না দাস পবিত্র এবং সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং আল্লাহ তাকে যোগ্য করেন এই দুনিয়ার সর্বোচ্চ মাত্রায় তাঁর দাস হিসাবে। এছাড়াও তিনি তাঁকে যোগ্য করেন পরকালের সেরা পুরষ্কারের জন- আল্লাহর দিকে তাকানো এবং তাঁর নিকটবর্তী হওয়া।

দুঃখ নিরাময়ে জেনে রাখা জরুরী যে এই জীবনের তিক্ততা পরজীবনে মিষ্টি। স্বল্পস্থায়ী তীক্ততা থেকে দূরে সরে যাওয়া মিষ্টি অর্জনের জন্য অবশ্যই ভাল। অন্য কথায় স্বল্পস্থায়ী কষ্ট অনন্ত মিষ্টির জন্য মেনে নেওয়া ভাল।

যদি কেউ এই কথাগুলি বুঝতে না পারে তবে তাদের সত্যবাদীর কথা স্মরণ করআ উচিত। রসুল (স) বলেন:

حُفَّتِ الجنَّةُ بالمكارهِ، وحفتِ النار بالشهوَاتِ (مسلم :2866)

"জান্নাত আনন্দে ঘিরে থাকে আর জাহান্নাম লোভ দ্বারা বেষ্টিত। "

অতএব, আল্লাহর কাছে যা আছে তা নিজের কাছে নিয়ে আস, যা তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্য প্রস্তুত – যারা তাঁর আনুগত্য করে। তা হচ্ছে অফুরন্ত আনন্দ, অসীম সুখ ও চুড়ান্ত সাফল্য।

এ ছাড়াও বিবেচনা ও স্মরণ কর,চিরকালীন দুঃখ এবং লাঞ্ছনা যা আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন দুষ্ট এবং অবাঞ্ছিত দাসদের জন্য।

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

"বলুনঃ প্রত্যেকেই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করে। অতঃপর আপনার পালনকর্তা বিশেষ রূপে জানেন, কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে আছে।" (১৭:৮৪)

প্রতিটি ব্যক্তি তার জন্য উপযুক্ত কি, কি সে চায় তা সন্ধান করে। এরকম ভেব না যে এখানে প্রতিকারের কথা বেশী বলা হল। চিকিৎসক ও রুগী উভয়ের জন্য এটা অতি প্রয়োজনীয় বলে ব্যাখ্যা করে বলা। আল্লাহ ভাল জানেন।

# দুঃখ, শোক ও বিষন্নতা সম্পর্কে নবীর (স) এর নির্দেশনা

সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে রাসূল (সা) বলেছেন:

لا إله إلا الله العظيم، لا اله الا الله ربُّ العرش العظيم، لا إله الا الله ربُّ السموات السبع و ربُّ الأرض، ربُّ العرش الكريم (البخاري (6346:

"আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোন উপাস্য নেই, সর্বাধিক মহান, সর্বাধিক সহনশীল। উপাস্য নেই আল্লাহ পরাক্রমশালী পরাক্রমশালী ব্যতীত উপাসনার যোগ্য, শক্তিশালী আরশের প্রভূ তিনি। আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোন উপাস্য নেই, সাত আকাশের প্রভু, পৃথিবীর প্রভু এবংসম্মানিত আরশের মালিক। "

এছাড়াও আবু দাউদ তাঁর সুনানে বর্ণিত, যে হযরত আবু বাকর( রা) হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন:

دعواتُ المكروب:اللهم رحمتكَ أرجو; فلا تكِلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كُلّه ; إلا أنت (ابو داود:509)

"এটি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থদের প্রার্থনা, হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ চাই। আমাকে বাধ্য করো না

এক মুহূর্তের জন্য আমার নিজের উপর নির্ভরশীল হতে এবং আমার সমস্ত কাজকে সফল করুন, আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। "

এ ছাড়া আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন যে আসমা বিনতে উমাইস(রা) বলেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা)

তাঁকে বলেছেন :

ألا أعلِّمُك ككلِمات(تقولينهُنّ) عند الكرب – أو في الكرب – اللهُ ربي لا أُشركُ به شيئًا (ابو داود: 1525)

"আমি কি তোমাকে কিছু কথা শেখাব যা তুমি যখন মুশকিলে পড় তিলাওয়াত করবে , “ আল্লাহ আমার প্রতিপালক যার সাথে আমি কাউকে শরিক করি না, কোন কিছুই না “।

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন যে ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ما اصاب عبدا همٌّ ولا حُجنٌ – فقال : اللهم انّعبدُك ابنُ عندك ابنُ آمتِك نسيتي بيدك، ماضٍ في حُكمك، عدْلٌ فيَّ قضاؤُك; أسألك بكل اسم هو لك، سمّت به نفسك، أو ان لته في كتابك، أو علّمتك أحدا من خلقك، أو استأثَرت به في علْم الغيب عندك ; انّ تجعل القرآن العظيم ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذهاب همّي. إلا أذناب الله حزنه و. همّه، وأبدله مكانه فرجًا (احمد:204. 391)

"যখনই কোনও দুঃখ বা শোক কোন বান্দাকে আঘাত করে এবং বান্দা তখন বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার দাস, তোমার গোলামের ছেলে, তোমার বান্দির ছেলে। আমার চুলের ঝুঁটি তোমার মুঠোই। তোমার সিদ্ধান্ত অবশ্যই ঘটবে। আমার সম্পর্কে তোমার রায় অবশ্যই ন্যায্য। আমি চাই তোমার প্রতিটি নামেই এবং যে নামে তুমি নিজেকে ডাক, যা তুমি তোমার গ্রন্থে উল্লেখ করেছ, আপনার কিছু সৃষ্টিকে শিখিয়েছ বা রেখেছ তোমার সৃষ্ট অদৃশ্যের জ্ঞানে। দয়া করে কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত ধারা, আমার বুকের আলো, এবং আমার দুঃখের অবসানকারী বানাও। তারপরে,আল্লাহ তার দুঃখ ও হতাশা ও ইচ্ছা দূর করে তাদের আনন্দের উপর প্রতিস্থাপন করবেন। "

তদ্ব্যতীত, আত-তিরমিজি বর্ণনা করেছেন যে সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন :

«دعوة ذي النون إذ دعا ربّه وهو في بطْنِ الْوت»

"যু-আন নূহ (জোনাহ) এর দোয়া যা তিমি মাছের পেটে থাকাকালীন সে প্রভুর কাছে করেছিল "

..... إِلَـٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾

"কারওই অধিকার নেই আপনি ব্যতীত কেবল আপনিই উপাসনা করি, মহিমান্বিত আপনি। নিশ্চয় আমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম"।

لم يدعُبها رجلٌ مسلِمٌ في شيءٍ قطُّ، إلا استجيبَ له (الترمذي:35051)

"কোন মুসলিম মানুষ নাই দোয়া করবে না কোন বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ যার ইতিবাচক উত্তর দেবেন।"

ইমাম আহমাদ মুসনাদে বর্ণিত হয়েছে ,

انّ النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة (ابو داود : 1329)

"যখনই রাসূল (সা) একটি বিষয়ে চিন্তিত হতেন, তিনি সালাতে প্রবৃত্ত হতেন।

অধিকন্তু, আল্লাহতায়ালা বলেন বলেছেন:

Commented [5]:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ

"আর তোমরা ধৈর্য ধরে ও নামায পড়ে সাহায্য কামনা করো।" (2:45)

সুনানে এটি বর্ণিত আছে, "ফিরে যাও জিহাদে, কারণ এটি জান্নাতের দরজার একটি যার সাহায্যে আল্লাহ তা'আলা দুঃখ ও হতাশাকে দূরে সরিয়ে দেন।"

ইবনে আব্বাস (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন:

من كثُت همومه و غُمومُه : فليُكثِرُ من قبل لا حول و لا قوة إلا بالله (لم نجده الحاكم و الطبراني(المجمع ١٠/٩٨)

"যখনই দুঃখ ও শোক তীব্র হয় কারো উপর, সে যেন বারবার বলে, নেই আল্লাহ ব্যতীত কারো কোন শক্তি নাই।"

সহিহাইনে এটি বর্ণিত রয়েছে যে, দোয়া প্রার্থনা জান্নাতের একটি মূল ধন। আত-তিরমিজি বর্ণনা করেছেন যে এটি জান্নাতের দরজা। নিরাময়ের কথা যা আমরা উল্লেখ করেছি তা পনেরপ্রকার। তা যদি দুঃখ দূর করতে যথেষ্ট না হয়, তবে হতাশা এবং শোক দীর্ঘস্থায়ী এবং সম্পূর্ণ অপসারণ ও বিলুপ্ত

করা প্রয়োজন।

প্রথম নিরাময়, তাঁর মধ্যে আল্লাহর একত্বকে নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়টি এবাদতে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।

তৃতীয় নিরাময়, তাওহীদের মূলনীতির বিশ্বাস (আল্লাহ ও মোহাম্মদ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই

তিনি তাঁর রসূল)। চতুর্থ, বান্দার উপর অবিচার না করাএবং বিনা কারণে শাস্তি দেওয়া জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা । পঞ্চম, বান্দার নিশ্চিত হওয়া যে সেই এই অন্যায় করেছে। ষষ্ঠ, অত্যন্ত প্রিয় পদ্ধতিতে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা, যেমন তাঁর নাম, গুণাবলী, যেমন আল-হাই (চিরন্জীব), আল-কাইয়ুম (যিনি সব কিছু প্রতি পালন করেন)। সপ্তম, বান্দা নিশ্চিত করে যে সে শুধুই আল্লাহর উপর নির্ভর করে।

অষ্টম, দাস বিশ্বাস করে যে আশা আল্লাহর কাছেই করতে হবে। নবম,অর্জন করতে হবে আল্লাহর উপর সব বিষয়ে প্রকৃত নির্ভরতা রাখতে হবে এটা বিশ্বাস করে যে তার ভাগ্য আল্লাহর হাতি নিবদ্ধ এবং তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। এবং তার সিদ্ধান্ত যথার্থ ও তার সিদ্ধান্ত অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

দশম, বান্দার হৃদয়ের উপভোগ করা উচিত কুরআনের উদ্যান এবং কুরআনে প্রানীদরে মত ঝর্ণার বিশুদ্ধ পানি মতো নেওয়া উচিত। এছাড়াও,বান্দাকে কুরআনের আলো ব্যবহার করতে হবে বাসনা এবং অভিলাষের অন্ধকার দূর করতে। কুরআনকে হতে হবে সহচর যখন কেউ উপস্থিত না থাকে; শান্তি যা

সমস্ত ধরণের দুর্যোগ এবং অসুস্থতার, যা বান্দাকে আক্রমন করে তা থেকে মুক্তি দেয় ও বিষন্নতা, বেদনা দূর করে। একাদশ, ইস্তেগফারের সাথে ক্ষমার জন্য আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। দ্বাদশ,আল্লাহর কাছে অনুশোচনা করা।

ত্রয়োদশ, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। চৌদ্দতম, নামাজ আদায় করা। পঞ্চদশ, সব ক্ষমতা

তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা যিনি তাদেরকে তাঁর হাতে আঁকড়ে ধরেন।

# খোদায়ী প্রতিকারগুলি রোগকে কীভাবে প্রভাবিত করে

আল্লাহ আদম পুত্র ও তাঁর দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি অঙ্গকে অঙ্গক একটা পরিপূর্ণতা অর্জনের সক্ষমতা দিয়েছেন, যা এরা অর্জন করতে পারে। অতঃপর, যখন অঙ্গ তার পরিপূর্ণতা হারায়, এটি ব্যথা অনুভব করে। আল্লাহ তাআলা হৃদপিণ্ডের জন্য পরিপূর্ণতার একটি ব্যবস্থা মনোনীত করেছেন, এটা অঙ্গগুলির নেতা। যখন হৃদয় তার পরিপূর্ণতা হারিয়ে ফেলে,এটি বিভিন্ন অসুস্থতায় পড়ে, যেমন দুঃখ, শোক এবং যন্ত্রণা ইত্যাদি। এছাড়া,যে জন্য চোখ সৃষ্টি করা হয়েছে তখন এটি হারাতে থাকে দেখার ক্ষমতা; কানের যে জন্য তৈরি করা হয়েছে তা হারায় শ্রবণ শক্তি এবং জিহ্বা কথা বলার শক্তি হারাবে।

হৃদয় স্রষ্টা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য এবং তাঁকে ভালবাসার জন্য, তাঁরই একা এবাদত করার, তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকার, তাঁকে আনন্দিত করে আনন্দিত হওয়া এবং সন্তুষ্টি বোধ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

আল্লাহ তায়া'লার আস্থা রাখতে, তাঁর জন্য ভালবাসা পোষণ করতে, তাঁর জন্য ঘৃণা করতে,তাঁর অনুগত হতে , তাঁর জন্য শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে ও তাঁকে সর্বদা স্মরণ রাখতে সৃষ্টি করেছেন।

হৃদয় তৈরি হয়েছিল তাকে যে কারো চেয়ে বা অন্য যে কোনও কিছুর চেয়ে বেশি ভালবাসা, কারো কাছে বা অন্য কিছুর প্রতি ছাড়া তাঁর উপর আশা করা এবং অন্য যে কোনও কিছুর চেয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা করা। এছাড়া কোন আনন্দ, সুখ, আনন্দ বা তৃপ্তি নেই এ ধরনের গুণ ছাড়া। এগুলি ঠিক হৃদয়ের খাবার, স্বাস্থ্য ও জীবনের মত। । যখন হৃদয় তার খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং জীবন হারায়, তখ্য দুঃখ, শোক ও কষ্ট তাকে চারদিক থেকে আক্রমণ করুন এবং এর মধ্যেই থাকে।

হৃদয় আক্রমণকারী সবচেয়ে খারাপ রোগগুলি হ'ল শিরক (আল্লাহর সাথে অংশীদার করা), পাপ, এবং আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা ভুলে যাওয়া, এবং তার সাথে সম্পর্কিত সব বিষয় উপেক্ষা ও তার প্রতি নির্ভরশীলতা বাদ দিয়ে খুশি থাকা।

যখন কেউ হৃদয়ের রোগগুলি সম্পর্কে চিন্তা করে, তিনি দেখতে পাবেন যে কারণগুলি আমরা উল্লেখ করেছি এই অসুবিধাগুলি একমাত্র কারণ। এই অসুস্থতার কার্যকর প্রতিকার নবীর(স) প্রতিকারগুলিতে রয়েছে। আমরা আগে বলেছি রোগ দূর হয় তার বিপরীতটির দ্বারা ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণ হয় নবীর(স) প্রতিকারে যা রয়েছে তা ব্যবহার অভ্যস্ত হওয়ায়।

তাওহীদ বান্দার সুখ, আনন্দ, ভোগ এবং মঙ্গলের দ্বার উন্মুক্ত করে । এছাড়াও, আল্লাহর কাছে অনুতাপ হৃদয়ের অসুস্থতার সমস্ত প্রকার ক্ষতিকারক, পাপপূর্ণ কারণগুলি দূর করে। তওহিদ হ'ল খারাপ পদার্থের বিরুদ্ধে হার্টের খাবার বিশেষ, কারণ এটি বন্ধ করে দেয় সব দুষ্টের দরজা। সুখের দরজা এবং সব ধরণের উত্তম দরজা খোলে তৌহিদ। যখন তওবা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় মন্দ কাজের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

প্রাচীন কালের চিকিৎসকরা বলেছিলেন, "যে ভাল স্বাস্থ্য অর্জন করতে চায় তার কম পরিমাণে আহার ও পানীয় গ্রহণ করা উচিত। . যে তার অন্তরের সচ্ছলতা সন্ধান করে, সে পাপকে ত্যাগ করুক"। পাশাপাশি, থাবিত বিন কুরায বলেছিলেন, "দেহের কল্যানের জন্য কম খাবার গ্রহণ করা প্রয়োজন, আত্মার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কম পাপ এবং জিহ্বার সান্ত্বনা হল কম কথা বলা"।

পাপ হৃদয়ের কাছে বিষের মতো - যদি তা ধ্বংস না করে, তবে দুর্বল করে দেবে। তারপর যখন হৃদয় দুর্বল হয় তান তা রোগ প্রতিরোধে দুর্বল হয়ে পড়ে।

হৃৎপিণ্ডের সবচেয়ে বড় অসুস্থতা সৃষ্টি হয়, আকাঙ্ক্ষা ও লালসার তৃপ্তিতে। এগুলির উপেক্ষা মধ্য রয়েছে বড় প্রতিকার। মূলত, নিজের মধ্যে অজ্ঞতা এবং অবিচার সৃষ্টি হয় এতে। যেহেতু নিজে অজ্ঞ, তাই মনে করে নিরাময় রয়েছে আকাঙ্খার পরিতৃপ্তির মধ্যে। যদিও এপথ তাকে ধ্বংস ও ক্ষতির মধ্যে ফেলে। এবং নিজের প্রতি যেহেতু সে অবিবেচক সে কারণে নিষ্ঠাবান চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে না। ফলস্বরূপ, সে অসুস্থতা সে নির্ধারণ করে প্রতিকারের বদলে আর অপর দিকে নিরাময়ের উপায় দেখালেও তা গ্রহন করে না। যেহেতু নিরাময়ের চেয় রোগের দিকে অগ্রসর হয় বরং নিরাময়কে উপেক্ষা করে তাই অসুখ আরও অনেক বিস্তার লাভ করে। আর চিকতান রো নিরাময়ে ব্যর্থ

হয়। ফলে নিরাময় আর আসে না। সবচেয়ে বড় দুর্যোগ হ'ল নিজে দোষ থেকে নিজেকে মুক্তি দেয় এবং ভাগ্য এবং এর পালনকর্তাকে দোষ দেয় মনে মনে তারপরে স্পষ্টভাবে !

অসুস্থ ব্যক্তি যখন এই পর্যায়ে পৌঁছে, সেখানে প্রভুর করুণা তার সাহায্যে না আসলে এবং আল্লাহ যদি তাকে নতুন জীবন যাপন ও তার সামগ্রী লাভের সুযোগ না দেন তা হলে তার নিরাময়ের কোন আশা নেই। এই

কারনে হাদীসে যা ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন দুর্দশার সময়ের প্রার্থনায় থাকা আল্লাহ তা'আলার একত্ব, প্রভুত্ব ও প্রতিপালনের উচ্ছশিত প্রশংসা ও ধৈর্য্য শীলতর উচ্ছকিত উল্লেখ সহ।

এদুটি বৈশিষ্ট্য (গৌরব এবং সহনশীল) ক্ষমতা, করুণার বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণতার জন্য দোয়ায় যোগ করা প্রয়োজন। এ ছাড়াও একই হাদীসটি বর্ণনা রে আল্লাহর প্রভুত্ব, উপরের এবং আরশের উপরে, যা ছাদ বিশেষ এবং সমস্ত সৃষ্টির শক্তিশালী সৃষ্টির উপর। আল্লাহর নিখুঁত প্রভূত্ব স্বীকার করার অর্থ একমাত্র তাঁরই এবাদত কর (তৌহিদ), ভালবাসা, ভয় , আশা, গৌরব আদেশ পালন একমাত্র পালনকর্তার প্রতিপন্ন করা। এছাড়াও সব ধরণের পরিপূর্ণতার তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ও সব দুর্বলতা নাকোঁচ করা ও সৃষ্টির সমান না করাও গৌরব তাঁর প্রতি নির্দিষ্ট করা বুঝায়।

আল্লাহ তায়া'লার একমাত্র লালন পালনকারী মেনে নেওয়া দাবী করে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দয়া ও করুণার পূর্ণতা যখন হৃদয় এই বিষয়গুলি অবগত হয় তখন আল্লাহকে ভালবাসার এবং তাওহীদের গৌরব প্রকাশের গুণাবলী অর্জন করার চেষ্টা করবে। তারপরে, হৃদয় অর্জন করবে এমন আনন্দ যা সুযোগ করে দিবে দুঃখ , এবং শোকের অনুভূতিগুলি কাটিয়ে উঠতে। এটা সত্য যে যখনই অসুস্থ ব্যক্তি শুনে যা নিয়ে আসে তা তার হৃদয়ে সুখ এবং আনন্দ আনে এবং শরীর আরও বেশি শক্তিশালী হয় অসুস্থতা প্রতিরোধে। এছাড়াও , যখন কেউ হতাশার তুলনা করে দোয়া সমূহের অন্তর্গত অনুভূতিগুলি অর্থের সাথে, যখন সে যন্ত্রণায় থাকে দু:খিত অবস্থায় , সে দখতে পাবে এই শব্দগুলি হৃদয় থেকে হতাশা দূর করতে পুরোপুরি উপযুক্ত।

এছাড়া যখন কেউ তুলনা করে অবসাদের যন্ত্রণার সাথে দোয়াসমূহের মুগ্ধকর অর্থের সাথে, সে দেখবে যে এই দোয়া তার হৃদয়কে যথাযত ভাবে অবস্বাদ থেক মুক্ত করে সুখ এবং আনন্দের ভড়ে তুলছে। যাঁরা কেবল একসময় জাতীয় উৎসাহ অনুভব করেছেন তারাই এর যথার্থ মূল্যায়ন করতে সক্ষম।

নবীর(স) বলেছেন :

يا حيُّ يا قيُّمُ برحمتك أستغِيثُ (الترمذي : 3524)

"হে! শ্বাশত, অমুখাপেক্ষী সত্বা! আমি তোমারই দয়া প্রার্থী। "

এর বিশেষ যোগ্যতা আছে দুঃখ দূর করায়। শ্বাশত হওয়া এমন একটি গুণ যা সব ধরনের যথার্থতা অন্তর্ভুক্ত করে। অপর পক্ষে অমুখাপেক্ষীতা আল্লাহ তায়ালার কাজের যথার্থতা জ্ঞাপক। এ কারণে এদুটি গুণ (শ্বাশত, অমুখাপেক্ষীতা) আল্লাহ তায়ালার শক্তি শালী নামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যে নামে ত্যঁকে ডাকলে তিনি উত্তর করবেন, কিছু চাইলে তিনি দান করবেন।

এছাড়া , যথাযত জীবনের এর বিপরীত অসুস্থতা এবং ত্রুটি। যেহেতু জান্নাতের অধিবাসীদের মৃত্যু নাই, কোন হতাশা, অসুস্থতা ও দুঃখের অনুভূতিও নাই। জীবনের শেষ হওয়াটা ইঙ্গিত করে কর্ম এবং ক্ষমতা ত্রুটির অস্তিত্ব। চিরন্জীব হওয়া অমুখাপেক্ষীতার জন্য যথার্থ। বেঁচে থাকা স্বনির্ভরশীল যা ইচ্ছা করেন, করতে সমর্থ। এই জন্যই আল্লাহকে তাঁর নাম আল -হাই ,আল-কাইয়ুম এর উপর গভীর প্রভাব রয়েছে জীবন এবং সক্ষমতার উপর।

এ প্রসঙ্গে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর কাছে চাইতেন জিবরাঈল, মিকাঈল এবং ইসরাফিল (আ) এর মাধ্যমে , লোকেরা সত্যের মধ্যে যে মতভেদ করে, তাতে যেন হৃদয় আল্লাহ তা'আলার তা'আলার , তাঁর ইচ্ছা অনুসারে, সঠিক নির্দেশিকা দ্বারা জীবনযাপন করতে পারে। উল্লিখিত তিনজন ফেরেশতা জীবনের উপাদান এবং প্রয়োজনীয়তার কাজে নিয়োজিত। উদাহরণস্বরূপ, জিব্রিল (আ) ওহী দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ যা হৃদয়ের জন্য প্রয়োজনীয়। ইসরাফিল (আ) সিংগা বাজানোর জন্য, যা হৃদয়ের ভা আত্মার পুণরুজ্জীবনের ও আত্মার সাথে দেহের পূণঃমিলনের জন্য সংকেত। আল্লাহর কাছে এই তিন ফেরেশতা দ্বারা, যাঁরা সব ধরনের জীবনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, চাওয়ার মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে যারা কোন কিছু চায় ও প্রত্যাশী হয়।

অতএব, আল্লাহর নাম আল –কাইয়ুম নামে ডাকায় দোয়ার জবাব ও শেষ পরিণতির উপর একটা বিশেষ প্রভাব রয়েছে।

সুনান ও আবু হাতিম(র) তাঁর সহিহতে বর্ণনা করেছেন, যে নবী সাঃ বলেছেন: "আল্লাহর মহান নাম এই দুটি আয়াত আছে। "

وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَـٰنُ الرَّحِيمُ.

"আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই।" (2:163)

الم(1) اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2)

" আলিফ লাম মীম(১) আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক।(২)"

আত-তিরমিজি(র) মন্তব্য করেছেন যে এটি একটি প্রামাণিক হাদীস।

সুনানে এবং ইবনে হিব্বানের সহিহতে এও রয়েছে যে আনাস(রা) বলেছেন, "একজন লোক একবার দোয়া করল , হে আল্লাহ! আমি আপনার অধিকারে থাকা প্রশংসা দ্বারা জিজ্ঞাসা করি যে, আপনি ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোন উপাস্য নেই, হে! মান্নান (উদার ), যিনি আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। হে, প্রশংসার মালিক ও সম্মানের মালিক। 'হে হাইউ, কাইয়ুম।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي دُعِيَ به إجابَ، و إذا سُئِلَ به أعطى (ابو داود :1495)

"সে আল্লাহকে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাম দিয়ে ডেকেছে, যদি তাকে এনামে ডাকা হয় তবে উত্তর দেন, আর যদি তার কাছে চাওয়া হয় তিনি দেন। "

এ কারণেই নবীজী(স) দোয়া করার সময় বলতেন,

يا حيُّ يا قَيُّم (الترمي :3436)

"হে হাই, 0 কাইয়ুম।" নবীর বক্তব্য:

রাসূল (স) বলেন:

اللهم رحمتك إرجو ;فلا تكلْني إلى نفسي طرْفةَ عينٍ، وإصلحَ اي شأني كلّه; لا إلهَ إلاَّ إنت (ابو داود :5090)

"হে আল্লাহ, আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। আমাকে আমার উপর এক মুহূর্তের জন্য নির্ভর করাবেন না এবং আমার সমস্ত বিষয়গুলিতে দিন। আপনি ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোন উপাস্য নেই। "

এই প্রার্থনা আল্লাহ সম্পৃক্ত করে, যে সত্তার হাতে সব কিছু। এটি এছাড়াও অন্তর্ভুক্ত করে পূর্ণভাবে তাঁর উপরে সব নির্ভরতা এবং বান্দার বিষয়গুলির সফলতার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে।

এছাড়াও আত্মসমর্পণ করা হয় না বান্দার নিজের উপর নির্ভর করা থেকে আবেদন করে তাঁর একত্বের কথা উল্লেখ করে। এগুলির মধ্যে একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে দুঃখ অপসারণে। নবীর (স) ক্ষেত্রেও এরকম বর্ণিত হয়েছে :

الله ربّي لا أُشرِكُ به شيئًا.

"আল্লাহ আমার রব, আমি তাঁর সাথে কাউকে শরিক করি না।"

ইবনে মাসউদ হাদিস বর্ণনা করেন : الله هم إنّى عبدُكَ (و) ابنُ عبْدِك"হে আল্লাহ, আমি তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র। "

আল্লাহর দাসত্বের ধারনা ও তার ব্যাখ্যা যা এই বাক্যে রয়েছে তা কোনও বই ধারণ করতে পারে না। হাদিস ব্যক্তির দাসত্ব, তাঁর পিতা ও মাতার আল্লাহর দাসত্বের সত্যতা প্রমাণ করে। দাসের চুলের মুঠি আল্লাহর হাতে এবং তিনি যা চান তা করেন তাঁর বান্দার সাথে ।বান্দা তার সুবিধা, ক্ষতি, জীবন, মৃত্যু বা পুনরুত্থান কোন কিছুই আনতে পারে না আল্লাহ ছাড়া। বান্দার পূর্বসূরী নিয়ন্ত্রণ যখন তাঁর কাছে থাকে, বানদা নিজের কোন কিছুরই মালিক না। বরং তার উপলব্ধি, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব তার মালিকের হাতে বন্দি।

নবী (স) এছাড়াও বলেছেন যে:

ماضٍ في حُكْمُكَ، عدْلٌ في قضاؤُكَ .

"আমার বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত অবশ্যই কার্যকর হবে এবং আমার বিষয়ে আপনার রায় অবশ্যই ন্যায়বিচারী, "

হাদীসের এই অংশে তৌহিদের দুটি প্রধান দিক রয়েছে। প্রথমত, হাদীসটি নিশ্চিত করে যে আল্লাহর সিদ্ধান্ত অবশ্যই তাঁর দাসের উপর কার্যকর হবে এবং বান্দা পারে না তা থেকে বাঁচতে বা বাধা দিতে।

আল্লাহর সিদ্ধান্ত অবশ্যই ন্যায্য এবং তাঁর বান্দার প্রতি কোনরকম অবিচার করা হয় না। বরং আল্লাহর সিদ্ধান্ত সর্বদা ন্যায়বিচারপূর্ণ এবং সদয় । উপরন্তু, অবিচার একটি অপূর্ণতা, যার কোন কিছুর প্রয়োজন , অজ্ঞতা বা একটা অপব্যবহার। এরূপ আচরণ যিনি পরিবেষ্টন করে রাখেন সব জ্ঞান তিনি কখনও করতে পারেন না। যাঁর কারও কিছু বা কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, আর সমস্ত কিছুই এবং প্রত্যেকে তাঁর প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে এবং সর্বাধিক ন্যায়বিচারমূলক নিষ্পত্তিকারী। আল্লাহর সিদ্ধান্তের কোন অংশ কখনই প্রজ্ঞা এবং নিখুঁত ছাড়া হতে পারে না। আর কোন কিছুই তাঁর শক্তি ও ইচ্ছা থেকে বাঁচতে পারে না। আল্লাহর প্রজ্ঞা

যেমন সব কিছুকে পরিবেষ্টিত করে, ঠিক তেমনি তাঁর শক্তিও। এ কারণেই হযরত হুদ (আ) যখন তার লোকেরা তাকে তাদের প্রতিমাগুলিকে ভয় রতে বলেছিল:

إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۗ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّـهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّـهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

“বরং আমরাও তো বলি যে, আমাদের কোন দেবতা তোমার উপরে শোচনীয় ভূত চাপিয়ে দিয়েছে। হুদ বললেন–আমি আল্লাহকে সাক্ষী করেছি আর তোমাও সাক্ষী থাক যে, আমার কোন সম্পর্ক নাই তাঁদের সাথে যাদের কে তোমরা শরিক করছ। (১১:৫৪) তাকে ছাড়া, তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও, অতঃপর আমাকে কোন অবকাশ দিও না।(১১:৫৫) আমি আল্লাহর উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদেগার। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নাই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই।(১১:৫৬)-আল কোরআন

এই আয়াত ইঙ্গিত দেয় যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মালিক এবং তিনি যা চান তা করেন

তাদের বিষয়ে। তিনি সরল সঠিক সিদ্ধান্ত নেন, অর্থ তিনি কখনও তাদের বিষয়ে প্রজ্ঞা, ন্যায়বিচার, উদারতা এবং করুণাপের্ণ নয় এমন করেন না।

রাসূল (সা) বলেন: - ماضٍ فِيَّ حكمُكَ"আমার বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত অবশ্যই আসবে।" এটি আল্লাহ যা বলেছেন তার অনুরূপ:

.... مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ..

.... পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নাই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়।...(আল কোরআন ১১:৫৬)

এ ছাড়াও নবীর (স) বক্তব্য: عَدْلٌ فِيَّ قضاؤُكَ"আমার বিষয়ে আপনার রায় অবশ্যই ন্যায়বিচারী।"

এটির মিল রয়েছে আল্লাহ যা বলেছেন তার সাথে :

.... إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ....

“......... আমার পালকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই।"(আল কোরআন ১১;৫৬)

অতঃপর, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্ধারিত নাম দিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন –যা বান্দারা কেউ জানে এবং কেউ জানে না, যেসব নাম তিনি তাঁর কাছে রেখেছেন এবং জানার অনুমতি কোনও ফেরেশতাগণকে। এ ধরনের প্রার্থনা ফল অর্জনে সবচেয়ে উপকারী হওয়ার সাথে আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম এবং প্রিয।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপরে আল্লাহ তা'আলা চাইলেন যেন কুরআন তার অন্তরে প্রবাহমান থাকে ঠিক যেমন ঝর্ণা ধারা প্রাণীদের কাছে। তিনি এছাড়াও কুরআনকে তার দুঃখ এবং শোক প্রতিকারের জন্য আল্লাহকে দোয়া করলেন যাতে এটি ওষুধের মতো কাজ করে কোনও অসুস্থতা সরিয়ে দিতে ও স্বাস্থ্য

এবং তারুণ্য পুনরুদ্ধার করে। তিনি এ ছাড়াও আল্লাহর কাছে চেয়েছেন কুরআনকে হৃদয়ের মরিচা ও অপবিত্রতা পরিষ্কার করার জন্য। এই প্রতিকার, যখন অসুস্থ ব্যক্তি আন্তরিক হৃদয় দিয়ে এটি ব্যবহার করে, অবশ্যই মুছে ফেলবে অসুস্থতা এবং এটি সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধারের সাথে প্রতিস্থাপন করবে স্বাস্থ্য এবং শক্তি।

জিন আন-নুন (যোনা) প্রার্থনায় তাওহীদের (ityক্য) একটি উচ্চারণ রয়েছে এবং আল্লাহর মহত্বের প্রশংসা রয়েছে। উপরন্তু, এটিতে রয়েছে বান্দার তার নিজের অবিচার এবং পাপগুলির নিশ্চয়তা।

যা বিশেষভাবে দুঃখ, শোক এবং যন্ত্রণার প্রতিকারের প্রার্থনা কার্যকরী। এটি অত্যন্ত কার্যকর উপায় আল্লাহর কাছে কেউ যা চায় তা নিশ্চিত করতে। তাওহীদ এবং আল্লাহর সব ধরণের প্রশংসার পরিপূর্ণতা আল্লাহর জন্য নিশ্চিত করা এবং সব ধরণের কমতি অস্বীকার স্বীকৃতি দেয়। নিজের অন্যায় ও পাপের স্বীকৃতি ধর্মের প্রতি বান্দার বিশ্বাসের এবং পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাসের ইঙ্গিত করে। এটি ছাড়াও এটা ইঙ্গিত দেয় বান্দার নম্র হওয়ার এবং আল্লাহর কাছে তাঁর তার দোষ ক্ষমা চাওয়ার এবং দাসত্ব নিশ্চিত করার। চারটি বিষয় আছে যা বান্দা এই প্রার্থনায় আল্লাহর কাছে ভিক্ষা করা হয়: তাওহীদ, আল্লাহর প্রশংসা, নিজের দাসত্বের স্বীকৃতি ও নিজের পাপের স্বীকারোক্তি।

আবু উমামাহ বর্ণিত হাদীস:

اللَّـهُم ; إنِّى أعوذبك من الهمِّ والحزن (ابو داود :1555)

"হে আল্লাহ! আমি দুঃখ এবং যন্ত্রণা, থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

এটি আটটি অবস্থা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এখানে চারটি বিষয় যুক্ত রয়েছে: শোক এবং যন্ত্রণা, অক্ষমতা এবং অলসতা, কাপুরুষতা এবং কৃপণতা, এবং মানুষের আধিপত্যের ও দায়ের আধিক্য। একটি ঘৃণ্য বিষয় যখন হৃদয়ে পৌঁছায়, তা যদি সাম্প্রতিক হয় একটি উদ্বেগ, যা দুঃখ সৃষ্টি করবে আর এটি যদি প্রত্যাশিত বিষয় হবে তবজ উদ্বেগ এবং যন্ত্রণার জন্ম দিবে। যা বান্দার গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থকে প্রভাবিত করতে পারে।

যখন কেউ তার অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আগ্রহ করে না, তা হতে পারে তিনি এই ধরনের সন্ধান করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক। যখন কেউ অন্যের বা নিজের উপকার করে না, কারণ হয় সে কাপুরুষ বা কৃপণ এবং অর্থ ব্যয় করতে রাজি নয়। যখন কেউ আধিপত্যের মধ্যে পড়ে, এটি তার দায়ের কারণেই হবে বা সে অন্যান্য লোকদের দ্বারা অন্যায়ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। হাদিসে এ সব বিষয়ে শরণাপন্ন হওয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ক্ষমা চাওয়ার উপর গভীর প্রভাব রয়েছে দুঃখ, যন্ত্রণা, দুঃখ এবং হতাশা দূর করতে। এটা প্রতিটি জাতির জ্ঞানীদের দ্বারা সম্মত সত্য। কারণ পাপ এবং ত্রুটি শোক, যন্ত্রণা, ভয়, দুঃখ, হতাশা এবং হৃদয়ের অসুস্থতা আনে। পরে যারা মন্দ কাজ করে এবং পাপ করতে অভ্যস্ত তারা তাতে বিরক্ত হয়। তারপরে, তারা এই ত্রুটিগুলি দূর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, তারা যে হতাশা এবং একাকীত্ব অনুভব করে তা দূরে সরিয়ে দিতে। যেহেতু এগুলি অন্তরে পাপ এবং ত্রুটির প্রভাব, এই অবস্থার একমাত্র প্রতিকারের অনুসন্ধান রয়েছে ক্ষমা ও অনুশোচনায় (আল্লাহর কাছে)।

নামাজের ক্ষেত্রে হৃদয়ের স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বয়ে আনতে এর গভীর প্রভাব রয়েছে। পাশাপাশি এটিকে শক্তিশালী করে এবং এতে আনন্দ বয়ে আনে। প্রার্থনা হ'ল আল্লাহর সাথে হৃদয় ও আত্মার সংযোগ এবং তাঁর কাছে কাছাকাছি থেকে আনন্দের অনুভূতি আনে। তাঁকে স্মরণ করা, কথা বলে খুশি হওয়া , তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে এবং নিজের সমস্ত শরীরকে ব্যবহার করে তাঁর প্রতি দাসত্ব বাস্তবায়ন করে।

নামাজ এছাড়াও হৃদয়কে সৃষ্টির কথা ও কাজ থেকে মুক্ত করে প্রতিটি অঙ্গকে দাসত্বের অধিকার প্রদান করে। এবং এভাবে আত্মা ও অঙ্গগুলিকে তার শত্রু ( শয়তান ) দ্বারা সৃষ্ট জ্বালা থেকে মুক্ত করে মনোযোগ স্রষ্টার প্রতি নিবিষ্ট করে।

এ কারণেই নামাজ একটি সর্বোত্তম ওষুধ, প্রতিকার ও পুষ্টি এবং শুধুমাত্র উপযুক্ত সুস্থ অন্তরের জন্য। অসুস্থ অন্তর অসুস্থ শরীরের অনুরূপ , সাধারণ ভাল খাবারের জন্য উপযুক্ত নয়।

প্রার্থনা অর্জনের অন্যতম সেরা পদ্ধতি এই জীবনের এবং পরকালের জীবনের ভাল। এই জীবনের এবং পরবর্তী জীবনের ক্ষতি বন্ধ করে। এটি এছাড়াও মানুষকে পাপে পতিত হতে নিরুৎসাহিত করে, হৃদয়ের রোগ নিরাময় করে , শরীরের অসুস্থতাগুলি প্রতিরোধ করে, আলো এনে দেয় হৃদয়ে এবং মুখমন্ডলে এবং শক্তি যোগায় অঙ্গগুলি এবং আত্মাকে। এটি অতিরিক্ত পুষ্টি ধান করে ,অন্যায়ের থেকে বিরত রাখে, নিপীড়িতদের সাহায্য করে, বিনাশ করে দেয় অন্তরের অভিলাষ, নিজের অনুগ্রহ রক্ষা করে, প্রতিরোধ করে যন্ত্রণা, করুণা নিয়ে আসে, দুর্যোগ থেকে মুক্তি দেয় এবং সাহায্য করে অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিকে অসুস্থতার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন যে আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল(স) আমাকে দেখেছিলেন আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম পেটের ব্যথা নিয়ে। তিনি (স) আমাকে বলেছিলেন :

يا أبا هريرة ; أشكمتُ درْد؟ قال : قلتُ :نعم. يا رسولَ الله، قال :قم فصل ; فإنّ في الصلاة شفاءً (ابن ماجه : 3458)

'হে আবু হুরায়রাহ! তোমার পেট অসুবিধা করে ( তিনি (স) ফার্সি ভাষায় বলেছেন ) ? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর নবী (স)। তিনি বললেন, উঠ এবং নামায আদায় কর , কারণ নামাজে রয়েছে নিরাময়.। "

এটি বলা হয়েছে যে এই শব্দগুলো নবীর(স) নয়, আবু হুরায়রা(রা) তা মুজাহিদকে বলেছিলেন ,

ভণ্ড চিকিৎসকের মন যখন এই সমস্ত সত্যে খুশি হয় না, আমরা তাদের সাথে চিকিৎসার ভাষায় কথা বলি শর্তে কথা বলি। আমরা তাদের বলি যে নামাজ শরীরের এবং আত্মা জন্য অনুশীলন , যেমন এটি বিভিন্ন অঙ্গ পরিচালনা এবং বিভিন্ন অবস্থানগুলিকে যেমন দাঁড়িয়ে, মাথা নিচু করে, সিজদা করে, বসে অন্তর্ভুক্ত করে। এই অবস্থানগুলির মধ্যে শরীরের জয়েন্টগুলি চলমান হয় ও বেশিরভাগ ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও, নামাজের সময় বেশিরভাগ অভ্যন্তরীণ অঙ্গের অনুশীলন করা হয় যেমন পেট, অন্ত্র এবং শরীরের বাকি অংশগুলি যেগুলি খাদ্য এবং হজমের জন্য দায়ী। কে অস্বীকার করতে পারে যে এই কাজ এবং আন্দোলন শরীরকে শক্তিশালী করে না ,বিশেষত যখন আত্মা শক্তিশালী হয় এবং স্বস্তি লাভ করে নামাজের সময়? এক্ষেত্রে দেহ শক্তিশালী হবে এবং ব্যথা হ্রাস পাবে।

ভন্ডামি রোগে আক্রান্তরা এবং নবী রাসূলের (আ) সাথে প্রেরিত যা কিছু তা প্রত্যাখ্যানকারীদের এবং নাস্তিকদের অগ্নি ব্যতীত কোন নিরাময় নাই।

আল্লাহ বলেছেন:

" সেজন্য 'فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ(١٤) يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ (١٦).

"তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি লেলিহান আগুন সম্বন্ধে। তাতে প্রবেশ করবে না নিতান্ত হতভাগ্য ব্যতীত। যে মিথ্যারোপ করে ও ফিরে যায়।" (92:14-16)

দুঃখ নিরসনে জিহাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত। যখন হৃদয় বাধ্য হয় কুমন্ত্রণা মানতে এবং মন্দকে প্রভাবশালী হয় স্পষ্টতই, দু:খ, হতাশা, ভয় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যখন আত্মা আল্লাহর জন্য জিহাদ করে আল্লাহ তা'আলা সেই দুঃখ ও দুঃখকে সুখ এবং শক্তি করে তুলবেন।

আল্লাহ বলেছেন:

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّـهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّـهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾

" তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো, আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেবেন তোমাদের হাতে, আর তাদের লাঞ্ছিত করবেন, আর তোমাদের সাহায্য করবেন তাদের বিরুদ্ধে, আর মুমিন সম্প্রদায়ের বুক প্রশমিত করবেন।(14) আর তিনি তাদের বুকের ক্ষোভ দূর করবেন। আর যাকে ইচ্ছে করেন তার প্রতি আল্লাহ্ ফেরেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা, পরমজ্ঞানী।(15)-ফ বাছুল কোরআন :9:14-15ফ

কোনও কাজই আত্মার দুঃখ, দুঃখ ও যন্ত্রণা সরিয়ে দিতে বেশি সক্ষম নয় জিহাদের চেয়ে।

"কোন প্রভূ নেই আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ বলার প্রভাবে হতাশা দূর হওয়া বাস্তব কারণ এই শব্দগুলির মধ্যে শূধু মাত্র আল্লাহর কাছে ক্ষমতা, শক্তি সমস্ত সর্ম্পণ করা অন্তর্ভুক্ত। গণ্য শতারা ইন

এবিষয়েএই কথাগুলিকে কোন কিছুই অতিক্রম করতে পারে না।

বলা হয়েছে যে হয়েছিল যে কোনও ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না বা আরোহণ করে না এইশব্দগুলি উচ্চারণ না করে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি বা উপাস্য নেই"।

পরিশেষে , এই শব্দগুলির মধ্যে গভীর প্রভাব রয়েছে শয়তানকে বিতাড়িত করার।

# ভয় এবং অনিদ্রা নিরাময়ের নবীর(স) নির্দেশিকা

আত-তিরমিজি তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন যে থালিদ, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে রাতে তার ভাল ঘুমায় হয়না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إذا أويت إلى فراشِك، فقل اللهم ربَّ السمواتِ السَبْع وما اظّلّتْ، و ربَّ الأرضينَ وما أقلَّتْ و ربّ الشّياطين وما أضلّتْ ; كن لي جارًا من شرِّ خلقِكَ كلهم جميعًا : أن سفرُط عليَّ أحدٌ منهم، أو يبغى عليَّ،عزّ جارُك و جلّ ثناؤُك، و لا إله غيرُك (الترمذي:3523)

"তুমি যখন শুতে যাও, বল, হে আল্লাহ! সাত আকাশের এবং তার অধীনে যা আছে তার প্রভু, পৃথিবী এবং তা যা বহন করে তার প্রভু এবং শয়তানদের এবং তারা যাদের পথভ্রষ্ট করে তাদের প্রভু ! তাদের ক্ষতি বা অবিচার অনর্থের বিরুদ্ধে আমার সাহায্যকারী হন। নিঃসন্দেহে তাঁরাই মহাশক্তিশালী যাকে আপনি সাহায্য করেন, প্রকৃতপক্ষে সম্মানিত আপনার প্রশংসা, এবং কোনও উপাস্য উপাসনা করার যোগ্য নয় আপনাকে ছাড়া। '

এছাড়াও,আত-তিরমিজি বর্ণনা করেছেন :আল্লাহর রাসূল (স) তাঁর সঙ্গীদের যখন তারা কোনও ভয়ের মুখোমুখি হন তখন এই দোয়া শিক্ষা দেন,

أعوذُ بكلمات الله التامّةِ من غضبه وشرِّ عباده، ومن همزات الشّياطين ; وأعوذبك ربّ أن يضرون (ابو داود :3893)

"আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই তাঁর ক্রোধ এবং শাস্তি, এবং তাঁর বান্দাদের মন্দ থেকে ও শয়তানদের ফিসফিসানী থেকে। তোমার কাছে আশ্রয় চাই, তাদের উপস্থিতি থেকে হে প্রভু। "(আবু দাউদ)

ইবনে উমর (রা) তাঁর বাচ্চাদের এই শব্দগুলি শিক্ষা দিতেন। এমনকি এগুলি তাদের লিখে দিতেন যারা মুখস্থ করতে সক্ষম ছিল না। এই ধরনের শব্দ সন্দেহ হয় সব ধরণের ক্ষতি অপসারণ এবং প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত এবং কার্যকর।

# পোড়ানোর চিকিৎসা বিষয়ে নবীজির (স) হেদায়েত

পোড়া সাধারণত আগুনের কারণে ঘটে। যা থেকে শয়তান সৃষ্টি হয়েছিল, এবং এটি এ জন্য শয়তান তার প্রকৃতি সম্মত এবং খারাপ জিনিসটিকে উপকারী বলে মনে করে ও অর্জনের চেষ্টা করে। অতএব, শয়তান আগুনকে সাহায্য করে ক্ষতির সংগঠণে। আগুন সাধারণত আধিপত্য এবং ধ্বংস চায়। সর্বনাশা এই দুটি বিষয়, আধিপত্য এবং সর্বনাশ, শয়তানের নির্দেশণা এবং যার দ্বারা সে মানবজাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আগুন আর শয়তান উভয়েই আধিপত্য ও ক্লেশ কামনা করে। এগুলি নিভিয়ে দিয়ে আল্লাহর অহংকার সর্বদা হস্তক্ষেপ করে মন্দ এবং শয়তানের কাজে। এ কারণেই আল্লাহর প্রশংসা করা যে, তিনি মহান, আগুন নিভানোর উপর গভীর প্রভাব ফেলে। যেহেতু আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব সবকিছুকে অভিভূত করে। যখন মুসলিম আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা করে, এই প্রার্থনা আগুন এবং শয়তানের প্রচেষ্টাকে ম্লান করে দেবে

আর এভাবেই আগুন নিভে যাবে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে। আমরা এই পদ্ধতিটি আগে ব্যবহার করেছি এবং এটি সত্য বলে প্রমাণ পেয়েছি।

# সুস্থ থাকার বিষয়ে নবীর(স) নির্দেশণা

নিজের সুস্বাস্থ্যে সংরক্ষণের সহায়তায় প্রয়োজন আর্দ্রতা যা তাপ প্রতিরোধ করা। আর্দ্রতা তাপ প্রতিরোধ করে আর তাপ বিভিন্ন পদার্থের পরিপক্কতা আনয়ণ করে এবং শরীরের বর্জ দূর করতে সাহায্য করে। অন্যথায়, আর্দ্রতা ছাড়া, অতিরিক্ত তাপ শরীরের ক্ষতি করে এবং অঙ্গগুলি কে কাজ করতে দেয় না। অতিরিক্ত শুষ্কতা ও তাপ দেহকে পোড়ায় এবং শুষ্ক করে তোলে। এই দুটি অবস্থার মধ্যে,আদ্রতা এবং শুষ্কতা এইভাবে একে অন্যটির সহায়ক শরীরের স্বাভাবিক কাজ করায়। এছাড়াও, যেহেতু তাপ আর্দ্রতায় প্রতিরোধ প্রাপ্ত হয় , তাই এটি পচে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। যখন একটি অন্যটির চেয়ে বেশি প্রভাবশালী হয়

শরীরের গঠন পরিবর্তীত হবে। যেমনটি আমরা বলেছি যে তাপ আদ্রতা দূর করে , হারানো আর্দ্রতা প্রতিস্থাপন করতে শরীরকে বাধ্য করে খাবার এবং পানীয় সহ অন্য যা অতিরিক্তভাবে দেহকে তা সরবরাহ করে তা গ্রহন করতে। যখন আর্দ্রতা অতিরিক্ত পরিমাণে উপস্থিত থাকে, তাপ অতিরিক্ত আদ্রতা দূর করতে অক্ষম হয়, আর্দ্রতা পচণে সাহায্য করে যায় এবং এই ক্ষেত্রে, বিভিন্ন অসুস্থতা শরীরে আক্রমণ করে, যতটা দেহ এবং অঙ্গগুলি এই অসুস্থতা গ্রহণ করতে সংবেদনশীল থাকে। এইসব তথ্য নেওয়া হয়েছে তা থেকে , আল্লাহ যা বলেছেন:

.. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ ...(31:7)

"এবং খাওয়া-দাওয়া কর কিন্তু বাড়াবাড়ি করে অপচয় করবে না ..."

আল্লাহ বান্দাদেরকে সাহায্য করেন খাদ্য এবং পানীয় থেকে শরীরের হারিয়ে যাওয়া শক্তি প্রতিস্থাপনে।

পরিমাণ মতো [খাবার এবং পানীয়] গ্রহন করা উচিত। শরীর যা হারিয়েছে তার চেয়ে বেশি হওয়া উচিত নয়। শরীরের সঠিকভাবে কাজ করা প্রয়োজন। অন্যথায়, অতিরিক্ত খাদ্য অসুবিধা নিয়ে আসে যা

অসুস্থতা ডেকে আনে এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করবে না। এবংযদি কেউ পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ না করে, তাও একই পরিণতি ঘটায়।

অতএব, আল্লাহ যে কয়েকটি কথা বলেছেন তা সুস্থ থাকার মূল চাবিকাঠি। সন্দেহ নেই যে দেহ সর্বদা পচানোর প্রক্রিয়াটি অতিক্রম করে এবং বর্জ্য উৎপাদন করে। যত কম ক্ষয় ঘটে, কম তাপ ক্ষয় হবে। আর পচণ ভিজা থাকলেই কি কার্যকর হয়। যখন তাপ দুর্বল, হজমের দক্ষতা হ্রাস পায় আর্দ্রতা বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত। সুতরাং, উত্তাপ সমাপ্ত হবে এবং ফলস্বরূপ, জীবনকাল যার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল বান্দাকে, যখন এই জীবনের অবসান হবে।

যে ব্যক্তির জন্য একটি চিকিৎসা চাইছেন তার লক্ষ্য নিজেকে এবং অন্যদের শরীর রক্ষা করা প্রত্যেকে তাদের চূড়ান্ত গন্তব্যে (মৃত্যু), না পৌঁছা পর্যন্ত। এ কারণে নয় যে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা এবং তাপ সংরক্ষণ করে

যৌবন এবং স্বাস্থ্যকে চিরকাল ধরে রাখবে, এই লক্ষ্যটি এই জীবনে অর্জনযোগ্য নয়। ডাক্তার যে লক্ষ্যটি সন্ধান করে তা হল কি করে অস্তিত্বের জন্য আর্দ্রতা রক্ষা করা যায় যাতে এটির ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং দেহ-তাপ সংরক্ষণ করা তা থেকে যা এটাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। ডাক্তার এভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে দেহের দুটি শক্তি বা শর্তের মধ্যে। ঠিক তেমন যেমন আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী ন্যায়বিচার দ্বারা ও নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ ভাবে সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, পুরো সৃষ্টি ন্যায়বিচার এবং ভারসাম্য দ্বারা সমৃদ্ধ।

যারা নবীর নির্দেশিকা অধ্যয়ন করলে সর্বোত্তম দিকনির্দেশনাটি খুঁজে পাবে যার সাহায্যে স্বাস্থ্য দেহ সংরক্ষণ করতে পারে । সুস্বাস্থ্যের সংরক্ষণ সংবেদনশীলভাবে খাওয়া এবং পান করার উপর ﻣﺤﺪ করে

কারও নির্ভর করে পোশাক, থাকার জায়গা, বাতাস, ঘুম, সত্বা জাগ্রত, গতিশীলতা, অলসতা, লিঙ্গ, অতিরিক্ত শরীরের উপাদান ক্ষয় না করে যা প্রয়োজন তা উত্তম আকারে রাখে। যখন এ দিক যথাযত ভাবে শরীরের

শরীর, অঞ্চল, বয়স এবং রীতি, প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পন্ন করা হলে, ব্যক্তির সুস্বাস্থ্য এবং সুস্থ থাকার সম্ভাবনা বেশি যতক্ষণ না তার সময় হয় মারা যাবার।

সুস্বাস্থ্য আল্লাহ তাআলার অন্যতম সেরা অনুগ্রহ মানবজাতিকে দান করেন এবং এর পাশাপাশি তাঁর অন্যতম সেরা পুরস্কার। প্রকৃতপক্ষে,যাদের বোধগম্যতার আছে তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা করা উচিত এবং যা এর ক্ষতি সাধন বা ধ্বংস করতে পারে তা থেকে রক্ষা করা উচিত।

আল -বোখারী তাঁর সহিহতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন:

نعمتان مغبُونٌ فيهما كثير من الناس : الصِّحَّة والفراغُ. (البخري : 6412)

'দুটি অনুগ্রহ যা সম্পর্কে অনেক লোক নিজেদের প্রতারণা করে - স্বাস্থ্য এবং অবসর সময়।

আরও, আত-তিরমিজি বর্ননা করেছেন যে আবদুল্লাহ বিন মিহসান আনসারী বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

من أصبح مُعافًى في جسده، آمنًا في سِربهِ، عنده قوتُ يومه، فكأنما حيزتْ له الدُّنيا (الترمذي : 2346)

"'যে সকালে সুস্থ, তার বাসায় নিরাপদ এবং দিন নির্বাহের ব্যবস্থা আছে, তা এমন যেন এই পৃথিবীর পুরো জীবনকে তার জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে।"

এ ছাড়া আবু হুরায়রা থেকে আত-তিরমিজি বর্ননা করেছেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أول ما يُسألُ عنه العبدُ يوم القيامة من النعيم ; أن يُقالَ له : ألم نُصِحَّ لك جِسمَكَ، ونُرَبِّكَ من الماء البارِدِ (الترمذي:3558)

"প্রথম করুণা যা বান্দাকে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা তা হল, 'আমরা কি তোমার শরীরকে সুস্থ রাখিনি ও ঠান্ডা পানিতে তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করিনি ?'

এ কারণেই কিছু ধার্মিক পূর্বসূরীরা নিম্নের আয়াত উল্লেখ করেছেন :

يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾

'এরপর সেইদিন তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে অবদান সম্পর্কে'।(১০২:৮)

এখানে স্বাস্থ্যের কথা উল্লেখ করছে।

এছাড়াও ইমাম আহমদ(রা) বর্ননা করেছেন আবু বকর (রা) আস-সিদ্দিক বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি:

سَلُوا الله اليقينَ والمعَافاةَ، فما أُتي أحد – بعد اليقين – خيرًا من العافية (الترمذي :3358)

"আল্লাহর কাছে নিশ্চিত বিশ্বাস (ইয়াকীন) ও সুস্বাস্থ্যে চাও। কারণ নিশ্চয়ই কারও বিশ্বাসের নিশ্চয়তার পর সুস্বাস্থ্যের চেয়ে ভাল পাওয়ার নাই।" (তিরমিজি :৩৩৫৮)

নবী সাঃ এই জীবনের এবং পরের জীবনের সুসংবাদে যোগ দিয়েছিলেন। আর বান্দার সাফল্য উভয় জীবনে পূর্ণ হতে পারে না বিশ্বাসের দৃঢ়তার সাথে সুস্বাস্থ্যের যোগ না করে। বিশ্বাসের নিশ্চয়তা পরকালের যন্ত্রণা থেকে বিরত রাখে আর সুস্বাস্থ্য এজীবনের অসুস্থতা দূর করে যা হৃদয় ও দেহ কে আক্রান্ত করে।

আন-নাসাঈতে বর্ণিত যে আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে রাসূল (স) বলেন:

سلُوا اللهَ العفْوَ والعافية والمُعافاةَ، فيما أُوتِيَ أحد – بعد يقين – خيراً من مُعافاة (النشاي)

"আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্যের জন্য। নিশ্চয়ই কেউ ঈমানে নিশ্চিত হওয়ার পরে সুস্বাস্থ্যের চেয়ে চেয়ে ভাল কোন কিছু অর্জন করতে পারে না"।

হাদীসে বর্ণিত তিনটি বিষয় হল ক্ষমা সহ অতীতের দুর্দশাগুলি অপসারণ ও বর্তমানে সুস্থভাবে ও ভবিষ্যতে (ক্রটি থেকে এবং এভাবে যন্ত্রণা থেকে) নিরাপদ থাকা। আসলে, এই শব্দগুলোতে সর্বদা ভাল থাকার ধারাবাহিকতা জড়িত আছে।

আবদুর-রহমান বিন আবু লায়লা বলেছেন যে আবু আদ-দারদা (রা) বলেছেন, "হে আল্লাহর রাসূল(স) এটি আরও প্রিয় যে আমি পরীক্ষা এবং তারপরে ধৈর্য ধারণের চেয়ে, সুস্বাস্থ্য লাভ করি যাতে আমি এর জন্য কৃতজ্ঞ থাকি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন:

ورَسُولُ الله يحبُّ معك العاطفية (مجمع الزوائد ٢٩٠/٢)

"আল্লাহর রাসূলও ভাল স্বাস্থ্য পছন্দ করে তোমার মত."

ইবনে আবাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন: "একজন বেদুইন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর কাছে এসে তাঁকে (স) বলল, ' পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শেষ করার পরে আমার কী চাওয়া উচিত? ' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কাছে সুস্বাস্থ্য চাও।" লোকটি পুনরাবৃত্তি করলেন প্রশ্নটি এবং রাসূল (স) তৃতীয়বার তাকে বলেছিলেন, আল্লাহর কাছে সুস্থতার চাও এই এবং পরের জীবনের জন্য"।

স্বাস্থ্য যদি এইভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয় তবে আমাদের উচিত স্বাস্থ্য সংরক্ষণ সম্পর্কে নবীর নির্দেশের কথা জানা এবং অধ্যয়ন করা উচিত যেন আমরা জানতে পারি তাঁর নির্দেশনাই এ বিষয়ে যথার্থ। নবীর নির্দেশনায় একজন তার শরীরের স্বাস্থ্য অর্জন করে এবং আত্মার স্বাস্থ্যও এবং এজীবনে এবং পরের জীবনে তাদের অস্তিত্ব । আল্লাহর কাছে সকল প্রকারের সাহায্য সন্ধান কর এবং তাঁর উপরই নির্ভর করে এবং তাঁর শক্তি ব্যতীত কোন শক্তি নাই।

# নবীজি (স) নিজেকে এক ধরণের খাবার খাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেননি

এটি যে বিশৃঙ্খলা কারও স্বভাবের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়াও,শরীর দুর্বলতা এমনকি মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারে যদি শুধুমাত্র এক ধরণের খাবার গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও, যখন কেউ তার শরীরের জন্য এক ধরণের খাবারে অভ্যস্ত হয় ও অন্য কোন ধরণের গ্রহণ করে না। খাবার কেবল একটিতে সীমাবদ্ধ রাখলে

খাবারের ধরণ সর্বোত্তম ধরণের হলেও ক্ষতিকারক এবং বিপজ্জনক।

নবী (স), তাঁর লোকেরা (রা) যা আহার করতেন তাই খেতেন। তাদের নিয়মিত খাবার যেমন মাংস, ফলমূল, রুটি, খেজুর এবং অন্যান্য ধরণের খাবার যা আমরা উল্লেখ করেছি। এক ধরণের খাবার যখন নরম তৈরি করা দরকার তখন নবী করীম (সা) এর বিপরীত ধরনের খাবার ব্যবহার করতেন, যেমন পাকা খেজুর উষ্ণতা দূর করার জন্য নিরপেক্ষ তরমুজ আহার করতেন। তিনি এক ধরণের খাবারের প্রভাবকে নিরপেক্ষ করতে এটির প্রয়োজনীয় খাবার না থাকলে পরিমাণে অতিরিক্ত আহার করতেন না।

নবীজী যখন কোন খাবার পছন্দ করতেন না, তিনি কেবল এটি খাওয়া থেকে বিরত এবং জোর করে এটি গ্রহন করতেন না। স্বাস্থ্য সংরক্ষণে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কেউ যখন খায় তখন তার খাবার ইচ্ছা নেই তখন , খাবারের ক্ষতি তার উপকারকে ছাড়িয়ে যাবে।

আবু হুরায়রা (রা।) বলেছেন, 'আল্লাহর রাসূল(স) কখনও কোনও খাবারের সমালোচনা করতেন না। যদি যদি তাঁর ক্ষুধা থাকত তবে তিনি খেতেন। অন্যথায় তিনি তা খেতেন না। " যখন নবীকে (স) টিকটিকির মাংস উপস্থাপন করা হয়েছিল যা তিনি খাননি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "এটি কি অনুমোদিত নয়?" তিনি বলেছিলেন :

لا ; ولكن بأرضِ قومي :فأجِدُني أعافُه. (البخاري :5391)

"না; তবে, এই খাবারগুলি আমার লোকদের খাবারগুলির মধ্যে নয়। , আর এর জন্য আমার ইচ্ছা নেই।"

নবী (স) নিয়মিত খাবার ব্যবহার করতেন যখন তাঁকে এমন ধরণের খাবার সরবরাহ করা হত যা তিনি খাওয়ার অভ্যস্ত নন এবং যার খাবার ইচ্ছা তাঁর নেই , তিনি তা খাওয়া থেকে বিরত থাকতেন। তবুও, যারা এই ধরণের অভ্যস্ত ছিল এবং যার এটির খাওয়ার ইচ্ছা ছিল, তাদের তিনি বাধা দেননি।

নবীজী(স) মাংস খাওয়া পছন্দ করতেন বিশেষত বাহুর মাংশ এবং ভেড়ার উপরের অংশগুলি। এই অংশটিকে বিষাক্ত করে নবীজীর কাছে পেশ করা হয়েছিল।

সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে নবী (স) এর কাছে একবার কিছু মাংস আনা হয়েছিল এবং তাকে দেওয়া হয়েছিল বাহুর মাংশ , যা তিনি পছন্দ করেছিলেন। অধিকন্তু, আবু উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত যে জিবাআহ বিনতে আজ-জুবায়ের(রা) বলেছেন যে তিনি তার বাড়িতে এক ভেড়া জবেহ করেছিলেন । আল্লাহর রসূল(স) তাকে দূত প্রেরণ করলেন।

أن أطعمينا من شاتكم. فقالت للرّسول : ما بقيَ عندَنا الرقبةُ ; وإن لأستحي أن أُرسل بها إلى رسول الله صلى عليه وسلم. فرجعَ الرسولُ فاخبرَه ، فقال : أرجعْ إليها، فقلْ لها : أرسلى بها;فانها هاديةُ وأقربُ إلى الخير، وأبعدُها من الأذى (أحمد 2/361)

"তোমার মেষ থেকে আমাদের খাওয়াও। " সে বলল , 'কেবল ঘাড় বাকি আছে এবং আমি এটি নবী(স) কে পাঠাতে লজ্জা বোধ করি। নবীর(স) দূত কী ঘটেছে তা জানাতে নবীর(স) কাছে ফিরে গেলেন। নবী(স) বললেন, 'তার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে পাঠাতে বলো। ঘাড়টি সেই অংশ যা মেষদের পরিচালনা করে এবং ভাল জিনিসের কাছাকাছি এবং পচা জিনিষ থেকে অনেক দূরে। "

ভেড়ার ঘাড়, বাহু এবং উরুর মাংশ সবচেয়ে হালকা অংশ তাতে সন্দেহ নেই। এই অংশগুলি হজম করা সবচেয়ে সহজ এবং এর সবচেয়ে নরম পেটের জন্য। নবীজী (স) এতে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা খাদ্য সম্পর্কিত তিনটি মূল নিয়মকে অনুসরন করে, যা হল , খাদ্য উপকারী এবং সহায়ক ও পেটের জন্য ভারী নয় হালকা হওয়া এবং দ্রুত হজম হওয়া। এটা গ্রহনের জন্য সেরা খাবার এবং এই খাবারের অল্প খাওয়া অন্য ধরণের বেশী খাদ্য গ্রহণের চেয়ে ভাল। নবী মিষ্টি মধু খেতে পছন্দ করতেন এবং মাংস, মধু এবং মিষ্টি সেরা খাবার এবং শরীর, যকৃত এবং বিভিন্ন অঙ্গগুলির জন্য সবচেয়ে উপকারী। এছাড়াও, এই জাতীয় খাবার খাওয়ার গভীর প্রভাব রয়েছে স্বাস্থ্য এবং শক্তি সংরক্ষণ এবং এবং এজন্য যারা ইতিমধ্যে অসুস্থতায় ভুগছেন তারা এতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

নবীজি(স) কোন কিছু যা পাওয়া যেত তা দিয়ে রুটি মিশিয়ে খেতেন। কখনও কখনও তিনি মাংস দিয়ে রুটি খেতেন , কখনও কখনও তরমুজ আবার কখনও খেজুর দিয়ে। একদা, নবী (স) রুটির টুকরোতে শুকনো খেজুর রেখে বলেন যে এ খেজুর রুটির মশলা। বার্লি রুটি ঠান্ডা এবং শুকনো আর খেজুর গরম এবং ভিজা। তাই দুটি খাবারই একসাথে খাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। বিশেষত যারা এ জাতীয় খাবারে অভ্যস্ত, যেমন আল – মদিনার লোকেরা। মাঝে মাঝে নবী (স) রুটির সাথে ভিনেগার খেতেন এবং বলতেন, " ভিনেগার কত ভাল

মশলা! “। ভিনেগারের এই প্রশংসার কারণ এটি ছিল বাড়িতে তখন একমাত্র খাবার। এজন্য নয় যে, ভিনেগার অন্য ধরণের খাবারের চেয়ে ভাল, কিছু অজ্ঞ যা মনে করে।

হাদীসে বর্ণনা রয়েছে যে নবী(স) একবার তার এক স্ত্রীর কাছে আসলে তিনি কিছু রুটি খাবারের জন্য দিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোনও মশলা আছে কিনা? তখন তিনি উত্তর দিলেন, শুধু ভিনেগার আছে। তিনি বললেন, "কী ভাল মশলা ভিনেগার! “ শুধুমাত্র এক ধরণের খাবার খাওয়ার বিপরীতে, এটি সহ রুটি খাওয়া স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে। এগুলিকে মশলা বলা হয় কারণ তারা যখন যুক্ত হয় রুটি আরও স্বাদযুক্ত এবং খাওয়ায় সহায়তা করে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে।

এছাড়াও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জমির মওসুমী ফল খেতেন। খাওয়াতেন

, এটিও স্বাস্থ্য সংরক্ষণের অন্যতম সেরা পদ্ধতি। আল্লাহ প্রজ্ঞা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে প্রতিটি জমির নিজস্ব ফল থাকবে যা সেই জমির জন্য উপযুক্ত এবং উপকারী। যখন লোকেরা এই ফলগুলি গ্রহন করে তারা তাদের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা সংরক্ষণে সহায়তা করে এবং এগুলো বিভিন্ন ঔষধ হিসাবে কাজ করে।

অন্যদিকে, যারা তাদের অঞ্চলের ফল খাওয়া এড়িয়ে চলেন সবচেয়ে বেশি তারা অসুস্থ হবেন এবং সুস্বাস্থ্যের থেকে সবচেয়ে দূরে হবে তাদের অবস্থান। আর্দ্রতা যা বিভিন্ন ফল ধারণ করে তা সে এলাকার ঋতু এবং জমির তাপের অনুকূল। পেট তখন ফলকে পাচনে আনতে সক্ষম হবে ও পরিপক্কতা আনবে এবং তাদের ক্ষতি প্রতিরোধ করবে , যদি না কেউ এগুলি অতিরিক্ত পরিমাণে খায়, তার প্রকৃতির যা বহন ও সহ্য করতে পারে না। তদ্ব্যতীত, কারও খাবার নষ্ট না করা উচিত যখন পাকস্থলি হজম করে। না তার ফলের সাথে পানি পান করা উচিত। . কোষ্ঠকাঠিন্য রোধে ফলমূলগ কেবলমাত্র তখনই খাওয়া উচিত যখন খাদ্য পাকস্থলিতে হজম হয়। যারা সঠিক সময়ে, সঠিক ভাবে এবং উপযুক্ত পরিস্থিতিতে ফল খায় তা তাদের নিরাময় হিসাবে কাজ করে।

# থাওয়ার সময় সঠিক ভাবে বসায় রাসূলের (স) নির্দেশনা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لا آكل متكئا و قال : إنما اجلسُ كما يجلس العبدُ، و آكلُ كما يأكل العبدُ (ابو يعلي 492)

"পাশে ঝুঁকানোর সময় আমি খাই না।" তিনি আরও বলেছেন, "আমি কেবল দাসের মত বসি এবং তার মত খাই যেমন দাস খায়। "

পাশে ঝুঁকা পেটের ক্ষতি করে কারণ এটি খাবার যথাযথ পথে যেতে বাধা দেয় এবং দ্রুত পেটে পৌঁছে যেহেতু এটি পেটকে চাপ দেয় এবং সঠিকভাবে খুলতে ও খাবার অতিক্রম করতে বাধা দেয়। কোনও কিছুর উপরে ঝুঁকে খাওয়ার অনুশীলন অহংকারীদের এবং এ কারণেই রাসূল (সা) বলেন যে:

آكل كما يأكلُ العبد

"আমি যেমন দাস খায় তেমনই খাই।"

থাওয়ার সময় নবীজী তাঁর পায়ে উপর বসতেন

তিনি জামিনে হাঁটু রাখতেন ও বাম পায়ের তলা ডান পায়ের উপরের অংশের উপর রাখতেন , প্রভুর কাছে নম্রতার জন্য এবং খাবারের প্রতি ও যারা উপস্থিত তাদের সম্মান প্রদর্শন করতে। এই ভাবে খাওয়ার জন্য বসা সবচেয়ে উত্তম। কারণ দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি তাদের যথাযথভাবে থাকবে, ভাল আচরণ প্রদর্শনের পাশাপাশি।

যেমনটি আমরা বলেছি, খাওয়ার সর্বোত্তম উপায় বসে খাওয়া যাতে শরীরের অঙ্গগুলির তাদের প্রাকৃতিক অবস্থানে থাকে। খাওয়ার সবচেয়ে খারাপ উপায় কোন দিকে ঝুঁকে থাকা কারণ শ্বাসনালী এবং চিবানো অঙ্গগুলি এতে চাপে পড়ে এবং পেট সংকুচিত হয়।

এছাড়াও, নবী (স) এর কথার অর্থ এও হতে পারে যে তিনি অহংকারীরা যেমন বালিশে ঝুঁকে বসে এবং যারা বেশি খাবার খেতে চান তাদের মত খান না। বরং রাসূল (স) যেমন দাস যেভাবে বসে ঠিক সেভাবে বসে খান।

# নবীজী(স) খাওয়ার সময় তিনটি আঙ্গুল ব্যবহার করতেন

এটি খাওয়ার অন্যতম সেরা পদ্ধতি। এক বা দুটি আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া প্রতি গ্যাসে বেশী পরিমান আহার ও ইচ্ছা মত খাওয়ায় সাহায্য করে না। ফলস্বরূপ, খাওয়া শেষ করতে অনেক সময় লাগে। এছাড়াও, অঙ্গগুলি যারা খাবার হজমের জন্য দায়ী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে না খুব কম পরিমান খাবারে।

এক্ষেত্রে অঙ্গগুলি নিষ্ক্রিয় থাকা সময়ে খাওয়া চলতে থাকবে। যদি কেউ একটি এ দু'টি দানা খায়, তিনি না খাওয়া উপভোগ করবেন বা না স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। পাঁচ আঙুল দিয়ে খাওয়া পেটে বেশী খাবার প্রেরণ করে প্রতিটি গ্রাসে যা পাকস্থলির ক্ষমতার তুলনায় অধিক। এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটতে পারে অঙ্গগুলির মধ্যে একটি অতিরিক্ত খাবারে আটকে পড়ে। এছাড়াও, দেহের অঙ্গগুলিকে বাধ্য করা হবে খাদ্য প্রচুর পরিমাণে পরিপাক করতে এবং এইভাবে ব্যক্তি না খেয়ে উপভোগ করবেন, না তাদের দেহও এটি আরামদায়ক ভাবে হজম করতে পারবে। অতএব, খাওয়ার সেরা উপায় তিনটি আঙ্গুল ব্যবহার করে

যেমন নবী (স) এবং যারা তাঁর অনুসরন করে তারা করেন।

# খাদ্য সংমিশ্রণ সম্পর্কে নবীজীর (স) নির্দেশিকা

নবীজি(স) কখনই মাছ এবং দুধ, টক খাবার বা দুটি গরম খাবার, বা দুটি ঠান্ডা খাবার, দুটি

আঠালো খাবার, দুটি কোষ্ঠকাঠিন্য খাবার, দুটি রেচক খাবার, দুটি ভারী খাবার, দুটি তরল খাবার বা দুই ধরণের খাবার যা একই অবস্থা উৎপন্ন করে তা মিশ্রিত করেন নি। এছাড়াও, তিনি দুটি ধরণের বিপরীত প্রভাবের খাবার, যেমন কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ডায়রিয়া, বা যা সহজেই হজম করা যায় তার সাথে ভারী খাবার, শুকনার সাথে তাজা খাবার, ডিম এবং দুধ বা মাংস ও দুধ দিয়ে শুকনো মিশ্রিত করেন নাই। এছাড়াও তিনি কখনও কোনও গরম খাবার, বা পুরানো খাবার যা পরের দিন তার জন্য উত্তপ্ত হয়েছিল তা খান নাই। তদুপরি তিনি কোনও লবনাক্ত বা পচা খাবারও খেতেন না, যেমন আচার। এই জাতীয় খাবারগুলি ক্ষতিকারক ও স্বাস্থ্য খারাপ দিকে পরিবর্তন করে।

নবী (স) খাবার নিরপেক্ষ করতে তার বিপরীত প্রভাবের কিছু খাবার মিশ্রিত করতেন করতে, যতটা তার

সম্ভব হত। যখন খাবার গরম থাকে, তখন সে এর প্রভাবটি নিরপেক্ষ করতে একটি ঠাণ্ডা খাবার এবং এটি শুকনো হলে, এটি ভেজা খাবার দিয়ে নিরপেক্ষ করতেন, যেমন পাকা খেজুর এবং শুকনো সহ খাবারের জন্য পাকা খেজুরের সাথে শসা, শুকনা খেজুরের সাথে মাখন। তিনি ভেজানো খেজুর খেতেন ভারি খাবারের প্রভাবকে নিরপেক্ষ করতে। আর নবী(স) রাতের খাবার খেতেন কয়েকটি খেজুর দিয়ে।

আবু নু'আম(রা) উল্লেখ করেছেন যে নবী করিম (স) খাওয়ার পর পরেই ঘুমকে নিরুৎসাহিত করেন কারণ এটি হবে হৃদয়কে শক্ত করে। চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন রাতের খাবারের পরে কয়েক ধাপ হাঁটতে পারে, কারণ রাতের খাবারের ঠিক পরে ঘুমানো খুব ক্ষতিকর। মুসলিম চিকিৎসকরা যোগ করেন যে কেউ তার ডিনার খাওয়ার পরে প্রার্থনা করতে পারে। যাতে খাবার পেটের নীচে থাকে যেখানে এটি সহজে হজম হবে।

নবী (স) [পানি বা দুধ] পান করেন নি তার খাবারের সাথে, কারণ পানীয়টি খাবার নষ্ট করে দেবে,

বিশেষত যখন পানি গরম বা ঠান্ডা থাকে।

খেলাধুলার পরে কেউ পানি পান করে এমনটি পছন্দ করা হয় না।

ক্রিয়াকলাপে ক্লান্ত হয়ে গেলে, সহবাসের পরে, আগে এবং খাওয়ার আগে ও পরে এবং ফল খাওয়ার পরে পানি পান করা অপছন্দের। এছাড়াও, এটি পছন্দনীয় নয় যে গোসল করার পরে একজন পানি পান করে না এবং

ঘুমানোর পরে। এই সমস্ত কার্যক্রম স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এবং কারো এটা ভাবা উচিত নয় যে খাবারের সাথে পানি পান করলে উপকার হবে দিয়ে পান করা থেকে।

# পানীয় সম্পর্কে নবীজী(স) এর নির্দেশিকা

নবী(স) এর নির্দেশণা পানীয় বিষয়ে স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য সবচেয়ে উপকারী। নবীজী(স) ঠান্ডা পানি দিয়ে মধু পান করতেন, এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য এটি একটি বিশেষ কার্যকর পদ্ধতি যা শুধুমাত্র সেরা ডাক্তারদের জ্ঞান থাকতে পারে। খালি পেটে মধু পান করা দ্রবীভূত করে কফ, পেটের প্রতিরক্ষামূলক স্তরগুলি সংরক্ষণ করে এবং মৃদুভাবে গরম করে এর পিচ্ছিলতা এবং আবর্জনা ছাড়িয়ে দেয়।

মধু এছাড়াও পেট, কিডনি, লিভার এবং প্রোস্টেট এর জমে যাওয়ার বিরুদ্ধে সাহায্য করে । মধু অনেক অন্য কোনও মিষ্টির চেয়ে পেটের জন্য বেশী লাভজনক।

আমাদের বলা উচিত যে মধু যারা পিত্তরোগে ভুগছে তাদের ক্ষতি করতে পারে, কারণ এটি এটিকে বাড়িয়ে

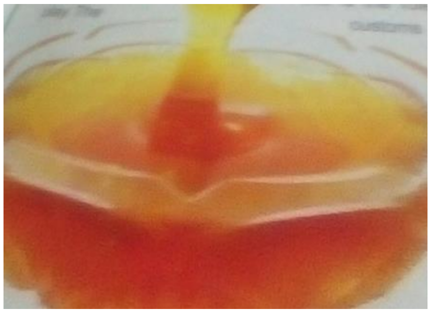

তোলে। এক্ষেত্রে, মধুর ক্ষতিকারক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দূর করা যায় যায় ভিনেগারের সঙ্গে এটি গ্রহণ করে। এই পদ্ধতি মধু করে তোলে খুব উপকারী। এ ছাড়া মধুও অনেক বেশি উপকারী পানীয় বিশেষ করে যারা অন্য যে কোনও মিষ্টি পানীয়ের ব্যবহার করেন না।

যখন কেউ মিষ্টি পানীয় পান করে ও তাতে সে অভ্যস্ত নয়, সে সে তাতে ততটা উপকৃত হবেন না যত সুবিধা পাবে মধুতে। কোন অভ্যাসের এটা নিয়ম এবং এক অভ্যাস অপসারিত হয়ে অপরটির ভিত্তি স্থাপন করে।

পানীয়টি যখন মিষ্টি এবং ঠান্ডা হবে তবে তা হবে শরীরের জন্য সবচেয়ে উপকারী এবং সেরা পদ্ধতির মধ্যে একটি যাতে স্বাস্থ্য, হৃদয়ের সুস্থতা, শক্তি, যকৃত ও হৃদয়ের সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়াও, পানীয়টি যখন হয়

মিষ্টি এবং ঠান্ডা , শরীর এটির জন্য আগ্রহী হবে, এর থেকে উপকার পাবে, পুষ্টির দিবে এবং দ্রুত হজম হবে এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গগুলিতে স্থানান্তর করবে।

শীতল পানি ভেজা, তৃষ্ণা নিবারণ করে, সংরক্ষণ করে শরীরের আর্দ্রতা, যে আর্দ্রতা পুনরায় জন্মায় যা শরীর হারিয়ে গেছে, খাবারকে নরম করে এবং এটিকে স্থানান্তর করতে সহায়তা করে শিরা মাধ্যমে দ্রুত।

চিকিৎসকরা মতভেদ করে পানি পুষ্টিকর কি না , তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিলেন যে এটি পুষ্টিকর কারন এ থেকে শরীর বৃদ্ধি পায় এবং মৃদু এবং শক্তিশালী হয়,বিশেষত যখন পানির প্রয়োজন থাকে। তারা ছাড়াও বলেছেন যে মানুষ এবং প্রানীর মধ্যে বেশ কয়েকটি মিল রয়েছে, যেমন ক্রমবর্ধমান এবং

আরও সুন্দর ও শক্তিশালী হয়ে উঠা। গাছপালাও বৃদ্ধি পায় এবং তাদের নিজস্ব বিশেষ ধরণের সংবেদন আছে এবং গতি রয়েছে। যেহেতু গাছপালা জলে বেঁচে থাকে, কীভাবে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে যে পানি পুষ্টিকর কি না ?

তারা এ কথা বলে যে তারা এটিকে অস্বীকার করে না যে খাদ্য শরীরের বেশিরভাগ পুষ্টি সরবরাহ করে।

তারা কেবল অস্বীকার করে যে পানির কোন পুষ্টিকর মান নাই। অতিরিক্ত হিসাবে যে খাবারের

জলীয় অংশগুলির কারণে এটি কেবল পুষ্টি সরবরাহ করে থাকে।

তারা এ ছাড়াও বলে যে পানি হ'ল প্রাণী এবং গাছপালা জীবনের উৎস। কোনও সন্দেহ নেই, তারা বলে, যে পদার্থটি জীবনের উৎসের নিকটবর্তী তা বেশী পুষ্টি সরবরাহ করে। বস্তুটি যদি জীবনের উৎস হয় তবে হলে কী?

আল্লাহ বলেছেন:

.... وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ...

"... আর পানি থেকে আমরা সৃষ্টি করলাম প্রাণবন্ত সবকিছু।.... "(২১:৩০)

তারা জিজ্ঞাসা করে, এটি কীভাবে জীবনের সংস্থান করে যখন তা দেহে পুষ্টি সরবরাহ করে না?

তারা আরো যোগ কর তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যখন তার তৃষ্ণা মেটান তখন তার শক্তি এবং ক্রিয়াকলাপ ফিরে পান। সে অতিরিক্ত তার খাওয়া সীমাবদ্ধ করতে রাজি হবে পানির উপর নির্ভর করে। যদি তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে খাবার খান তবে তার তৃষ্ণা নিবারণ করা জন্য প্রয়োজনীয় পানি পান করতে পারবে না ।

তারা যোগ করে, "আমরা অস্বীকার করি না যে পানি খাবার স্থানান্তর করতে সহায়তা করে শরীরের বিভিন্ন অংশ এবং অঙ্গে। আমরা কেবল অস্বীকার করি পানি কোনও পুষ্টি আন নেই। "

অন্য গ্রুপ পানির পুষ্টির বিষয়টি অস্বীকার করে বলেছেন যে একা পানি জীবন বজায় রাখে না, বা সহায়তা করে না , দেহ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে ও শরীর উত্তাপের মাধ্যমে যে আর্দ্রতা হারায় তা পুনরুদ্ধার করে। তবে তাদের বিরোধীরা এগুলি অস্বীকার করে না। তারা কেবল বলে যে প্রতিটি পদার্থ পুষ্টি সরবরাহ করে তার প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন উপায়ে। উদাহরণস্বরুপ ,ভাল সুগন্ধি এক

ধরণের পুষ্টি সরবরাহ করে এবং এই সত্যি পানির পুষ্টিগুণকে আরও বেশি করে তোলে।
সংক্ষেপে, যখন পানি ঠান্ডা হয়ে থাকে এবং মিষ্টি দ্রব্যের সাথে মিশে যায়, যেমন মধু, কিসমিস, খেজুর বা চিনি, তখন সবচেয়ে উপকারী পদার্থগুলির মধ্যে একটি হয় যা শরীরে প্রবেশ করে এবং প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্য রক্ষা করবে। এ কারণে নবীজী(স) কাছে সবচেয়ে ভাল পানীয় হল ঠাণ্ডা ও মিষ্টি। উষ্ণ পানীয় পেট ফাঁপা করে।

যেহেতু তাৎক্ষণিক আহরিত পানি রাতে রাখা পানির তুলনায় অনুকূল, নবী(স) বলেন, যখন তিনি আবু আত-তাইহানের একটি বাগানে প্রবেশ করলেন:

هل من ماءٍ باتَ في شَنَّةٍ؟

"তোমার কাছে কি তার পানির থলিতে রাতে রাখা পানি আছে? "

তাঁকে সেই পানি থেকে কিছু দেওয়া হলে তিনি তা পান করেছিলেন। [আবু দাউদ, বিন মাজাহ ও আহমদ]।

হাদীসটি আল -বোখারী সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি তা বর্ণনা করেছেন নবী যেমন বলেছেন;

ان كان عندك ماءٌ بات هذهِ اللّيلة في شنّةٍ، و إلاّ كرعْنا (البحاري : 5613)

"যদি তোমার চামড়ার থলিতে কিছু পানি থাকে তবে আন। অন্যথায় আমরা (কূপ থেকে) চুমুক দিয়ে পান করব .. "
যে জল টাটকা টানা হয় না তা খামির ময়দার মত, আর তাৎক্ষণিক টানা পানি ঐ ময়দার মত যাতে খামির(ছত্রাক) থাকে না। যখন পানি জমিয়ে রাখা হয় সারা রাত, এর পার্থিব এবং বালুকাময় দূষণকারীগুলি তলদেশে পড়বে। এটি নবী(স) পছন্দ ছিল,যেমন আয়েশা বলেছেন:

كان رسول الله صلى عليه وسلم يُستقَى له الماءُ العذْبُ من بئر ابشُقبا. (ابو داود : 3735)

"নবী(স) এর নিকট সদ্য সংগ্রহীত টাটকা পানি আনা হল পান করার জন্য মনোনীত কূপ থেকে । "
পানি চামড়া পাত্রে রাখা হয়, এই পাত্রের পানি মাটির পাত্রে রাখা পানির চেয়ে সুপেয় হয়, এ কারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পানি চেয়েছিলেন অন্যান্য ধরণের চেয়ে। যখন এভাবে রাখা হয়, তা ত্বকের ছিদ্রগুলি দিয়ে ফিল্টার করবে [এভাবে এটি তৈরি করবে ভাল স্বাদ]। একইভাবে, পানি যে মাটির পাত্রে রাখা হয তাতে পানি ফিল্টার হলে সেই পানি তার চেয়ে ভাল হবে যে মাটির পাত্র পানি ফিল্টার করতে দেয় না।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি ছিল, ছিল সর্বাধিক সম্মানিত আত্মা এবং প্রতিটি বিষয়ে সেরা দিকনির্দেশনা তার আছে। তাঁর জাতিকে সর্বাধিক উপকারী পদ্ধতি ও উপায়

দেখিয়েছেন। এতে তাদের হৃদয় এবং দেহের উপকার রয়েছে এই জীবন এবং পরের জীবনে।

আয়েশা(রা) বলেছেন, নবীজী(স) এর সেরা পানীয় ঠান্ডা ও মিষ্টি। এই বিবৃতি ইঙ্গিত করে থাকবে যে নবীর(স) পানীয় কূপ এবং ঝরনা থেকে টানা তাজা, মিষ্টি। তার বক্তব্য সম্ভবত এও তিনি ইঙ্গিত করে যে তিনি মধু মিশ্রিত পানি পান করতেন

বা ভেজানো খেজুর এবং কিসমিসের সাথে মিশ্রিত পানি পান করতেন। অথবা তার বিবৃতি উভয় অর্থ বহন করতে পারে, যা সঠিক মত।

নবীর বক্তব্য:

ان كان عندك ماءٌ بات في شنّ، وإلّا كرعْنا

"যদি তোমার থলিতে কিছু পানি থাকে, তার মুখ থেকে আমরা পান করব। "

এটি ইঙ্গিত করে যে সরাসরি পুল বা পাত্রে মুখ দিয়ে পানি পান করার অনুমতি আছে। অনেক চিকিৎসক এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে পরামর্শ দেয় এবং বলে যে এটি পেটের জন্য ক্ষতিকারক। এতে মনে হয় যে নবী (স) কেবল এটি করেছিলেন দেখানোর জন্য যে এটি অনুমোদিত। আর মুখ লাগিয়ে পাত্র থেকে ফান করা ক্ষতিকারক যদি পেট এবং মুখের উপর হেলানো অবস্থায় যেমন কোনও নদী বা ঝরনা থেকে পান করা। উঁচু পুল থেকে বসে থেকে মুখে পানি পান দুই হাতের ব্যবহার করে পান করা আলাদা নয়।

# নবী (স) এর জাতিকে বসে পানি পান করার নির্দেশণা

তিনি বিশেষভাবে তাঁর জাতিকে দাঁড়ানোর অবস্থায় পান না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকেও এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যারা বমি করতে দাঁড়িয়ে পান করেন। তবুও, তিনি দাঁড়িয়ে পান করতেন

যা সঠিকভাবে তার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।
কিছু লোক বলেছেন যে নবী (স) যখন পান করছিলেন তা দাঁড়িয়ে পানাহার না করার আদেশকে অমান্য করে। আর একটি দল বলেছিল যে তার পান করার সময় দাঁড়িয়ে থাকা কেবল এটা প্রমাণ করে যে এই অনুশীলনটি নিষিদ্ধ নয় অপছন্দনীয়। অন্য একটি গ্রুপ বলেছে যে দুটি হাদিসের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। নবি(স) দাঁড়িয়ে পান করেছেন যখন এমনটি করার দরকার পড়েছিল। যেমন তিনি জমজম কুপের কাছে আসলেন আর তাঁকে পানির এক ঝুড়ি দেওয়া হল পান করার জন্য, তা তিনি পান করলেন দাঁড়িয়ে।
দাঁড়িয়ে পান করায় অনেক অসুস্থতা দেখা দেয় এবং তৃষ্ণাও নিবারণ করে না। পানি পাকস্থলির মধ্যে স্থির হয় না, যেন লিভার এটি শরীরের বাকী অংশে স্থানান্তর করতে পারে।
এই ক্ষেত্রে, পানি দ্রুত গতিতে পেটে নামবে এবং এটি আরও বাড়বে, এবং পানি সঠিকভাবে হজম হবে না। তবে, যদি কেউ মাঝে মাঝে এটি করে থাকে, এটা তার ক্ষতি করবে না।

# তিনটি পৃথক নিঃশ্বাসে পানি পান করা

মুসলিম(র) বর্ণনা করেছেন যে আনাস (রা) আল্লাহর নবী (স) তিনটি পৃথক শ্বাসে জল চুমুক দিতেন এবং বলেন:

انه أروى وأمرأ وأبرأ. (مسلم :8028)

"এই পদ্ধতিটি তৃষ্ণাকে আরও ভাল করে নিবারণ করে। আর স্বচ্ছ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে উপরী।"

এই হাদিসটি ইঙ্গিত দেয় যে হযরত (স) তার মুখ থেকে কাপটি সরিয়ে ফেলেন, একটি নিঃশ্বাস নেন এবং তারপরে আরও কিছু পান করুন। অন্য একটি হাদিসে নবী (স) বলেছেন, পান করার সময় কাপে নিঃশ্বাস না ফেলতে। কাপ মুখের কাছ থেকে সড়িয়ে রাখতে। এর বাহিরে নিঃশ্বাস ফেলতে।
পান করার এই পদ্ধতিটি খুব উপকারী তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এবং স্বাস্থ্যকর যেমন নবী (স) বলেছেন। পানি

যখন তৃষ্ণার্ত পেটে প্রবেশ করে বিরতিতে, দ্বিতীয় চুমুক তৃষ্ণা নিবারণ করবে প্রথমটি যা অতৃপ্ত রয়েছে। এবং তৃতীয় চুমুকে দ্বিতীয় ও প্রমত বারের অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিবারণ করা হবে।

তদোরিক্ত, এই পদ্ধতিটি আরও উপযুক্ত পাকস্থলির তাপমাত্রার, যাতে হঠাৎ না ঘটে ঠান্ডা পদার্থ দিয়ে আক্রমণ। এছাড়াও, যখন এক নিঃশ্বাসে পানি পান করে, এটি কেবল আংশিকভাবেই তৃষ্ণা নিবারণ করবে তার বিপরীতে যখন সে পৃথক চুমুতে পান করে।

এই পদ্ধতিটি [যা হযরত (স) আমাদের শিখিয়েছেন] পানি পান করার ভাল ফলা দেয় এক নিঃশ্বাসে পানি বা তরল পান করার চেয়ে। যেহেতু পানি শরীরের সহজাত তাপ হ্রাস করে দুর্বল করতে পারে, এইভাবে পেটের এবং লিভারের মেজাজকে নষ্ট করতে পারে। পানি এছাড়াও আরও অনেক রোগের উৎস হতে পারে, বিশেষত যারা উষ্ণ অঞ্চলে যেমন ইয়েমেন এবং হিজাজে থাকেন তাদের জন্য এবং বিশেষত গ্রীষ্মের সময়। এক নিঃশ্বাসে পান করা এই জাতীয় লোকদের পক্ষে বিপজ্জনক কারণ তাদের সহজাত তাপ দুর্বল বিশেষত গরম আবহাওয়া, যেমনটি আমরা বলেছি।

নবীর বক্তব্য, "এটি ভাল এবং আরও স্বচ্ছ তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং স্বাস্থ্য কর।" যা অনুরূপ আল্লাহ যা বলেছেন:

..... فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"এবং কোনও ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছাড়াই এটি উপভোগ করুন।" (৪: ৪)

তদ্ব্যতীত, যখন কেউ এক নিঃশ্বাসে পানীয় গ্রহণ করে প্রচুর পরিমাণে শ্বাস নিতে গিয়ে দম বন্ধ হওয়ার ভয় থাকে যখন কেউ পান করার সময় শ্বাস নেয়। আরও, যখন একজন পান করে, তার দেহে উত্তপ্ত গ্যাসগুলি জমে যা যকৃত এবং হৃদয় কাছ আরোহণ করে ঠান্ডা পানি পেটে নেমে আসার কারনে।

এই ক্ষেত্রে, পানি যখন আসবে তখন নামবে গ্যাসগুলি উঠবে, কখনও পেট ফাঁপা করে দেয় ও কখনও ব্যক্তির দম বন্ধ করে দেয়। এতে কেউ পানীয় পান উপভোগ করবে না।

এছাড়াও হঠাৎ করে যখন ঠাণ্ডা পানি নেমে আসে লিভারে তা এটিকে দুর্বল করে এবং এর তাপমাত্রার হ্রাস ঘটায়। যাহোক, যখন কেউ পৃথক চুমুকে পান করে, লিভার এর উষ্ণতা হারাবে না এবং এইভাবে দুর্বল হবে না। একইভাবে, যখন কেউ পানি ফুটন্ত পাত্রে ঢালা হয় এটির উল্লেখযোগ্য তাপমাত্রা হ্রাস পাবে না।

আত –তিরমিজি (র) বর্ণনা করেছেন যে নবী (স) :

لا تشرَبوا نفسًا وحدًا : كسرْيُ البعِر ; ولكن : اشربُوا مثْنى و ثُلاثَ ; وسمّوا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم فرغْتم. (الترمذي :1885)

"উট যেমন করে তেমন এক নিঃশ্বাসে পান করবেন না। বরং দু'বার এবং তিনবার পান কর এবং (আল্লাহর) নাম উল্লেখ কর পানের পূর্বে এবং সমাপ্তির পরে (তাঁকে) ধন্যবাদ দাও। "

পানি পানের পূর্বে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা এবং সমাপ্তির পরে তাঁকে ধন্যবাদ জানানো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে পানীয় থেকে উপকারী পেতে, এটি উপভোগ করতে ও ক্ষতি থেকে বাঁচাতে। ইমাম আহমদ(র) বললেন, যখন খাবারের চারটি গুণাবলী থাকে., এটি নিখুঁত হয়ে উঠবে: যখন আল্লাহর নাম আগে উল্লেখ

করা হয়েছে, যখন আল্লাহকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় শেষে, যখনষ খাওয়ার অনেক হাত পান করা হয়েছে এটি এবং যখন এটি বৈধ খাঁটি উৎস থেকে আসে। "

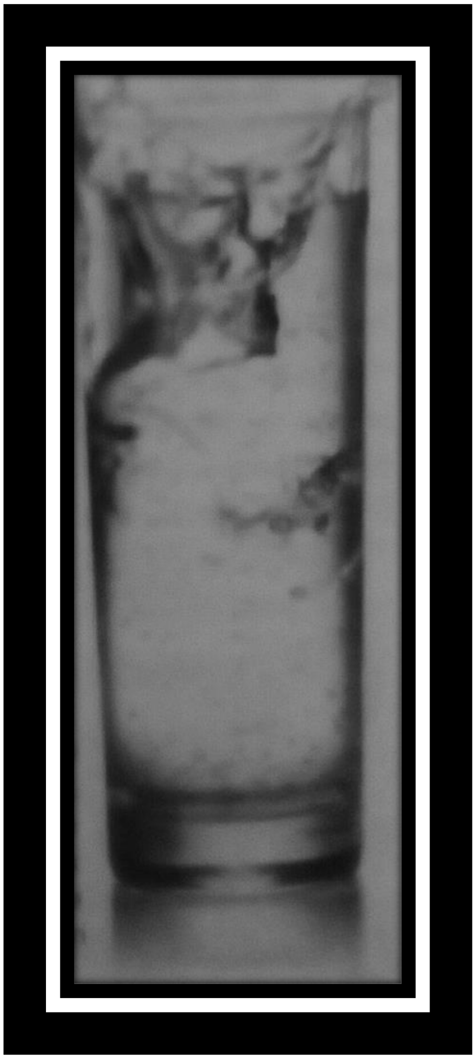

# পানির পাত্রগুলি ঢেকে রাখা এবং পানি মশক (চামড়ার থলি) বন্ধ করে দেওয়া

মুসলিম (র) এর সহীহতে বর্ণিত যে, জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি;

غَطّو الإناءِ وأوكو السِّاءَ فإن في السَّنة ليلةً ينزل فيها ووباءٌ : ليمُرُّ بإناءٍ لبس عليه غِطاءٌ – أوسقاءٍ ليس عليه وِكاءٌ – إلا وقع فيه من ذلك الداء (البخاري :5623)

"পাত্রটি ঢাকনা এবং পানির থলির গিঁটটি বেঁধে দাও, কারন বছরের একটি দিন আছে যখন একটি রোগ অবতীর্ণ হয় এবং পড়ে যে পাত্রটি ঢাকনা নেই সেটিতে অথবা যে চামড়ার থলি বাঁধা নেই তাতে, এটি পাশ দিয়ে যায়। "

এই হাদিসে এক ধরণের ঐশী জ্ঞান রয়েছে যা চিকিৎসকরা নিজেরাই পৌঁছাতে পারে না। লাইথ বিন সাদ (র) , এই হাদিসের অন্যতম বর্ণনাকারী বলেছেন, "নন-মুসলমানরা জানত যে এটি জানুয়ারির কোন দিন, এবং তারা চেষ্টা করে এর ক্ষতি এড়াতে। "

নবীজি আদেশ দিলেন যে পাত্রগুলি ঢেঁকে দাও এমনকি একটি শাখা দিয়ে হলেও , যাতে এটার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এছাড়াও, যখন এটি দিয়ে পাত্রটি ঢেকে রাখে , পোকামাকড় খাবারে পড়বে না। গাছের শাখার উপর দিয়ে চলে যাবে।

তদ্ব্যতীত, নবীজী(স) আদেশ করেছিলেন যে আমরা পাত্রটি কে ঢাকনা দেওয়ার সময় শয়তান, পোকামাকড় এবং প্রাণী প্রতিরোধের জন্য আল্লাহর নাম যেন উল্লেখ করি।

# পানির থলির মুখ থেকে পান অনুনোমোদিত

আল -বোখারী(র) বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الشرب من في السِّقاء. (البخاري : 5629)

" রাসূল(স) পাত্রের মুখ থেকে পান করতে নিষেধ করেছেন। "

এ হাদীসে অনেক উপকার রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ পাত্রের মুখ থেকে পান করে

, সে এতে শ্বাস ফেলবে এবং এটি আপত্তিজনক গন্ধ উৎপন্ন হবে। পানি জোড়ে নেমে যেতে পারে এবং পেটের ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও, একটি হতে পারে পানির মধ্যে অজানা পোকামাকড় থাকতে পারে যা এবং এটি যদি গ্রাস করে তবে ক্ষতির সম্ভবনা থাকে। উপরন্তু, পানি ক্ষতিকারক পদার্থের সাথে দূষিত হতে পারে যা প্রবেশ করবে অজান্তে ব্যক্তির পেটে। এছাড়াও,ত্বকের মুখ থেকে পানে পেটে প্রবেশ করে এবং এইভাবে পানি পর্যাপ্ত স্থান থাকে না।

# ভাঙ্গা কাপ থেকে পান করার অনুনোমোদিত

আবু দাউদ(র) এর সুনানে বর্ণিত যে আবু সাঈদ আল -খুদরী বলেছেন:

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السّرب من ثُلمة القدح، وأن يُنفخ في الشّراب (ابو دلود : 3728)

"আল্লাহর রাসূল(স) কাপের ভাঙ্গা দিক থেকে পান করতে এবং পানি পানের সময় শ্বাস নিতে নিষেধ করেছেন। "

এই হাদীস মুসলিমকে ভাল আচরণের আচরণে শিক্ষা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, কাপের ভাঙ্গা অংশটি থেকে পান করতে তাতে আটকে থাকা পদার্থ ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। এছাড়াও, কাপের ভাঙ্গা দিক থেকে থেকে পান করলে পানীয় উপভোগ করা হয় না। ময়লা এবং চর্বি ভাঙা পাশে আটকে থাকতে পারে সাধারণত সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয় না। এছাড়াও,কাপের ভাঙ্গা দিকটি সবচেয়ে খারাপ এবং উপযোগী নয়।
আমাদের একজন সালাফ একজনকে একবার নিম্নমানের জিনিস কিনতে দেখে তাকে বললেন, “এটি কিনবে না, তুমি কি জান না আল্লাহ তা'আলা নিকৃষ্ট জিনিষে কল্যান দেন না। " এছাড়াও, ভাঙ্গা দিক মুখে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। কাপে শ্বাস নেওয়ার ক্ষেত্রে এটি মুখের দুর্গন্ধ পানিতে স্থানান্তর করবে। এ কারণেই রাসূল (স) এতে শ্বাস-প্রশ্বাস বা ফুঁ দেওয়া নিষেধ করেছেন।

হাদীসে যেটি আত-টার্মেজী বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস বলেছেন:

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يُتنفَّسَ في الإناء، أو يُنفخَ فيه (ابو جواد : 3728)

"আল্লাহর রাসূল শ্বাস ফেলতে বা তাতে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন।"

কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, সহিহাইনে আনাস (রা) যা বর্ণনা করেছেন সেই হাদীসের বিষয়ে কি? আনাস(রা) বর্ণনা করেছেন:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتَنَفس في الإناءِ ثلاثاً. (سلم:2028)

"আল্লাহর রাসূল (স) তিনবার শ্বাস নিতেন যখন পানি পান করতেন। "

আমরা বলি যে এই হাদীস এবং আমরা যে হাদীসগুলি উল্লেখ করেছি তার বিরোধিতা করে না,

কারণ এর একমাত্র অর্থ হ'ল নবী করীম (সা) এক নিশ্বাসে পান করতেন না।

নবীজি দুধ পান করতেন পানি মিশ্রিত করে বা মিশ্রিত না করে।

গরম অঞ্চলে মিষ্টি দুধ পান করা খুব উপকারী স্বাস্থ্য সংরক্ষণে এবং শরীর ও লিভারে আর্দ্রতা জোগায়

এবং এটি বিশেষত সে ক্ষেত্রে যখন যে সমস্ত প্রাণীর দুধ যারা সোমরাজ (তিক্ত উদ্ভিদ), ল্যাভেন্ডার (সুগন্ধি

গাছ), ল্যাভেন্ডার সুতি (ছোট সুগন্ধি ঝোপঝাড়) এবং আরও অনেক কিছুর উপর চরে, কারণ তাদের দুধ

খাবার এবং ওষুধ উভয়ই হয়।

আত-তিরমিজি বর্ণিত, নবী (স) বলেছেন :

اذا أكل أحد كم طهامًا،فليقلْ : اللهم، باركْ لنا فيه، وأطْعِمنا خيرًا منه. وإذا سُقِيَ لبنًا، فليقلْ :اللهم، باركْ لنا فيه، و،زدنا منه، فإنه ليس شيءٌ يُيجزىء منَ الطَّعامِ والشرابِ، إلا اللبَنُ (ابو داود : 373)

"তোমাদের মধ্যে যখন কেউ খাবার খায়, তখন সে যেন বলে, হে আল্লাহ! এতে আমাদের জন্য বরকত দিন এবং এর থেকে ভাল আমাদের দিন। কাউকে যখন দুধ দেওয়া হয়, সে যেন বলে, 'হে আল্লাহ! এর মধ্যে বরকত দিন আমাদের এবং এটি আরও দিন। 'অবশ্যই দুধই একমাত্র যা খাদ্য বা পানীয় হিসাবে যথেষ্ট"।

মুসলিম(র) বর্ণিত:

انه صلى الله عليه وسلم كأني يُنتبذُ له أول الليل، و يشربُه – اذا أصبح – يومه ذلك، والليلة التي تحبيءُ، والغدَ والبلةَ الأُخْرى ، والغدَ إلى العصر.فان بقيَ منه شَيْءٌ : سقاهُ الخادِمَ ، أو أمرَ به فصُبَّ (مسلم : 2004)

"আল্লাহর রসূল(স) রাতের শুরুতে নাবিথ ( তারিখ পানিতে ভেজানো) বানাতেন

এবং পরের সকালে সকালে এটি , পরের দিন, পরের রাত এবং পরের দিন এবং আর এক

রাতে এবং পরের দিন আসর পর্যন্ত পান করতেন । এর মধ্যে যদি কিছু থেকে যেত তবে তিনি

তারপরে এটি কোনও খাদেমকে দিতেন বা আদেশ দিতেন যে এটি ফেলে দেওয়ার। "

এই হাদীসে বর্ণিত নাবিখের কিছু খেজুর যা ভিজান হয়েছিল পানি মিষ্টি করার জন্য আর তা পানীয় ও খাদ্য উভয় রূপে ব্যবহার করার জন্য। নাবিখের একটি দুর্দান্ত উপকার আছে শরীরকে শক্তিশালী এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণে।

নবীজি(স) নাবিখ তিন দিনেরও বেশি পুরানো পান করেননি এই ভয়ে যে, এটিতে পচন শুরু হয়ে থাকতে পারে এবং মাদক হয়ে যেতে পারে।

# পোশাক সম্পর্কে রাসূলের নির্দেশনা

ৈ

পোশাক সম্পর্কে নবীর নির্দেশ নির্দেশনা, শরীর এর জন্য সবচেয়ে উপকারী
এবং পরিধান করা সহজ।নবীজী(স) বহিরাবরণ পোশাক পরতেন এবং ইজার (যা শরীরকে ঢেকে রাখে),যেহেতু এধরনের পোশাক শরীরের জন্য সবচেয়ে নরম হয়। নবী (স) শার্ট পরতে পছন্দ করতেন, যা তাঁর পছন্দ ছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতে যা শরীরের জন্য উপকারী, যেমন তার পোশাক অতিরিক্ত দীর্ঘ বা প্রশস্ত হাতা ছিল না বরং হাতা ছিল কব্জি পর্যন্ত এবং হাত থেকে দীর্ঘ না। এটি পরিধান করা এবং চলাফেরা করা আরও শক্ত করে তুলবে।

আর হাতা ছোটও ছিল না যাতে ঠান্ডাতে হাত উন্মুক্ত হয়।

এছাড়াও, নবীর শার্ট এবং পোশাকগুলি গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছাত না এবং সাধারণত পায়ের মাঝখানে পৌঁছাত। যদি জামাকাপড় দীর্ঘ হয় তবে চলাফেরা সীমাবদ্ধ হবে এবং কেউ সংযত বোধ করবে।

পোশাক সংক্ষিপ্ত ছিল না, যাতে উষ্ণতা এবং ঠান্ডায় উরু উন্মুক্ত না হয়।

রাসূলের(স) পাগড়ি খুব বেশি বড় ছিল না যে এটি মাথা ক্ষতি করে। এটি খুব ছোটও ছিল না, যা মাথা রক্ষা করতে যথেষ্ট হবে না গরম এবং ঠান্ডা থেকে। এটি আকারে মাঝারি ছিল এবং তিনি ঘাড় উত্তাপ এবং ঠান্ডা থেকে রক্ষা করার জন্য, ঘোড়া বা উঠে আহরন অবস্থায় এবং যুদ্ধের সময় দৃঢ়ভাবে পাগড়ি রাখা জন্য তাঁর চিবুকের নীচে এর একটি অংশ দিয়ে দিতেন। অনেকে চিবুকর নিচে দেওয়ার পরিবর্তে

এক ধরনের বন্ধনী ব্যবহার করে। যদিও এটি তুলনাযোগ্য নয় উপকার ও সৌন্দর্যের বিবেচনায়।
যদি কেউ নবী(স) এর পোশাকের ধরন নিয়ে চিন্তা করে তবে সে দেখবে তা শরীর ও স্বাস্থ্য সবচেয়ে উত্তম ও অপব্যয় ও ব্যবহারে কষ্টকর নয়।

বেশিরভাগ সময় নবীজী (স) ভ্রমণের সময় খুফ (মোজা) পারতেন। কারণ এতে পা থাকবে গরম এবং ঠান্ডার প্রভাব প্রতিরোধ করবে। ভ্রমণ ছাড়াও এ ধরণের পা ঢাকার প্রয়োজনে কখনও কখনও তিনি খুফ ব্যবহার করতেন।

নবী সাঃ যে সর্বোত্তম রং সাদা এবং ডোরাকাটা পোশাক পারতেন। তিনি সম্পূর্ণ লাল, কালো বা রঙ্গিন পোশাক পরেন নি।

লাল পোশাকের বিষয়ে, হযরত(স) পরিধান করেছেন, এটি ছিল ইয়েমেনি পোশাক যা কালো ছিল, লাল এবং সাদা দাগ সম্বলিত। আমরা এর আগেও উল্লেখ করেছি যে কিছু লোক ভুল করে যখন বলে যে নবী (স) লাল পোশাক পরতেন।

# নবীর দিক নির্দেশণা: বাসস্থান সম্পর্কে

নবীজি(স) জানতেন যে এই জীবনকাল কেবলমাত্র একটি সাময়িক স্টেশন যেখানে এই জীবনের জন্য বাস করে এবং তারপরে চলে যায় পরবর্তী জীবনে। এটি তাঁর, তাঁর সাহাবীগণ বা যাঁরা তাঁ অনুসরণ করে তাদের নির্দেশণার অংশ ছিল না ঘর নির্মাণ করা, এগুলি উঁচু করা, শোভা করা এবং প্রসারিত করার। বরং তাদের থাকার জায়গা ছিল সেরা সাময়িক বাসস্থানের মধ্যে যেটিতে উপকৃত হতে পারে ভ্রমণকারী। ঠান্ডা, তাপ, মানুষের চোখ, জন্তু এবং এমনকি এগুলি তাদের উপর ওজনের চাপে ভেঙ্গে পড়ার ভয় মুক্ত।
এছাড়াও, তাদের বাসা বন্য প্রাণীর স্থান হত আকারের কারনে না বাতাস এবং ঝড় তা আঘাত করতে পারত না অতি উঁচু না হওয়ার কারনে। সেগুলি ভূগর্ভস্থে নির্মিত হয়নি কারণ এটি বাসিন্দাদের ক্ষতি করবে। আবার এগুলি ভূমি থেকে অনেক উপরেও হত না। এগুলি সমতল হত। এগুলি উত্তম ধরণের ঘর, সবচেয়ে উপকারী এবং কম ঠান্ডা বা গরম ছিল।

এত ছোট নয় যে বাসিন্দারা বিরক্ত হবে এগুলির ক্ষুদ্রতা ও প্রশস্ততায়, না অতি প্রশস্ত যা বাসিন্দাদের জন্য অতিরিক্ত স্থান কাজে আসত না। তাদের বাড়িঘরে বাথরুম না থাকায় দুর্গন্ধে তারা বিরক্ত হতেন না।

তাদের বাড়িতে ঘ্রাণ ছিল তাজা।

নবী(স) সুগন্ধ ভাল বা তেন এবং সর্বদা পছন্দ করতেন তার বাড়িতে সুগন্ধ থাকত। আসলে নবীর(স) ঘাম সুগন্ধিযুক্ত ছিল যা সুগন্ধির মধ্যে অন্যতম সেরা ছিল এবং এটি ছিল তার শরীরের গন্ধ। এই যে সন্দেহ নেই যে এটা সেরা বাড়ির বর্ণনা যা শরীরের এবং সুস্থ থাকার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।

# ঘুম সম্পর্কে রাসুলের নির্দেশনা

যাঁরা রাসূলের(স) বিষয়ে জাগ্রত হওয়া হেদায়েতের পড়েন এবং ঘুমের বিষয়ে অনুসন্ধান করে সে দেখবে তার ঘুম সেরা এবং সবচেয়ে উপকারী শরীর, অঙ্গ এবং শক্তির জন্য। তিনি(স) রাতের প্রথম দিকে ঘুমাতেন এবং জেগে উঠতেন রাতের শেষ অংশের শুরুতে। মিসওয়াক (প্রাকৃতিক দাঁতের মাজন) ব্যবহার করতেন, ওযু করতেন এবং আল্লাহ যতক্ষণ ক্ষমতা দেন প্রার্থনা করতেন। ফলস্বরূপ, শরীর, অঙ্গ এবং শক্তি তাদের ঘুমের, বিশ্রাম ও শারীরিক ক্রিয়াকলাপের ন্যায্য ভাগ অর্জন করবে, পুরষ্কার অর্জনের পাশাপাশি (আল্লাহর পক্ষ থেকে)। এই পদ্ধতি ধার্মিকতা নিশ্চিত করে এই জীবনে হৃদয় এবং দেহের এবং পরের জীবনের।

হযরত (স) তাঁর শরীরকে প্রয়োজনীয় ঘুম থেকে বঞ্চিত হননি বা অতিরিক্ত ঘুমানো নাই। এক্ষেত্রে তার এই পদ্ধতি তৈরি করে সবচেয়ে নিখুঁত পদ্ধতি। ঘুম যখন আসত তখন তিনি তার ডান পাশে শুয়ে পড়তেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতেন যতক্ষণ না ঘুম তার চেপে আসত চোখে। তদুপরি, তার দেহ অত্যধিক পরিমাণে বোঝা হয়ে উঠত না অতিরিক্ত পরিমাণে পান

বা আহারে। তিনি না খালি মেঝেতে শুয়ে থাকতেন না আবার উঁচু বিছানাও ব্যবহার করতেন না। বরং তাঁর পাতা দিয়ে তৈরি মাদুর ছিল, অভ্যস্ত ছিলেন বালিশে হেলান দিতে। মাঝে মাঝে হাত রাখত তার গালের নিচে।

আমরা এখন উপকারী এবং ক্ষতিকারক ঘুমের পদ্ধতি বর্ননা করব। ঘুম এমন এক অবস্থা যখন শরীরের

সহজাত তাপ অলস হয়ে যায়, যাতে শরীর কিছুটা বিশ্রাম পায়। ঘুম দুই ধরণের, স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক। সাধারণ ঘুম অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং ইন্দ্রিয় এর বিশ্রাম দেয়। যখন এই শক্তিগুলি অলস থাকে, তখন দেহ বিরতি দেয় এর স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ এবং এইভাবে বাষ্প এবং আর্দ্রতা যা জাগ্রত অবস্থায় উদ্ভব ও পচন থেকে উৎপন্ন হয় তা মস্তিষ্কে আরোহণ করে যা ক্ষমতাগুলির বাসস্থান। মস্তিষ্ক তখন অলস হয়ে যায় এবং এটি স্বাভাবিক ধরণের ঘুম।

অস্বাভাবিক (অর্থাত ভারী) ঘুম আসে কারণ দুর্ঘটনা বা রোগ। এই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আর্দ্রতা মস্তিষ্ককে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে যা ব্যক্তিকে বাধা দেয় সহজে জেগে ওঠা থেকে। অথবা অতিরিক্ত পরিমাণে বাষ্প

এবং আর্দ্রতা মস্তিষ্কে আরোহণ করে, যেমন অত্যধিক খাদ্য গ্রহণ ও অতিরিক্ত পান করার কারনে হয়। এতে মস্তিষ্ক শিথিল হয় এবং এইভাবে ব্যক্তি ঘুমিয়ে যায়।

ঘুমের মধ্যে দুটি সুবিধা রয়েছে: ইন্দ্রিয়গুলি ক্লান্তি থেকে বিশ্রাম পায়, যা ইন্দ্রিয় কে আড়ষ্ট করে। এক্ষেত্রে, ইন্দ্র ক্লান্তির জাগ্রত অবস্থার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিশ্রাম নেবে। দ্বিতীয় উপকার হ'ল খাবার হজম কর এবং বিভিন্ন মিশ্রণ, শর্ত বা মেজাজ পরিপক্কতা অর্জন করে (শারীরিক বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে)।

একজন যখন ঘুমায়, তার সহজাত শক্তি বা তাপ হজম প্রক্রিয়াতে মনোনিবেশ করে এবং এ কারণেই শরীর শীতল হয়ে যায় এবং শরীর আবৃত করার দরকার হয়।

নিজের সেরা ঘুম হয় যখন কেউ ডান দিক পাশ ফিরে শোয়। এতে খাবারটি পেটে স্বাচ্ছন্দ্যে বসে থাকে, পেট বাম দিকে হেলে থাকে তা আমরা বলেছি। এছাড়াও তার বাম দিকে সামান্য শুইতে পারে এতে হজম দ্রুত হয় কারণ পাকস্থলি লিভারের উপর ঝোঁকে থাকে। তারপরে তার আবার ডান দিকে ঘুরিয়ে যাওয়া উচিত এতে খাবারটি পেটের নিচে যেতে সাহায্য করে। এইভাবে ডানদিকে শুয়ে থাকা শুরু করে ঘুম শেষ করে ডান পাশে শুয়ে থাকা অবস্থায়। নিয়মিত বাম দিকে ঘুমান হৃদয়ের ক্ষতি করে কারণ শরীরের অঙ্গগুলি হৃদয়কে চাপ দেবে তাদের ওজনে।

সবচেয়ে খারাপ ধরণের ঘুম হল পিঠের উপর ঘুমান। যদিও না ঘুমিয়ে পিছনে শুইয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা ক্ষতিকর নয়।

পেটে উপর ঘুমানো সবচেয়ে খারাপ উপায়। আহমদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন যে আবু উমামাহ বলেছেন (রা), "নবীজী (স) মসজিদে একজন ঘুমন্ত লোকের পাশ দিয়ে গেলেন যিনি তার মুখের উপর (পেটে) শুয়ে ছিলেন এবং তাঁকে পা দিয়ে স্পর্শ করে বললেন :

قُم – أو اقعُدْ – فإنّما نومَةٌ جهنمية (ابن ماجة : 3725)

'উঠে বস, কারণ এটাই তো নরক ঘুম'।

হিপোক্রেটিস তাঁর বইয়ে বলেছিলেন, "যদি কোনও অসুস্থ ব্যক্তি তার পেটে উপর ঘুমায় যদিও এটি তাঁর স্বাভাবিক অভ্যাস নয় সুস্থ অবস্থায়, তখন তিনি হয় মনের সাথে বোঝাপড়া করছেন তার মনে দুর্বলতা বা তিনি কোন পেটের ব্যথায় ভুগছেন। " যার হিপোক্রেটিসের বইটি ব্যাখ্যা করেছিলেন তারা বলেছেন যে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এই জাতীয় ঘুম ব্যক্তির খারাপ অভ্যাস। ভাল অভ্যাসের বদলে , কোন আপাত এর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ছাড়াই।

ঘুমের ভাল অভ্যাসগুলি প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে সহায়তা করে তার কাজগুলি সম্পাদন করতে এবং ততোধিক শক্তিশালী করে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য। ঘুমানোর সময়

দিনের ঘুম স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ এবং আর্দ্র রোগের কারণ হয়, রঙ ফ্যাকাশে করে তোলে, প্লিহা অসুস্থ করে তোলে, স্নায়ুকে নরম করে তোলে,অলসতা সৃষ্টি করে এবং আকাঙ্ক্ষাকে দুর্বল করে। গ্রীষ্মের সময় দুপুরের দিকে ছাড়া। সবচেয়ে খারাপ ধরণের ঘুম দিনের প্রথম ঘন্টায় এবং বিকেলে। ইবনে আব্বাস(রা) একবার তার ছেলের খুব ভোরে ঘুমোতে দেখেছিলেন এবং তাকে বললেন, "জাগো? তুমি কি সেই সময়টাতে ঘুমাচ্ছ যখন রুজিকে বন্টন করা হচ্ছে। "

বলা হয় যে দিনের বেলা ঘুম তিন প্রকার: ভাল অভ্যাস, যা প্রায় দুপুরে ঘুমানো সাথে জড়িত; অসাবধান অভ্যাস, যা খুব সকালে হয় যা এই জীবন এবং পরের জীবনের বিষয়গুলি থেকে নিজেকে ব্যস্ত রাখে; এবং উন্মাদনতা, যা আসরের (বিকেল) পরে ঘটে! এই কারণে সালাফীদের কেউ কেউ বলেছিলেন, "যারা আসরের পরে ঘুমায় এবং তাদের মন হারায় কেবল তাদের নিজেরই দোষ দেওয়া উচিত। "

খুব ভোরে ঘুমানো বাধা দেয় জীবিকা আগমনে বাধা দেয় , এমন সময় সৃষ্টি জীবিকা নির্বাহের খোঁজ করতে বের হয়। যে প্রয়োজনে ঘুমায় তা ছাড়া, এই বন্টনের সময়, ঘুমালে সৃষ্টি জীবিকা নির্বাহ ও ভরণপোষণের সামগ্রী প্রাপ্তির সুযোগটি হাতছাড়া করে। এই ধরণের ঘুম শরীরের জন্য খুব ক্ষতিকারক কারণ এটি সংবেদনশীলতায় অসাড়তা সৃষ্টি করে এবং পেটের আহার নষ্ট করে যা শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে পচে ও হজম হয়। তা ছাড়া,খুব ভোরে ঘুমোলে অসাড়তা দেখা দেয় এবং শরীরে সাধারণ দুর্বলতা। বিশেষত যদি কেউ ঘুমায় টয়লেট ব্যবহার, ঘোরাঘুরি করা , শারীরিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা এবং কিছু খেয়ে পাকস্থলিকে ব্যস্ত করার আগে। এটি নিজেই একটি অসুখ যা আরও অসুস্থতার দিকে নিয়ে যায় এমন কঠিন অসুস্থতা।

সূর্যের নীচে ঘুমানো সুপ্ত অসুস্থতা জাগিয়ে তোলে। শরীরের এক অংশ সূর্যের নীচে এবং আর একটি শরীরের একটি অংশ হয় ছায়ার নিচে রেখে ঘুমের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য।

একটি আবু দাউদ আবূ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হুরায়রাহ (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

اذا كان أحدُكم في الشمس، فقلصَ عنه الظلُّ -فصار بعضه في الشمس و بعضه في الظِّلِّ -فليَقم (ابو داود:4821)

"যদি তোমাদের কেউ ছায়ায় থাকে এবং তার পরে ছায়া শরীরের একটি অংশকে সূর্যের সাথে সংশ্লিষ্ট করে এবং উন্মুক্ত করে, আর অন্য অংশটি ছায়ার নীচে থাকে, সে যেন সেখান থেকে সরে যায় অন্য জায়গা। "[আল –হাকিম]।

ইবনে মাজাহ এবং আবু দাউদে এও বর্ণিত:

أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهي أنْ يقهدَ الرّجلُ بين الظِّلِّ والشَّمس (ابن ماجه :3722)

"আল্লাহর রাসূল (স) নিষেধ করেছেন ছায়া এবং সূর্যতাপের মধ্যে বসতে। "

এই হাদিসটি ইঙ্গিত দেয় যে এটির জন্য অনুমোদিত নয় আংশিক ছায়ায় থাকতে এবং আংশিক সূর্য চাপের নিচে ঘুমাতে।" আরও, সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে আল –বারা ইবনে আজিব (রা।) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

اذا أتيت مضجعك : فنوضأْ وُضوءك للصلاة، ثم اضطجعْ على شقِّك الا يمن، ثم قال: اللهم، اني أسلمتُ نفسي إليك، ووجَّبُ وجهي إليك، وفوّضتُ أمري إليك والجأتُ ظهري إليك: زغبةً ورهيةً إليك ; لا ملجأَ ولا منجا منك إلا إليك آمنتُ بكتابك الذي أنزلتَ، و نبِّك الذي أرسلتَ، واجعلهنّ آخرَ كلامكَ. فإن مِتّ على الفطرة (البخاري :6315)

"তুমি যখনই বিছানায় যাও ওযু কর যেমন নামাযের জন্য কর, ডানদিকে শুয়ে বল, " হে আল্লাহ! আমি নিজেকে আত্মসমর্পণ করি তোমার কাছে. তোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাও, সবই সোপর্দ কর তোমার জন্য এবং তোমার আশীর্বাদ জন্য আশা এবং ভয় উভয় সহ। এমন কিছু নেই তোমার কাছ থেকে পালানোর, এবং সুরক্ষারও কোনও জায়গা নেই এবং হে আল্লাহ তুমি ব্যতীত নিরাপদ কিছু নেই ! আমি তোমার কিতাব বিশ্বাস করি (কুরআন) যা তুমি অবতীর্ণ করছ এবং নবী মুহাম্মদকে (স) যাকে তুমি প্রেরণ করেছ।" এই শব্দগুলিকে তোমার বক্তৃতার শেষ বাক্যে পরিণত কর, কারণ যদি তুমি এই রাতে মারা যাও, তুমি ফিতরাতের উপর মারা যাবে (অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম) "।

এছাড়াও, আল –বোখারী বর্ণনা করেছেন যে 'আয়েশা (রা) বলেছেন:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى ركعتي الفجر – يعني : سنّتها – اضطجع على شقّه الأيمن (البخاري : 1660)

"যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রার্থনা করতেন ভোরের দুই (অতিরিক্ত) রাকাহ নামাজ ও তিনি তার ডান পাশের উপর শুয়ে থাকতেন।"

এটা বলা হয় যে ডান দিকে ঘুমানোর পিছনে প্রজ্ঞা এই যে ব্যক্তি অতি নিদ্রা করে না। যেহেতু হৃদয় বাম দিকে ঝুঁকে থাকে, তাই ডানদিকে ঘুমালে হৃদয়কে তার স্বাভাবিক জায়গায় থাকাতে বাধা দেয়, এইভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তির জেগে ওঠে অস্থিরতা বোধ করার কারনে। বাম দিকে ঘুমালে হৃদয়কে আরামদায়ক করে তোলে এবং ব্যক্তি অতিরিক্ত ঘুমায় এবং তার জীবনের বিষয়গুলি এবং ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে অপারগ হয় ।

যেহেতু ঘুম মৃত্যুর সমান, তাই এটি সম্ভব নয় বা উপযুক্ত যিনি চিরদিনের জন্য মারা যাবেন না। আর ঘুমানো জান্নাতের বাসিন্দার পক্ষে উপযুক্ত নয়। এছাড়াও, ঘুমন্ত অবস্থায় লোকেদের সর্বপ্রকার ক্ষতি বা কষ্ট এবং পাপ থেকে রক্ষা করা দরকার। কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালা এই প্রয়োজনটি পূরণ করতে সক্ষম। নবী সাঃ আমাদের ঘুমানোর আগে শিখিয়েছিলেন নির্ভরতা, ভয় এবং আগ্রহের দোওয়া।

এই শব্দগুলোর মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের ও তাঁর শরীরের জন্য আল্লাহর সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করে।

নবীজি (স) আমাদের নির্দেশ করেছেন আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং এরূপ শব্দকে রাতে শোবার সময় আমাদের সর্বশেষ বক্তব্য করার জন্য। যেহেতু কেউ ঘুমে মারা যেতে পারে, তাই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে যদি এই শব্দগুলো তার সর্বশেষ কথা হয় যা এই পৃথিবীতে উচ্চারণ করেছিল।

এক্ষেত্রে নবীর দিকনির্দেশনাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে হৃদয়, শরীর এবং আত্মার উপকারিতা জাগ্রত এবং ঘুমন্ত অবস্থা, এই জীবন এবং পরজীবনের জন্য। আল্লাহর শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হক তাঁর উপর, যাঁর জন্য জাতি সব ভাল ধরনের অর্জন করেছে।

নবীর (স) বক্তব্য:

أسلمتُ نفسي اليكَ

"আমি নিজেকে আপনার কাছে সর্ম্পণ করি।"

এর অর্থ আমি নিজেকে আত্মসমর্পণ করি ঠিক তেমনই যেমন মালিকানাধীন গোলাম তার মালিকের কাছে তার স্বাধীনতা সমর্পণ করে। আরও আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অর্থ আন্তরিকতার সাথে পালনকর্তার প্রতি অভিপ্রায় সহকারে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া ও এবং দাস হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে তাঁর প্রতি বিনীত ও বাধ্য থাকা। আল্লাহ বলেছেন:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّـهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ

“কিন্তু যদি তারা তোমার সাথে হুজ্জত করে, তবে বলো -- "আমি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দিকে আমার মুখ রুজু করেছি, আর যারা আমায় অনুসরণ করে।......... ’’ (৩:২০)

মুখ দেহের সর্বাধিক সম্মানজনক অঙ্গ এবং ইন্দ্রিয় এবং সচেতনতার বাসস্থান।

আল্লাহর কাছে বিষয় উল্লেখ করা মানে সর্ম্পণ করা ও আল্লাহ যা চান তাতে রাজি হয়ে অন্তরে সন্তুষ্টি থাকা। যা তিনি ইচ্ছা করেন, সিদ্ধান্ত নেন এবং এতে তিনি সন্তুষ্ট হন। সমস্ত বিষয় আল্লাহর কাছে উল্লেখ করা আল্লাহর দাসত্বের অন্যতম সম্মানজনক অঙ্গ।

আল্লাহর দিকে ঝুঁকানো নির্দেশ করে তাঁর উপর নির্ভর করে এবং তাঁর উপর নির্ভর করে এবং তাঁর উপর নির্ভর করা। যে ভিত্তিতে নির্ভর করে তার বিমুখ হবার ভয় থাকবে না।

হৃদয় দুটি ধরণের শক্তি আছে, চাওয়া বা অতি আগ্রহ এবং পালানো বা অতিরিক্ত ভয়। দাস তার আগ্রহ সন্ধান করে দৌড়ায় যা কিছু তার ক্ষতি করতে পারে তা থেকে দূরে। সুতরাং হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় শক্তিতে যুক্ত করেছেন এটা উল্লেখ করে, “ আগ্রহ ও ভয় সহকারে। ”

(বিয়ের ২৬৪ পাতা পর্যন্ত..........)

# 310-386(Book264 – 323)

310−386

নবী (স) তখন তা উল্লেখ করে প্রভুর প্রশংসা করলেন যে আল্লাহ ব্যতীত বান্দার কোন আশ্রয় বা আশ্রয় নেই। আল্লাহর কাছে বান্দা আশ্রয় প্রার্থনা করে এ জন্য যে তিনি তাকে তাঁর নিজের জন্য রক্ষা করেন। অন্য একটি হাদীস নবী(স) বলেন:

أعوذ برضاك سخطكَ، وبمُعافاتك من عُقوبتِك و أعوذُبك منك (مسلم : 486)

"আমি তোমার কাছ থেকে তোমার ক্রোধ থেকে সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই, এবং তোমার শাস্তি থেকে তোমার ক্ষমার এবং আমি তোমার সাথে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। "

সুতরাং আল্লাহ নিজেই তাঁর বান্দাকে আশ্রয় দান করেন এবং তাকে তাঁর আযাব থেকে রক্ষা করেন যা তাঁর ইচ্ছায় ঘটে থাকে। শাস্তি ও অনুগ্রহ উভয়ই একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে। অধিকন্তু, বান্দা আল্লাহর নিকট তার প্রতি সমর্থন প্রার্থনা করে সে সবের বিরুদ্ধে যা তাঁর কাছে রয়েছে (যন্ত্রণা ও পরীক্ষার) এবং তাঁর নিরাপত্তার জন্য তাঁকেই কামনা করে। তিনি একাকী সকল কিছুর মালিক এবং কিছুই ঘটে না তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত।

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ

" আর আল্লাহ্ যদি তোমাকে দুঃখ দিয়ে স্পর্শ করেন তবে তার মোচনকারী তিনি ব্যতীত আর কেউ নেই।... " ( 6:10)

এবং:

قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّـهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ

" তুমি বলো -- "কে আছে যে তোমাদের আল্লাহর থেকে বাধা দিতে পারে যদি তিনি তোমাদের জন্য অনিষ্ট ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের জন্য অনুগ্রহ চান?........ "(33:17)

নবীজী(স) তারপরে দোয়া শেষ করলেন আল্লাহর কিতাব ও রসূলের প্রতি ঈমান পুনঃনিশ্চয়তা এনে , যা এই জীবনের এবং পরের জীবনের চূড়ান্ত সুরক্ষা এবং সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। এটাই নবীজীর(স) হেদায়েত ঘুম সম্পর্কে।

# জেগে ওঠার বিষয়ে নবীর(স) দিকনির্দেশনা

মুরগ যখন ডাকত নবী করীম (সা) তখন জেগে উঠতে এবং আল্লাহর প্রশংসা করতেন

এবং তাঁর মহিমা ও একত্ব ঘোষণা করতেন এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করতেন এবং মিসওয়াক (প্রাকৃতিক দাঁত ব্রাশ) ব্যবহার করতেন। তিনি তখন ওযূ করতেন এবং তাঁর পালনকর্তার সামনে তাঁর প্রশংসা এবং আগ্রহ ও ভয়ের সাথে আশা নিয়ে (আল কোরআন) পাঠ করার জন্য দাঁড়ান। কী কাজ স্বাস্থ্যের, হৃদয়ের , শরীর, আত্মা এবং শক্তির সংরক্ষণের আর জন্য হতে পারে এবং যা অনুকূল্য অর্জন করতে সক্ষম এই জীবনের এবং পরবর্তী জীবনের ?

# শারীরিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে নবী করিম (স) নির্দেশনা

ব্যস্ত থাকাকালীন এবং অবসরে থাকাকালীন রাসূলের(স) নির্দেশনা হিসাবে আমরা একটি অংশ উল্লেখ করব যা আমাদের সন্তুষ্ট করবে যে তাঁর দিকনির্দেশনা সর্বাধিক নিখুঁত ছিল।

এটি সত্য যে শরীর খাদ্য ও পানীয়ের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকার জন্য। এটি ছাড়াও একটি সত্য যে খাবার ও পুষ্টি হজম হয় না যা খাওয়া হয় । বরং, এর একটি অংশ থেকে যায়, এবং সময় যেতে যেতে এগুলি পদার্থ বিভিন্ন গুণ এবং পরিমাণে দেহে জমে থাকে। এই জমে শরীরের ক্ষতি করে কারণ এগুলি বিভিন্ন নালীতে আটকে আটকে যায় এবং দেহ তৈরি করে ভারী অনুভূতি। কেউ যদি ওষুধ দিয়ে নিষ্কাশন করে এই পদার্থগুলি থেকে মুক্তি পায় , শরীর ক্ষতিগ্রস্থ হয় কারণ এই ঔষধগুলি বেশিরভাগই বিভিন্ন মাত্রার বিষাক্ত আসলে, ওষুধ নিষ্কাশন করে ক্ষতিকর পদার্থের সাথে উপকারী পদার্থগুলিও। মানের দিক থেক এই পদার্থগুলি যখন

উত্তপ্ত হয় তখন দেহের ক্ষতি করে, প্রাকৃতিক শক্তি ও তাপকে ঠান্ডা বা দুর্বল করে যা শরীরের অতিরিক্ত পদার্থ সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ক করে।

অবশিষ্ট পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট বাধা ক্ষতিকারক, তারা দেহে থেকে যাক বা নিষ্কাশিত হক।

শরীর চর্চা এগুলি প্রতিকার করার অন্যতম সেরা পদ্ধতি। চলাফেরা অঙ্গ সমূহে উত্তাপ জন্ম দেয় এবং সময়ে পদার্থগুলি দূরভিত করে।

শরীর এর পাশাপাশি শক্তিশালী এবং হালকা হতে অভ্যস্ত হবে শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে এবং খাদ্য গ্রহণকে অনুকূল করে তুলবে, জয়েন্টগুলি দৃঢ় ও পেশী এবং লিগামেন্টস শক্তিশালী করবে। মাঝারি শারীরিক ক্রিয়াকলাপটি প্রতিরোধী করে বেশিরভাগ অসুস্থতা থেকে এবং মেজাজ পরিবর্তনের বিরুদ্ধে যদি শরীরের ক্রিয়াকলাপটি সঠিক সময়ে এবং সঠিক পরিস্থিতিতে করা হয়।

শারীরিক ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করা উচিত খাদ্য হজমের পরে । এছাড়াও, পরিমিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপ গালে রঙ আনে এবং শরীরকে পুষ্টি জোগায়। যে কার্যকলাপের কারণে ঘাম হয় তা খুব অতিরিক্ত।

যে কোনও অঙ্গের নিয়মিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপে আরও শক্তিশালী হয়, বিশেষত উপভোগ্য ক্রীড়ায় যখন অঙ্গগুলি ব্যবহার করা হয় । যারা নিয়মিত ক্রীড়া অনুশীলন করে তাদের শরীর শক্তিশালী হয় এবং যারা তাদের স্মরণশক্তি পোষণ করে তাদের স্মৃতি শক্তিশালী হয়। প্রতিটি অঙ্গের নিজস্ব খেলাধুলা বা শারীরিক কার্যকলাপ আছে। উদাহরণস্বরূপ,বৃক্ষের আবৃত্তি প্রয়োজন যেখানে স্বল্প স্বরে কথা বলা শুরু করে উচিত এবং তারপরে তার স্বর বৃদ্ধি করা উচিত। শ্রবনের বিভিন্ন শব্দ এবং কন্ঠস্বর শুনতে হয় ধীরে ধীরে নরম থেকে উচ্চ কন্ঠস্বরে। জিহ্বার কথা বলতে হয় এবং চোখ দেখা আবার পায়ের হাঁটা যেখানে চলার গতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করার ।

ঘোড়ায় চড়া, তীরন্দাজি, কুস্তি এবং দৌড়াদৌড়ি সমস্ত শরীরের জন্য ক্রীড়া। এই ধরণের দূর করে দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা যেমন কুষ্ঠরোগ, জীবাণু এবং কোষ্ঠকাঠিন্য।

তদ্ব্যতীত, হৃদয় এক ধরণের চর্চার প্রয়োজন যেমন শেখা , ব্যবহার, আচরন এবং সুখ, আনন্দ অনুভূতি, ধৈর্য, দৃঢ়তা, সাহস, সহনশীলতা , ভাল কাজ সম্পাদন এবং আরও। ধৈর্য, ভালবাসা,সাহস এবং করুণা সেরা ধরণের শারীরিক অন্তর্নিহিত ক্রীড়া । যখন হৃদয় এই ধরণের শারীরিক ক্রিয়াকলাপকে অল্প অল্প করে সম্পাদন করে এই বৈশিষ্ট্যগুলি দৃঢ়ভাবে অন্তরে থাকবে এবং তা সেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য পরিণত হবে।

সংক্ষেপে, আপনি যখন এই বিষয়ে নবীর (স) নির্দেশিকাটি শিখবেন আপনি বুঝতে পারবেন যে এটি সবচেয়ে নিখুঁত এবং উপকারী এবং এটি ভাল স্বাস্থ্য এবং শক্তি সংরক্ষণ করে। এটি পার্থিব কাজকর্মের জন্যও উপকারী বিষয় এবং পরের জীবনেও।

তদুপরি, সন্দেহ নেই যে প্রার্থনা সংরক্ষণ করে শরীরের স্বাস্থ্য এবং এটির অতিরিক্ত অবশিষ্ট পদার্থ দ্রবীভূত করতে

সহায়তা করে। এটি বিশ্বাস সংরক্ষণ করে এবং সুখ নিয়ে আসে এই জীবন ও পরের জীবনের জন্য । উঠে এছাড়াও রাতে প্রার্থনা স্বাস্থ্য রক্ষা করে। প্রার্থনা তীব্র অসুস্থতার বিরুদ্ধে সহায়তা করে এবং শরীর, হৃদয় এবং আত্মাকে দেয় শক্তি দেয় গভীরভাবে। সহিহাইনে এটি বর্ণিত যে নবী (স) বলেন:

يعقِدُ الشيطانُ على قافية راسِ أحدكم – اذا هو نام – ثلاث عُقدٍ، يضربُ على كل عُقدةٍ : عليك ليلٌ طويلٌ فارقُد. فإن هو استيقَظَ، فذكر اللهَ انحلّتْ عقدة. فإن توضأ : انحلّتْ عُقدة ثانيةٌ. فإن صلّى : انحلّتْ عُقدُهُ كلُّها ، فأصبح نشيطًا طيِّبَ النفس. وإلا ;صبح خبيثَ النفس كشلانَ
(البحاري :1142)

"শয়তান মাথার পিছনে তিনটি গিঁট বাঁধে যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় প্রতিটি গিরায় এ শব্দগুলি সে পড়ে ও ফু ছাড়ে, ‘’ রাত দীর্ঘ, তাই ঘুমিয়ে থাক।' যখন কেউ ঘুম থেকে উঠে আল্লাহকে স্মরণ করে, একটা গিঁটটি খুলে যায়। যখন কেউ ওযু করে, দ্বিতীয়টি গিঁটটি খুলে যায়। যখন কেউ প্রার্থনা করে, তৃতীয় গিঁটটি খুলে যায় এবং সকালে সে শক্তিমান হয়ে ভাল হৃদয় নিয়ে ওঠে। অন্যথায় দুষ্টু হৃদয় নিয়ে এক অলস হিসাবে উঠে। "

ইসলামে রোজার আদেশও স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে এবং এটি এক ধরণের শারীরিক চর্চা শরীর এবং আত্মার জন্য। যার চরিত্র নষ্ট হয় নাই কখনও এই সত্য অস্বীকার করতে পারে না।

জিহাদ এবং এর বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, শক্তি, সুস্বাস্থ্য, হৃদয় এবং শরীরের দৃঢ়তার অন্যতম সেরা সংরক্ষণকারী এবং শরীরের দুঃখ, শোক, যন্ত্রণা ও হতাশা ছাড়াও, জমে যাওয়া অযাচিত অবশিষ্টাংশ পদার্থ অপসারনে সহায়তা করে, । যারা এই নিরাময়ের স্বাদ গ্রহণ করেছেন কেবল তারাই এই তথ্যগুলি জানেন। হজ এবং এর অনান্য দায়িত্ব পালন করা, ঘোড়দৌড় করা, অন্যান্য ব্যক্তিরা তাদের প্রয়োজনীয়নে এবং অধিকার অর্জন সহায়তা করা, অসুস্থদের দেখাশুনা করা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অংশ নেওয়া, জুমআ ও জামাতে নামায আদায়ে মসজিদে যাওয়া, অযু এবং গোসল সব কিছুতেই এরূপ প্রভাব এবং সুবিধা আছে।

উল্লিখিত সমস্ত ক্রিয়াকলাপ স্বাস্থ্য সংরক্ষণে সহায়তা করবে এবং তরল এবং কঠিন বর্জ্য ত্যাগ করে শরীরকে স্বাস্থ্যকর অবস্থার দিকে নিতে সহায়তা করে। এগুলির একটি অতিরিক্ত সুবিধা রয়েছে এজন্য যে তা এই জীবনের এবং পরকালের মঙ্গল অর্জনে সহায়তা করে ও ক্ষতি প্রতিরোধ করে।

এখন, আমাদের বুঝতে হবে যে রাসূলের (সা) এই সমস্ত দিকনির্দেশনা হ'ল সর্বোত্তম হেদায়েত। তাঁর নির্দেশণা শরীর ও হৃদয়ের চিকিৎসায় সর্বোকৃষ্ট, তাদের সুস্থতা এবং ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। আর কোন প্রমাণ বাকী নেই তাদের জন্য যাদের এসব সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যা ইতিমধ্যে উল্লিখ করা হয়েছে। নিশ্চয় সমস্ত সাফল্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।

# যৌন ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত নবীর(স) নির্দেশ

এটি সবচেয়ে কার্যকর দিকনির্দেশনা, যা সংরক্ষণ করে স্বাস্থ্য, সম্পূর্ণ করে সন্তুষ্টি এবং এই ক্রিয়াকলাপটি যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল সে লক্ষ্যগুলি অর্জন করে ।

যৌন মিলন বলতে প্রয়োজনীয় তিনটি লক্ষ্য অর্জন করা বুঝায়: প্রজনন এবং মানবজাতির সংরক্ষণ যতক্ষণ না আল্লাহ সেই প্রাণীর যে নির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত এই পৃথিবীতে আসার আদেশ করেছেন তা পূর্ণ হয় এবং সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয়, বীর্য বহিষ্কার করা। যদি এটি শরীরের ভিতরে থেকে যায় তবে ক্ষতি হতে পারে।

তৃতীয়ত, যৌন আকাঙ্ক্ষা এবং যৌনতা সন্তুষ্ট করা এবং যা উপস্থাপন করে এমন এক অনুগ্রহ তা উপভোগ করা। শেষ প্রয়োজনীয় লক্ষ্য একমাত্র জান্নাতে সন্তুষ্ট হবে, কারণ সেখানে কোনও পূণরুৎপাদন হবে না বা শুক্রাণুর জমে থাকা দরকার হবেনা।

যযদ শুক্রাণু কতটা তাৎপর্যপূর্ণ হয় তবে বুঝতে হবে যে একজনের ব্যবহার করা উচিত নয় পূণরুৎপাদন ছাড়া আইনীভাবে জমে পুরানো হওয়া শুক্র শরীর থেকে মুক্তি দেওয়া।

যখন শুক্রাণু শরীরে জমা হয় তখন তা কিছু কিছু অসুস্থতা সৃষ্টি করবে যথা ঘোর, উন্মাদনা, এবং মৃগীর। এবং এটি ত্যাগ করা অনেক অসুস্থতা অনেক নিরাময়ে সহায়তা করে। দীর্ঘ সময় ধরে যখন শুক্রাণু শরীরে জমা রাখা হয় , এটি নষ্ট হয়ে যায় এবং পরিণত হয় বিষাক্ত পদার্থে যা কিছু অসুস্থতার কারণ হতে পারে। এই কারনে কখনও কখনও শুক্রাণু স্বাভাবিকভাবেই শরীর থেকে বের করে দেওয়া হয়।

আমাদের সৎপন্দিদের মধ্যে কয়েকজন বলেছিলেন, "মানুষের তিন জিনিষের যত্ন নেওয়া উচিত: তার হাঁটাচলা

উপেক্ষা করা উচিত নয়, যাতে যখন এটি প্রয়োজন হবে একদিন সে যাতে এটি করতে সক্ষম হয়; তার বিরত থাকা উচিত নয় খাওয়া থেকে, কারণ অন্ত্র সঙ্কুচিত হবে; তার উচিত না যৌন ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকার , কারণ যদি কুপের পানি টানা না হয় , এটি হবে নর্দমা। "

এছাড়াও, মুহাম্মদ বিন যাকারিয়া বলেছেন, "যে ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে যৌন উপেক্ষা করে, তার স্নায়ু হবে দুর্বল, এবং তাদের প্রবাহ অবরুদ্ধ করা হয়, এবং তার লিঙ্গ সঙ্কুচিত হবে। আমি এমন কিছু লোককে দেখেছি যারা সেক্স করেনি, একরকম বিরত রয়েছেন এবং তাদের দেহ শীতল হয়ে ওঠে, তাদের চলাচল সীমাবদ্ধ এবং অবর্ণনীয় হতাশা তাদের ছুঁয়ে যায়। আরও, তাদের ক্ষুধা এবং হজম শক্তি হ্রাস পায়। "

যৌন ক্রিয়াকলাপ চোখের দৃষ্টি নিচু করা, লালসা কামনা কমান এবং অবৈধ যৌনতা থেকে বিরত থাকার ক্ষমতা দেয় এবং অতিরিক্ত স্ত্রীর জন্য এই লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে দেয়। যখন কেউ তার শুক্রাণকে বৈধ উপায়ে ব্যবহার করে, তখন সে নিজের এবং তার স্ত্রীর এই জীবনে এবং পরের জীবনে উপকার করে।

এ কারণেই নবীজী(স) তাঁর বৈধ যৌন ইচ্ছা পূরণ করতেন, যেমন তিনি বলেন:

حُبِّب إليَّ من دنياكم النساءُ والطيبُ (النسائي : 394)

"আমাকে তোমাদের পৃথিবীর মহিলা এবং সুগন্ধি পছন্দ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। "

."

অধিকন্তু, নবী(স) তাঁর জাতিকে উৎসাহিত করেছেন বিবাহ করায়:

تزوَّجُوا ،فإني مُكاثرٌ بكم الأممَ (ابو داود :2050)

"বিয়ে কর, কারণ আমি প্রতিযোগিতা করব তোমাদের সংখ্যা দিয়ে
অন্যান্য জাতির সাথে। "

এছাড়াও, ইবনে আব্বাস(রা) বলেছেন: " সেরা জাতি হ'ল তারা যাদের মধ্যে স্ত্রীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ( চার পর্যন্ত )। "

এছাড়াও, নবী (স) বলেন ,

اني أتزوّجُ النساءَ، وآكلُ اللحمَ، وأنامُ وأقوم وأصومُ. فمن رغِبَ عن سُنّتي فليس منّي (البخاري : 5063)

"আমি মহিলাদের বিয়ে করি, মাংস খাই, ঘুমাই, কিয়ামে দাঁড়িয়ে থাকি, রোজা রাখি এবং রোজা ভাঙ্গি। যে আমার সুন্নাকে অবহেলা করে সে আমাদের নয়। "

এছাড়াও , তিনি(স) বলেছেন:

يا معشر الشباب، من استطاعَ منكم العباءة فليتزوَّجْ، فإنه أغضُّ للبَصر، وأحفظُ للفرْج. ومن لم يستطعْ، فعليه بالصّوم ; فإنه له وجاءٌ (البخاري :1905)

"হে যুবকেরা! বিয়ে কর যার সামর্থ্য আছে। কারণ এটি চোখ নামাতে সহায়তা করে ( নিষিদ্ধ দেখা থেকে) এবং যৌনাঙ্গ রক্ষা করতে (অবৈধ যৌন ক্রিয়াকলাপ)। যারা এটার সামর্থ্য রাখে না তাদের রোজা পালন করা উচিত কারণ রোজা তাদের নিরাময় করবে। "

এছাড়াও, যখন জাবির(রা) একটি বিধবা মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

هَلاَّ بكرًا تُلاعبها و تُلاعبُكَ (البخاري :2097)

"কেন কোনও কুমারী নয় যে তোমাকে আদর করত এবং তুমি তাকে আদর করতে?"

এছাড়াও ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) বর্ননা করেন, রাসুল(স) বলেছেন :

لم نر للمُتحابّين مثلَ النكاحِ (ابن ماجه 1847).

"বিবাহ ছাড়া একে অপরকে যারা, ভালবাসে আমরা তাদের জন্য ভাল অবলম্বন দেখি না। "

মুসলিমের (র) সহিহতে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমার(রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ননা করেছেন যে তিনি বলেছেন:

الدّنيا متاعٌ ;وخيرُ متاع الدنيا :المرأةُ الصالحةُ (مسلم : 1469)

"এই পৃথিবীর জীবন উপভোগের এবং সর্বোত্তম উপভোগ এই দুনিয়ার জীবনে ধার্মিক স্ত্রী। "

নবী (স) তাঁর জাতিকে উৎসাহিত করছেন সুন্দরী কুমারী ও ধার্মীক মহিলাদের বিবাহ করায়। "

আন-নাসাঈ বর্ণিত, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহর রসূলকে(স) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'কে এর মধ্যে সবচেয়ে ভাল ? ' তিনি (স) বলেছিলেন :

التي تسُرُّه اذا نظر، وتُطيعه اذ أمر، ولا تُخالفُه فيها يكره في نفسها وماله (النسائي : 323)

"যে তাকে (তাঁর স্বামীকে) সন্তুষ্ট করবে যখন তার দিকে তাকায়, আর মান্য করে যখন আদেশ করা হয় এবং এড়িয়ে চলবে অবাধ্য হওয়া যা সে ঘৃণা করে স্ত্রী ও তার অর্থ (সম্পদ) সম্পর্কে। "

সহিহইনে এটি অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে নবী (স) :

تنكحُ المراةُ : لمالها، وحسبها، وجمالها. فاظفرْ بذا بالدين ; تربتْ يداك (البخاري : 5090)

"মহিলাদের চারটি কারণে বিবাহ করা হয় : তার সম্পদ, অবস্থান, সৌন্দর্য এবং ধর্ম। সুতরাং বিবাহ কর ধার্মিক মহিলা, যদিও তোমার হাত বালিতে ভরা হোক "।

নবী (স) এর পাশাপাশি উৎসাহ দিতেন সন্তান জন্ম দেওয়ায় এবং পছন্দ করতেন না এমন মহিলাদের বিবাহ করা যারা সন্তান ধারন করে পারে না।

আবু দাউদ (স) বর্ণনা করেছেন যে মাকিল বিন ইয়াসার (রা) বলেন,

"এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমি এক

সুন্দরী, ধনী মহিলাকে আমি বিয়ে করতে চাই; কিন্তু সে সন্তান ধারন করতে পারে না। খালি না। আমি কি তাকে বিয়ে করব? " তিনি বললেন," না"। লোকটি দ্বিতীয়বার আসল এবং নবী করীম (স) অনুমতি দিলেন না। তৃতীয়বার নবীজি(স) বলেন:

تزوجوا الودود والولود; فإني مكاثر بكم (ابو داود : 2050)

" বিবাহ কর বন্ধুত্বপূর্ণ এবং স্নেহময় মহিলাদের আর আমি তোমাদের প্রচুর সংখ্যা নিয়ে প্রতিযোগিতা করব অন্যান্য জাতিজাতির সাথে। "

আত-তিরমিজি নবীজী (স) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন:

اربعٌ من سنَن المرسلين : النكاحُ، والسواكُ، والتعَطُّر،والحنَّاءُ،(الترمذي : 1080)

"নবী রাসুলদের(আ) ঐতিহ্যের মধ্যে চারটি হ'ল: বিবাহ, মিসওয়াক (প্রাকৃতিক দাঁত ব্রাশ) ব্যবহার, সুগন্ধি এবং (হেনা দিয়ে) রঞ্জক। "

স্বামীর যৌনমিলন করার আগে স্ত্রীকে প্রথমে চুমু এবং কখনও কখনও তার জিহ্বা চুষে স্নেহ-আদর করা উচিত।আল্লাহর রাসূল (স) তার স্ত্রীদের সাথেও একই রকম করতেন।

আবু দাউদ তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন :

إنه صلى الله عليه وسلم كان يقبِّلُ عائشة يمُصُّ لسانها. (ابو داود : 2386 وضعفه الألباني )

"নবী(স) আয়েশাকে(রা) চুম্বন করতেন এবং তার জিহ্বা চোষণ করতেন। "

এছাড়াও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ(রা) বর্ণনা করেছেন:

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقَعةِ قبل الملاعب ( الخطيب تاريخ بغداد،وقال في الضعيفة :موضوع)

"আল্লাহর রাসূল (স) অনুমতি দেননি (স্ত্রীকে) স্নেহ করার আগে সহবাস করার। "

মাঝে মাঝে নবী সাঃ এক রাতে তার স্ত্রীদের মধ্যে সবার সাথে ঘুমাতেন এবং কেবল একবার গোসল করতেন। মাঝে মাঝে নবী করী গোসল করতেন তার প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে ঘুমানোর পরে। মুসলিম(র) বর্ণনা করেছেন তাঁর সহীহতে যে আনাস(রা) বলেছেন, "নবী (স) কখনও কখনও তার সমস্ত স্ত্রীর সাথে ঘুমোতেন এবং

একবার গোসল করতেন। "

"এ ছাড়াও আবু দাউদ(রা) তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন যে রাসূলের ভৃত্য আবূ রাফি(রা) বলেছিলেন,

"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর সমস্ত স্ত্রীর সাথে শুয়েছিলেন

এবং প্রতিটি সময় পরে গোসল করেছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী(স) কেবল একবার গোসল করেন না কেন? ' তিনি বলেছিলেন,

هذا أزكى و أطهرُ وأطيبُ. (ابو داود : 219)

"এটি আরও বিশুদ্ধ, পবিত্র এবং আরও ভাল।"

এটি অনুমোদিত যৌন মিলনের পর দ্বিতীয়বার যৌন মিলনের পূর্বে ওযু করা।

মুসলিমের (র) সহীহতে বর্ণিত যে আবু সা'দ আল -খুদরী(রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

اذا أتى احدُكم أهلَه، ثم أراد أن يعُود فلْيتوضأْ (مسلم :308)

"যখন তোমরা কেউ তার স্ত্রীর সাথে ঘুমায় এবং তারপরে পুনরাবৃত্তি করতে চায়,তবে সে ওযু করুক।''

সেক্সের পরে গোসল বা অযু করা শক্তি ও ক্ষমতা সতেজ করে এবং যৌনতার সময় যা থেকে গেছে ( বীর্যপাত, উদাহরণস্বরূপ) তা পরিষ্কার করে। এটি পরিচ্ছন্নতা এবং বিশুদ্ধতার কাজ। অভ্যন্তরীণ উত্তাপ উত্তেজিত হয়ে যাওয়ার পরে তার স্বাভাবিক স্তরে ফিরে আসে। এদ্ব্যতীত, একটি গোসল পূর্ণকরে আল্লাহর সন্তুষ্টি, যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করে এবং এর বিপরীতটি ত্যাগ করা (অপরিচ্ছনতা), যা আল্লাহ ঘৃণা করেন। এইভাবে, যৌনসহবাসের পরে গোসল করা অন্যতম একটি ক্রিয়াকলাপ যা স্বাস্থ্যে এবং শক্তি সংরক্ষণ করে।

# খাবার হজম হওয়ার পরে যৌনতা সবচেয়ে ভাল

সেই সময় দেহের অভ্যন্তরীণ শীতলতা, উত্তাপ, শুষ্কতা এবং আর্দ্রতা মাঝারি হয়। যৌনতা ক্ষতিকর যখন পেট খালি হওয়ার চেয়ে বেশি পরিপূর্ণ। এরকম অবস্থায় তুলনামূলকভাবে শরীর অতিরিক্ত আর্দ্রতা অনুভব করে তাপ ও শুষ্কতার এবং শীতলতার তুলনায় এবং এছাড়াও, যৌন মিলন করা উচিত যখন ইচ্ছা প্রজ্বলিত হয় এবং এইভাবে হয় দেহ স্বাভাবিকভাবে যৌন মিলনের জন্য প্রস্তুত হয় যৌনতার জন্য , শুধু একবার চিন্তা করার জন্য নয় ।

কারো যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করা উচিত নয় যখন তা স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজিত নয় এবং নিজেকে জোর করা উচিত নয় সহবাস করায়। এছাড়াও, যখন কেউ অনুভব করে যে তার যৌনতার ক্ষুধা প্রজ্বলিত হয়, এটি সন্তুষ্ট করার জন্য তার যৌন মিলন করা উচিত। এক কোনও বৃদ্ধ মহিলার সাথে যৌন সম্পর্ক এড়ানো উচিত। the তরুণ যারা যৌনতার জন্য এখনও প্রস্তুত নয় বা এটি কামনা করে না, অসুস্থ মহিলা, যে মহিলা শান্ত নয় বা ঘৃণ্য নয় এমন মহিলার সাথে যৌন সম্পর্ক এড়ান উচিত। এই জাতীয় ক্ষেত্রে শক্তি এবং যৌনকাঙ্খা দুর্বল হয়ে যাবে।

কিছু ডাক্তারডাক্তারএটা বলেন যে বিবাহিত মহিলাদের সাথে যৌন মিলন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল কুমারী সঙ্গের চেয়ে। এই বিবৃতিটি ঠিক নয় যা শ্রেষ্ঠ মনের অধিকারীর ও সাধারণভাবে মানবজাতির প্রকৃতির বিরুদ্ধ।

যখন কেউ কুমারীকে বিয়ে করে তখন তার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে তার দিকে উৎসর্গ হবে এবং তার ভালবাসায় পূর্ণ হবে। তদাতিরিক্ত, সে যে ধরণের প্রেম ধারন করে তা ভাগ করবেন না অন্য কোনও মহিলার জন্য (যাকে সে পরে বিয়ে করে)।এ কারণেই নবীজী(স) জাবিরকে(রা) বললে, :

" هلّا تزوجتَ بِكرًا "

'কুমারী কি ?'

জান্নাতের মহিলারা, হুর , তাদের আগে কোনও ব্যক্তি স্পর্শ জান্নাতে, আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ করে তাদের আবেদনময়ী করা হয়েছে। তদ্ব্যতীত, আয়েশা (রা) একবার নবীকে(স) বললেন;

أرأيت لو مررتَ بشجرة أُرتع فيها ; شجرةٍ لم يُرتعُ فيها ;ففي ايّهما كنت تُتع بعسرك؟ قال في التي لم يُرتعْ فيها (البخاري : 5077)

"আপনি যদি এমন কোনও গাছের পাশ দিয়ে যান যা চরে গেছে, আর এমন একটি গাছ যা এখনও কেউ ছোঁয়ায় নাই, কোনটিকে আপনি আপনার উটকে চারণ করতে অনুমতি দেবেন? " তিনি বললেন," যে গাছটি এখনও চারণ দ্বারা অচ্ছুত। "

তার অর্থ তিনি কোনও কুমারী মহিলাকে বিয়ে করেন নি তাকে বাদে। যে মহিলা ভালোবাসার তার যৌন মিলন শরীরকে দুর্বল করে না এবং আরও বীর্য কার্যকরভাবে বের করে দেবে। এমন কোনও মহিলার সাথে যৌন মিলন করা যা পছন্দনীয় নয় তার শক্তি দুর্বল করবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে। বহিষ্কার করবে না শরীরে সঞ্চিত বীর্য।

একজন মহিলার সাথে যৌনসম্পর্ক করা ধর্ম এবং প্রকৃতির দ্বারা অনুমোদিত নয়, কারণ এটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক এবং সমস্ত চিকিৎসকরা এর বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন।

তদ্ব্যতীত, আমাদের বলা উচিত যে সেরা যৌন অবস্থান তাকে স্লেহ করে চুমুর পর পুরুষ তার স্ত্রীর উপরে উঠা। এই কারণেই মহিলাদের কখনও কখনও ফিরাশ বা ("মাদুর বা বিছানা") বলা হয়। নবী একদা বলেছিল,

الولد للفراش (البخاري : 6818)

"ছেলেটি ফিরাশের অন্তর্গত।"

এটি (যৌন অবস্থান যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি) পুরুষ মহিলার জন্য দায়বদ্ধ হওয়ার একটি অংশ, যেমন আল্লাহ বলেছেন:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ...( 4:34)

"পুরুষরা মহিলাদের রক্ষক এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী......... " ( 4:34)

এ ছাড়াও আল্লাহ বলেছেন:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ

" তারা তোমাদের জন্য পোশাক আর তোমরা তাদের জন্য পোশাক ” । (2: 187)

পছন্দসই যৌন অবস্থানটি হ'ল যা আমরা বর্ননা করেছি তা গৃহীত হয়েছে উপরের আয়াতে সুন্দর বর্ণনা থেকে, পোশাক রূপে একে অপরের আবরণ হিসাবে। যৌনতার সময় সবচেয়ে খারাপ যৌন অবস্থান মহিলার তার স্বামীর উপরে। কারণ এটি প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে যেভাবে আল্লাহ পুরুষ ও মহিলা সৃষ্টি করেছেন।

এই ক্ষেত্রে, পুরুষ সক্ষম হবে না সমস্ত বীর্যপাত করতে এবং যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে তা নষ্ট হবে এবং তার শরীরের ক্ষতি। এছাড়াও, এই অবস্থান এর থেকে কিছু ক্ষতিকারক আর্দ্রতা নেমে আসতে পারে

মহিলার যৌন অঙ্গ থেকে পুরুষাঙ্গে। এছাড়াও গর্ভাশয় এই অবস্থানে বীর্য ধারন করতে সক্ষম হবে না এবং এইভাবে গর্ভধারণ আরও কঠিন হবে। আরো মহিলা গ্রহণকারী হওয়া উচিত এবং যখন এটি অবস্থান ঘুরিয়ে দেওয়া হয় এবং সে দাতা হয়ে যায়। এটা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যাবে। এটি জানা গেছে যে আহলে কিতাবরা তাদের স্ত্রীর সাথে সহবাস করত পাশ ফিরে থাকা অবস্থায় তারা এই অবস্থানটি নারীদের সবচেয়ে আরামদায়ক বলে মনে করত।

.

কুরাইশ ও আনসারা তাদের মহিলার সাথে পিছনে থেকে যৌনমিলন (যোনি দিয়ে) করত, এবং ইহুদিরা তাদের এই অনুশীলনের জন্য সমালোচনা করত। অতঃপর আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করলেন:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ....

" তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য এক ক্ষেতখামার। সুতরাং তোমরা যখন-যেমন ইচ্ছে কর তোমাদের ক্ষেতখামারে গমন করো...." (২: ২২৩)

সহিহাইনে এটি অতিরিক্ত বর্ণিত যে জাবির (রা) বললেন, ইহুদীরা বলত যে কোন পুরুষ যদি পেছন থেকে তাঁর স্ত্রীর সাথে যৌন মিলন করে তার গর্ভের সন্তান টেরা চোখের হবে। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ....

" তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য এক ক্ষেতখামার। সুতরাং তোমরা যখন-যেমন ইচ্ছে কর তোমাদের ক্ষেতখামারে গমন করো...." (২: ২২৩)

অন্য বর্ণনায় মুসলিম(র) কর্তৃক বর্নিত, নবী(স) মন্তব্য করেছেন (এই আয়াত সম্পর্কে):

ان شاء مُجبِّيةً وان شاء غير مجبّيةٍ ; غير أن ذلك في صمامٍ واحدٍ (مسلم : 1435)

"তুমি যদি পিছন থেকে চাও এবং যদি তুমি এটি চাও সামনের দিকে, তবে কেবল একটি জায়গায় (যোনিতে) "

স্ত্রীর সাথে পায়ু পথে যৌনাচার কখনও নবীর(স) অনুমোদিত ছিল না, এবং এটি একটি গুরুতর ত্রুটি যা কিছু লোক বলে কিছু সালাফ ব্যক্তি তাদের স্ত্রীদের সাথে পায়ু পথে সহবাসের অনুমতি দেয়।

আবু দাউদ(র) তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন যে আবু হুরায়রাহ(র) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি (স) বলেছেন:

مَلْعونٌ من أتى المرْأة في دُبُرها (ابو داود :2162)

"যে ব্যক্তি কোন মহিলার তার পায়ুপথে সহবাস করে সে শাপগ্রস্থ। "

এছাড়াও আহমদ ও ইবনে মাজাহ (র) বর্ণনা করেছেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لا ينظرُ الله إلى رجل جامعَ امرأته في دُبُرها (الترمذي : 1165)

"যে ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে তার পায়ুপথে সহবাস করে আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না। "

আত-তিরমিজি এবং আহমদ (র) আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, হযরত নবী করীম (সা) বলেন :

من أتى حائضا، أو أمرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدّقه: فقد كفر بما أنزل على مُحمد صلى الله عليه وسلم (الترمذي : 135)

"যে ব্যক্তি ঋতুস্রাবের সময় কোনও মহিলার সাথে সহবাস করে বা তার মলদ্বারে , এবং যে কেহ গনকের কাছে যায় এবং তাঁর বিশ্বাস আনে, তবে সে কুফরী করেছে আল্লাহ মুহাম্মাদকে যা নাযিল করেছেন। "

আল -বায়হাকির অপর বর্ণনায় হযরত(স) বলেছেন:

من أتى شيئًا – من الرّجال والنساء – في الأدبار : فقد كفر (لم نجده بذا اللفظ ' من الرجال' – البيهقي 1/198)

"যে ব্যক্তি কোনও পুরুষ বা কোনও মহিলার সাথে পায়ু পথে যৌন মিলন করে সে কুফরী করবে (অবিশ্বাস)। "

অধিকন্তু, ওয়াকি বর্ণনা করেছেন যে নবী(স) বলেন:

إن الله لا [يسْتحيي] من الحقّ; لا تأتوا النساءَ في أعجازهنَّ (ابن حابن 4198،ابن ماجه 1924)

"আল্লাহ সত্য কথা বলতে দ্বিধা করেন না; মহিলাদের সাথে সহবাস কর না তাদের পায়ুপথে ।"

এছাড়াও, আত-তিরমিজি বর্ণনা করেছেন যে তালক বিন আলী (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لا تأتُوا النساءَ في أعجازهنّ ; فإن الله لا يستحي من الحقّ (الترمذي 1164)

"মহিলাদের পায়ুপথে মহিলাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে না।আল্লাহ সত্য কথা বলতে পিছপা হন না।"

অধিকন্তু, ইবনে আদী তাঁর বই, আল-কামিলে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ(রা) নবী করীম(স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

لا تأتوا النساء في أعجازهنّ (البيهقي 7/197)

"মহিলাদের সাথে তাদের পায়ুপথে যৌন মিলন করবে না। "

আবু যার(রা) 'নবী (সা।) থেকে বলেছেন যে তিনি(রা) বলেছেন:

من أتى ال رجال والنساء في أدبارهنّ، فقد كفر

(لم نهشر عليه و عند الترمذي : لا ينظر الله الاى رجل أتي رجلاً او امرأة في الدبر ١١٦٥ و حسنه الألباني)

"যারা পায়ুপথে মহিলা বা পুরুষদের সাথে সহবাস করে , তারা কুফরী করবে। "

এ ছাড়া ইসমাঈল ইবনে আয়েশা বর্ণনা করেছেন যে, জাবির (রা) বলেছেন যে নবী (সা) বলেন :

استحيُوامن الله – فإن الله لا يستحي من الحق – لا تأتو النساء في حُشُوشِهِنّ(البيهقي:7/197)

"আল্লাহর সাথে লজ্জা পাও, কিন্তু আল্লাহ তা বলতে লজ্জা পান না সত্য: মহিলাদের পায়ুপথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবেন না। "

এ ছাড়াও আদ-দারকুতনী এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ভিন্ন বর্ণনাকারীদের সূত্র ব্যবহার করে এবং এটি বলে:

أن الله لا يستحي من الحق ; ولا يحلُّ إتيانُ النساء في حشوشهنّ

(نفس الحديث المذكور بأعلاه **ابن ماجه** 1924)

"আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জা পান না: মলদ্বারে মহিলাদের সহবাসের অনুমতি নেই । "

আল-বাগাবী বর্ণিত, একবার কাতাদাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সে ব্যক্তির সম্পর্কে যে যৌন মিলন করেছে তার স্ত্রীর পায়ুপথে , এবং কাতাদাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বলেছেন যে:

تلك اللُّوطيّة الصغرى ( أحمد 2/172)

এটি হ'ল ছোট লূত( সমকামিতা)।

ইমাম আহমদ আরো বর্ণনা করেছেন যে ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ....

" তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য এক ক্ষেতখামার। সুতরাং তোমরা যখন-যেমন ইচ্ছে কর তোমাদের ক্ষেতখামারে গমন করো...."(২: ২২৩)

"এই আয়াত নাযিল হয়েছিল আনসারদের কিছু লোকের সম্পর্কে। তারা রাসূল(স) এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন এবং তিনি (স) বললেন, 'তোমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করো যেমন পছন্দ কর, কিন্তু পায়ূপথ এড়াও।'"

মুসনাদে ইমাম আহমদে এটিও রয়েছে যে ইবনে আব্বাস রাঃ উমর ইবনে আল-খাত্তাব রা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (স) আমি ধ্বংস হয়ে গেলাম। "নবীজী বললেন," কি তোমাকে ধ্বংস করেছে? "উমর বললেন," আমি গত রাতে আমার বিছানা (ফিরাশ) উল্টিয়ে দিয়েছি ( মহিলা) ( যৌনমিলন করেছি পিছন থেকে যোনিতে )।" নবী (স) কোন জবাব দিলেন না। তারপরই আল্লাহ নাযিল করলেন:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ....

" তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য এক ক্ষেতখামার। সুতরাং তোমরা যখন-যেমন ইচ্ছে কর তোমাদের ক্ষেতখামারে গমন করো...."(২: ২২৩)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أقبل وأدبر ،واتَّقِ الحيضةَ والدُبرَ (احمد:297)

"যদি তুমি চাও তবে সামনে থেকে বা পিছন থেকে কর,তবে ঋতুস্রাব এবং পায়ূ পথ এড়িয়ে চল’’।

তদ্ব্যতীত, আত-তিরমিজি বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لا ينظُر اللهُ إلى رجل أتى رجلًا أو أمرأة في الدُّبر(الترمذي : 1165)

"আল্লাহ এমন লোকের দিকে তাকাবেন না যার সাথে পায়ুপথে সংগম করেছে অন্য পুরুষের সাথে বা কোনও মহিলার সাথেআর ‘’।

উকবাহ ইবনে আমির (রা) বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন :

ملعونٌ من يأتي النساء في مُحاشِّهِنّ( ابو داود: 2162)

" যে ব্যক্তি তাদের মহিলাদের সাথে পায়ুপথে যৌনসম্পর্ক করে সে অভিশাপগ্রস্ত!

অভিশাপগ্রস্ ‘’।

এছাড়াও , মুসনাদ আল –হারিথ বিন আবু উসামা বলেন যে আবূ হুরায়রাহ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা

করেছেন, "আল্লাহর রাসূল (স) তাঁর ইন্তেকালের ঠিক আগে আমাদের একটি বক্তব্য দিয়েছেন এবং এটি হ'ল নবীজীর (স) মদীনায় দেওয়া শেষ বক্তৃতা যতক্ষণ না তিনি আল্লাহর কাছে যান। তিনি বলেন :

من نكح أمرأة في دُبرها، أو رجلًا أو صبياً حُشرَ يومَ القيامة وريحُه أنتنُ من الجيفةِ، يتاذّى به الناس حتى يدخل النار ; وأحبط الله أجره، ولا يقبل منه صرفًا ولا عدْلًا، و يدخلُ في تابوتٍ من نارٍ، ويسدُّ عليه بمسامير من نارٍ ( مسند الحرث كره من المطالب؟ وقال المحقق :موضوع: 1604)

"যে কেউ পায়ুপথে মহিলার সাথে যৌন সম্পর্ক করেছ বা কোনও পুরুষ বা ছেলে সন্তানের সাথে একত্রিত কেয়ামতের দিন তাঁর কাছ থেকে এক গন্ধ ছড়িয়ে পড়া অবস্থায় যা পচা মাংসের চেয়ে বেশি বাজে। জনগণ তার গন্ধে বিরক্ত হবে যতক্ষণ না সে জাহান্নামে প্রবেশ করে । আর আল্লাহ তার পুরষ্কার ধ্বংস করবেন এবং তার নামাজ ও রোজা গ্রহণ করবেন না। তাকে ছাড়াও প্রবেশ করান হবে আগুনের কফিনে এবং কফিন বন্ধ থাকবে তার উপর বন্ধ করা হবে আগুনের পেরেক ব্যবহার করে। ‘’

আবু হুরায়াহ(রা) মন্তব্য করেছেন, 'এটি তাদের জন্য যারা অনুশোচনা করেনি (কুফল থেকে)। "

আশ-শাফি বর্ণনা করেছেন যে খুযাইমা বিন সাবিথ (রা) বলেন,

ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اتيان النساء في أدبارهنّ، فقال : حلالٌ. فلما ولى دعاه، فقال: كيف قلتَ؟ في أيِّ الخُربتينِ؟ أو في أي الخُرزتين؟ أو في أي الخُصفين؟ أمن دبرها في قُبُلها :فنَعم، أمّا من دُبر في دُبرها;فلا. فإن الله لا يستحي من الحق، لا تاتو النساء في أدبارهنّ(الأم للشافعي 5/137)

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসল এবং পিছন থেকে মহিলাদের সাথে

যৌনসহবাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। নবীজী(স) বললেন, 'এর অনুমতি আছে।' লোকটি যখন চলে গেল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন। কি ছিল তোমার প্রশ্ন? দুটি গর্তের মধ্যে কোনটি? যদি পিছন থেকে যোনিপথে হয় তাহলে এটি অনুমোদিত। যদি যৌনতা পিছন থেকে পায়ুপথে হয়, তাহলে, না। আল্লাহ লজ্জা করেন না সত্য কথা বলতে। পায়ু পথে মহিলাদের সাথে যৌন মিলন করবে না। "

অধিকন্তু, আল্লাহ বলেছেন:"অতঃপর তাদের কাছে প্রবেশ করুন, যেমন আল্লাহ আদেশ করেছেন আপনি.। "

মুজাহিদ(র) বললেন, আমি ইবনে আব্বাসকে(রা) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি
আল্লাহ যা বলেছেন তার অর্থ:

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّـهُ ۚ...

"…. তখন তাদের সঙ্গে মিলিত হও যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন।… "

তিনি বললেন, 'একই জায়গায় তার সাথে সহবাস কর যেখানে তোমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি, যখন তার ঋতুস্রাব হয়েছিল।"

আলী বিন আবী তালাহা মন্তব্য করেছেন, "এর অর্থ যোনি' '।

আয়াত নির্দেশ দিয়েছে যে এটি অনুমোদিত নয় পায়ুপথে যৌন মিলন না করতে দুই ভাবে ভাবে, প্রথমত, আল্লাহ কেবলমাত্র যৌন মিলনের অনুমতি দিয়েছেন যেখানে সন্তানসন্ততি তৈরি হয়, মলদ্বার নয়, যা একটি ক্ষতিকারক জায়গা। সন্তানের স্থান উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে, আল্লাহ যা বলেছেন:

....مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ...

"যেমন আল্লাহ তোমাদের জন্য আদেশ করেছেন (তাদের কাছে যাও যেকোন উপায়ে যতক্ষণ না এটি তাদের যোনিতে থাকে) "(২: ২২২)

পিছনে থেকে স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক যোনিতে স্থাপনও আয়াতে বর্ণিত, কারণ আল্লাহ বলেছেন:

.... فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ...

"…. সুতরাং তোমরা যখন-যেমন ইচ্ছে কর তোমাদের ক্ষেতখামারে গমন করো…."(২: ২২৩)

এর অর্থ হ'ল আপনি যেখান থেকে চাও, সামনে বা পিছন থেকে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন: এর অর্থ

যোনি।

আল্লাহ মহিলার সাথে যোনিতে সহবাস নিষেধ করেছেন যখন অস্থায়ী ক্ষতিকারক অবস্থা থাকে (ঋতুস্রাব)। সুতরাং পায়ূপথে সহবাসের কারণের ক্ষতি হবে প্রজননেরও। এছাড়াও মহিলার সাথে পায়ূপথে যৌনতা অবশ্যই পুরুষকে ছেলেদের সাথেও যৌনমিলনের জন্য উৎসাহিত করবে।

এ ছাড়া স্ত্রীর স্বামীর উপর অধিকার রয়েছে প্রাকৃতিক যৌন ক্রিয়াকলাপের এবং পায়ূপথে তার অধিকার সন্তুষ্ট হয় না বা ইচ্ছা পূরণ হয় না।

তদ্ব্যতীত, পায়ূপথ এই কাজের জন্য তৈরি করা হয়নি এবং এটি যোনি থেকে পৃথক ও এটির বিকল্প নয়। যারা যোনিতে যৌনতা থেকে বিরত থাকে এবং পায়ূ পথে যৌন সম্পাদন করে তারা আল্লাহর প্রজ্ঞা ও আদেশ থেকে বিচ্যুত হয়।

এছাড়াও, পায়ূপথে সঙ্গম পুরুষের জন্য খুব ক্ষতিকারক এবং এ কারণেই বুদ্ধিমান চিকিৎসকরা এর বিরুদ্ধে পরামর্শ দেন। বীর্যপাত করার ক্ষেত্রে যোনির একটি বিশেষ গুণ রয়েছে এবং পুরুষকে এ থেকে মুক্তি দেও। অন্যদিকে পায়ূপথ সমস্ত বীর্য বের করতে সাহায্য করে না কারণ এটি এর প্রকৃতিতে নয়।

পায়ূপথে যৌনতা পুরুষের জন্য অতিরিক্ত ক্ষতিকারক কারণ এটি ক্লান্তিকর পরিশ্রমের কারণ এটি তার প্রকৃতির বিরুদ্ধে।

এছাড়া মলদ্বারটি ময়লা এবং নোংরা স্থান তবুও এটির মুখোমুখি হয় এবং এটি জড়িয়ে ধরে [পায়ূ পথে যৌনতার সময়]! পায়ূপথে যৌনতা এছাড়াও মহিলার জন্য খুব ক্ষতিকারক কারণ এটি অপ্রাকৃতিক, অস্বাভাবিক এবং যে জন্য সে সৃষ্ট হয়েছে তার উপযুক্ত নয়।

এছাড়াও পায়ূপথে যৌনতা হতাশার এবং দুর্দশার কারণ, পাশাপাশি লোকেরা ঘৃণা বোধ করে এবং উভয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।

এ বিকৃত যৌনতা মুখমন্ডলে কাল ছায়া ফেলে ও বুকে কষ্ট হয়, হৃদয়ের আলো নিভিয়ে দেয় এবং মুখমন্ডলে এমন অন্ধকার এনে দেয় যা তার জন্য ট্রেডমার্কে পরিণত করে যারা এ যৌনাচার করে।

এ যৌনাচার এছাড়াও ঘৃণা সৃষ্টি করে উভয়ের মধ্যে (অংশগ্রহনকারী) এবং শীঘ্রই উভয়কে চালিত করবে দেবে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে।

এ যৌনাচার উভয়ের স্বভাবের চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করবে, যদি না তারা আল্লাহর কাছে আন্তরিক হৃদয় দিয়ে অনুতপ্ত হয়।

এই যৌনাচার সমস্ত ভাল গুণ মুছে দেয় এবং তাদের বিপরীতে তাদের প্রতিস্থাপন করে। এটি এদের মধ্যে স্নেহ এবং সুসম্পর্ক দূর করে দেয় যারা শীঘ্রই একে অপরকে অভিশাপ এবং ঘৃণা করবে।

পায়ুপথে যৌনতা হ'ল অতিরিক্ত কারণগুলির মধ্যে একটি যা দানকে ধ্বংস করে এবং যন্ত্রণা ও বিপর্যয়আর আনে। এটি এছাড়াও আল্লাহর অভিশাপ আর ঘৃণা আনে যেমন তিনি তাদেরকে উপেক্ষা করবেন এবং তাদের তাকাবেন না। এ জাতীয় লোকেরা পরবর্তীতে কি ভাল লাভ করতে পারে এবং তারা কী মন্দ এড়াতে চায়।? এরা পরে কী ধরনের জীবনযাপন করতে পারে তারা তাদের প্রতি আল্লাহর ঘৃণা ও অভিশাপের পর। আল্লাহ তাদের উপেক্ষা করছেন এবং তাঁর কাছ থেকে দূরে রয়েছেন? মলদ্বারে যৌনাচারের ফলে লজ্জা হারিয়ে যায় এবং আর লজ্জা হল হৃদয়ের জীবন। যখন হৃদয় লাজুকতা হারাবে, তখন তা ঘটবে তখন যা পছন্দের তা অপছন্দ হবে ও যা অপছন্দনীয় তা পছন্দ হবে। এইভাবে, হৃদয় সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং ধ্বংস মধ্যে পড়বে। পায়ূপথে যৌনাচার এছাড়াও মানব প্রকৃতি পরিবর্তিত করে, আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, এক ধরণের নিম্ন শ্রেনীর প্রাণী আচরণের দিকে। বরং আরও খারাপ। যখন প্রকৃতি পরিবর্তন এবং পরিবর্তিত হয়, হৃদয়, কর্ম এবং পথচলাও পরিবর্তিত হবে। এক তারপর পছন্দ করবে মন্দ জিনিস এবং কাজে। তাকে ফেলে দিবে সম্পূর্ন বিশৃঙ্খলায়, তার অবস্থা, কাজ এবং কথায়।

অন্য যে কোন ক্রিয়াকলাপের চেয়ে বেশি, এই যৌনাচার অভদ্র আচরণের কারণ হয় এবং তাকে সাহসী করে তোলে মন্দ কাজ করায়।

এ যৌন আচরন অন্য যে কোন কাজের চেয়ে অপমান ,অবক্ষয় ও অপমান বয়ে আনে।

পরিশেষে, এ যৌনাচারীকে মানুষ ঘৃণা এবং অপছন্দ করে, এবং লোকেরা অবহেলা ও বিরক্ত বোধ করবে তাকে, যেমন আমাদের চারপাশে স্পষ্ট দেখা যায়।

আল্লাহর শান্তি ও বরকত দেন যারা তার আদেশ অনুসরণ করে, যা সুখও আনন্দ দেয় এ জীবনে এবং পরের জীবনে। অন্যদিকে, ধ্বংস এবং দুর্দশা এজীবন এবং পরের জীবনে যা, আল্লাহর নির্দেশিকা এবং তাঁর সাথে যা প্রেরণ করা হয়েছিল তা থেকে বিচ্যুতির ফলাফল।

# ক্ষতিকারক যৌন ক্রিয়াকলাপ দুটি ধরণের

যৌনতার দুই ধরনের এক ধরণ যা ধর্ম ক্ষতিকারক বলে ঘোষণা করে এবং অন্য এক ধরণ যা প্রকৃতিকে অস্বীকার করে।

ক্ষতিকারক যৌন মিলন যা ধর্ম নিষেধ করে তার কয়েকটি শ্রনী রয়েছে,এদের কিছু অন্যগুলির চেয়ে খারাপ। অস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ যৌন কার্যকলাপ কম বিপজ্জনক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ক্রিয়াকলাপের তুলনায়। উদাহরণস্বরূপ,

যৌনতা নিষিদ্ধ রোজা, ইহরাম, ইতিকাফ ও ঋতুস্রাবের সময় ইত্যাদি। কোন শাস্তি নির্ধারিত হয় না এই ধরনের সীমিত নিষেধাজ্ঞার লঙ্ঘন করলে।

দ্বিতীয় প্রকার,যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তা আবার দুটি বিভাগে বিভক্ত , অনন্তকাল নিষিদ্ধ যেমন যাকে বিয়ে করা যায় না বিবাহ করা , যা সবচেয়ে খারাপ ধরণের অবৈধ যৌন কার্যকলাপ। এই বিভাগের জন্য অপরাধে, কোন কোন আলেমদের মতে প্রয়োজন চুড়ান্ত (মৃত্যু দন্ড) শাস্তি, যেমন আহমদ বিন হাম্বল। একটি সহীহ হাদীসও আছে যে এই রায়কেও সমর্থন করে। দ্বিতীয় বিভাগটি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ তবে চিরকালের জন্য নয় যেমন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যভিচার বা ব্যভিচার যার সাথে সে তাত্বিকভাবে বিবাহের জন্য যোগ্য। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে তা দুটি অধিকার লঙ্ঘন করে : আল্লাহর অধিকার এবং স্বামীর অধিকার। মহিলাকে এই কাজ করতে বাধ্য করা হলে তা লঙ্ঘন হবে তিনটি অধিকারের লঙ্ঘন ( আল্লাহর, তার স্বামীর এবং তার নিজের )। যদি তার পরিবার এবং আত্মীয় থাকে, তারা লজ্জা পাবে ব্যভিচারে এবং এইভাবে চতুর্থ অধিকার লঙ্ঘন করা হবে। মহিলাকে পুরুষের জন্যও অনুমতি দেওয়া না হয়, তাত্বিকভাবে, এতে পঞ্চম অধিকার লঙ্ঘিত হব। এ কাজের ক্ষতি নিষেধ লঙ্ঘনের মাত্রার উপর নির্ভরশীল।

এক ধরণের যৌন ক্রিয়াকলাপ ক্ষতিকারক কারও স্বভাবের জন্য, তা ফর্মের কারণে বা পদ্ধতি অনুসারে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অতিরিক্ত যৌন মিলন শক্তি দুর্বল করবে এবং স্নায়ুর ক্ষতি করবে। এতে সংযোজন হবে কাঁপুনি , মুখের পক্ষাঘাত এবং অযাচিত সংকোচন। এটি ছাড়াও দৃষ্টিশক্তি এবং শরীরের বাকি অংশগুলি দুর্বলের পাশাপাশি সহজাত তাপ এবং শক্তি দুর্বল , শরীরের রক্ত নালী প্রশস্ত করা এবং ক্ষতিকারক জমা পদার্থে তাদের উন্মুক্ত করে।

সহবাসের সবচেয়ে ভাল সময়টি খাবারের পরে যখন খাবার পেটে হজম হয়, কিন্তু পেট যেন সম্পূর্ণ খালি না হয়। খালি পেট সহজাত তাপকে দুর্বল করে। এছাড়া, পেট পূর্ণ হলে যৌন মিলন করা উচিত নয়, কারণ এই ক্ষেত্রে যৌন মিলনের ফলে ‘জমাট বা ক্লগ ‘ হয়। এছাড়াও যখন কেউ ক্লান্ত হয়, গোসলের পরে, বমি করার পরে বা যখন কেউ আতঙ্কিত হয়, দু:খিত বা হতাশাগ্রস্থ বা খুব খুশি হয় তখন যৌনমিলন করা উচিত নয় ।

রাত হবার পরে সহবাস করা সর্বোত্তম সময় বিশেষত যখন খাবার হজম হয়। তখন গোসল বা অযু নেয় এবং ঘুমিয়ে যায় অতঃপর সে তার শক্তি ফিরে পায় । কারও উচিত উচিত নয় যৌনতার পরে খেলাধূলা করে কারণ এটি খুবই ক্ষতিকারক। ::

# আবেগ চিকিৎসায় নবীর(স) নির্দেশনা

এটি এমন একটি রোগ যা হৃদপিন্ডকে আক্রমণ করে। তথাপি এটা ভিন্ন ধরণের রোগ এর লক্ষণ, কারণ এবং নিরাময়ের দিক থেক। যখন এই অসুস্থতা তীব্র হয়, তখন আমাদের চিকিৎসকরা এটি নিরাময় করতে সক্ষম হয় না এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরাও এর প্রভাব সহ্য করতে পারে না।

আল্লাহ দুই ধরণের লোক সম্পর্কে এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন: মহিলা এবং দাড়িহীন ছেলেদের প্রেমিকগণ। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ আল –আজিজের স্ত্রী ( মিশরের শাসক) এবং নবী ইউসুফ (আ)।এর গল্প উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি দ্বিতীয় প্রকারের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন নবী লূত (আ) এর সম্প্রদায় সম্পর্কে, যখন ফেরেশতারা হযরত লূতকে(আ) দেখতে এসেছিলেন তিনি তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন:

قَالَ إِنَّ هَـٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ(68). وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَلَا تُخْزُونِ(69)

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ(70) قَالَ هَـٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ (71)

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ(72)

তিনি বললেন (লুত আ. ), "এরা নিশ্চয়ই আমার অতিথি, সুতরাং আমাকে বেইজ্জত করো না। 'আর আল্লাহ্‌কে ভয়শ্রদ্ধা কর, আর আমাকে লজ্জা দিয়ো না! তারা বললে -- "আমরা কি তোমাকে নিষেধ করি নি জগদ্বাসীদের সম্পর্কে? তিনি বললেন -- "এরা আমার কন্যা, যদি তোমরা করতে চাও! তোমার জীবনের কসম! তারা নিঃসন্দেহ তাদের মত্ততায় অন্ধভাবে ঘুরছিল। ’’ (15: 68-72)

একটি মিথ্যা দাবি রয়েছে এটা তাদের দ্বারা শুরু হয়েছিল যারা নবীকে(স) তাঁর যথাযোগ্য সম্মান এবং প্রশংসা প্রশংসা করে না , একথা বলে যে নবীনবী(স) একবার জয়নাতব কে দেখেছিলেন। বিনতে জাহাশকে বলেছিলেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি পরিবর্তন করেন হৃদয় তিনি যেমন চান !" তারা আরও দাবি করে যে মহানবী ( সা। ) এই রোগ, আবেগ আক্রান্ত এবং যে তার হৃদয় তাকে পছন্দ করেছে। আরও, তারা দাবি করে, তিনি আদেশ দিয়েছেন জায়েদ তাকে রাখার জন্য এবং তাকে তালাক না দেওয়ার জন্য যতক্ষন না আল্লাহ নাযিল করলেন:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّـهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّـهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّـهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ .......

" আর স্মরণ করো! তুমি তাকে বলেছিলে যার প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন ও যার প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ -- "তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখো, আর আল্লাহ্কে ভয়ভক্তি করো, আর তুমি তোমার অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছিলে আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন, আর তুমি মানুষকে ভয় করেছিলে, অথচ আল্লাহ্রই বেশী অধিকার যে তুমি তাঁকেই ভয় করবে।''... " ( 33:37)

যারা এই মিথ্যা দাবী ছাড়াও করেছেন তারা এ দাবিও করেছেন যে আয়েশা(রা) আবেগের কথা বলছেন। ফলস্বরূপ, তাদের কেউ কেউ আবেগ সম্পর্কে কিছু বই সংগ্রহ করেছিল যাতে তারা বেশ কয়েকজন নবী(আ) উল্লেখ করেছেন যারা এই রোগে ভুগছিলেন! এটি কুরআনের ও আম্বিয়াদের (আ) সম্পর্কে এ জাতীয় লোকদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতা এবং ভুল বোঝাবুঝি যাতে পরিবর্তিত করেছে আল্লাহর বাণীসমূহের আসল অর্থ। আরও, এই মিথ্যা দাবি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, যিনি সত্যই নিরীহ, দোষ দিয়েছেন।

যায়েদ বিন হারিসা (রা) যাকে নবী(স) ইসলামের আগে পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন তখন তাকে যায়েদ বিন মুহাম্মদ বলে ডাকা হত ,জয়নব বিনতে জাহশকে বিয়ে করেছিলেন। জয়নব তার স্বামীর বিনীত ছিলেন না এবং তিনি রাসূলের পরামর্শ চেয়েছিলেন,তাকে তাঁর তালাক দেওয়া উচিত কি না? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন:

أمسك عليك زوزك واتّق الله (نجبط المصحف الأحزاب ٣٣-٣٧)

"তোমার স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর।"

হযরত নবী করীম (সা) ভেবেছিলেন যদি যায়েদ বিবাহ-বিচ্ছেদ করে, পরে তাকে তিনি নিজে বিবাহ করবেন। কিন্তু,নবীজি(স) এই চিন্তা তাঁর হৃদয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন কারণ তিনি প্রাক্তন পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করলে লোকেরা কী বলতে পারে তার ভয় করেছিলেন। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আদেশ করেছেন লোকেরা কী করতে পারে তা ভেবে তাকে ভয় করতে হবে না যাতে আল্লাহ তাকে অনুমতি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন নবীর ভয় করা উচিত আল্লাহকেই। তাই আল্লাহ যা অনুমতি দিয়েছেন তা করতে দ্বিধা করা উচিত নয় লোকেরা কী বলতে পারে তার ভয়ে।

আরও, আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়েছিলেন যে জায়েদের তালাক দেওয়ার পরে তাকে জয়নবকে তাঁর সাথে বিয়েতে সপোর্দ করেছেন তা যেন তার জাতি অনুসরণ করে, যাতে মনে করে পালকপুত্রের প্রাক্তন স্ত্রীকে বিবাহ করা যায় না।

এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন:

.... وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ....

"…. আর যারা তোমাদের ঔরস থেকে তোমাদের তেমন ছেলেদের স্ত্রীর (বিবাহ কর না) …." ( 4:23)

এবং আল্লাহ বলেন:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ.........

" মুহাম্মদ তোমাদের লোকেদের মধ্যের কোন একজনেরও পিতা নন,…. "। ( 33:40)

শুরুতে আল্লাহ বলেছেন:

.... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ....

"... আর তোমাদের পোষ্য-সন্তানদেরও তোমাদের সন্তান বানান নি। এ-সব হচ্ছে তোমাদের মুখ দিয়ে তোমাদের কথা।... "(৩৩: ৪)

সুতরাং, নবী(স) এর সম্পর্কে নির্দেশিত মিথ্যা অভিযোগ অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতিরক্ষা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করুন। সমস্ত সাফল্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। হ্যাঁ, নবী (সা) তাঁর স্ত্রীদের বিশেষত আয়েশাকে ভালবাসেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। তবুও, তাদের জন্য তাঁর ভালবাসা নিখুঁত প্রেমের পৌঁছায়নি, যা তিনি সংরক্ষণ করেছিলেন তাঁর রবের জন্য। নবীজী (স) একবার বলেছেন:

لو كنتُ متخذًا من أهل الأرض خليلاً، لاتخذتُ أبا بكم خليلًا (البخاري :422)

"যদি আমি পৃথিবীর মানুষের মধ্য থেক একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, আমি আবু বকরকে নিতাম। "

এবং অন্য বর্ণনায় তিনি (স) বলেছেন:

وإن صاحبك خليلُ الرحْمن (مسلم: 2383)

"তোমার বন্ধু ( মুহাম্মদ) পরম করুনাময়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু। "

# চিত্রের প্রতি আবেগ শূন্য হৃদয়ের কেবল কষ্ট বাড়ায়

এটি হৃদয়কে প্রভাবিত করে যারা আল্লাহ প্রেম থেকে বঞ্চিত, তাঁকে উপেক্ষা করা ও অন্য কাউকে পছন্দ করার কারণে। যখন হৃদয় আল্লাহর ভালবাসায় পূর্ণ থাকে এবং তার সাক্ষাতের আগ্রহে থাকে, , এই ভালবাসা চিত্রের ভালবাসার ও আবেগের রোগ প্রতিরোধ করবে এবং এ কারণেই আল্লাহ নবী(স) ইউসুফ (আ) সম্পর্কে বলেছেন:

... كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (12:24)

"... এইভাবে আমরা যেন তাঁর কাছ থেকে হটিয়ে দিতে পারি মন্দকাজ ও অশ্লীলতা। নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন আমাদের একান্ত অনুরক্ত দাসদের অন্যতম।’’। " ( 12:24)

এই আয়াত নির্দেশ করে যে আন্তরিকতা একটি কারণ এবং আবেগ দূর করার প্রতিকার, যে আবেগ পাপ ও এবং ব্যভিচারের দিকে পরিচালনা করে। যখন রোগের পেছনের কারণগুলি দূর করে দেওয়া হয়, তখন প্রভাবগুলি রোগের ফলও প্রতিহত করা হবে।

আমাদের কেউ কেউ আবেগকে বর্ণনা করেছেন, যে এটি হৃদয়ের কাজ যা সব কিছু থেকে শূন্য থাকে শুধুমাত্র যার জন্য আবেগ তা ছাড়া। আল্লাহ বলেছেন:

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ..... (28:10)

" আর পরক্ষণেই মূসার মায়ের হৃদয় মুক্ত হ’ল।সে হয়ত এটি প্রকাশ করেই ফেলত......। " (২৮:১০)

এই আয়াতটি ইঙ্গিত দিয়েছে যে মূসার মায়ের হৃদয়ে তাঁর (আ) প্রতি হৃদয়ের স্নেহ ও ভালবাসার জন্য,তিনি (আ) ব্যতীত সমস্ত কিছুই থেকে আবেগ শূন্য ছিল। আবেগের দুটি অংশ রয়েছে, একটি বস্তুকে ভালবাসা এবং অন্যটি বস্তুটি অধিকারী হবার ইচ্ছা। যখন এইদুটি অংশের একটির অস্তিত্ব থাকে না, তখন আবেগের অস্তিত্ব থাকে না।

আবেগজনিত অসুস্থতা বাধা দেয় অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিকে এবং তাদের মধ্যে কেউকেউ বিবৃতি দেন।

এই বিষয়ে তাদের বিবৃতি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা উচিত নয়।

আমরা বলি যে আল্লাহর প্রজ্ঞা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে যে সাদৃশ্যগুলি ঘটে থাকবে জিনিস এবং লোকের মধ্যে এবং সেই জিনিস এবং মানুষ তাদের পছন্দগুলির দিকে চালিত এবং যা এর মতো নয় তা

এড়ায়। সম্প্রীতির গোপন রহস্য যা পৃথিবীতে ঘটে তা বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে মিলের কারণে।

বিভিন্ন জিনিস [এমডি লোকেরা] অনুরূপ জিনিষের দিকে ঝুঁকে আর ভিন্ন বস্তু একে অপরকে উপেক্ষা করে। আল্লাহ বলেন:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ

" তিনিই সেইজন যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একই নফস থেকে, আর তা থেকে তিনি তৈরি করেছেন তার সঙ্গিনী যেন সে তার মধ্যে শান্তি পেতে পারে। "(৭:১৮৯)

সৌন্দর্য আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে এই কারণ সৃষ্টি কারণেই পুরুষ মহিলার জন্য আকর্ষণ অনুভব করে এবং উৎসাহী হয় । মহিলা প্রকৃতপক্ষে তাঁর অনুরূপ। আকর্ষণের কারণ [পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে] কেবল সৌন্দর্যই নয় বরং অভ্যাসের , লক্ষ্য, স্বভা, আচরণ ইত্যাদি যা সমস্ত আবেগকে উৎসাহিত করে।

সহীহে বর্ণিত আছে যে নবীজি(স) বলেছেন:

إلأّرواحُ جنودٌ مُجنّدةٌ فما تعارف منها أئْتلف، وماتناكرَ منها اختلف (مسلم ; 3336)

"আত্মারা নিয়োগপ্রাপ্ত সৈনিকদের মতো। যারা একে অপরের চিনে তারা অন্তরঙ্গ হবে এবং যারা না চিনে

চিনে একে অপরকে পৃথক হবে। "

এছাড়াও ইমাম আহমাদ তাঁর মোসনাদে বর্ণনা করেছেন, এই হাদীসের পিছনে কারণ, " মক্কার এক মহিলা মানুষ হাসতে সক্ষম হত এবং যখন সে আল-মদিনায় আসল তিনি এমন এক মহিলার সাথে বসবাস করছিলেন তিনিও লোকেদের হাসতে সক্ষম ছিলেন। নবী (স) বলেন,

الأرواحُ جنودٌ مجندةٌ

"আত্মারাও নিয়োগপ্রাপ্ত সৈন্যদের মতো। "

আল্লাহর ধর্ম একই আদেশ দেয় অনুরূপ বিষয়ে এবং এইভাবে পার্থক্য করেনা অনুরূপ বিষয়গুলিতে বা ভিন্ন বিষয়গুলি একত্রিত করেন। বিপরীত যারা মনে করেন তারা তাদের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের কারণে ভুল করেন বা তাদের পক্ষ থেকে সাদৃশ্য বিষয় ও ভিন্নতার বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টার অভাবের

কারণে। অথবা ত্রুটি ধর্ম অন্য কোন অংশ সম্পর্কিত বিষয় থেকে আসে যার সাথে এর সম্পর্ক নাই। যথাযত কর্তৃত্ব ছাড়া এটি বিবেচনা করতে পারেন না। আল্লাহ প্রজ্ঞা ও ন্যায়বিচারের সাথে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সামন্জস্য এবং বিভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একই জিনিস এবং ভিন্নতার মধ্যে। এইটি দুনিয়ার জীবনে এবং পুনরুত্থান দিবসে উভয়েই সত্য।

আল্লাহ বলেছেন:

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ(22) مِن دُونِ اللَّـهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ(23)

(ফেরেশতাদেরকে বলা হবে): " 'যারা অনাচার করেছিল তাদের একত্র করো, আর তাদের সহচরদের, আর তাদেরও যাদের তারা উপাসনা করত, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে। তারপর তাদের পরিচালিত করো দুযখের পথে" । – (37: 22,23)

এ ছাড়াও আল্লাহ বলেছেন;

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ(7)

" আর যখন মনপ্রাণকে একতাবদ্ধ করা হবে, "(81: 7)

এটি নির্দেশ করে যে প্রতিটি ব্যক্তি তার সাথে আবদ্ধ থাকবে যা তার পছন্দের। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরের প্রতি ভালবাসা রাখে তারা একসাথে জান্নাতে থাকবে। শয়তানের জন্য একে অপরকে পছন্দ করে তারা একসাথে জাহান্নামে থাকবে। একজন যাদের পছন্দ করে তাদের সাথে, সে তা পছন্দ করুক বা না করে করুক। আল –হাকিম বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) বলেন,

لا يُحبُّ المرءُ قومًا حشر معهم (احمد وانظر المجمع ٣٧/١)

"কোনও মানুষ যদি কোনও লোককে ভালবাসে তবে সে সমবেত হবে তাদের সাথে (কিয়ামতের দিন)"।

প্রেম বিভিন্ন ধরণের আছে। সেরা এবং সর্বাধিক সম্মানিত হ'ল আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি ভালবাসা, যা

তিনি যা ভালবাসেন তাকে ভালবাসা এবং এবং তাঁর রসূলকে ভালবাসা দাবি করে। আর এক প্রকারের ভালবাসা হল, যা ঘটে পক্ষগুলির মধ্যে ধর্ম বা মতপথ, আদর্শ, গোত্র, সম্মন্ধ ও লক্ষ্য নিয়ে যা উভয় বা পক্ষগুলির আশা করে।

আর এক প্রকারের ভালবাসা হ'ল, তার কাছে প্রিয় বস্তুটির কৌতূহল রয়েছে হতে পারে তার অবস্থান, অর্থ, জ্ঞান বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যের সন্ধানে। এটি বস্তুগত প্রেম যা বিলুপ্ত হয় তা উপনিত হলে। আসলে, সে আপনাকে জন্য পছন্দ করে বস্তুগত কারণে আর যখন উদ্দেশ্য আদায় হয়. সে চলে যায়।

যে ভালবাসার মধ্যে পক্ষদ্বয়ের মিল রয়েছে তা ম্লান হয় না যতক্ষণ অন্য কিছু এটি ম্লান করে তোলে। এই ধরনের প্রেম আসলে আবেগের কারণে। এটি ভালবাসা যা আত্মা এবং হৃদয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। অন্য কোনও অসুস্থতা কোন গভীর প্রভাব করতে পারে না যারা আক্রান্ত আক্ষেপ, আবেশ, দুর্বলতা, উদ্বেগের, এমনকি ধ্বংসের মত আবেগে।

যদি কেউ বলেন যেহেতু স্নেহের পিছনে আত্মা যথাযত ভাবে সংযুক্ত, আপনি যা বলেন, এবং তাহলে কেন এদের সর্বদা বিনিময় হয় না? কখনও কখনও, ভালবাসা একতরফা, যদিও আপনি উল্লেখ করেছেন যে এর কারণটি হ'ল মিল এবং আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য।

উত্তর হ'ল যে কারন রয়েছে উভয় পক্ষের ভালবাসা বিনিময় প্রতিরোধ করার।

একতরফা প্রেম তিনটি কারণে হয় : প্রেমের ঘাটতি কারণে কারন এটি দুর্ঘটনাজনিত এবং বাস্তব নয়। এই ক্ষেত্রে, ব্যক্তি এমনকি অপছন্দ বোধ করতে পারে অন্য পক্ষের প্রতি . দ্বিতীয়ত, কখনও কখনও প্রিয় ব্যক্তিও ভালবাসা একতরফা হওয়ার কারণ হতে পারে, যেমন তার আচরণ, আকার, পথ, কাজ,অবয়ব,উপস্থাপনা এবং আরও। তৃতীয়ত, একটি নির্দিষ্ট কারণে প্রিয় ব্যক্তিকে ভাবের আদানপ্রদান করতে বাধা দেয় অন্য পক্ষের অনুভূতির সাথে।

যখন এই কারণগুলি উপস্থিত না থাকে এবং প্রেম তখন প্রকৃত হয়। এইভাবে উভয় পক্ষই ভালবাসা ভাগ করে নেয়।

কাফেরদের অহংকার, হিংসা, বিভিন্ন অবস্থানের পছন্দ এবং শত্রুতা মূল কারণ ছিল রসূলগণ তাদের কাছে বেশি প্রিয় না থাকা, তাদের নিজেদের, পরিবার এবং বংশধরদের চেয়ে। এই বাধা যখন রসূলগণের অনুসারীদের অন্তর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, রসূলগণের প্রতি তাদের ভালবাসা হল আরও বেশি তাদের নিজের, স্ত্রী, শিশু এবং সম্পদের ভালবাসার চেয়ে ।

# প্রেমের বস্তুর প্রাপ্তি হ'ল এর নিরাময় এবং ভালবাসার অন্যান্য নিরাময়

বিষয় হ'ল যেহেতু ভালোবাসা একটি অসুস্থতা সাধারণভাবে, এটির নিরাময় বা একাধিক নিরাময় রয়েছে। প্রেমিকের যদি তার প্রিয় বস্তুটি অর্জন করার জন্য বৈধ পথ থাকে, এটি হবে

তার নিরাময়। সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে, ইবনে মাসউদ (রা) বলেন যে নবীজী(স) বলেছেন:

يا معشرالشبابمن; استطاع منكم العباءة فلْيتزوّج ; ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاءٌ (البخاري : 1905)

"হে যুবকেরা! যে কেউ তোমাদের মধ্যে থাকতে পারে বিবাহ সামর্থ্য, সে বিবাহ করুক। যাদের সামর্থ নেই তার সিয়াম অবলম্বন করা উচিত, কারণ এটি তাদের জন্য নিরাময়যোগ্য হবে। "

নবী (স) জনগণকে অর্জন করার পদ্ধতিগুলির সর্বোত্তম দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, ছোট বা বড, যা তারা পছন্দ করে। তিনি পুরুষদের প্রথমে পছন্দ, বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যা এই রোগের জন্য নিখুঁত নিরাময়। এইজন্য মানুষের অন্যান্য সমাধানগুলি পছন্দ না কর নবীর (স) সমাধান পছন্দ করা উচিত।

ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) :

"প্রেমিকাদের জন্য আমরা বিয়ের মতো কিছুই দেখিনি।"

আল্লাহ তা'আলার স্বাধীন ও ক্রীতদাসের যখন প্রয়োজন বিয়ের অনুমতি দেওয়ার এটা অর্থ। আল্লাহ বলেছেন:

يُرِيدُ اللَّـهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا (2:28)

" আল্লাহ্ চান যে তিনি তোমাদের বোঝা হাল্কা করেন, আর মানুষকে দুর্বল ক'রে সৃষ্টি করা হয়েছে । " (4:28)

সুতরাং, আল্লাহ এই আয়াতে মানুষের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি বিষয় সহজ করে তাকে যত ইচ্ছা বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন, দু'জন, তিন বা চার জনকে। তিনি এ ছাড়াও তাকে দাসীদের বিবাহের মধ্যে রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন, যদি কেউ চায়। এই অসুস্থতা, আবেগ ওমানবজাতির দুর্বলতা নিরাময়ে এবং করুণার হিসাবে, [তাঁর কাছ থেকে] তাঁর বান্দাদের কাছে।

## প্রেমিকাকে অর্জন করার জন্য যখন কোনও বৈধ উপায় বিদ্যমান থাকে না

প্রেমিকা অর্জন করতে পারে তার কোনও আইনি পদ্ধতি না থাকলে বা এটি করতে অক্ষমতার কারণে বা

উভয় ক্ষেত্রে, আবেগ একটি কঠিন রোগ হয়ে উঠবে। এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির অনুভব করবে যে সে তৃপ্ত হতে পারে না। এটা সত্য যে হৃদয় যখন কোনও কিছুতে হতাশাবোধ বোধ করে, এটি আর অর্জন করার চেষ্টা করবে না,

যদি রোগ, আবেগ, তখনও বিদ্যমান থাকে হতাশার পরেও ব্যক্তির প্রকৃতি বিচ্যুত হবে এবং ব্যক্তিকে অন্য একটি সমাধানের চেষ্টা করবে, যা তার মনের বিরাজমান। ব্যক্তিকে নিজেকে বোঝাতে হবে যে, আবেগের চাহিদা তার অর্জন হতে পারে না। এটার জন্য চেষ্টা করা পাগলামী। এটি ঠিক তার অনুরূপ, যে কেউ সূর্য কে ভালবাসে। এটা পেতে হলে এর কাছে আরোহন করতে হবে! এটা সবার জানা যে তা পাগলামী।

যদি কারও কারণে তার প্রিয় বস্তুটি অর্জন করতে না পারে ধর্ম বা আইনী বাধার কারণে, তাকে নিজেকে বোঝানো উচিত যে তাঁর আবেগ অর্জন করা সম্ভব নয় কারণ এটি আল্লাহ এটা অনুমোদন করেন নাই।

। তার জন্য এটি জানা উচিত যে তার সুরক্ষার জন্যে সে এই বিষয়টিকে ত্যাগ করবে এবং নিশ্চিত হবে

সে এটি অর্জন করতে পারে না, তা কার্যত অসম্ভব।

যার অন্তর তাকে মন্দ কাজ করার আদেশ দেয়, সে যদি এই সমস্ত নিরাময় মানে না। বান্দাকে বিষয়টি অমান্য করতে উৎসাহিত করে, তার কাছে বেশি প্রিয় হারানোর ভয়ে যা তার কাছে আরও বেশি

উপকারী এবং যা তাকে দীর্ঘ সময়ের সন্তুষ্টি এবং আনন্দ দেয়। এই ক্ষেত্রে, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি দুটি বস্তুর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। অতএব শীঘ্রই দুটি বিষয়ে পার্থক্য বুঝতে পারবে যে, একটি ঘন্টার আনন্দ পছন্দ করা উচিত নয়, যা বেদনাতে পরিণত হবে এবং তার তুলনায় চিরন্তন আনন্দ তুলনাহীন।

স্বল্পকালীন আনন্দের বাস্তবতা হ'ল এটি একটি দিবাস্বপ্ন বা একটি মরীচিকা যা শীঘ্রই শেষ এবং ম্লান হয়ে যাবে, কিন্তু দায় দায়িত্ব থাকবে।

তদ্ব্যতীত, সবার এটা বুঝতে হবে যে এটি পরিণত হবে একটি ঘৃণ্য ক্ষতিতে যা তার জন্য অভীষ্ট বস্তু হারানোর চেয়েও খারাপ। এবং এভাবে তার ক্ষতি বহুগুণ হবে, হারাতে প্রার্থিত বস্তু এবং একটি ঘৃণ্য পরিণতি অর্জন করবে।

যখন কেউ এই ঘটনাগুলি উপলব্ধি করতে পারে, তারপর কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি হারায় তা তাতে হৃদয় কম আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং ধৈর্য্যশীল হওয়ায় তা কম গুরুতর প্রভাব ফেলে এবং আরও সার্থক হয়। মন, ধর্ম, সম্মান এবং

মানব প্রকৃতি চায় দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তি, প্রিয় বস্তু হারানোর মুখে ধৈর্য ধারন করুক, ধৈর্য শীঘ্রই তাকে আনন্দ, সন্তুষ্টি এবং সুখের অনুভুতি দান করব। অন্যদিকে, কারও অজ্ঞতা, ক্ষণস্থায়ী পাওয়া, অবিচার এবং অপরিপক্কতা তাকে প্ররোচনা দেয় যে কোন মূল্যে লোভনীয় বস্তু অর্জন করার। যাদের আল্লাহ প্রতিরোধের শক্তি দান করেন তা হলেই মাত্র এই অবস্থা থেকে রক্ষা পাবে।

যখন কারও হৃদয় এই সমাধান গ্রহণ করে না এবং আমদের উল্লিখিত প্রতিকারটি অপছন্দ করে, সে ভেবে দেখুক তার অভিলাষকে সন্তুষ্ট করলে কী মন্দ পরিণতিগুলি এটি নিয়ে আসে এবং কী লাভ তার ক্ষতির তুলনায় ঘটাতে পারে। তার বুঝতে হবে যে তার অভিলাষকে সন্তুষ্ট করাই মূল কারণ তার জীবনের খারাপ পরিণতির। কারণ এটি বান্দার মনের উপর, যা নিয়ামক তার সব কাজের, নিয়ন্ত্রন আনাতে বাধা দেয় এবং যা তার উপকারে পরিচালিত করা উচিত।

যদি কারও হৃদয় এর পরও প্রতিকারটি গ্রহণ না করে, তার পাওয়ার বস্তুটি দুর্বল দিকগুলি চিন্তা করা উচিত, যাতে সে কাঙ্খিত বস্তু অপছন্দ করতে পারে। যখন কেউ সম্পর্কে চিন্তা এই বিষয়, তাতে বুঝতে পারবে যে

ক্ষতি বস্তুটি গুণাবলীর তুলনায় অনেক বশী যা সে পছন্দ করছে। এ ছাড়াও তার প্রিয়জনের প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করা উচিত তার যা জানে তার আকাঙ্খিতের বৈশিষ্ট্য ও আচরণ সম্পর্কে, যা সে জানে না। একটি একটি সত্য যে ভাল গুণাবলী প্রিয়জনকে কাছে টানে , ত্রুটিগুলি চালিত করে দূরে। তারপরে, উভয় দিক তুলনামূলক বিবেচনা করে বাছাই করা উচিত কোনটি উত্তম এবং সবচেয়ে প্রিয় পথ। তার কোন কুষ্ঠ ত্বকের রঙ দ্বারা প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। তখনই সে তার হৃদয়ের খারাপ পছন্দের পিছনের আসল রূপ দেখতে পারে।

এই সমস্ত প্রতিকারের যদি কাজ না করে তবে আল্লাহকে ডাকা ব্যতীত কোন উপায় নেই, যিনি ডাকে সাড়া দেন যারা কষ্টে থাকা অবস্থায় তাঁকে ডাকে। নম্রতা,ভয় ও আগ্রহ সহ তাঁর দরবারে আত্মসমর্পণ করুক সে তাঁর সাহায্যের জন্য।

যারা এই ধরণের সাফল্য পায় তাদের উচিত সম্মানজনকভাবে আচরণ করা এবং তাদের বিষয়টিকে গোপন রাখা, যাতে মানুষের কাছে প্রিয় ব্যক্তি প্রকাশ না পায় এবং তার ক্ষতি না করে, অন্যথায় সীমালঙ্ঘন এবং অবিচার করা হবে।

.

# স্বাস্থ্য রক্ষার সুগন্ধি বিষয়ে নবীর(স) নির্দেশনা

ভাল সুগন্ধি আত্মার জন্য পুষ্টির এবং আত্মা হ'ল দেহের বাকী অংশগুলির চালিকা শক্তি। সুগন্ধি মস্তিষ্ক, হৃদয় এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গকে সহায়তা করে এবং হৃদয় ও আত্মায় সান্ত্বনা আনে। সুগন্ধি সর্বাধিক উপযুক্ত এবং অনুকূল আত্মার প্রতিকারের জন্য। এছাড়াও, ভাল আত্মা এবং সুগন্ধী মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। এ কারণেই এই বিশ্বের সবচেয়ে বিশুদ্ধ হৃদয়ের মানুষ নবী(স) এর প্রিয় জিনিসের মধ্যে ছিল সুগন্ধি।

আল –বোখারী(র) বর্ণনা করেছেন যে হযরতকে (স) যখন উপস্থাপন করা হয় তখন সর্বদা সুগন্ধি গ্রহণ করতেন। এছাড়াও, মুসলিম(র) কতৃক বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন:

من عُرض عليه ريحانٌ فلا يرُدّه : فإنّه طيِّبُ الريح، خفيف المحْملِ (مسلم : 2253)

"যাকে রায়হান (তুলসী) দেওয়া হয় সে উচিত নয় এটি অস্বীকার করা, কারণ এটি ব্যবহার করা সহজ এবং একটি ভাল গন্ধ রয়েছে। "

আবু দাউদ ও আন-নাসাঈ (র) বর্ণনা করেছেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

من عُرضُ عليه طِيبٌ فلا يرُدَّه : فإنه خفيفُ المحمل، طيِّبُ الرائحة (ابو داود : 4172)

"যাকে কিছু সুগন্ধি দেওয়া হয় সে তা করা উচিত নয় এটি গ্রহন না করা কারণ এটির ব্যবহার সহজ এবং খুব ভাল গন্ধ রয়েছে। "

ইবনে আবী শায়বা আরও বর্ননা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাত্র ছিল যাতে সুগন্ধি রাখতেন এবং তিনি এটি দিয়ে নিজে আতর দিতেন। নবী (স) আরও বলেছেন:

ان لله حقًّا على كل مسلم : أنّ يغتسل في كل سبعةِ أيام ; وإن كان له طِيبٌ : أن يمسّ منه (البخاري : 880)

"প্রত্যেক মুসলমানের উপর আল্লাহর অধিকার রয়েছে যে সে গোসল করবে প্রতি সাত দিন পর (কমপক্ষে একবার) এবং যদি সুগন্ধি থাকে ব্যবহার করবে। "

এছাড়া, ফেরেশতারা সুগন্ধি পছন্দ করেন আর শয়তানরা এটিকে অপছন্দ করে, কারণ শয়তানদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় সুগন্ধী দুর্গন্ধযুক্ত। আর ভাল আত্মারা ভাল সুবাস পছন্দ করে। প্রতিটি আত্মা দিকে ঝোঁক থাকে এবং আশা করে যা তার পছন্দ। দুষ্ট পুরুষরা দুষ্ট মহিলাদের জন্য এবং দুষ্ট মহিলা দুষ্ট পুরুষদের জন্য। উপযুক্ত, যদিও এই কথাটি সাধারণভাবে পুরুষ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা এছাড়াও প্রতিটি কাজ, কথা, বক্তৃতা, খাদ্য, পানীয়, পোশাক এবং গন্ধের বেলায় এটি প্রয়োগযোগ্য।

# চক্ষুর স্বাস্থ্য সংরক্ষণে নবীজির(স) নির্দেশিকা

ইবনে আব্বাস(রা) বর্ননা করেছেন:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكْتَحل : يجعلُ في اليمنى ثلاثًا، يبتدِىءُ بها ويختم بها،وفي اليُسْرى ثنتين.

"যখনই নবী(স) কোহল(সুরমা) ব্যবহার করতেন, তিনি ডান চোখে এটি তিনবার ব্যবহার করতেন –( শুরুতে এবং শেষে) এবং বাম চোখে দু'বার দিতেন "।

এ ছাড়া আবু দাউদ বর্ণনা করেন, যে নবী (সা) বলেছেন:

من أكتكل فلْيوتِرْ (ابو داود : 35و ضعفة الالباني )

"যারা কোহল ব্যবহার করে তাদের উচিত এটি বিজোড় বার ব্যবহার করা "

কোহল বিজোড় সংখ্যা ব্যবহার করা উচিত উভয় চোখে, ডান চোখে তিনবার এবং
তারপর বাম চোখে দুবার। অথবা কোহল প্রত্যেক চোখে তিনবার ব্যবহার করা উচিত, যেমন ইমাম আহমদ(র) বলেছেন।
কোহল চোখের চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার সাথে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে, শক্তিশালী করে এবং দৃষ্টি পরিষ্কার করে এবং ক্ষতিকারক পদার্থগুলি সরিয়ে দেয়। যখন কেউ ঘুমাতে যাওয়ার আগে কোহল ব্যবহার করে, এটি তাদের চোখের পক্ষে উপকারী, বিশেষত যেহেতু চোখ নাড়াচড়া করবে না, কোহল এর সবচেয়ে অনুকূল প্রভাব ফেলবে। বিশেষ ধরণের কোহল (ইথমিড, এন্টিমনি) বিশেষতঃ এ ক্ষেত্রে কার্যকর।

ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে আবদুল্লাহ ইবনে হযরত উমর ( রাঃ ) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

عليكم بالاثْمِد فإنه سجلو البصر و ينبت الشعر (ابن ماجه)

"ইথমিড ( অ্যান্টিমনি, সুর্মা ) ব্যবহার কর কারণ এটি চোখ পরিষ্কার করে এবং চোখের ভ্রু বৃদ্ধি করে। " [আল-হাকিম] ।

এছাড়াও ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, যে তিনি বলেছেন:

خير أكحالكم الأثمدُ : يجلو البصرَ ، و ينبت الشعرَ (أيضًا ابن ماجه 3497)

"তোমার সেরা কোহল হ'ল ইথমিড (অ্যান্টিমনি, সুর্মা ),কারণ এটি দৃষ্টিকে পরিষ্কার করে এবং চোখের ভ্রু বৃদ্ধি করে। "[আত-তিরমিজি , ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, আল-হাকিম,

আত-তাবরানি ও আবু নাইম]

# ৪.বর্ণানুক্রমিক তালিকা

## (সুন্নাহ ও আল কোরআনে বর্ণিত দ্রব্যসমূহ বর্ণনা ও ভ্রান্তি অপনোদন)

## “ ء ” হামযা

১। **ইথমিড** إِثْمِد، ( অ্যান্টিমনি, সূর্মা )

ইথমিড কালো কোহল পাথর। ভাল জাতের ইথমিড ইস্পাহানে (ইরান) পাওয়া যায়, তবে এটি পশ্চিম অঞ্চলেও পাওয়া যায়। ভাল পাথর সহজেই ভেঙ্গে যায় ও টুকরা চকচকে।এছাড়াও, ইথমিডের অভ্যন্তরে ভাগ চকচকে এবং কোন দূষণ থাকে না।

কোহল শীতল এবং শুষ্ক হয়ে থাকে এবং এটি চোখের জন্য উপকারী ও চোখের নার্ভকে শক্তিশালী করে। ইথমিড ক্ষতের কাছাকাছি অতিরিক্ত মাংস এবং দ্রবিভূত করে ও ক্ষত দূর করে। চারপাশের জায়গা পরিষ্কার করে। সূর্মা পানির মিশ্রণে মাথাব্যথা উপশম করে যখন পাতলা (ঘন নয়) মধুর সাথে মিশান হয় ।যখন ইথমিড চূর্ণ করে মিশ্রিত করা হয় নরম চর্বির সাথে এবং তারপরে আগুনে পুড়ে যাওয়া স্থানে ব্যান্ডেজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, এটি ফোসকা পড়তে বাধা দেয় এবং আগুনের পোড়া ত্বকের ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে। ইথমিড কোহলের ভাল ধরণ। বিশেষতঃ বৃদ্ধদের চোখের জন্য ব্যবহৃত হয় যাদের দৃষ্টিশক্তি

দুর্বল। এক্ষেত্রে, কোহলের সাথে কিছুটা কস্তুরী মিশ্রিত করা ভাল।

২.**উতরুজ** أُتْرُجَة، ( Citron লেবু)

সহীহে বর্ণিত আছে যে নবী (স) বলেছেন :

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، كمثل الأترجة: طعمشها طيِّبٌ، وريحُها طيِّب (البخاري : 5020)

"মুমিনের, যে কুরআন পড়ে তার উদাহরণ উত্রুজের মত : এটা সুস্বাদু এবং এর ঘ্রাণ মনোরম। "

উতরুজের অনেক উপকার রয়েছে। উতুঞ্জের চারটি উপাদান , খোসা, হৃদয় ( বা মন্ড ), মজ্জা এবং বীজ। এই চারটি উপাদানের প্রত্যেকটির নিজস্ব প্রবণতা রয়েছে : উদাহরণস্বরূপ খোসাগুলি গরম এবং শুকনো থাকে, মন্ড গরম এবং ভিজা হয়। উটরুঞ্জের মজ্জা ঠান্ডা এবং শুকনো, যখন এর বীজ গরম এবং শুকনো থাকে।

উটরুজের খোসার অনেক উপকারীতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এটি কাপড়ের মধ্যে রাখা করা হলে এটি ছাঁচনির্মাণ প্রতিরোধ করে। খোসার ঘ্রাণ ক্ষয়িষ্ণু ও দূষিত বায়ু সতেজ করে।

উতরুজের খোসা খাবারের স্বাদও উন্নত করে এবং মজাদার সুগন্ধিগুলি ছড়িয়ে দেয়। এছাড়াও, যখন খোসাগুলি খাবারের সাথে মিশ্রিত হয় তা হজমে সহায়তা করে। কানুনের লেখক(ইবনে সিনা) বলেছেন, ‘ মন্ড (উতরুঞ্জ) সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে উপকারী হয়, যখন সাপের কামড়ের জন্য খোসা ব্যান্ডেজে ব্যবহার করা হয়। খোসার ছাই কুষ্ঠরোগের কার্যকর মলম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।‘

সিট্রনের মন্ড ( উতরুঞ্জ) পেটের গরম প্রশমিত করে, যারা পিত্ত এবং গরম বাষ্পে আক্রান্ত তাদের সাহায্য করে। আল –গাফিকি বলেন, "সিট্রনের মন্ড(পাল্প) অর্শ্বরোগ উপশম করে। "

সিট্রনে থাকা মজ্জার নির্যাস কোষ্ঠকাঠিন্য, পিত্তরোগ থেকে মুক্তি দেয় । গরম নাড়ী স্পন্দনকে নিয়ন্ত্রণ করে, বমি নিয়ন্ত্রণ এবং যখন পানীয় বা কোহল হিসাবে গ্রহণ করা হয়, জন্ডিস থেকে মুক্তি দেয়। পিঠের নির্যাস হ'ল ভাল ক্ষুধা উত্তেজক, কোষ্ঠকাঠিন্য করে এবং সিট্রন ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

মজ্জার (পিথ) নির্যাস এছাড়াও মহিলাদের অভিলাষকে প্রশমিত করে এবং মুক্তি দেয় ও ত্বকের দাগ প্রতিরোধ করে মালিশ হিসাবে ব্যবহার করার সময় । এছাড়াও হারপিস রোগ নিরাময় করে।

পিথ এর কার্যকারিতা প্রমাণ হল, যখন কাপড়ের কালির দাগে লাগালে , কার্যকরভাবে দাগ দূর করে। পিথটি প্রশমিত করে ও এর শীতল প্রভাব যকৃতের উষ্ণতা দূর করে , পেটকে শক্তিশালী করে,

পিত্ত নির্মূল করে এবং এর সহগামী হতাশা দূর করে এবং উপরন্তু এটা তৃষ্ণা নিবারণ করে।

উতরুজের বীজের একটি পচনশীল এবং শুকানোর শক্তি রয়েছে। ইবনে মাসাবিহ বলেছেন যে, 'উটরুঞ্জের বীজের ত্বক ফেলা হয় এবং রান্না করা হয় এবং গরম পানি দিয়ে পান করা হয় তা মারাত্মক বিষের বিরুদ্ধে সাহায্য করে, যখন দুইবার (পঁচিশ গ্রাম করে )পান করা হয়। যখন বীজ গুড়া করে বিষাক্ত হুলের উপর দেওয়া হলে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করে । বীজ কোষ্ঠকাঠিন্য করে এবং ভাল ঘ্রাণ যোগ করে। এর বেশিরভাগ উপকারিতা এর পাল্পেও রয়েছে। "

এটিও বলা হয় যে, "বীজগুলি সহায়তা করে বিচ্ছার হুলের বিরুদ্ধে যাওয়ার বিরুদ্ধে যখন এর দুটি পদক্ষেপ উষ্ণ পানির সাথে এর দুটি মিশিয়ে গ্রহন করা হয় এবং যখন এটি গুড়া করে ক্ষতস্থানে লাগান হলেও উপকার হয় । এ ছাড়াও বলা হয়, " . বীজ সকল ধরণের বিষ এবং সকল প্রকারের বিষাক্ত হুলের বিরুদ্ধে সহায়তা করে।" বর্ণিত হয়েছে যে একজন পার্সিয়ান শাসক তাঁর চিকিৎসকদের উপর রাগ করেছিলেন এবং তিনি আদেশ দিয়েছিলেন তাদের জেল পাঠাতে। তিনি তাদের কেবল একটিই খাবার পছন্দের অনুমতি দিয়েছিলেন।
এবং তারা উতরুজকে বেছে নিয়েছিল। তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "আপনারা কেন এটি বিশেষভাবে বেছে নালেন ?" তারা বলেছিল, "কারণ এটি শীঘ্রই এটির এক ধরণের সুগন্ধি হয়ে যায়, এটির দেখতে মনোরম, এর খোসা সুগন্ধযুক্ত, এর সজ্জা একটি ফল, এর খোসা এটি একটি খাদ্য, এর বীজ একটি প্রতিষেধক এবং এতে চর্বি থাকে। "
সত্যই, এই জাতীয় উপকারী পদার্থ সৃষ্টির সেরা হিসাবে গ্রহন করার দাবী রাখে , যার উপমা বিশ্বাসী ব্যক্তি যে কুরআন তেলাওয়াত করে। আমাদের উল্লেখ করা উচিত, যে কোন কোন ভাল লোকেরা উত্তরুজের দিকে তাকাতে পছন্দ করতেন কারণ এর দর্শন আনন্দদায়ক এবং সান্ত্বনাজনক।

৩.**আরুজ্জ** ( চাল )

চাল সম্পর্কে দুটি মিথ্যা হাদীছ রয়েছে। প্রথমটি "এটি যদি মানুষ হয় তবে তা হত সহনশীল।" দ্বিতীয় হাদীস, "পৃথিবী যা কিছু উৎপন্ন করে তার একটি রোগ রয়েছে, একটি নিরাময় রয়েছে চাল ব্যতীত , কারণ এটি নিরাময় এবং এর কোনও রোগ নেই ( বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া) । "
আমরা ভুল হাদিস উল্লেখ করেছি কারণ হাদীসগুলি যাতে লোকেরা নবী(স) এর কথা মনে করে ভুল করে প্রচার না করে।

ভাত গরম এবং শুকনো এবং এটি সবচেয়ে পুষ্টিকর গমের পরে। ভাত একটি উপকারী উপাদান যা অন্ত্রের গহ্বর পছর্ণ করে এবং পাকস্থলিকে আবৃত এবং শক্তিশালী করে। ভারতের চিকিৎসকরা দাবি করেছেন যে এটি সবচেয়ে বেশি উপকারী খাবার যখন এটি গরুর দুধের সাথে রান্না করা হয় । ভাত পুষ্টিকর, শরীরকে সমৃদ্ধ করে, বীর্য উৎপাদন বাড়ায় এবং রঙ শুদ্ধ করে।

4. **আরজ** ، أَرْزَة ( পাইন )

আরজকে সানাওয়বারও বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাইনের কথা উল্লেখ করেছেন,

مثلُ المؤمنِ مثلُ الخامة من الزّرع تُفيِّؤُها الرّياح : تُقيمها مرّةً،وتُميلها أُخرى ،ومثل المنافق مثلُ الأَرْزَة : لا تزالُ قائمةً على أصلها، حتى يكونَ انْجعافُها مرةً واحدةً (البخاري : 5643)

"বিশ্বাসীর উদাহরণ হল এর সবুজ উদ্ভিদ যে বাতাসে বাঁকা হয় , কখনও এটিকে সোজা করে কখনও বাঁকা করে। আর ভন্ডদের উদাহরণ হ'ল আরজ গাছ , এটি দাঁড়িয়ে থাকে এর শিকড়ের উপর আর হঠাৎ করেই এটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়! "

আরজের বীজ গরম এবং ভেজা। এটি একটি শিথিল এবং পরিপক্ক পদার্থ, এবং এর হুল আছে। যা প্রতিরোধ করা যায় আরজ বীজ পানিতে ভিজিয়ে রাখা হলে। আরজ বীজ হজম করা কঠিন তবে পুষ্টিকর, সাহায্য করে কাশি দূর করে এবং ফুসফুসে জমা আর্দ্রতা বা বাষ্প শুকিয়ে দেয়। এগুলি উৎসাহিত বীর্য উৎপাদনে কিন্তু কোষ্ঠকাঠিন্য করে, যদি না সাথে তিতা ডালিমের বীজ খায়।

5. **ইথ-খির** ( লেবু ঘাস )

সহীহে বর্ণিত আছে যে নবী (স) মক্কায় এর গাছপালা সম্পর্কে বলেন :

لا يُختلى خلاها (البخاري : 1349)

"এখানকার গাছগুলি কাটবেন না।"

Commented [6]:

আর -আব্বাস (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী(স) ইথ-খির বাদে। আল্লাহর বান্দারা ( মক্কাবাসী ) তাদের বাড়ীর জন্য এটি ব্যবহার করে। " নবী (স) বললেনঃ " ইথ-খির ব্যতীত।"

Commented [7]:

লেবু ঘাস দ্বিতীয় মাত্রার গরম এবং প্রথম মাত্রার শুকনো । এটি একটি হালকা পদার্থ যা জমাট রক্ত খোলে শিরার মুখের। এটি প্রস্তাব ও ঋতুস্রাব-প্রবাহ বৃদ্ধি করে এবং পাথর এবং পাকস্থলি, লিভার এবং কিডনির শক্ত টিউমার দ্রবীভূত করে পানীয় হিসাবে বা ব্যান্ডেজ হিসাবে ব্যবহার করলে। লেবু ঘাসের কান্ড দাঁত এবং পাকস্থলি ভিত্ত জোরদার করে। বমি বমি ভাব দূর করেল এবং কোষ্ঠকাঠিন্য করে।

## "ب"

১. **বিত্তিখ** (তরমুজ)

আবু দাউদ এবং আত-তিরমিজি বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স) পাকা খেজুর সহ তরমুজ খেতেন:

يدفعُ حرُّ هذا برْدَ هذا. (الترمذي : 1843)

"এই পদার্থের উষ্ণতা (খেজুর) নিষ্ক্রিয় করে শীতলতা (তরমুজ) "

তরমুজ সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি হাদীস রয়েছে এগুলির কোনটাই সহীহ নয়। উপরে বর্ণিতটি ছাড়া। সবুজ তরমুজ ঠান্ডা এবং ভেজা এবং মিষ্টি। এটা পরিষ্কারক হিসাবে কাজ করে (পেট এবং অন্ত্রের জন্য)। তরমুজ শসার চাইতে আরও দ্রুত পেট যায় এবং দ্রুত পেটে উপস্থিত পদার্থের সাথে হয়। তরমুজ গরম থাকা অবস্থায় খেতে উপকারী।, তবে ঠান্ডা হলে কিছুটা আদা মিশিয়ে খেলে ক্ষতি রোধ করা যায়। খাওয়ার আগে তরমুজ খাওয়া উচিত।অন্যথায় এটি বমি বমি ভাব ঘটায়। কিছু চিকিৎসক জানিয়েছেন যখন তরমুজ "খাওয়ার আগে খাওয়া হয়র, এটি পেট পরিষ্কার করে এবং অসুস্থতা অপসারণ করে। "

২.**বলাহ بلَح** (তারিখ)

আন-নাসাঈ ও ইবনে মাজাহর (র) সুনানে বর্ণিত, যে আয়েশা (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

كلو البلحَ بالتَّمر. فإنّ الشيطان اذا نظر إلى ابن آدم يأكلُ البلحَ بالتمر، يقول : بقيَ ابن آدم حتى الحديث بالعتيق (ابن ماجه : 3330)

"শুকনো খেজুরের সাথে টাটকা বলাহ (খেজুর) খাও, যখন শয়তান আদম পুত্রকে তাজা এবং শুকনো খেজুর খেতে দেখে তখন মন্তব্য করে, 'আদম পুত্র নতুন এবং পুরানো একসাথে খাওয়া শুরু না হওয়া অবধি রয়ে

গেল । "

অন্য বর্ণনায় নবী করীম (সা) বলেন :

كلو البلح بالتمر، فإن الشيطان يحزنُ إذا رأى ابن آدم ياكلو ; عاش إبن آدم حتى أكلَ الجديد بالخلق

"তাজা এবং শুকনো খেজুর এক সাথে খাওয়া দেখে , শয়তান দুঃখ পেয়ে যায়, তাই সে বলে:
আদম পুত্র বেঁচে থাকে যতক্ষণ তাজা এবং পুরানো একসাথে খায় । "

কিছু মুসলিম চিকিৎসক মন্তব্য করেছেন , 'রাসূল সাঃ মুসলিমদের শুকনো খেজুরের সাথে সবুজ খেজুরের পরিবর্তে তাজা ও শুকনো খেজুর একসাথে খাবার আদেশ দিয়েছেন । টাটকা খেজুরগুলি শীতল এবং শুকনো, শুকনো খেজুরগুলি গরম এবং আর্দ্র, এইভাবে একে অপরের প্রভাব দূর করে। অন্যদিকে, সবুজ খেজুর এবং শুকনো খেজুর দুটিই গরম, যদিও শুকনো খেজুর বেশি গরম ।" মেডিক্যালি, দুই ধরণের খাবার খাওয়া একত্রে খাওয়া এড়ানো ভাল।

হাদিসটি ইঙ্গিত দেয় যে চিকিৎসা পেশা সাধারণত যখন ওষুধ বা খাবারের উপাদান পরস্পরকে নিষ্ক্রিয়তার কথা বলে যখন একসাথে থাকে তখন স্বাস্থ্য রক্ষায় তা সঠিক হয়। তাজা খেজুর শীতল এবং শুকনো এবং এগুলি উপকার করে মুখ, মাড়ির এবং পেটের । খেজুর বুক এবং ফুসফুসের জন্য উপকারী নয় তাদের কাঠিন্যের কারনে। এ ছাড়া খেজুর হজম করাও মুশকিল এবং খুব পুষ্টিকর নয়। তাজা খেজুরের উদাহরণ হ'ল যা পাকা নয় , কারণ উভয়ই পেট ফাঁপা করে এবং ফুলে যায় , বিশেষত যখন কেউ তাজা খেজুর খাওয়ার পরে পানি পান করে। এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি নিষ্ক্রিয় করতে উচিত তার সাথে শুকনো খেজুর, বা মধু এবং মাখন দিয়ে এগুলি খাওয়া।

## ৩. **বুসর** ( সবুজ খেজুর )

সহীহে বর্ণিত আছে যে, যখন নবী (স) আবু বকর এবং উমর (রা) আবু আবু-হাইতাম বিন তাইহানের (রা) অতিথি ছিলেন, তিনি তাদের কাছে খেজুরের একটা গুচ্ছ এনেছিলেন, যা আঙ্গুর গুচ্ছের অনুরূপ ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

هلّا انتقيتَ لنا من رُطَبه (الترمذي : 2369)

"তুমি আমাদের জন্য কিছু পাকা খেজুর পছন্দ করছ না কেন?"

আবু আল –হাইতাম জবাব দিলেন, "আমি চেয়েছিলাম আপনি পছন্দ করুন যা চান এই সবুজ এবং পাকা খেজুরের মধ্যে। "

বুসর গরম এবং শুকনো, এবং এর শুষ্কতা তার উত্তাপ থেকে বেশি। বুসর অতিরিক্ত আর্দ্রতা শুকিয়ে নেয় , পেটের আবরন দেয় , অন্ত্র শিথিল করে এবং মাড়ি এবং মুখের সাহায্য কর। সবচেয়ে বেশি উপকারী ধরণের বুসর কোমল এবং মিষ্টি বুসর। তবুও নিয়মিত অতিরিক্ত বুসর খাওয়া ( সবুজ খেজুর ) কারণ হয় অন্ত্রের বাধা প্রাপ্ত হওয়া বা বন্ধ হওয়ার ।

## 4. **বাইদ بيضة** ( ডিম )

টাটকা ডিম পুরানো ডিমের চেয়ে ভাল এবং ডিম মুরগির সেরা। ডিম হালকা ঠান্ডা।
কুনুনের লেখক (ইবনে সিনা) বলেছেন, "কুসুম গরম এবং ভেজা এবং রক্ত পরিষোধক , কিন্তু পুষ্টিকর নয়। নরম অবস্থায় দ্রুত হজম হয়। অন্য একজন বলেছেন ," ডিমের কুসুম ব্যথা উপশম করে, গলা এবং শ্বাসনালীকে পরিষ্কার করে, সহায়তা করে কাশিতে এবং ফুসফুস, লিভার, প্রোস্টেটের ক্ষত থেকে মুক্তি দেয়। এটি অতিরিক্ত কর্কশভাব দূর করে, বিশেষত যখন মিষ্টি বাদামের সঙ্গে মিশান হয়। এটি পরিপক্ক এবং নরম করে বুকের মধ্যে যা আছে এবং গলার রুক্ষতা নরম করে তোলে।

যখন আলবুমেনগুলি চোখের ড্রপ হিসাবে ব্যবহৃত হয় তখন তা চোখে গরম টিউমার শীতল এবং ব্যথা উপশম করে। যখন মলম হিসাবে ব্যবহৃত এবং মুখে লাগানো হয়, এটি রোদে পোড়া প্রতিরোধ করে। তদ্ব্যতীত, যখন এলবুমিল মলম হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং কপালে রাখা ব্যবহার করা হয় , এটি আমাশয়ে সাহায্য করে।
কুনুনের লেখক (ইবনে সিনা) ডিমের উল্লেখ করেছেন ওষুধ হিসাবে এবং হৃদপিন্ডের রোগের প্রতিকারে। তিনি আরও বলেছেন, "এর কুসুমে হৃদপিণ্ডকে শক্তিশালী করতে শক্তিশালী প্রভাব ফেলে। ডিমের কুসুমের তিনটি উপকারী ব্যবহার রয়েছে: এটি রক্তে পরিণত হয় দ্রুত, এটি বৈশী বর্জ্য উৎপাদন করে না এবং এটি যে রক্ত উৎপাদন করে তা হালকা এবং হদপিন্ডকে সরবরাহিত রক্তের মতো। আরও, ডিমের কুসুম আত্মার রোগের বিরুদ্ধে সবচেয়ে পর্যাপ্ত সারাংশ সরবরাহ করে। ."

## ৫. বাসাল بصلة (পেঁয়াজ)

আবু দাউদ তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন যে, 'আয়েশা (রা) বাসাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন, " নবীর (স) সর্বশেষ খাবারে পেঁয়াজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। "

সহিহাইনে এটি অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে, নবী (স) যাঁরা পেঁয়াজ খান তাদের মসজিদে প্রবেশ থেকে নিষেধ করেছেন।

বসাল তৃতীয় মাত্রার গরম এবং অতিরিক্ত আর্দ্রতা আছে, দূষণের বিরুদ্ধে সাহায্য করে এবং গরম বায়ু (পেটের) প্রতিরোধ করে। এটি যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, পাকস্থলিকে শক্তিশালী করে, বীর্যকে উৎপাদনে সাহায্য করে, রঙ হালকা করে, কফ দ্রবীভূত এবং পেট পরিষ্কার করে।

পেঁয়াজের দানা শ্বেত চর্ম রোগে সাহায্য করে এবং মলম হিসাবে ব্যবহৃত হয় টাক(চুলের) দ্বারা আক্রান্ত অঞ্চলের আশেপাশে (একটি ত্বকের রোগ)। আর পেঁয়াজ লবণ দিয়ে মিশ্রিত করে আঁচিলে মলমের মত লাগালে কার্যকরভাবে বিদুরীত যাবে। কেউ বমি বমি ভাব অনুভব করে, পেঁয়াজ গন্ধ নেওয়া বমি বমিভাব বিরুদ্ধে সাহায্য করবে। এছাড়াও, পেঁয়াজ রেচকের (কোষ্ঠকাঠিন্য) গন্ধ দূর করে এবং যখন পেঁয়াজ রস পানিতে মিশিয়ে নাক দিয়ে প্রবেশ করালে মাথা পরিষ্কার করে।

কানের ড্রপ হিসাবে ব্যবহার করলে, পেঁয়াজের রস দুর্বল শ্রবণশক্তি, টিনিটাস, পুঁজ এবং কানে জমা পানির এর বিরুদ্ধে সহায়তা করে।

এছাড়াও, পেঁয়াজ গুড়া মধুর সাথে মিশিয়ে চোখের দাগ দিতে, আক্রান্ত চোখের পানি শুকাতে ( ছানি) চোখের সাদা অংশে ব্যবহার করা হয়।

রান্না করা পেঁয়াজ পুষ্টিকর এবং হলুদ চোখ, জন্ডিস, কাশি এবং বুকে রুক্ষতার বিরুদ্ধে সহায়তা করে। এটা মূত্রবর্ধক এবং অন্ত্র শিথিল করে। এটিতে কুকুরের কামড় নিরাময় হয় যখন তার রস, নুন ও রুচি পাতা মিশ্রিত করে আক্রান্ত জায়গায় লাগান হয়। অবশেষে,অশ্ব রোগের মুখগূলি খুলে দেয়, যখন কোষ্ঠ পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

# পেঁয়াজ মাইগ্রেন, মাথাব্যথা, পেট ফাঁপা এবং চোখে ঝাপসা আনে

অতিরিক্ত পরিমাণে বা নিয়মিত পেঁয়াজ খাওয়া স্মৃতি বিস্মৃত হওয়ার কারণ। এটা মনকে প্রভাবিত করে এবং পরিবর্তন করে মুখের গন্ধ দূর করে এবং খাবারের স্বাদ আনে। এ ছাড়াও এর গন্ধ উপস্থিতি লোকদের এবং ফেরেশতাদের বিরক্ত করে। রান্না করা পেঁয়াজ এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি দূর করে।

সুনানে বর্ণিত:

انه صلى الله عليه وسلم أمر آكله وآكل الثّوم : أن يميتها طبْخًا (مسلم : 567)

"নবী তাদের আদেশ করেছিলেন যারা পেঁয়াজ এবং রসুন খান তা রান্না করে হত্যা করতে (তাদের হালকা করতে)। "

তদ্ব্যতীত, রুচি পাতা চিবানো পেঁয়াজ গন্ধকে বিকল করে।

## 6. **বাযিনজান باذنجان** (বেগুন )

একটি জাল হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে বেগুন খাওয়ার প্রত্যাশিত লক্ষ্যগুলি কার্যকর করে। এই বক্তব্য কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত নয় নবী(স) উপর আরোপ করা।

দুটি ধরণের বেগুন রয়েছে: সাদা এবং কালো। গরম বা ঠাণ্ডা কোনটিয় এই বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। যদিও আমরা মনে করি এটি গরম। বেগুনগুলি কালো পিত্তের ,পাইলস, রক্ত জমাট , ক্যান্সার এবং কুষ্ঠরোগের কারন। **বেগুন অন্য জিনিষের রঙ নষ্ট করে, এটিকে কালো করে এবং দুর্গন্ধের কারণ হয়। সাদা বেগুনের এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।**

## ‘ت’

## ১। **তামর تمْر** (শুকনো তারিখ)

সহিতে বর্ণিত আছে যে নবী (স):

من تصبّح بسبّع تمرات – وفي لفظ: من تمر العالية – لم يضرّه ذلكا ليوم سمٌّ ولا سحْرٌ (البخاري : 5445)

"যে সকালে সাতটি খেজুর খায়-উচ্চারণে : 'আলিয়া' – সে সেদিনের বাকি অংশ বিষ বা যাদু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। "

তিনি আরও বলেছেন:

بيتٌ لا تمر فيه جياعٌ أهلأهلُه (مسلم:2046)

"কোনও বাড়ির লোকেরা যেখানে কোনও তারিখ নেই

ক্ষুধার্ত। "

এছাড়াও, নবী(স) শুকনো খেজুর খেয়েছিলেন মাখন, রুটি সহ এবং এগুলি ছাড়া। তামর দ্বিতীয় মাত্রার গরম এবং দ্বিতীয় মাত্রার ভিজা বা শুকনো।
শুকনো খেজুর লিভারকে শক্তিশালী করে, অন্ত্রকে শিথিল করে,
বীর্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে, বিশেষত পাইনের সাথে এবং গলা সংক্রমণে সাহায্য করে। যারা শুকনো খেজুর খেতে অভ্যস্ত নয়, যেমন শীতের অঞ্চলের বাসিন্দারা, শুকনো খেজুর কারণে তাদের জমাট বাঁধা রোগ হয়, দাঁতের ক্ষতি হয় এবং মাথা ব্যথা করে, যদি না তা বাদাম এবং পোস্ত দানার সাথে খাওয়া হয়।

শুকনো খেজুর সবচেয়ে পুষ্টিকর ফল, তাদের সারাংশ গরম এবং ভিজা হয়। এছাড়াও, যখন কেউ দিনের শুরুতে খেজুর খায়, তা ক্রিমি মারতে সাহায্য করে।
যদিও শুকনো খেজুর গরম, তবুও এদের কৃমির বিরুদ্ধে প্রতিষেধক শক্তি রয়েছে, মারতে বা কমপক্ষে কমাতে এদের সংখ্যা। বিশেষত যখন প্রায়শই খালি পেটে শুকনো খেজুর খায়। শুকনা খেজূর ফল, এক ধরনের খাবার, একটি নিরাময়, একটি পানীয় এবং একটি মিষ্টি খাবার।

২. **তীন** **تين** ( ডুমুর )

সুন্নাহ ডুমুরের কথা উল্লেখ করে নাই কারণ তা হিজাজ বা আল-মদিনার ঐ অঞ্চলে উৎপন্ন হয় না। ডুমুরের উৎপাদনের জন্য পরিবেশের প্রয়োজন যা যে অঞ্চলে খেজুর উৎপন্ন হয় তার চেয়ে আলাদা। আল্লাহ তায়ালা আল-কোরআনে শপথ করেছেন ডুমুরের নামে। এর অসাধারণ সুবিধা এবং ব্যবহারের কারণে।

টিন গরম এবং হয় শুকনো বা ভেজা। সেরা জাতের ডুমুর সাদা ধরণের হয় পাকা হয়ে গেলে। ডুমুর যকৃত এবং প্রোস্টেটে জমে থাকা বালু পরিষ্কার করে এবং বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক পদার্থ হিসাবে কাজ করে।

ডুমুর অন্য সব ধরণের ফলের চেয়ে পুষ্টিকর। বুক, গলা এবং শ্বাসনালীতে রুক্ষতা উপশম করুন। এটি যকৃত এবং প্লীহা পরিষ্কার করে ও জমা শ্লেষ্মা যা পেটে জমা থাকে তা দূর করে এবং শরীরের জন্য ভাল পুষ্টি সরবরাহ করে । তবে, এটি অতিরিক্ত খাওয়া হলে উকুনে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

3. **ছারিদ ثريد** ( মাংস এবং রুটির খাবার )

সহিহাইনে বলা হয়েছে যে রাসূল (স) বলেছেন:

فضلُ عائشةَ على النساء: كفضل الثريد على سائر الطعام(البخاري : 377)

"অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় 'আয়েশার গুণ,

বাকী খাবারের তুলনায় ছারিদের গুণের মতো।"

ছারিদ কিছু রুটি,যা সেরা খাদ্য এবং মাংস দিয়ে তৈরি, যা সেরা স্বাদযুক্ত। যখন এই দুটি একত্রিত হয়, অন্য কোনও খাবার তা ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

পরষ্পর বিরোধী মতামত আছে ভাল কোনটা , রুটি বা মাংস। সঠিক মতামত এই যে রুটি বেশি ব্যবহৃত হয় আর মাংস ভাল এবং উন্নত রুটির চাইতে। মাংসের অন্য খাবারের চেয়ে মানুষের শরিরের প্রকৃত সারাংশের সাদৃশ্য রয়েছে রয়েছে বেশি। এটা জান্নাতীদের খাদ্য। আল্লাহ যারা খেতে চায় ভেষজ, শসা,ফাম ( গম বা রসুন ) , মসুর এবং পেঁয়াজনমস্কার তাদের সম্পর্কে বলেছেন :

.... قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ...

" তিনি বললেন “তোমরা কি বদল করে নিতে চাও যা নিকৃষ্ট তার সঙ্গে যা উৎকৃষ্ট? (২:61)

সত্যপন্থীদের মধ্যে অনেকে বলেছেন যে ফাম হল গম। সুতরাং এ আয়াত বলে যে মাংস গমের এর চেয়ে উত্তম। আল্লাহ তায়ালা সেরা জ্ঞান রাখেন।

# " ج "

১। জুম্মার (খেজুরের মজ্জা )

সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে, 'আবদুল্লাহ ইবনে
উমর (রাঃ) বলেন। " আমরা যখন রাসূলের (স) সাথে বসেছিলাম তাঁর নিকট খেজুর গাছের একটি জুম্মার আনা হল। নবী (স) বললেন :

ان من الشجر شجرةً مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقُها (الباري : 61)

"এমন একটি গাছ রয়েছে যা মুসলিমের মতো, এর পাতা কখনই পড়ে না।"

জুম্মার প্রথম মাত্রার শীতল এবং শুকনো এবং এটি আলসার ভাল করে এবং রক্তক্ষরণ, ডায়রিয়া, হলুদে - পিত্ত ও রক্তচাপ আরোগ্য করে। জুম্মার ক্ষতিকারক হয় না, তবে এটি পুষ্টিকর নয় এবং হজম করাও শক্ত। জুম্মার সবই উপকারী এবং এ কারণেই রাসূল (সা) মুসলিমের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ বলেছেন, কারণ তার প্রচন্ড পরিমাণ ছিল উপযোগিতা এবং কল্যাণ রয়েছে।

## ২. জুবন جبنة (পনির)

আবু দাউদের সুনানে এটি বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা।) বলেছেন, নবী (স) এর কাছে তাবুক এলাকায় থাকাকালীন কিছু পনির আনা হয় এবং তিনি একটি ছুরি চাইলেন, আল্লাহর নাম উল্লেখ করলেন এবং এটি কেটে ফেললেন। তাঁর সাহাবাগণও ইরাক এবং শাম (গ্রেটার সিরিয়া) অঞ্চলগুলিতে পনির খেতেন।
আনসাল্টেড পনির পেটের জন্য ভাল, শরীরের অঙ্গগুলির উপর সহনীয়, মাংস উৎপাদন করে এবং পেট শিথিল করে। অন্যদিকে লবনাক্ত পনির কম হয় পুষ্টিকর এবং পেট এবং অন্ত্রের জন্য খারাপ। পুরাতন ও গ্রিলড পনির পেট গরম করে এবং আলসার এবং ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে উপকারী।
পনির ঠান্ডা এবং ভেজা এবং এটি যখন ভাল হয় যখন গ্রিল করা হয় কারণ আগুন এটিকে হালকা, নরম এবং আরও ভাল স্বাদ আর সুগন্ধযুক্ত করে তোলে। পুরানো লোনা পনির গরম এবং শুকনো, এবং ফুটালে এটি নরম এবং কম টক হয় কারণ আগুন পনির থেকে গরম অবশিষ্টাংশ বের করে দেয়।

লবণযুক্ত পনির শরীরকে দুর্বল করে দেয় এবং যকৃতএবং প্রোস্টেটে পাথর সৃষ্টি করে। এটি খারাপ পেটের জন্য এবং লোকেরা ভাবে এটি মিশিয়ে নিলে নরম হয়, এটা আরও খারাপ কারণ এই পদার্থগুলি পনির পেটে একটি প্রবেশ করতে পারে।

## “ ح "

## 1. হেনা পাতা أوراق الحناء(মেহেদী পাতা)

Commented [8]:

আমরা ‘মাথা ব্যাথা ও মাইগ্রেণ চিকিৎসায় মহানবী (স) এর নির্দেশণা’ আধ্যায়ে মেহেদী (হেনা) এবং এর সুবিধাগুলি উল্লেখ করেছি।

## ২. হাববাহ সাওদা الحبّةِ السَّوْداء (কালোজিরা )

সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে আবু হুরায়রাহ (রা) হযরত (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন:

عليكم بهذه الحبّة السوداء. فإن فيها شفاءً من كل داءٍ، إلا السامَ (البخاري : 5688)

"কালো বীজ ব্যবহার কর, কারণ এটির মধ্যে নিরাময় রয়েছে মৃত্যু ব্যতীত সমস্ত ধরণের অসুস্থতার।" [তিরমিজি, আহমাদ ও ইবনে হিব্বান]।

কালো বীজকে (বা হাব্বাত আল-বারাকাহ) ফারসিতে বলা হয় শুনিজ, কালোজিরা এবং ভারতীয় জিরা। আল -হারবি বর্ণনা করেছেন যে আল -হাসান বলেছেন, "এটি সরিষার বীজ"।

যদিও আল -হারাবি বলেছেন যে এটি ‘সবুজ বীজ’ যা তার্পিন বৃক্ষের বীজ। এগুলি সঠিক মতামত নয়, কারণ নবীজি(স) বলেছেন যে এটি কৃষ্ণ বীজ, শুনাইজ যা আমরা বলেছি।

কালো বীজের অনেকগুলি সুবিধা রয়েছে, যেমনটি ইঙ্গিত করে নবীর(স) বক্তব্য:

"এটি প্রতিটি ধরণের রোগের নিরাময় " এই বক্তব্য ঠিক যেমন আল্লাহ বলেছেন:

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا.....

এ তার প্রভুর নির্দেশে সব-কিছুই ধ্বংস করে দিয়েছিল,.... . ! "(46:25)

এর অর্থ ধ্বংস প্রবণ সমস্ত কিছুই ধ্বংস করে দেয়।

কালো বীজ সব ধরণের ঠান্ডা রোগ থেকে রক্ষা করে। কালো বীজ গরম এবং শুষ্ক অসুস্থতা প্রবন এলাকায় ঠান্ডার ওষুধের কার্যকর উপাদান, কারণ এটি শরীরকে সহায়তা করে অল্প পরিমাণ ওষুধ সহজেই দ্রুত সময় শুষে নিতে।

'কানুন' এর লেখক(ইবনে সিনা) এবং অন্যান্য লোকেরা জানিয়েছেন , কর্পূর মিশ্রিত জাফরানেরও একই রকম প্রভাব রয়েছে,কারণ জাফরান কর্পূরকে রোগগ্রস্থ স্থানে দ্রুত পৌঁছতে সহায়তা করে।

বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদের জাফরান প্রভাবের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

এটা সম্ভব যে গরম পদার্থ গরম রোগের ক্ষেত্রে উপকার করে । উদাহরণস্বরূপ,

আনজারুট, যা এক ধরণের চোখে দাগানোর উপকরণ, অন্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে

চক্ষুরোগ , কনজেক্টিভাইটিস এবং আরও কিছুর চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।চোখ ওঠা রোগ একটি গরম টিউমার, এতে ডাক্তাররা একমত । এছাড়াও, সালফার গরম খোস-পাচড়া জন্য একটি প্রতিকার।

শুনিজ তৃতীয় মাত্রার গরম ও শুকনো, পেট ফাঁপা দূর করে, কৃমি বের করে, কুষ্ঠরোগ এবং শ্লেষ্মা জ্বর, পেটের বাঁধা খোলে, জমা গ্যাস ওসিলিন্ডার অতিরিক্ত আর্দ্রতা থেকে মুক্তি দেয়।

যখন শুনিজ গুড়া করে মধূর সাথে মিশ্রিত করে পানি দিয়ে খাওয়া হয়, কিডনি, ও প্রোষ্টেটের পাথর দূর করে। এটি অতিরিক্ত মূত্রবর্ধক হয়। এটি ঋতুস্রাব প্রবাহ বৃদ্ধি করে

এবং দুধ উৎপাদন করে যদি এটি বেশ কিছু দিন খাওয়া হয়। যখন এটি ভিনেগার দিয়ে গরম করে পেটে দেওয়া হয় এটি কৃমি দূর করে। যখন এটি ভেজা বা রান্না করা কলোরিন্থ (গাছড়া বিশেষ) পানিতে মিশ্রিত করা হয় তখন এটি কৃমি অপসারণে আরও কার্যকর হয়। এটি পরিষ্কার, পচণ এবং উপশম করে ঠান্ডার উপসর্গ দূর করে যখন এটি নেকড়ায় গুড়া করে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহন করা নিয়মিত নিরাময় না হওয়া অবধি।

কালো বীজের তেল সাপের কামড়ের , অর্শ্বরোগ এবং দাগের বিরুদ্ধে সাহায্য করে । যখন পঁচিশ গ্রাম এটি পানি দিয়ে পান করা হয় এটি হাঁপানি এবং শ্বাসকষ্ট বিরুদ্ধে সহায়তা করে ।

কালো বীজ ভিনেগারে রান্না করা হয় এবং তারপরে কেউ তার মুখে কুলি করে ধুয়ে ফেললে এতে দাঁত ব্যথা ঠাণ্ডা সংবেদনশীলতার ফলে সৃষ্ট দাঁত ব্যথা দূর হবে। যখন গুড়া করা কালো বীজ শ্বাসের সাথে গ্রহন করে, এটি চোখের অতিরিক্ত পানির বিরুদ্ধে সাহায্য করবে।
এটি যখন ব্যান্ডেজে ভিনেগারের সাথে মিশ্রিত করে ব্যবহার করা হলে দাগ নিরাময় করে, ত্বকের ক্ষত উন্মুক্ত করে এবং তীব্র শ্লেষ্মা টিউমার ও শক্ত টিউমার পচে যায়।

কালো বীজের তেল মুখের প্যারালাইসিস (পক্ষাঘাত।) এর বিরুদ্ধে সহায়তা করে যখন শ্বাসের দ্বারা গ্রহন করা হয়।

এটি তেল প্রায় পঁচিশ গ্রাম পান করলে, এটা মাকড়সার কামড়ের বিরুদ্ধে সহায়তা করে।
এটি সূক্ষ্মভাবে গুড়া করে সবুজ বীজের তেলের সাথে মিশিয়ে কানের ড্রপ হিসাবে তিন ফোঁটা ব্যবহার করলে, , এটি ঠান্ডা লক্ষণ, পেট ফাঁপা এবং বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে সাহায্য করে ।

যখন কালো বীজ ভাজা হয় এবং সূক্ষ্ম গুড়া করা ও তেলে ভিজিয়ে তার ড্রপ বা ফোটা নাক দিয়ে দেওয়া হয়, এটি শীতকালীন অতিরিক্ত হাঁচির বিরুদ্ধে সাহায্য করবে।
কালো বীজ পুড়িয়ে মেহেদি বা আইরিস তেল (তরবারির মত পাতা বিশিষ্ট গাছ বিশেষ) সহ গলানো মোমে মেশানো হয় এবং ভিনেগার দিয়ে ত্বক ধোয়ার পর এটি পায়ের ত্বকের ক্ষত সরাতে সহায়তা করে।

যখন কালো বীজগুলি ভিনেগারে চূর্ণ করা হয় এবং কুষ্ঠ ত্বকে, কালো রং দ্বারা আক্রান্ত চামড়ার উপর ও এবং মাথার উপর যা খুশকির দ্বারা আক্রান্ত তাতে লাগান হয়, এটি এই রোগগুলি থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করে।

যখন কালো বীজগুলি সূক্ষ্মভাবে গুড়া করা হয় মাটি এবং প্রতিদিন এটির প্রায় পঁচিশ গ্রাম ঠান্ডা পানি দিয়ে খাওয়া হয় , এটি তাৎক্ষণিকভাবে রবি প্রোষ্টেটেরড(পাগলা) কুকুরের কামড়ের বিরুদ্ধে সহায়তা করে এবং হাইড্রোফোবিয়ার (জলাতঙ্ক) ফলে মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে।
কেউ নাকের মধ্যে কালো বীজের তেল নিলে মুখের পক্ষাঘাত এবং টিটেনাসের(ধনুষ্টঙ্কার) বিরুদ্ধে সাহায্য করবে তাদের কারণগুলি অপসারণ করে। পরিশেষে, যখন কালো বীজ

পোড়ানো হয়, তা বিষাক্ত জন্তুদের দমন বা তাড়াতে সহায়তা করে।

যখন ফারসি সূরমা পানিতে দ্রবীভূত করে গলার ভিতরে দিয়ে কাল বীজ ছিটানো হলে, এটি কার্যকর ভাবে অর্শ্বরোগ দূর করে।
আরও অনেক সুবিধা রয়েছে শুনিজের। আমাদের বলা উচিত যে ডোজটি প্রায় হওয়া উচিত পঁচিশ গ্রাম, কেউ কেউ দাবি করেন যে অতিরিক্ত মাত্রায় হলে এটি মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

3. হারির (সিল্ক)

আমরা উল্লেখ করেছি যে নবী(স) আজ-জুবায়ের ও আবদুর-রহমান ইবনে আউফ(রা) সিল্ক পরেছেন কারণ ফুসকুড়িতে ভোগার কারনে। আমরা রেশমের উপকারিতা রেশম (সিল্ক) অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি ।

## ৪. হার্ফ رشاد ،الثُّفَّاء (শাক)

আবু হানিফা আদ-দায়নোরি বলেছিলেন, "শাকের বীজ প্রতিকারে ব্যবহৃত হয় এবং এগুলিকে আথ-থুফ্ফা বলা হয়, যা নবী করীম (সা) এর উল্লেখ করেছেন। এর উদ্ভিদটিকে আল-হার্ফ বলা হয়।
রাশাদ বীজ এর জনপ্রিয় নাম। আবু উবায়দ বলেছেন যে আথ-ছুফ্ফা হল ‘হার্ফ’ ।

আবু হানীফা (র) যে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন তা আবু উবায় এবং অন্যান্য আলেমগণ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যে নবী (স) বলেছেন:

ماذا في الأمَرّين من الشفاء! : الثُّفَّاء والصَّبِر (وابضًا البيهقي 346/9)

"দুটি তিতা প্রতিকারে কত না আরোগ্য আছে: ছুফ্ফা এবং ঘৃতকুমারী। "

শাক তৃতীয় মাত্রার গরম এবং শুকনো এবং এটি পেট গরম এবং শিথিল করে, বিভিন্ন ধরণের কৃমি অপসারণ করে, প্লীহা টিউমার পচে ফেলে, যৌন উত্তেজক এবং খোস পাড়ার এবং হার্পিস এর ক্ষত নিরাময় করে।
যখন হার্ফ (শাক) পাশাপাশি মধুর সাথে ব্যান্ডেজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এটি প্লীহা টিউমার পচে যায়।

যখন মেহেদি দিয়ে রান্না করা হয়, এটি বুকে ক্ষতিকারক পদার্থ নিষ্কাশন করে।

পানীয় হিসাবে গ্রহণ করলে এটি বিষাক্ত কামড় এবং হুলের বিরুদ্ধে সাহায্য করে।

এটি পুড়ানো হলে, এর ধোঁয়া বিষাক্ত জন্তু তাড়ায় এবং চুল পড়া রোধ করে।

এছাড়াও এটি বার্লি ময়দা এবং ভিনেগার মিশ্রিত করে যখন ব্যান্ডেজ হিসাবে ব্যবহার করা হয় এটি সাইটিক স্নায়ুর জন্য ও গরম টিউমার পচনে সহায়তা করে।

আরও, যখন এটি পানির সাথে ব্যান্ডেজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এটি ফোড়াকে পরিপক্কতায় নিয়ে আসে এবং বিভিন্ন অঙ্গের শিথিলতা দূর করে, যৌনতা শক্তিশালী এবং ক্ষুধা উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে।

যখন কেউ এটি পান করে বা এটির সাথে ইনজেকশন দেওয়া হয়, নিষ্কাশন শক্তির কারণে সাহায্য করে হাঁপানির বিরুদ্ধে, শ্বাস-প্রশ্বাসের কাঠিন্য মুক্তি দেয়, প্লীহা বৃদ্ধি দূর করে, বুক পরিষ্কার করে এবং মাসিক ঋতুপ্রবাহ বৃদ্ধি করে, সায়্যাটিক নার্ভের ব্যথায় সহায়তা করে ও পৃষ্ঠদেশের গর্ত দূর করে।

এটি ছাড়াও কফ থেকে বুকে এবং ফুসফুসকে শুদ্ধ করে।

ক্রেস যখন পিষে উষ্ণ পানির পানীয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়, এটি একটি রেচক হিসাবে কাজ করবে, পেট ফাঁপা পচায় এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য সৃষ্ট ব্যথার বিরুদ্ধে সাহায্য করে।

তদ্ব্যতীত, ছাড়াও কুষ্ঠরোগের বিরুদ্ধে সাহায্য করে যখন এটি পিষে পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

যখন ক্রিস ভিনেগারের সাথে মিশ্রিত করে কুষ্ঠ ত্বকে এবং সাদাটে চামড়ায় মলম হিসাবে ব্যবহৃত হলে এটি তা থেকে মুক্তি দিতে সহায়তা করে।

এটা মাথাব্যথা উপশম করে যা সর্দি-কাশির ও কফ জমার কারণে সৃষ্ট হয়।

যখন এটি ভাজা হয় এবং পানি দিয়ে পান করা হয় তাতে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, বিশেষত যখন এটি গুড়া করা হয় না, ভাজা হলে গেলে এটা নরম হয়।

গ্যালিনাস বলেছেন যে ক্রেসের শক্তি, "এটি সরিষার দানার কার্যকারিতার মত। সুতরাং এটি নিতম্বের ব্যথা, যা 'নাসা' বলে পরিচিত এবং মাথা ব্যথা জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। যেহেতু, এই লক্ষণগুলির প্রতিটির তাপ প্রয়োজন সরিষার বীজের মত। কখনও কখনও, এটি অন্যান্য প্রতিকারের সাথে মিশ্রিত করে হাঁপানির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় যেহেতু জানা যায় যে এটি ঘন মিশ্রণ দ্রবীভূত করে সরিষার বীজের মত। সব ক্ষেত্রেই এটি সরিষার বীজের সাথে মত।"

## ৫. 'হালবাহ' حلبة(মেথি)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসকে (রা) একবার দেখতে গেলেন যখন তিনি মক্কায় অসুস্থ ছিলেন এবং তিনি একজন ডাক্তারকে পরীক্ষা করার জন্য নিয়ে আনতে বললেন তারা আল –হারিথ বিন কালাদাহকে আনলেন। তিনি তাঁকে পরীক্ষা করে বললেন, "তার কোনও ক্ষতিকর কিছু নেই, কিছু খেজুরের সাথে মেথি রান্না করে তাঁকে খেতে দিন। ” সাদ তা করলেন এবং তারপরে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন।

হুলবাহ (মেথি) দ্বিতীয় মাত্রার গরম এবং এটি শুকনো প্রথম মাত্রার।

মেথি পানিতে রান্না করলে তা গলা, বুক এবং পেটকে নরম করুন। এটি কাশি, শুষ্কতা, হাঁপানি, শ্বাস প্রশ্বাসের কাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয় এবং যৌন চাহিদা বৃদ্ধি করে। এটি মুক্তি দেয় পেট ফাঁপা, কফ, পাইলস এবং অন্ত্রে জমে থাকা বিভিন্ন পদার্থ থেকে।

এটি বুক থেকে কফ দ্রবীভূত করে এবং গ্যাস্ট্রিক আলসার এবং ফুসফুসের রোগের বিরুদ্ধে সাহায্য করে।

হুলবাহ কিছু ঘি এবং ফানিথের সাথে মিশিয়ে অন্ত্র নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

মেথি পাঁচটি মাপে পান করলে, এটি ঋতুস্রাবের প্রবাহ বাড়িয়ে তুলবে এবং যখন এটি রান্না করে চুল ধুয়া হয়, এটি তা কোঁকড়ানো করে এবং খুশকি দূর করবে।

মেথির ময়দা কিছু ভিনেগারের এবং ন্যাট্রোনের (খনিজ লবন বিশেষ) সাথে মিশিয়ে প্লীহা টিউমারের উপর ব্যান্ডেজ হিসাবে ব্যবহার করলে , এটি দ্রবীভূত হবে। এছাড়াও,যে মহিলা যোনিতে টিউমারের জন্য ব্যথায় ভুগছেন, যদি মেথি সহ রান্না করা পানিতে বসে তবে উপকার করবে।

এটি যদি ঠান্ডা এবং শক্ত টিউমারের উপর ব্যান্ডেজ হিসাবে ব্যবহার করা হয় , টিউমারগুলি দ্রবীভূত করতে সহায়তা করবে।

তদ্ব্যতীত, যখন এর পানি পান করা হয়, তখন এটি বায়বীয় পদার্থ জমে পেটে ব্যথার বিরুদ্ধে সহায়তা করবে এবং অন্ত্র পরিষ্কার করবে।

যখন কেউ মধু, খেজুর বা ডুমুরে রান্না করা মেথি খায় খালি পেটে , এটি কফ দ্রবীভূত করবে যা বুক ও পেটে জমে এবং কাশি দূর করতে সহায়তা যা এই অসুস্থতার সাথে আসে।

হুলবাহ প্রস্রাব জমে থাকার উপশম এবং রেচক হিসাবে কাজ করে। যখন এটি ক্ষয়ে যাওয়া নখের উপরে

রাখা হয়, এটির নিরাময় করে। যখন এর তেল চরম ঠান্ডায় ফাটা ত্বকে সহায়তা করে, যখন এটি মোমের সাথে মিশান হয়। হুলবাহ (মেথি) আরও অনেক উপকার রয়েছে।

কিছু চিকিৎসক বলেন, "মানুষ যদি এর উপকারিতা জানত, তারা এটি সোনার ওজন মূল্যে এটি কিনত।
"

# " خ "

## ১. খুবজ خُبزة (রুটি)

সহিহে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

تكون الأرضُ يوم القيامة خبزةً واحدة، يتكفّؤُها الجبّار بيده أأحدكم خبزته في السّفر نزلا الأهل الجنة( البخاري: 652)

"কিয়ামতের দিন পৃথিবী দেখতে পাবে এক টুকরো রুটির মতো হবে। যা পরাক্রমশালী তাঁর হাত দিয়ে জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হিসাবে প্রস্তুত করবেন। "

একটি নকল হাদীস যা ছুরি দিয়ে রুটি কাটা অনুমোদন করে না। এর সাথে আরও একটি নকল হাদিস রয়েছে যা ছুরি দিয়ে মাংশ কাটা অনুমোদন করেনা।

(এর পর বই পৃ :৩২৩)

**পরের অংশে....... 322**

**386-400(B322-331 )**

মুহানা বলেন যে তিনি ইমাম আহমাদ(র) কে জিজ্ঞাসা করলেন আয়েশা(রা) থেকে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে,

যে নবী মাংস কাটতে ছুরি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন,কারণ এটি অনারবদের কাজ। ইমাম আহমদ (র) বলেন এটি সঠিক নয় এবং এটি 'আমর ইবনে উমাইয়া ও আল -মুগিরাহ(রা) দ্বারা বর্ণিত হাদীসের বিপরীত। । হাদিস যা তিনি উল্লেখ করেছেন যে, 'আমর ইবনে উমাইয়াহ বর্ণনা করেছেন,যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্লেড দিয়ে ছোট টুকরা করে ভেড়ীর মাংস কাটতেন। এ ছাড়া, আল -মুগিরাহ(রা) বর্ণনা করেছেন যে যখন তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর অতিথি হতে বললেন, তিনি এক টুকরো মাংস সিদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তারপর একটি ফলক দিয়ে মাংস কাটা শুরু করলেন।

সেরা রুটি হ'ল গাজালাযুক্ত এবং দলিত। তার পর চুরার রুটি, তারপরে শেঁকা রুটি, তারপর ছাইয়ের নীচে রান্না করা গরম রুটি , তাজা ময়দার ।

সর্বাধিক পুষ্টিকর রুটি হ'ল সুজি আটার রুটি, কারণ এটি ধীরে ধীরে হজম হয় এবং এটির অতিরিক্ত পরিমাণে ভূষি নাই। তারপরে রয়েছে থড়ি রুটি এবং সবশেষে কালো রুটি।

রুটি খাওয়ার সেরা সময়টি হল দিনের শেষ অংশ, যখন এটি শেঁকা হয়। শুকনো রুটির বিপরীতে, নরম রুটি হালকা, আরও পুষ্টিকর, আর্দ্রতাযুক্ত এবং দ্রুত হজম হয়।

ডাল্লরুটিএইটি রুটি দ্বিতীয় ডিগ্রীতে গরম এবং এটি

আর্দ্রতা এবং শুষ্কতা সম্পর্কে হালকা, আগুন দ্বারা শুকানো না হলে।

গমের রুটি দ্বিতীয় মাত্রার গরম , কম আদ্র ও শূকনা যতক্ষন না আগুনে শুকানো হয়। তা ছাড়া শরীর দ্রুত মেদ বৃদ্ধি করে ।কাতায়াইফ (প্যানকেক বা ডিমের বড়ার অনুরূপ) একটি ঘন অবস্থার সৃষ্টি করে, যখন ব্রেড পেটে ফুলে উঠে এবং হজমে অসুবিধা করে।

দুধ দিয়ে তৈরী রুটি বাধা সৃষ্টি করে ও হজম করা কঠিন।

বার্লি রুটি ঠান্ডা এবং শুকনো প্রথম মাত্রার এবং এটি গমের রুটির মতো পুষ্টিকর নয়।

## 2.খাল্লা الخَلُّ (ভিনেগার)

মুসলিম তার সহীহতে বর্ণনা করেছেন, যে জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা) বললেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীকে খাবারের জন্য বললেন এবং তিনি (রা) বললেন, যে আমার কাছে ভিনেগার রয়েছে। তিনি(স) এর কিছু চাইলেন এবং এটি দিয়ে খাওয়া শুরু করে বলেছিলেন :

نعم الأدامُ الخلُّ (مسلم : 2052)

" কী ভাল খাবার ভিনেগার " ( তিনি এটি খেয়েছিলেন রুটি সহ। )

থালি একটি পদার্থ যা গরম এবং ঠান্ডা উভয়ই,যদিও ঠান্ডা বেশি । তৃতীয় মাত্রার শুকনা এবং একটি শক্তিশালী শুকানোর পদার্থ। ভিনেগার শরীর মশৃণ এবং প্রকৃতি নরম করে।

মদ ভিনেগার গ্যাস্ট্রিক প্রদানের ও পিত্তের বিরুদ্ধে সাহায্য করে এবং বিষাক্ত ওষুধগুলির ক্ষতিরোধ করে। এটি দুধ পচন করে এবং রক্ত জমাট বাঁধে, এবং প্লীহকে সাহায্য করে, পেটের প্রলেপ দেয়, কোষ্ঠকাঠিন্য, তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং টিউমারগুলি হতে বাধা দেয়। এটি হজম প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে, কফের বিরুদ্ধে কাজ করে, ঘন খাবারকে নরম করে ও রক্ত পাতলা করে।

যখন ভিনেগার নুন দিয়ে পান করা হয় , এটি সাহায্য করবে বিষাক্ত মাশরুমের বিরুদ্ধে। ভিনেগার চুমুক দিয়ে খাওয়া হয়, এটি চোয়ালের জমাটবাঁধা রক্ত দ্রবীভূত করবে। যখন কেউ গরম ভিনেগার দিয়ে মুখ কুলি করে , এটি দাঁতে ব্যথা উপশম করে এবং মারিকে শক্তিশালী করে।

ভিনেগার পাশাপাশি একটি আঙুলের পচনের বিরুদ্ধে সহায়তা করে যখন এটির সাথে মাখানো হয়, এবং গরম ফুটকুড়ি, টিউমার, পোড়া থেকে মুক্তি দেয়।
ভিনেগার ক্ষুধা উদ্দীপক, পেটকে নরম করে এবং তরুণদের পক্ষে অনুকূল এবং যারা উষ্ণ অঞ্চলে থাকেন তাদের জন্য।

## ৩. খিলাল (টুথপিক)

টুথপিকস মাড়ি এবং দাঁতের জন্য সহায়ক এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে এবং শ্বাসকে সতেজ রাখতে সহায়তা করে।

জলপাই কাঠের টুথপিকগ সবার সেরা। নল খাগরা, মেদি গাছ, মর্টেল বা তুলসী ব্যবহার না করা উচিত। হয় না

# " د "

## 1. ডুহন الدهون (ফ্যাট বা গ্রিজ)

চর্বি শরীরের ছিদ্রগুলি বন্ধ করে এবং ত্বক পচন থেকে প্রতিরোধ করে।

যখন গরম জল দিয়ে গোসল করার পর ব্যবহার করা হয় তখন এটি শরীর মসৃণ করে ও আর্দ্রতা আনে।

চুল চর্বি লাগান হলে শোভিত করবে এবং চুল দীর্ঘ করে।

এ ছাড়াও হামের বিরুদ্ধেও সহায়তা করে এবং বেশিরভাগ অন্যান্য রোগ যা চুলকে প্রভাবিত করতে পারে তা প্রতিরোধ করে।

আত-তিরমিযী (র) বর্ণনা করেছেন যে আবু হুরায়রাহ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বলেছেন যে তিনি বলেছেন:

كلو الزيت، وادّهنوابه ( ابن ماجه 332)

"তোমরা খাবারে এবং মলম হিসাবে গ্রীস ব্যবহার কর।"

উষ্ণ অঞ্চলে যেমন হিজাজ, চর্বি স্বাস্থ্যের অন্যতম সেরা সংরক্ষক এবং প্রতিকার হিসাবে কাজ করে। এ জাতীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য এটি প্রয়োজনীয় করে তোলে। এর জন্যযারা শীতল অঞ্চলে থাকেন, এটি তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। আমাদের উল্লেখ করা উচিত যে মাথায় নিয়মিত গ্রিজ ব্যবহার করা দৃষ্টির ক্ষতি হয়।

সবচেয়ে উপকারী সহজ ধরণের চর্বি, নিয়মিত তেল, তারপরে চর্বি এবং পরে তিলের তেল।

যৌগিক চর্বি ভিজা এবং ঠান্ডা হয় যেমন ভায়োলেট , যা সাহায্য করে গরম মাথাব্যথার বিরুদ্ধে এবং চোখে ঘুম আনে। মস্তিষ্কে আদ্রতা সংযোজন করে, ফাটলের এবং ত্বকের অতিরিক্ত শুষ্কতার বিরুদ্ধে সহায়তা করে।

এটি পাশাপাশি খোশ পাচড়া এবং শুকনো দাগের বিরুদ্ধে উপকারী মলম।

জয়েন্টগুলি নমনীয় হতে সাহায্য করে। এটি ছাড়াও গ্রীষ্মকালে যারা গরম থাকে চায় তাদের জন্য

উপযুক্ত।

কিছু ধরণের যৌগিক গ্রীস গরম এবং ভিজা ,যেমন বেন-গাছের গ্রিজ, যা সাদা রঙের বীজের নির্যাস দেখতে ধূসর এবং এটি চিটচিটে ও চর্বিযুক্ত। এই জাতীয় গ্রীস স্নায়ু শিথিল করে এবং সাহায্য করে কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় ত্বকের দাগ এবং রঙের অভাব বিরুদ্ধে।

এটি অতিরিক্ত পুরু কফ সড়ায়, গ্রন্থিসন্ধি নরম করে তোলে, স্নায়ুর স্নিগ্ধতা এবং উত্তাপ বাড়ায়, এটি দাঁত পরিষ্কার করে,তা চকচকে করে তোলে এবং ক্ষয়ের বিরুদ্ধে তাদের সহায়তা করে।

এছাড়াও যে কেউ বেন গাছের চর্বি দিয়ে তার মাথা এবং মুখে মাখে তার হাম বা ফাটল হবে না।

এটির যৌন অঙ্গ এবং উরুসন্ধি মাখলে কিডনির ঠান্ডা এবং টপ টপ করে প্রস্তাব পড়ার বিরুদ্ধে সাহায্য করে।

# “ ذ “

## 1. যারিরাহ (কচু জাতিয় উদ্ভিদ )

সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে বিদায় হজের সময় আয়েশা (রা) বলেছিলেন, তিনি রাসূল (স) যারিরাহ সুগন্ধি মাখিয়ে দিলেন ইহরামের জন্য ।

আমরা যারিরাহ এবং এর উপকারিতা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

## ২. জুবাবাহ ذُبابَة (মাছি)

আমরা আবু হুরায়রাহর(রা) হাদীসটি উল্লেখ করেছি সাহিহাইন থেকে, রাসূল (সাঃ) এর গৃহপালিত মাছি খাবার বা পানীয়তে ডুবিয়ে দেওয়ার বিষয়ের নির্দেশ সম্পর্কে, এর ডানায় বহন করা প্রতিষেধক সহ, যখন খাবারে পড়ে । এই প্রতিষেধক বিষের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে যা মাছি যে ডানায় বিষ বহন করে তার বিপরীতে ডানায় বহন করে, ।

আমরা এছাড়াও মাছির উপকারিতা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

# ৩.জাহাব ذهب (সোনা)

আবু দাউদ ও আত-তিরমিযী (র) বর্ণনা করেছেন যে, নবী(স) আরফাজাহ বিন আসাদকে (রা) , কুলাবের যুদ্ধের সময় যার নাক হারিয়েছিল এবং একটিসূরা রুপার নাক তৈরি করে ব্যবহার করতে হয়েছিল যা পচে গিয়েছিল। তিনি সোনার তৈরি নাক পরার জন্য তৈরী করেছিলেন।

আরফাজাহ কেবল এই একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

সোনার এই পৃথিবী এবং এর জীবনের আনন্দের মূল্যবান উপাদান হিসাবে অবস্থান দখল করে আছে যা অন্তরে আনন্দ এবং পিছনে শক্তি যোগায়। এটি এছাড়াও আল্লাহর গোপন রহস্য তাঁর পৃথিবীতে। সোনার উপযুক্ত সমস্ত ধরণের পরিবেশ এবং এটি একটি নরম উষ্ণতা রয়েছে যা বিভিন্ন হালকা এবং প্রশংসনীয় উপায়ে ব্যবহৃত হয়। ইহা সমস্ত খনিজ পদার্থের সর্বাধিক হালকা ।

সোনা মাটিতে পুঁতে দিলে বালু এর কোন ক্ষতি করে না।

যখন সোনার কিছু প্রতিকারে ব্যবহৃত হয়,এটি দুর্বল হৃদয় এবং কালো পিত্তের সৃষ্ট হৃদ কম্পন নিরাময় করতে সহায়তা করে। এটি ছাড়াও আবেশ, দুঃখ, হতাশা, ভয় এবং ভালবাসা বিরুদ্ধে সাহায্য করে।

এটা শরীরের মধ্যে মেদ আনে , ম্লানতা দূর করে এবং রঙ হালকা করে।

এটি কুষ্ঠরোগ এবং কালো পিত্ত সহ বিভিন্ন বিরুদ্ধেও সহায়তা করে।

পান করলে বা মলম হিসাবে ব্যবহার করলে, সোনার অ্যালোপিকার জন্য ( মাথার ত্বকের ত্বকের রোগ ) ও এবং সাপের কামড়ের প্রতিকারের একটি কার্যকর উপাদান।

এটি চোখ পরিষ্কার এবং শক্তিশালী করে। এছাড়াও বিভিন্ন অঙ্গের অসুস্থতার বিরুদ্ধে সাহায্য করে ও শক্তি আনে।

মুখের দুর্গন্ধ দূর করে যদি কেউ তার মুখে সোনা ধরে রাখে। এ ছাড়া যাদের এমন রোগ রয়েছে যার জন্য দাগ দেওয়া প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যে স্বর্ণ ব্যবহার করলে দ্রুত নিরাময় হবে এবং ক্ষতটি ফোসকায় ঢেকে

যাবে না।

স্বর্ণ যখন কোহল হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এটি চোখকে পরিষ্কার এবং শক্তিশালী করে। যখন সোনার রিং উত্তপ্ত করে কবুতর ডানায় লাগান হয়, কবুতরগুলি তাদের বাড়িতে অভ্যস্ত হয় এবং বাড়ি ত্যাগ করবে না।

স্বর্ণ হৃদয় শক্তিশালী করণে বিশেষভাবে কার্যকর কার্যকর এবং এই কারণেই যুদ্ধের সময় এবং ও শান্তির সময়ে এটি অনুমোদিত ,যদি বিপরীত কোন কারণ না থাকে।

আত-তিরমিযী (রা) বর্ণনা করেছেন যে বুরাইদা আল- আশরী (রা) বলেন, আল্লাহর রসূল (স) যেদিন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন ( মক্কা বিজয়ের দিন ) তার তরবারীতে স্বর্ণ ও রূপা সহ।

স্বর্ণ হৃদয়ের এমন প্রিয়তম বিষয় যা যখন তারা এটি অর্জন করে, মানুষের পক্ষে যথেষ্ট হয় পার্থিব জীবনের অন্যান্য প্রিয় বস্তুগুলি ভুলে যাওয়ায়।

আল্লাহ বলেন:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ

" মানুষের পক্ষে মনোরম ঠেকে নারীদের সাহচর্যের প্রতি আকর্ষণ, ও সন্তানসন্ততির, ও সোনারুপার জমানো ভান্ডারের, ও সুশিক্ষিত ঘোড়া ও গবাদি-পশুর ও ক্ষেতখামারের।...." (3:14)

এছাড়াও, সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لو كان لابن آدم وادٍ من ذهب : لابْتغَى اليه ثانيًا. ولو كان له ثانٍ : لابتغى ثالثًا. ولا يملأُ جوف ابن آدم إلا التُّرب ; ويتوب الله على من تاب ( البخاري : 6439)

"আদমের পুত্রের সোনার উপত্যকা থাকতথাকততবে সে আর একটি চাইত। যদি দু'টি থাকত তৃতীয়টি চাইত।

কিছুই আদমের পুত্রের পেট ভরায় না ময়লা ব্যতীত এবং আল্লাহ তওবাকারীদের ক্ষমা করেন।

সোনার সবচেয়ে বড় বাধা যা মানবজাতি এবং কেয়ামতের দিবসে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনের মাঝে দাঁড়ায়। এটি সাথে সবচেয়ে বড় সম্পদ যার জন্য মানুষ আল্লাহকে অমান্য করে। সোনার কারণে,

গর্ভের সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে, রক্তপাত হয়েছে ,নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়েছে, অধিকার অন্যায়ভাবে নেওয়া হয়েছে এবং দাসরা একে অপরের বিরুদ্ধে অন্যায় করেছে। সোনার এই পৃথিবী এবং এর জীবন ও স্বল্পতা পছন্দ করার এবং পরের জীবনকে ও আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্য এতে যা প্রস্তুত রেখেছেন তা অপছন্দ করার ও পিছনের কারণ।

সোনার সাথে, অনেক সত্যকে সমাহিত করা হয়েছিল ও হয়েছে। অনেক মিথ্যা জীবনে পুনরুত্থিত হয়েছে, বহু অন্যায় কারী মানুষকে সমর্থন দেওয়া হয়েছে এবং অনেক নিরীহ লোকের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়েছিল এবং হচ্ছে।

## “ ر “

### ।. পাকা খেজুর رُطب (Rutab)

আল্লাহ মরিয়মকে(আ) বললেনঃ

**وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا(25)** فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۚ...(26)

"আর খেজুর গাছের কান্ডটি তোমার দিকে টানতে থাক, এটি তোমার উপরে টাটকা-পাকা খেজুর ফেলবে।সুতরাং খাও ও পান করো এবং চোখ জুড়াও। "(19: 25-26)

এছাড়াও সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর(রা) বলেছেন: “ আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাকা খেজুর খাচ্ছেন।“

আবু দাউদ অতিরিক্তভাবে তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন, আনাস (রা) বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রোজা ভাঙতেন কিছু পাকা খেজুর দিয়ে এবং যদি সে না থাকত তবে শুকনো খেজুর আর যদি শুকনো খেজুরও না থাকত তবে তিনি থাকতেন বেশ কয়েক চুমুক পানি পান করতেন। “

পাকা খেজুরগুলি হ'ল পানির মতো, গরম এবং ভিজা এবং তারা ঠান্ডা পেট জন্য অনুকূল এবং

শক্তিশালী,বীর্য এবং উর্বরতা বর্দ্ধক, উপযুক্ত ঠান্ডা মেজাজের জন্য এবং খুব পুষ্টিকর।

পাকা খেজুর বিশেষত আল-মদিনার মানুষের জন্য সেরা ধরণের ফল
এবং অন্য সকলের জন্য যেখানে পাকা খেজুর উৎপন্ন হয়। এটি শরীরের জন্য একটি উপকারী এছাড়াও ফল, যদিও পাকা খেজুর দ্রুত পেটে হজম হয়, যারা খাওয়ায় অভ্যস্ত নয় এবং রক্তের পচন ধরে। এ ছাড়া অতিরিক্ত পাকা খেজুর মাথা ব্যথা, কালো পিত্ত এবং দাঁতের ক্ষতি করে। অক্সিমেল (সাকানজাবিন) অতিরিক্ত পাকা খেজুরের প্রদাহ প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার রোজা ভাঙতেন, তখন প্রথম পাকা বা শুকনো খেজুর খেতেন, বা কিছু পানি পান করতেন। এটি একটি উত্তম সিদ্ধান্ত, কারণ উপবাস পেট খালি করে এইভাবে যকৃতের পর্যাপ্ত শক্তির সন্ধান পাবে না, যা এটি বিভিন্ন অঙ্গে স্থানান্তর করতে পারে। লিভারে পৌঁছানোর জন্য মিষ্টি হ'ল দ্রুততম খাবার এবং লিভারের অনুকুল, বিশেষত যখন কেউ পাকা খেজুর খায়, লিভার এটিকে আরও বেশি গ্রহণ করে ,এর থেকে উপকার গ্রহন করে এবং তারপরে এই শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে স্থানান্তরিত করে। যদি পাকা খেজুর পাওয়া না যায়, শুকনো খেজুর খাওয়া উচিত কারণ তা মিষ্টি এবং পুষ্টিকর। অন্যথায়, কিছু প্রশ্ন পানি চুমুক দিলে রোজা ভাঙবে ও পেটের উত্তাপ দ্রুত নিভিয়ে ফেলবে। খাবারের রুচি তখন বাড়বে ও খাদ্য গ্রহণ (ও হজম) করতে প্রস্তুত হবে।

## ২. পুদিনা ريحان (মেদি গাছ / তুলসি)

আল্লাহ বলেছেন:

فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ(88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ(89)

যদি সে নৈকট্যশীলদের একজন হয়; তবে তার জন্যে আছে সুখ, উত্তম রিযিক এবং নেয়ামতে ভরা উদ্যান।(56:88-89)

## وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ(12)

"আর আছে খোসা ও সুগন্ধি দানা-থাকা শস্য। "(55:12)

মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে নবী (স) বলেন:

من عرض عليه ريحانٌ فلا يرده : فإنه خفيف المحل، طيِّب الرائحةِ (مسلم : 2253)

"যাকে রায়হান দেওয়া হয়, উচিত নয়. এটি প্রত্যাখান করা, কারণ এটি ব্যবহার করা সহজ এবং ভাল গন্ধ রয়েছে। "(মুসলিম)

ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন যে, উসামাহ (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বলেন যে:

ألامسمّرٌ للجنّة ; فإن الجنّة لا خطر لها، هي – وربِّ الكعبة نورٌ يتلأُ و ريحانٌ تهتزُّ، وقصرٌ مسيدٌ، ونهرٌ مطَّردٌ ،متمرةٌ نضيحةٌ ،وزوجةٌ حشناءُ جملةٌ ،وحُلَلٌ كثيرةَ،في مقامٍ أبدًا، حبرةٍ و نضرةٍ، في دُورٍ عليهٍ سليمةِ بهيّة (ابن ماجه : 4332)

"এমন কেউ আছে যে জান্নাতে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত? কারণ জান্নাতই ভাল (এবং খাঁটি)। এটা, কাবাঘরের পালনকর্তার , একটি জ্বলজ্বল আলো, একটি মিটিমিটি উজ্জ্বল রায়হান, একটি বিলাসবহুল প্রাসাদ, একটি চলমান নদী, একটি পাকা খেজুর, এবং একটি সুন্দর, প্রেমময়ী স্ত্রী। এটির অনেকগুলি ঘর রয়েছে, অনন্তকাল বসবাসের বাসস্থান, ফল,শাকসব্জী, স্বাচ্ছন্দ্য এবং অনুগ্রহের একটি সমুচ্চ,আরামদায়ক আবাস। "

তারা বলল, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমরা এর জন্য প্রস্তুত! ' তিনি বললেনঃ বল, আল্লাহর আদেশে। তারা বলেছিল,আল্লাহর আদেশে।' "

প্রতিটি উদ্ভিদ যা সুগন্ধযুক্ত তাকে রায়হান বলে। অতএব, প্রতিটি অঞ্চল গাছের একটি নির্দিষ্ট নাম দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমের লোকেরা, পাশাপাশি আরবরাও সুগন্ধযুক্ত গাছপালাকে রায়হান বলে।

ইরাক ও শামের মানুষ একে 'হিবক' বলে (এক ধরণের পুদিনা ) ।

রায়হান প্রথম মাত্রার ঠান্ডা এবং শুকনো দ্বিতীয় ম্যাচে মাত্রার। এটি কয়েকটি গুণাবলী মিশ্রণ, যার বেশিরভাগই মাটির ঠান্ডার সারাংশ নিয়ে গঠিত।

রায়হান এ ছাড়াও একটি নরম গরম পদার্থ আছ। এটি মাথা শুকায় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য করায় কার্যকর।

মার্টল পিত্ত ডায়রিয়া প্রতিরোধ করে এবং গরমকে ছড়িয়ে দেয়। যখন গন্ধ পাওয়া যায়। এর ঘ্রাণ হৃদয়কে স্বস্তি দেয় এবং বিভিন্ন অসুস্থতা প্রতিরোধ করে, বিশেষত যখন গাছটি গৃহের চারপাশে ছড়িয়ে থাকে।

এছাড়াও, রায়হান টিউমার নিরাময় করে, যা দু'টি বৃক্ক নালীতে হয় ও ঘিরে আবদ্ধ করে রাখে। টাটকা রায়হান পাতা পিষে, ভিনেগার মিশ্রিত করে মাথায় রাখলে, নাকের রক্তপাত বন্ধ করবে। যখন শুকনো পাতা গুরা করা হয় এবং ক্ষতে ছিটিয়ে দেওয়া এটি নিরাময় করে এবং দুর্বল অঙ্গকে সহায়তা করে ব্যান্ডেজ হিসাবে ব্যবহৃত হলে, সেপটিক আঙুল উপশম করে এবং হাত এবং পায়ের দাগ এবং আলসার নিরাময় করে।

রায়হান যখন দেহে ঘষেত ব্যবহার করা হয় ঘাম দূর হয়, অতিরিক্ত আর্দ্রতা শুকিয়ে যায় এবং বগলের গন্ধ দূর করে। যখন কেউ রায়হান মিশ্রিত রান্না করা পানিতে বসে, এটি নিতম্বের বিরুদ্ধে এবং যোনি এবং দুর্বল জয়েন্টগুলি সংক্রমণের এবং ক্ষেতের উপর ছড়িয়ে দিলে ভাঙ্গা হাড়ের নিরাময় করবে।

এছাড়াও, রায়হান মাথার খুশকি দূর করতে সহায়তা করে,ভেজা আলসার এবং দাগকেটে দূর করে । এটি চুল পড়ার বিরুদ্ধে চুলকে সহায়তা করে এবং কালো করে।

রায়হান পাতা যখন অল্প পানি দিয়ে পিষে তারপরে কিছু তেল বা গোলাপের গ্রীস মিশ্রিত করে তাজা ক্ষত, ঘা, এরিসিপালাস (ত্বকের সংক্রমণ),তীব্র টিউমার(ফোলা), ছত্রাক (পরজীবী) এবং অশ্বরোগের বিরুদ্ধে ব্যান্ডেজ হিসাবে ব্যবহারের উপযুক্ত ।

রায়হান বীজ কাশের সাথে রক্ত আসার বিরুদ্ধেও সহায়তা করে (হেমোপটাইসিস)। এটি ছাড়াও পেটে আবরন দেয় এবং পেট বা বুকে ক্ষতি করে না, এগুলি পরিষ্কার করে। এটি ছাড়াও ডায়রিয়া এবং কাশি বিরুদ্ধে সাহায্য করে এবং এটি একটি বিশেষ গুণ, যা অন্যান্য ওষুধে খুব কমই পাওয়া যায়। রায়হান বীজ প্রস্রাব বৃদ্ধি এবং মূত্রথলির প্রদাহ নিরাময় করতে সহায়তা করে, মাকড়সার কামড় এবং বিচ্ছু হুলের প্রতিকার। দাঁত পরিষ্কার করতে রায়হানের শিকড় ব্যবহার ক্ষতিকারক।

400

## 400-430 (বই 331- )

পার্সিয়ান রায়হান, যা হিব্ব নামেও পরিচিত, গরম হয়, এবং যখন এটিতে পানির ছিটানো হলে এবং তারপরে ঠান্ডা হতে দেওয়া হয়, এর ঘ্রাণ নেওয়া হয় মাথা ব্যথার বিরুদ্ধে সহায়তা করে । এটি ছাড়াও এটি ধরনের দৈনিক

পার্সিয়ান রায়হানের বীজগুলি পিত্ত ও পেটের ডায়রিয়া নিরাময় করে, হৃদয়কে শক্তিশালী করে এবং কালো পিত্তরোগের বিরুদ্ধে সহায়তা করে।

### ৩. **রুম্মান رُمَّان**( ডালিম )

আল্লাহ বলেছেন:

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ(68)

“তথায় আছে ফল-মূল, খর্জুর ও আনার।” (55:68)

আলী (রা) বলেছেন: ’’ডালিম খাও এর খোসা সহ, কারণ এটি পেটে আবরণ দেয়।‘‘

মিষ্টি ডালিম গরম এবং ভেজা এবং পেটের জন্য ভাল এবং এটি মৃদু কোষ্ঠকাঠিন্য উপাদান হওয়ার কারণে এটি পাকস্থলি শক্তিশালী করে। এটি গলার, বুক এবং ফুসফুসের জন্য ভাল ও কাশি থেকে মুক্তি দেয়। ডালিমের সঙ্গের পানি (বা রস) পেট নরম করে এবং শরীরের জন্য পুষ্টিকর। এটি দ্রুত হজম হয় কারণ এটি হালকা এবং পেটে উত্তাপ ও কিছু বাতাস তৈরী করে।

এটি বীর্য উৎপাদনে সহায়তা করে এবং যারা জ্বরে আক্রান্ত তাদের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। ডালিম একটি বিশেষ গুণ আছে, এটি হল যখন কেউ এর সাথে রুটি খায়, এটিকে নষ্ট হতে বাধা দেয়।

তিতা ডালিম ঠান্ডা এবং শুকনো এবং মৃদুভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য করে।

এটি অতিরিক্ত উত্তপ্ত পেটের জন্য ভাল। বেশি প্রস্রাব তৈরি করতে সহায়তা করে অন্য ধরনের ডালিমের চাইতে। এটি পিত্তর লক্ষণগুলিও নরম করে, ডায়রিয়া থেকে মুক্তি দেয়, বমি বমিভাব প্রতিরোধ করে এবং সামান্য স্থায়ী হয়। এটি লিভারের উত্তাপ বন্ধ করে দেয়, মজবুত করে অঙ্গগুলি, পিত্ত কাঁপুনি আরোগ্য করে, মাথা ও পেটের ব্যথা এর বিরুদ্ধে সাহায্য করে। এছাড়াও সাহায্য করে পেটের বর্য্য থেকে মুক্তি দিতে, পিত্ত দমন করে এবং রক্তের উপকার করে।

যখন ডালিমের রস বের করা হয় এবং কিছু মধু দিয়ে রান্না করে, যতক্ষণ না এটি মলমের মতো হয়ে

যায়, চোখের ফোটা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি চোখ থেকে হলুদ রঙ সাফ করবে

এবং ঘন আর্দ্রতা নষ্ট হবে। কখন জিঙ্গিভাতে ( মাড়ি ) দেওয়া হয়, এটি ফুসকুড়ির বিরুদ্ধে সহায়তা

করবে। এছাড়াও, ডালিমের রস সরের সাথে রেচক হিসাবে কাজ করবে এবং সেপটিক পিত্ত আর্দ্রতা থেকে

শরীরকে মুক্তি দেবে, স্বল্পমেয়াদী জ্বরের বিরুদ্ধে সাহায্য করার সাথে সাথে।

টক ডালিমের এর গুণাবলী উপরে উল্লেখিত দুটি ধরণের ডালিমের মধ্যে মধ্যবর্তী।

এই ধরণের ডালিম বেশি ঝুঁকছে টকে।

ডালিমের বীজের সাথে মধু মিশে ব্যবহার করলে সেপটিক আঙুল এবং মারাত্মক আলসার উপশম করে। ডালিম

ডালিমের ফুল ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য। বলা হয় যে যদি কেউ প্রতিবছর তিনটি ডালিমের ফুল খায়, সে

চক্ষুপরীক্ষা রোগ ( কনজাংটিভিটিস ) থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা লাভ করবে সারা বছর।

# " ز "

# 1- জাইতুন زيت ( জলপাই তেল )

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

....يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ

نَارٌ ۚ....

"....তাতে পুতঃপবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী।.... " (২৪:৩:35)

আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হযরত আবূ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

হুরায়রাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি(স) বলেছেন:

كلو الزيت وادّهنُوا به ; فإنه من شجرةٍ مباركةٍ. (ابن ماجه : 3320)

"জয়তুন খাও এবং এটি মালিশ হিসাবে ব্যবহার কর, কারণ এটি একটি কল্যানময় গাছ দ্বারা উৎপন্ন।"

আল-বায়হাকী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন যে 'আবদুল্লাহ ইবনে' উরনার (রা) বলেছেন যে,

রাসূল (স) বলেছেন:

أئتدموا بالزيت وادهنوا به، فإن من شجرة مباركة (ابن ماجه 3319)

"তেল খাও এবং এটি মালিস হিসাবে ব্যবহার কর কারণ এটি

একটি কল্যানময় গাছ (জলপাই গাছ) থেকে!" (ইবনে মাযা)

জলপাই প্রথম মাত্রার গরম এবং ভিজা। এছাড়াও, তেলের গুণাগুণ নির্ভর করে যে গাছ এটি উৎপন্ন করে। উদাহরণস্বরূপ, জলপাইয়ের তেলের সেরাটি হ'ল পাকা জলপাই থেকে, অপরিশোধিত জলপাইয়ের তেল শীতল এবং শুকনো। লাল জলপাই এই দুয়ের মধ্যে। কালো জলপাই গরম এবং ভিজা তেল উৎপাদন করে। জলপাই তেল

সাহায্য করে বিষের বিরুদ্ধে, রেচক হিসাবে কাজ করে এবং কৃমি থেক মুক্তি দেয়। পুরানো জলপাই তেল গরম হওয়ার দিকে ঝুঁকে গরম ও পচণের দিকে।

তেলটি পানি দিয়ে মিশ্রিত হয়ে গেলে এটি কম গরম, হালকা হয় এবং এইভাবে আরও উপকারী হয়ে ওঠে। সব জলপাই তেল ত্বক নরম করে এবং বার্ধক্য প্রক্রিয়া ধীর করে। তেল মিশ্রিত নোনতা জল সাহায্য করে ত্বক আগুনে ফোস্কা পরার বিরুদ্ধে। এটি মাড়ি জোরদার করে। আবার এর পাতা চর্মের প্রদাহের, যেমন সংক্রমণ, ফোস্কা, লালচে হওয়া, বিরুদ্ধে কাজ করে। অলিভ তেলের আরও বহুবিধ উপকার রয়েছে।

## 1.যুবদ زُبْدَة (মাখন)

আবু দাউদ তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন যে দুজন বুশরের সন্তানেরা বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং আমরা তাকে কিছু মাখন এবং শুকনো খেজুর দিয়েছিলাম আর তিনি মাখন এবং শুকনো খেজুর খেতে পছন্দ করতেন।“

মাখন গরম এবং ভিজা এবং এর অনেকগুলি সুবিধা রয়েছে যেমন, শারীরিক বর্জ্য মিশ্রণ, পরিপক্ক করা ও পচান এবং এর সাথে কান এবং বৃক্কনালীর পাশের টিউমারগুলি উপশম করা।

মাখন ব্যবহার করা হয়, মুখ ঘা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের টিউমার যা শিশু ও মহিলাদের আক্রান্ত করলে।

যখন কেউ মাখন চেটে খায়, এটি ফুসফুসের রক্তকাশি (হিমোপটিসিসের) বিরুদ্ধে সহায়তা করবে এবং

ফুসফুসের টিউমার পরিপক্ক হবে।

মাখন প্রকৃতি, স্নায়ু এবং শক্ত টিউমারকে নরম করে যা কালো পিত্ত এবং কফ থেকে উদ্ভূত হয় এবং মুক্তি দেয় শরীরে শুষ্কতা থেকে।

বাচ্চাদের দাঁত যেখানে উত্থিত হবে সেই জায়গায় মাখন রাখা হলে যখন, এটি দাঁত বাড়াতে সহায়তা করবে।

বাটার পাশাপাশি কাশি সহজ করে দেয় সর্দির সাথে এবং শুষ্কতা দূর করে। এটি হার্পস (চর্মরোগ) এবং এছাড়াও শরীরে রুক্ষতা নিরাময় করে এবং রেচক হিসাবে কাজ করে।

মাখন ক্ষুধামন্দা করে এবং মধু ও খেজুরের মিষ্টি কমায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাখনের সাথে শুকনা খেজুর খাওয়া পিছনে প্রজ্ঞা হ'ল তারা এর দুটির পারস্পরিক প্রভাবটিকে নিরপেক্ষ করবে।

## ৩.জাবীব زبيب(কিসমিস)

সরা জাবীব বড় আকারের, বশী চর্বি যুক্ত এবং পাতলা ছাড়া, বীজ ছোট বিশেষত খাবার আগে যখন বীজ আলাদা করা হয়। কিসমিস গরম ও আদ্র প্রথম মাত্রার। এদের বীজ গরম ও শুকনা।

কিসমিস আঙ্গুরের মতো তৈরি, যেমন মিষ্টি কিসমিস গরম, টক জাতীয় কিশমিশ ঠান্ডা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য কারী এবং সাদা কিসমিস আরও কার্যকর কোষ্ঠকাঠিন্য কারী। কিসমিস মন্ড শ্বাসনালী এর জন্য উপযুক্ত এবং কাশি দূর করে, লিভার এবং প্রোস্টেটের ব্যথা থেকে মুক্তি দেয়।

এটি পেটকে শক্তিশালী করে এবং অন্ত্রের নলীকে প্রশান্তি দেয়। মিষ্টি কিসমিনের পাল্পগুলি আঙ্গুরের চেয়ে বেশি পুষ্টিকর,তবে শুকনো ডুমুরের চেয়ে কম পুষ্টিকর। এ ছাড়া কিসমিসের পাল্পে থাকে পরিপক্ক করার গুণাবলী এবং হালকা কোষ্ঠকাঠিন্যেরকারী।

সাধারণভাবে, কিশমিশ পেট, প্লীহা এবং লিভার মজবুত করে এবং উপকার করে গলা, বুক, লিভার এবং প্রোস্টেটের ।

কিশমিশ খাওয়ার সর্বোত্তম উপায় হ'ল এগুলি বীজ ছাড়া খাওয়া। কিসমিস ভাল পুষ্টি শুষ্ককরে, আবার খেজুরের মত বন্ধতা সৃষ্টি করেনা। বীজ সহ কিসমিস খাওয়া পুষ্টর পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং পেট, লিভার এবং প্লীহার উপকারী।

যখন কেউ নখের আলগা হওয়ায় ভূগছে , কিসমিস ফোঁড়া পাল্প তার উপর রাখলে নখ দ্রুত অপসারণ হবে।

মিষ্টি, বীজবিহীন কিসমিস অতিরিক্ত আর্দ্রতা এবং কফ থেকে যারা ভোগেন তাদের উপকার করে এবং লিভারকে সহায়তা করে।

কিসমিস এছাড়াও স্মরণ শক্তিকে সহায়তা করে, যেমন আজ-জুহরী বলেছেন, "যারা হাদীসটি মুখস্থ করতে চায়, তাদের কিসমিস খাওয়া উচিত ।" এছাড়াও, এটিও জানা গিয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস(রা) কিশমিশ বর্ণনা করেছেন যে, "তাদের বীজগুলি একটি অসুস্থতা আর তাদের পাল্প বা সজ্জা নিরাময় হয়।“

## 4- জাঞ্জাবিল. زنجبيل(আদা)

আল্লাহ বলেছেন:

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا(17)

" তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে ‘যানজাবীল’ মিশ্রিত পানপাত্র। " ( 76: 17 )

আবু নু'আম তাঁর বইয়ে, ' নবীর ঔষধ ' বর্ণনা করেছেন আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন যে :

أهدى ملك الرّوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرّة زنجبيل، فأطعم كل إنسان، و أطعمني قطعةً.(لم نجده لعدم الكتاب المذكور)

" বাইজেনটাইনের রাজা রাসূল (স) কে চোঙ্গা আদা উপহার দিলেন। তিনি প্রত্যেককে এর একটি অংশ দিলেন। আমিও একটা অংশ পেয়েছিলাম। "

আদা দ্বিতীয় মাত্রার গরম এবং ভেজা প্রথম মাত্রার। . এটি দেহকে উত্তপ্ত করে, হজম প্রক্রিয়াতে সহায়তা করে, হালকাভাবে পেটকে নরম করে,লিভারের ক্লোগগুলি খুলতে সহায়তা কর যা শীতলতা এবং আর্দ্রতা দ্বারা সৃষ্ট এবং সাহায্য করে ভিজে যাওয়ার বিরুদ্ধে যা দৃষ্টিশক্তি দুর্বল করে, যখন তা খাওয়া হয় বা কোহল হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

আদা যৌনশক্তি শক্তিশালী করে এবং অন্ত্রের ঘন গ্যাসগুলি পচণ করে যা পাকস্থলি ও অন্ত্রনালীতে যায় জমে।

সাধারণভাবে, আদা লিভারের এবং পেটের ঠান্ডা মেজাজের জন্য ভাল।

যখন কেউ দু'মাপের পরিমাণ চিনির সাথে আদাও কিছু গরম পানি গ্রহণ করে , এটি জোলক হিসাবে কাজ করবে এবং মুক্তি দেবে ক্ষতিকারক মলমূত্র থেকে। আদা মলমের একটি কার্যকর উপাদান যা কফ দ্রবীভূত করে।

টক আদা গরম এবং শুকনো এবং এটি যৌনস্পৃহা উত্তেজিত করে, বীর্য উৎপাদন বাড়ায়, পেট এবং লিভার গরম করে, হজম প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে, কফ শুকায় যা শরীরে বিরাজ করে এবং স্মৃতি শক্তি বাড়ায়।

এটি পেট ও যকৃতের শীতলতার জন্যও উপযুক্ত এবং দূর করে ফল খাওয়ার ক্ষতিকারক প্রভাব।

এটা সুগন্ধি এবং ঘন, ঠান্ডা খাবারের ক্ষতির প্রতিরোধ করে।

# " س "

## 1. সোনামুখী شجرة القرفة (senna)

পূর্বে আমরা সোনআমুখী উল্লেখ করেছি, এও বলেছি এটাকে সানুত বলা হয়।

সেন্না শব্দের অর্থ কী, এ নিয়ে সাতটি মতামত আছে। সেন্না মানে মধু , মাখনের উপরের ঘন রস যা দেখতে কালো ফিতার মত , জিরা বীজের মতো বীজ , পারস্য জিরা, মৌরি জাতীয়

সুগন্ধি পাতা (ডিল) , শুকনো খেজুর বা মৌরি।

## ২. সাফারজাল سفرجل(নাসপাতি )

নাসপাতি ঠান্ডা এবং শুকনো, কোষ্ঠকাঠিন্য করে এবং পেটের উপকার করের। মিষ্টি নাসপাতি ঠান্ডা এবং শুকনো

এবং কিছুটা হালকা। টক নাসপাতি মিষ্টি নাসপাতির চেয়ে বেশি কোষ্ঠকাঠিন্য করে এবং অধিক ঠান্ডা এবং

শুষ্ক হয়। সব ধরণের সাফারজাল তৃষ্ণা নিবারণ , বমিভাব বন্ধ , প্রস্রাব তৈরিতে সহায়তা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য করে। সাফারজাল এ ছাড়া পেটের আলসার, হিমোপটিসিস (রক্ত কাশি), ডায়রিয়া এবং বমি বমিভাবের বিরুদ্ধেও সহায়তা করে।

সাফারজাল খাবারের পরে যখন কেউ এটি খায় তখন বায়বীয় উপাদানের আরোহণকে বাধা দেয় । ভিতরে এছাড়াও, পরিষ্কার করা সাফারজাল পাতা এবং কান্ডের ছাই জিঙ্কের মতো উপকার করে ।

খাওয়ার আগে সাফারজাল খাওয়া কোষ্ঠকাঠিন্য করে ,খাওয়ার পরে এটি মলকে নরম করে তোলে এবং হজম প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। অতিরিক্ত পরিমাণে সাফরজাল খাওয়া স্নায়ুর ক্ষতি করে এবং বেদনাদায়ক কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ হয়।

সাফরজাল পেটের হলুদ পিত্ত নিঃসরণে সাহায্য করে।

সাফারজাল সিদ্ধ করা হলে, এটি নরম এবং হালকা হয়ে যাবে। যখন কেউ নাসপাতির বীচি সরিয়ে দেয়, মধু মিশিয়ে করে, মাখন তৈরী কর দেয় এবং তারপরে আগুনে ঝলসায় , খুব উপকারী হয়।

না পাতি খাওয়ার সেরা উপায় মধুতে ঝলসান বা রান্না করা। সাফারজালের বীজ গলার শুষ্কতা, শ্বাসনালী এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি অসুস্থতা এর বিরুদ্ধেও সহায়তা করে।

এটির তেল ঘাম বন্ধ করে এবং পাকস্থলি শক্তিশালী করে।

সাফরজাল আচার পেট ও যকৃতকে শক্তিশালী করে এবং হৃদয় ও আত্মাকে মুক্তি দেয়।

## 3. সিওয়াক السِّواك (দাঁতের মাজন)

সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে নবী (স) বলেছেন:

لو لا ان أشُقَ على أمَتي : لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (البخاري : 887)

"এটা যদি সত্যই না হত যে আমার জাতি এটি সহ্য করতে সক্ষম হবে না, আমি তাদের প্রতি সালাতের পূর্বে সিওয়াক ব্যবহারের আদেশ দিতাম।" (বুখারী)

আরও , সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে:

انه صلى اللهُ عليه وسلم كان إذا قامَ من الليل : يشوصُ فاه بالسواك (البخاري : 245)

"যখনই নবী(স) রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠতেন,তিনি সিওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন। "

আল –বুখারী(র) এ ছাড়াও বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) বলেছেন:

السواك مطهرةٌ للفَمِ، مرضاة للربِّ (النسائي:٥)

"সিওয়াক মুখ পরিষ্কার করে ও প্রভুকে সন্তুষ্ট করে।"

আরও, মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে:

انه صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان اذا دخل بيته : بدأ بالسواك ( مسلم : 253)

"যখনই নবীজী(স) তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন, তিনি প্রথমে সিওয়াক ব্যবহার করতেন। "

এ বিষয়ে আরও অনেক হাদীস রয়েছে।

একটি সহীহ হাদীস এছাড়াও বর্ণিত যে, তাঁর মৃত্যুর আগে নবীজি (স) সিওয়াক ব্যবহার করেছিলেন।

নবী (স) আরও বলেন :

أكثرتُ عليكم في السّواك (البخاري : 888)

" সিওয়াক ঘন ঘন ব্যবহার করার তাগাদা দিয়ে আমি তোমাদের ঝামেলা করেছি। "

মহাজনের সেরা ধরণটি ‘আরাক’গাছ থেকে তৈরি। কারও অজানা গাছ মাজন হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়, বিষাক্ত হতে পারে। এছাড়াও, সিওয়াক উচিত পরিমিতভাবে ব্যবহার করা উচিত, কারণ এটি দাঁতের আবরন ক্ষয় করতে পারে আর এইভাবে দাঁত হবে পেট থেকে উত্তপ্ত বাষ্প বা উপরের দিকে যাওয়া গ্যাসে সংবেদনশীল এবং সব ধরনের ময়লার আঁধার । সিওয়াক যখন হয় পরিমিতরূপে ব্যবহৃত হয়, এটি দাঁত মসৃণ, সুন্দর করবে, ও শক্তিশালী হবে দাঁতের গোড়া। এছাড়াও এটা জিহ্বাকে সহায়তা করে, ফলক প্রতিরোধ করে, শ্বাস সুগন্ধি, মন পরিষ্কার এবং ক্ষুধা মজবুত করে।

মাজন ব্যবহারের সর্বোত্তম উপায় হ'ল এটি গোলাপ জলে ভিজিয়ে রাখা।।

মহাজনের সেরাটি তৈরি করা হয় আখরোট কাণ্ড থেকে। আত-তায়সিরের লেখক বলেছেন, "এটা বলা হয় যে কেউ যদি পাঁচ দিন, প্রতাপ দিন একবার সিওয়াক ব্যবহার করে, এটি মাথা পরিষ্কার করবে, ইন্দ্রিয়কে তীক্ষ্ণ করবে এবং মন সবল করবে।“

সিওয়াক বিভিন্ন কারণে উপকারী যেমন, শ্বাসকে সুগন্ধযুক্ত করা, মাড়ি শক্তিশালী করা, কফ ও দৃষ্টি পরিষ্কার করা এবং গর্ত প্রতিরোধ করা।

এটি পেটের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে,কন্ঠ পরিষ্কার কর, হজম প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে, কথা বা স্বর স্পষ্ট করে এবং কাউকে কোরআন তিলাওয়াত করতে উৎসাহিত করে, আল্লাহকে স্মরণ করতে ও এবাদতে আগ্রহী করে। এটি অতিরিক্ত ঘুমের ভাবের সাথে লড়াই করে, প্রভুকে সন্তুষ্ট করে , ফেরেশতাদের খুশী এবং ভাল কাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

সিওয়াক যে কোনও সময় ব্যবহার করা যায় , বিশেষত নামায, ওযুর আগে, ঘুম থেকে জেগে ও যখন মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এটি পছন্দসই তাদের জন্য যারা রোজা রাখেন এবং অন্যান্য যে কোন সময়ে ।

হাদীস অনুমতি দেয় এই অনুশীলনকে যারা রোযা রাখেন কারণ এটি তাদের জন্য উপকারী এবং প্রভুকে সন্তুষ্ট করে। রোজা থাকা কালিন প্রভুকে সন্তুষ্ট করা অন্যান্য সময়ের চেয়ে আরও বেশি পছন্দসই। এছাড়াও সিওয়াক রোজা ব্যক্তির মুখ পরিষ্কার করে এবং রোজাদার ব্যক্তির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অন্যতম উত্তম কাজ।

সুনানে বর্ণিত আছে যে, 'আমির ইবনে রাবাহ (রা) বলেনঃ আমি বহু বার রাসূলুল্লাহকে (স) রোজা থাকা অবস্থায় সিওয়াক ব্যবহার করতে দেখেছি "।

আল –বুখারী(র) বলেন যে, ইবনে উমর (রা) বলেন, যে নবী সাঃ দিনের দুই প্রান্তে সিওয়াক ব্যবহার করেছেন,

একটি ঐকমত্য রয়েছে যে রোযাদার ব্যক্তি অযু করার সময় মুখ ধুয়ে নেয়,

এবং মুখ ধুয়া একটি বাধ্যবাধকতা বা পছন্দসই কাজ সিওয়াক এর চেয়ে। আল্লাহর কোন প্রয়োজন এবাদতের যে এবাদতের সময় কারো মুখের দুর্গন্ধ থাকে আর না এটা এবাদত।

যখন নবী (সা) উল্লেখ করেন রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে কস্তুরের ঘ্রাণের চেয়ে উত্তম, তখন তিনি রোজা পালন করতে উৎসাহিত করেন, মুখের দুগর্ন্ধ ছড়ানোর অভ্যাসের উৎসাহ দেওয়ার জন্য নয়।

অতএব, রোজাদার ব্যক্তির অন্য কারও চেয়ে সিওয়াকের প্রয়োজন বেশি।

এ ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি, আল্লাহর রোজা ব্যক্তির মুখের গন্ধের পছন্দ চেয়ে, অনেক বেশি উত্তম।

তদুপরি, আল্লাহ সিওয়াক ব্যবহার বেশি পছন্দ করেন রোজাদার ব্যক্তি মুখের যে গন্ধ বের হয়

তার চেয়ে।

এছাড়াও, সিওয়াকের ব্যবহার, রোজাদারের মুখে ভাল গন্ধ যা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেন কেয়ামতের দিন, তা প্রতিরোধ করে না। বরং রোজাদারের মুখ কেয়ামতের দিন কস্তুরের চেয়ে ভাল গন্ধ দিবে কিয়ামতের দিন রোযা রাখার নিদর্শন হিসাবে, এমনকি যদি সিওয়াক ব্যবহার করে যে গন্ধ আসত তা সরিয়ে দেওয়া হলেও।

একইভাবে, এই জীবনে যে আঘাত প্রাপ্ত হয় [ আল্লাহর পথে] তাকে তার শরীর থেকে রক্ত অপসারণের আদেশ দেওয়া হয়েছে ইহজীবনে , কিন্তু তার ক্ষতটি তখনও কেয়ামতের দিন রক্তে রঞ্জিত থাকবে।

তদুপরি, মাজন সম্পূর্ণরূপে না রোযাদারের জন্য মুখের গন্ধ দূর করে না কারণ এর কারণ তখনও রয়ে গেছে, তা হ'ল পেট খাবার শুন্য। শুধুমাত্র দাঁত এবং মাড়ি থেকে এর প্রভাব হ্রাস পাবে।

নবীজী(স) তাঁর জাতিকে রোজার পছন্দের কাজ এবং অপছন্দনীয় কাজ শিখিয়েছিলেন।

তিনি অপছন্দজনক কাজগুলির মধ্যে সিওয়াকের কথা উল্লেখ করেননি। যদিও তিনি জানতেন যে তারা এটি ব্যবহার করছেন। বরং তিনি তাদের সাধারণভাবে সিওয়াক ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছিলেন এবং তারা তাঁকে (স) অগণিত সময়ে এটি ব্যবহার করতে দেখেছিল। তারা তাঁর অনুকরণ করবে তা জেনেও। তিনি (স) কখনই তাদের বিকেলে সিওয়াক ব্যবহার থেকে নিরুৎসাহিত করেনি (যখন তারা রোজা রাখছেন)। এটা সত্য যে নবী (স) যখন প্রয়োজন হয় তখন ধর্মীয় বিধান দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছেন।

## ৪. সামন سَمْنٌ (মাখন)

একটি দুর্বল হাদীস আছে যা বর্ণনা করে যে, নবী (স) মুসলিমকে গরুর দুধ পান করতে উৎসাহিত করেছেন, কারণ এটি একটি প্রতিকার এবং দুধের মাখন একটি নিরাময়। আবার উল্লেখ করে যে গরুর মাংস একটি অসুস্থতা। এই হাদিসের জন্য বর্ণনাকারীদের শৃঙ্খলা সঠিক নয়।

সোমন প্রথম মাত্রার গরম এবং ভেজা। এটি হালকা এবং বিভিন্ন টিউমার দূর করতে সহায়তা করে

যা শরীরের নরম অংশে আক্রমণ করে। সামন মাখনের চেয়ে শক্তিশালী পরিপাকের এজেন্ট। গ্যালিনাস বলেছিলেন যে তিনি কানের ও কানের আগার টিউমার নিরাময় করতে মাখন ব্যবহার করতেন।

এছাড়াও, দাঁতের গোড়ায় মাখন লাগালে দাঁত দ্রুত উত্থিত হবে।

যখন মাখন মধুর ও তিতা বাদামের সাথে মিশ্রিত হয়, এটি বুক এবং ফুসফুস পরিষ্কার করবে এবং

বিভিন্ন অসুস্থতা দূর করবে। মাখন পাকস্থলির এর জন্য ক্ষতিকারক, যদি শ্লেষ্মা অবস্থা থাকে।

যখন গরু এবং ছাগলের দুধের মাখন মধু মিশ্রিত করা হয়, এটি বিষাক্ত পদার্থের এবং

সাপ এবং বিচ্ছুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা সাহায্য করে।

ইবনে আস-সুন্নী (র) উল্লেখ করেছেন যে, আলী(রা) বলেছেন যে, "লোকেরা মাখনের চেয়ে ভাল প্রতিকার ব্যবহার করে নাই। "

## 5. সামোক السّمكُ(মাছ)

ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজাহ তা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেছেন, নবী (স) বলেন :

أُحلّت لنا ميتتان ودمان : السمكُ والجراد ، والكبِد والطِّحال (ابن ماجه 3314)

"আমাদের দুটি মৃত প্রাণী এবং দু'টি রক্তের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, মাছ এবং পঙ্গপাল আর যকৃত এবং প্লীহা। "

বিভিন্ন ধরণের মাছ রয়েছে, তার মধ্যে সেরা, যা সবচেয়ে সুস্বাদু সেরা সুগন্ধযুক্ত, পরিমিত আকারে, যার সূক্ষ্ম আইশ রয়েছে, সবচেয়ে নরম মাংস, যা নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়া তাজা পানিতে থাকে এবং যা উদ্ভিদ খায় এবং জৈব বর্জ্য খায় না।

মাছ থাকার জন্য সর্বোত্তম অঞ্চল হ'ল পাথরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সর্বশেষতম পানি , তারপর

যে অঞ্চলগুলিতে বালুকাময়, নোংরা বর্জ্য শূন্য এবং যা হালকা শান্ত এবং সূর্য ও বাতাসের সংস্পর্শে রয়েছে।

সামুদ্রিক মাছও নরম এবং সুস্বাদু হয়। নরম ত্বকযুক্ত সমুদ্রের মাছের মাংস ঠান্ডা এবং ভেজা। হজম করা কঠিন

এবং অত্যধিক পরিমাণে কফ সৃষ্টি করে। কিন্তু. এছাড়াও গ্রহণযোগ্য মেজাজ উৎপন্ন করে , বীর্য উৎপাদন এবং উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং গরম পরিস্থিতিতে সহনীয়।

সবচেয়ে ভাল লবনাক্ত মাছ যা অতি সম্প্রতি নোনতা করা হয়েছে। লবণযুক্ত মাছগুলি গরম এবং শুকনো এবং যত পুরানো তারা গরম এবং শুকনো হয়ে ওঠে। সিলুরিড মাছ (মাগুর জাতীয়) খুব চিটচিটে এবং ইহুদিরা এই ধরণের খাবার খায় না। তবুও, নরম সিলিউরিড মাংস পেটকে নরম করে, এবং এটি লবণ দিয়ে রাখা এবং তারপর খাওয়া হয়। এটি শ্বাসনালী পরিষ্কার করে এবং কন্ঠ সূক্ষ্ম করে। যখন এটি গুরা করা হয় এবং মলম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি শরীরের ভিতরে জমা বর্জ্য নিষ্কাশন করে, যেমন এটির গুণ।

সিলুরিড মাছ (মাগুর জাতীয়) লবনাক্ত পানিতে বসেবসলে সদ্য হওয়া হওয়ারে স্বস্তি ফিরে আসে এবং ক্ষতের ক্ষতিকারক পদার্থ নিচে নিষ্কাশন করে। সিলুরিড এর নোনতা পানি সায়্যাটিক স্নায়ুর অসুস্থতা থেকে মুক্তি দেয় যখন কেউ এটির ইনজেকশন নেয়।

মাছের মাংসের সেরা অংশটি লেজের কাছাকাছি। নরম এবং চর্বিযুক্ত মাছের মাংস চর্বি এবং মাংস উৎপাদন করে।

সহিহাইনে এটি অতিরিক্ত বর্ণিত যে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, "নবী (স) আমাদের তিন হাযার অশ্বারোহী সহ প্রেরণ করেছিলেন আবু উবাইদাহ বিন আল-জারাহর (রা) নেতৃত্বে। আমরা সমুদ্রের তীরে গিয়েছিলাম এবং খুব শীঘ্রই আমরা খুবই ক্ষুধার্ত হলাম ও আমরা গাছের পাতা খেয়েছি যতক্ষণ না সমুদ্র নিক্ষেপ করে একটি তিমি মাছ, যেটিকে 'আনবার' বলা হয়। আমরা এটি থেকে অর্ধেক মাস আহার করলাম এবং আমাদের খাবারে এটির চর্বি ব্যবহার করলাম। আবু উবাইদা (রা) তখন মাছের একটি পাঁজরের হাড় নিয়ে একজনকে তার উটের উপর চড়ে এবং পাঁজরের নীচে দিয়ে যেতে বললেন, যা সে সহজেই করল। "

## 6. সিল্‌খ (বীট গাছ Chard)

আত-তিরমিযী ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন যে উম্মু আল -মুন্তির(রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীর (রা) সাথে আসলেন, তখন তিনি অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। তারপরে আমাদের কাছে কয়েকটি ঝুলন্ত খেজুরের ছড়া ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে খাওয়া শুরু করলেন এবং তিনি (আলী) তাঁর (স) সাথে যোগ দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন:

مَهْ يا عليُّ! فانك ناقةٌ.... يا عليّ، فأصبْ من هذا: فإنه أوفقُ لكمرحبا ( ابو داود : 3856)

"হে আলী! তুমি এখনও সুস্থ হয়ে উঠছ......." যতক্ষণ না আলি খাওয়া থামান নি। এরপর আমি বার্লির সাথে বীট পানি দিয়ে তাঁদের কাছে আনলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে বললেন: এটা খাও: এটি তোমার জন্য আরও উপকারী।"

সিল্থ (এক জাতের বীট) প্রথম মাত্রার গরম এবং শুকনো এবং এর একটি রয়েছে প্রশান্তির ঠান্ডা। বীট গাছের কান্ড শরীরের বাধা নষ্ট করে খুলে দেয়। কালো বিট কোষ্ঠকাঠিন্য করে এবং চুল পড়ার ( একটি ত্বকের রোগ), দাগ, খুশকি এবং কড়া পড়ার বিরুদ্ধে সহায়তা করে, যদি এর পানি মলম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি ছাড়াও উকুনকে মারে এবংমধুর সাথে মিশায়ে মলম হিসাবে ব্যবহার হার্পস নিরাময় করে ।সিল্থ লিভার এবং প্লীহার বাধা খোলে।

কালো বীট কোষ্ঠকাঠিন্য করে, যেমন আমরা বলেছি,বিশেষত যখন মসুরের সাথে নেওয়া হয়। উভয়ই পেটের জন্য উপযুক্ত নয়। সাদা বীট মসুর ডালের সঙ্গে. পেটকে নরম করে এবং জোলক হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং প্যারালাইসিসের চিকিৎসার. জন্য ব্যবহৃত হয় , যখন খাবারের মশলার ও উপকরণের সাথে মিশ্রিত হয়।

এটি পুষ্টিকর নয়, ক্ষতিকারক মিশ্রণ উৎপন্ন করে এবং রক্ত পড়ায়। ভিনেগার এবং সরিষা দিয়ে এটি খাওয়া হলে এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি দূর করতে সহায়তা করে। পরিশেষে, এটি অত্যধিক খাওয়া কোষ্ঠকাঠিন্য করে এবং পেট ফাঁপা হয়।

"س "

## ১. শুনাইজ الحبَّةِ السّوداء(কালো বীজ)

কালো বীজ সম্পর্কে আগে 'ح' অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে।

## ২. শুভ্রাম الشُبْرُم (ডেইজি, গাছ বিশেষ)

আত-তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন যে:

بماذا منتِ تتمشين؟ قالت : بالشُّبرُم. قال: حارٌ جارٌ( ابن مجاه :3461)

আল্লাহর রাসূল (স) আসমাকে বিনতে উমাইসকে(রা) জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি কোষ্ঠকাঠিন্যকে কীভাবে চিকিৎসা কর? তিনি বললেন, 'শুভ্রাম দিয়ে'। নবীজী (স) এরশাদ করলেন, 'উষ্ণ ও খুব শক্তিশালী রেচক। "

শুভ্রাম একটি ছোট গাছ যা মাঝে মাঝে মানুষের সমান বেড়ে ওঠে। শুভ্রামের সাথে লাল সাদা রং এর শাখা প্রশাখা রয়েছে আর এর শাখাগুলির মাথায় এক গুচ্ছ পাতা থাকে। এর ফুল ছোট ও হলদে, সাদা রং মিশ্রিত। যখন ফুলগুলি

পড়ে যায় তখন সেখানে ছোট ছোট থানার মত ফল গজায়, দেখতে তার্পিনের মত। এই শাখাগুলির রং লালচে, এর লাল খোসা এটাকে ঘিরে রাখে। শুব্রামের নির্যাস যা ব্যবহৃত হয় তা এর খোসা, মাংস ও শাখা থেকে।

শুব্রাম চতুর্থ মাত্রার গরম এবং শুকনো এবং কাল পিত্ত, হলুদ পানি এবং কফ দূর করে। এটি বমি বমি ভাব এবং অস্বস্তি কারণ হয়। অতিরিক্ত মাত্রায় এটি ব্যবহার করলে মৃত্যু হতে পারে।

যখন শুব্রাম ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়, এটি প্রথমে এক দিন এবং একটি রাতের জন্য দুধে ভিজিয়ে রাখা উচিত, এবং দুধ দিনে দু'বার বা তিনবার পরিবর্তন করা উচিত তারপরে, শুকানো উচিত ছায়ায়, গোলাপের সাথে মিশ্রিত, ট্রাগ্যাক্যান্থ (ছাগলের শিং নামেও পরিচিত) এবং তারপরে মধু-পানি বা আঙ্গুরের রসের সাথে গ্রহন করতে হবে।

শুব্রুমের দুটি থেকে চারটি মাপ এক মাত্রা (ডোজ)। হুনাইন বলেছিলেন, "শুব্রুম দুধের বিষয়ে, আমি এতে কোনও ভাল দেখি না এবং এ জন্য এটি সুপারিশ করি না। সাধারন চিকিৎসকরা অনেককে এটি দিয়ে হত্যা করেছেন।

## ৩. শাইর الشعير (বার্লি)

ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন যে, "আয়িশা (রা) বলেছেন:" যখন আল্লাহর রাসূলের (স) পরিবারের কোন সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়েন, তিনি আদেশ দিতেন বার্লি স্যুপ তৈরি করতে এবং তারপরে অসুস্থ ব্যক্তিকে এটির কিছু খেতে আদেশ দেওয়া হত। তিনি বলতেন, 'এটি দু:খিত ব্যক্তির হৃদয়কে শক্তিশালী করে এবং অসুস্থ ব্যক্তির হৃদয়কে স্বস্তি দেয় যেমন আপনার তোমাদের কেউ পানি দিয়ে তার মুখ ধুয়ে ফেলল। "

আমরা উল্লেখ করেছি যে প্রতিকারটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে তা সিদ্ধ বার্লি পানি, থেকে বেশি পরিমাণে

পুষ্টি যুক্ত থাকে ময়দার চেয়ে। বার্লি পানি কাশি এবং গলা রুক্ষতা, খিটখিটে হওয়া উপশম করে এবং বিরক্তিকর মলমূত্র থেকে মুক্তি দেয়। এটি বেশী প্রস্রাব তৈরি করে, পেট পরিষ্কার করে, তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং তাপ কমায়। এ ছাড়াও আরাম দায়ক এবং একটি পচনশীল গুণের অধিকারী।

এই প্রতিকারের জন্য একটি ভাল জাতের বার্লি এবং এর পাঁচ গুণ পরিমাণ পরিমাণ পানি একটি পরিষ্কার পাত্রে মধ্যম তাপে সিদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না পাত্রে পাঁচ ভাগের দুই ভাগ পানি থাকে। তৈরী স্যুপ পরিশুদ্ধ করে প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে হবে।

## 4. শাবিই شاوي (ভাজা মাংস)

হযরত ইব্রাহিমের (আ) সম্মানিত অতিথিদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন যে :

...فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ(69)

" অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে এলেন! "(১১:৬৯)

ইব্রাহিম বাছুরটিকে ভুনা করেছিলেন উত্তপ্ত পাথরে।

আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যে উম্মে সালামাহ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ভাজা মাংসের একটা টুকরো নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি তা থেকে খেলেন এবং তারপর অযু পুনরাবৃত্তি না করে নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন।

আত-তিরমিযী -তিরমিযী তখন তা মন্তব্য করেছেন যে এই হাদীসটি সহীহ। আত-তিরমিযী আরও বর্ণনা করেছেন যে আবদুল্লাহ বিন আল -হারিথ (রা) বলেছেন, "আমরা মসজিদের ভিতরে আল্লাহর রাসূলের সাথে কিছু ভুনা মাংস খেয়েছি। "

আরও, আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যে আল -মুগিরাহ বিন শাবাহ (রা) বললেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতিথি ছিলাম এবং তিনি আদেশ করলেন যে এক টুকরো মাংস ভুনা করতে, এবং তারপরে ছুরি নিয়ে তা টুকরো টুকরো করা শুরু করলেন আমার জন্য। তারপরে, বিলাল নমস্কার মজের আযানের জন্য আসল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুরিটি রেখে বললেন, 'তার কি হল ?”

এক বছরের ভেড়া মাংস সেরা চর্বিযুক্ত ভেঁড়ার চেয়ে। এই জাতীয় খাবার গরম এবং ভিজা,

কালো পিত্ত উৎপাদন করে , কিন্তু সবচেয়ে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর, অসুস্থ এবং স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকারীদের জন্য।

রান্না করা মাংস ভাল, পেটের জন্য হালকা এবং এর আর্দ্রতাবস্তুতঃ রয়েছে। ভাজা মাংস মাংসের তুলনায় কম উপকারী আর রোদে শুকানো সবচেয়ে খারাপ। পাশাপাশি, জ্বলন্ত পাথরে ভুনা করা মাংস আগুনের শিখায় ঝলসানো মাংসের চেয়ে ভাল।

## ৫. শাহম شحم (চর্বি বা গ্রিজ)

আল-মুসনাদে বর্ণিত আছে যে আনাস(রা) বলেছেন যে এক ইহুদি ব্যক্তি নবীকে (স) তার অতিথি হওয়ার অনুরোধ করেছিল এবং তাঁকে কিছু বার্লি রুটি এবং গলিত চর্বি উপহার দিলেন।

সহিহতে এটি অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে মুঘাফ্ফাল (রা) বলেছেন, খাইবার দিবসে এক থলি ভর্তি

গ্রিজের ব্যাগটি নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আমি এটি দখল করে নিয়েছিলাম এবং বললামঃ আল্লাহর কসম! এর কাউকে আমি দেব না! 'আমি যখন ঘুরে দেখলাম যে রাসূলুল্লাহ (সা) হাসছেন এবং মন্তব্য করল না। "

চর্বির সেরাটি হ'ল একটি পূর্ণবয়স্ক প্রাণী থেকে নেওয়া। প্রাণীর চর্বি গরম এবং ভিজা তবে কম ভিজা পরিচ্ছন্ন মাখনের চেয়ে। এই কারণেই যখন চর্বি এবং মাখন গলানো হয়, চর্বি দ্রুত শক্ত হয়।

চর্বি গলার রুক্ষতার বিরুদ্ধে সাহায্য করে। এটি দমন করে এবং পচণ ধরায়। চর্বির ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি দূর করতে লেবু, নুন এবং আদা ব্যবহার করা উচিত। এছাড়াও,ছাগলের চর্বি কোষ্ঠকাঠিন্য করে অন্য যে কোনও ধরণের চেয়ে বেশি , পাঁঠার চর্বি আরও বেশী পচণ করে এবং পেটের আলসার বিরুদ্ধে সাহায্য করে। ছাগলের চর্বি পেট আলসারের বিরুদ্ধে সাহায্য করে এবং চামড়া ঘষে দূর করতে ( চর্ম রোগে) ও মুত্রাশয়ের সংকোচনে ব্যবহার ইনজেকশন হিসাবে করা হয়।

## " ص“

## 1. সালাত الصلاة(নামাজ)

আল্লাহ বলেছেন:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (2:45)

" ধৈর্য্যর সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব।“ (2:45)

এবং

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (2:153)

" হে মুমিন গন! তোমরা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন। "(2: 153)

আল্লাহ আরও বলেন :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

(20:132)

" আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক চাই না। আমি আপনাকে রিযিক দেই এবং আল্লাহ ভীরুতার পরিণাম শুভ। " ( 20: 132)

অধিকন্তু, সুননে এটি বর্ণিত ;

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرٌ فزع إلى الصلاة (ابو داود :1319)

"যখনই আল্লাহর রাসূল কোন বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতেন

তিনি প্রার্থনার দিকে মনোনিবেশ করতেন। "

আমরা পাশাপাশি হিসাবে নামাজকে বিভিন্ন ধরণের অসুস্থতার জন্য নিরাময় ব্যবহার উল্লেখ করেছি

অসুস্থতা খারাপের দিকে যাওয়ার আগেই।

সালাত নিয়ে আসে, পোষণ, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে, ক্ষতি অপসারন এবং অসুস্থতা নির্মূল করে, শক্তিশালী করে

হৃদয়, মুখে আলো ছড়িয়ে দেয়, আত্মায় আনন্দ নিয়ে আসে এবং অলসতা দূর করে। উপরন্তু, সালাত শক্তি দেয় অঙ্গগুলিকে, শক্তি বজায় রাখে, হৃদয় খোলে, পুষ্ট করে আত্মাকে , হৃদয়কে আলোকিত করে, অনুগ্রহ সংরক্ষণ করে, রক্ষা করে (আল্লাহর ) ক্রোধ থেকে, আশীর্বাদ নিয়ে আসে, শয়তান থেকে দূরে নেয় এবং সর্বাধিক দয়াময়ের নিকটবর্তী করে।

সাধারণভাবে, সালাতের মধ্যে শরীর এবং হৃদয়ের স্বাস্থ্য রক্ষায় গভীর প্রভাব রয়েছে।

সালাত ক্ষতিকারক পদার্থ দূর করে। দু'জন ব্যক্তির একই ধরণের রোগে আক্রান্ত হয় তবে তাদের মধ্যে যে সালাত আদায় করবে সে অসুস্থতার ন্যূনতম প্রভাব বা ক্লেশ ভোগ করবে।

সালাতের গভীর প্রভাব আছে. এই জীবনের কুফলগুলি দূর করতে, বিশেষত যখন সালাতের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিকভাবে দিক যথাযত পালন করা হয়। নিশ্চয়ই, এই জীবনের এবং পরের জীবনের ক্ষতিসমূহ কার্যকরভাবে ভাল দ্বারা প্রতিরোধ করা ও প্রতিস্থাপন করা যায় সালাতের মাধ্যমে। এর রহস্য হল সালাতের যোগাযোগ আল্লাহর সাথে। যতই ঘনিষ্ঠ সংযোগ বান্দা এবং তার পালনকর্তার মধ্যে আরও উত্তম সব ধরণের দরজা তাঁর জন্য উন্মুক্ত আর. বন্ধ হবে খারাপ পথ। এই ক্ষেত্রে, সাফল্যের সরঞ্জাম তার প্রভুর কাছ থেকে দাসের উপর অবতরণ করবে সুস্বাস্থ্যের সাথে অনেক উপাদান , ধন সম্পদ, সান্ত্বনা, আনন্দ, সুখ এবং জীবনের সব ভাল জিনিস।

## ২. সাবর صبر (ধৈর্য)

সবর, ধৈর্য, ঈমানের অর্ধেক। অর্ধেক ধৈর্য এবং অর্ধেক প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা। কিছু সত্যপন্থী বলেছেন, "ইমানের দুটি অংশ রয়েছে, একটি ধৈর্য এবং অন্য অর্ধেক প্রশংসা ।

আল্লাহ বলেছেন:

......إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (14:5)

" নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। " ( 34:19)

বিশ্বাসের মধ্যে সবর, শরীরের মাথার মতো। সবর তিন প্রকার। প্রথমত, সাবর রয়েছে আল্লাহর আদেশ পালনে যাতে কেউ করা অবজ্ঞা না করে বা বিরক্ত না হয় ।

আর এক সবর রয়েছে নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে দূরে থাকার যাতে এগুলি লঙ্ঘন না হয়।

আরও একটি সবর রয়েছে, নিয়তি ও আল্লাহর সিদ্ধান্ত, এতে যেন কেউ কুন্ঠিত বা রাগান্বিত না হয়।

যখন কেউ তিনটি ধরণের স্বর অর্জন করে, তার সবর পূর্ণ হবে এবং এ জীবন পরের জীবন লাভ হবে

আনন্দ এবং পাশাপাশি থাকবে উভয় জীবনেরই জয়। কোন ব্যক্তি এই মহান অর্জন করতে পারবে না সবরের সেতু না পেরিয়ে। ঠিক তেমন, কোন ব্যক্তি জান্নাতে পৌঁছবে না 'সিরাত' ( জাহান্নামের সেতু ) অতিক্রম না করে। উমর ( রাঃ ) বলেন, আমরা অর্জন করেছি সেরা জীবন সবরের মাধ্যমে। "

যখন কেউ জীবনের অর্জনের পরিপূর্ণতা সম্পর্কে চিন্তা করে, সে বুঝতে পারে যে তাদের সব সবরের সাথে সংযুক্ত। অন্যদিকে, যখন কেউ চিন্তা করে তার ব্যর্থতার বিষয়ে একজন বুঝবে যে তা সবই অধৈর্যতার সাথে সংযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, সাহস, সম্মান, উদারতা এবং অন্যের জন্য ভাল পছন্দ করা হ'ল সংক্ষিপ্ত সময় জন্য ধৈর্য অবলম্বন করা মাত্র।

অনেকগুলি রোগ এবং অসুস্থতা যা শরীর এবং হৃদয় আক্রমণ করের তা হতাশার ফল।

এছাড়াও, সবর স্বাস্থ্যের ও হৃদয়ের , শরীর এবং আত্মার সংরক্ষক। এটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং বৃহত্তম নিরাময়। সাবর যদি কেবল আল্লাহ ধৈর্যশীল বান্দাদের পুরষ্কার এবং তাঁর ভালবাসা, বহন করে এটাই যথেষ্ট। আল্লাহ সবর এবং যার অনুসরন করে তাদের ভালবাসেন।

" ان النصر مع الصبر " (الترمذي 2516)

"নিশ্চয়ই , ধৈর্যের সাথে বিজয় আসে।"

এছাড়াও আল্লাহ বলেন:

وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ (16:126)

" যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম। " ( 16: 126)

এরপরও ধৈর্য সফলতা অর্জনের উপায়,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(3:200)

" হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।' (3: 200)

## 5. সাবির الصَّبِر (ঘৃতকুমারী)

সাবিরের অনেক উপকার রয়েছে, বিশেষত ভারতীয় সাবিরের। এটি মস্তিষ্ক এবং দৃষ্টি স্নায়ুর পিত্ত বর্জ দূর করে। সাবির গোলাপ তেলের সাথে একটি হিসাবে মিশ্রিত করে মলম হিসাবে কপাল ও মুখমন্ডলে ব্যবহার করলে মাথাব্যথা দূর হয়। এটি মুখের ঘা এবং ঘা, যা মুখ এবং নাকে দেখা যায়, উপশম করতে সহায়তা করে এবং কালো পিত্ত বিরুদ্ধে এবং বিষণ্ণতার বিরুদ্ধে সাহায্য করে।

পারস্যের সাবির মনকে তীক্ষ্ণ ও হৃদয়ের দৃঢ়তা দেয় এবং শরীরের থেক পিত্তের মিশ্রণ এবং শ্লেষা যা পাকস্থলিতে জমা হয় তা দূর করে। এজন্য দুই চামচ সাবির মিশ্রিত পানি গ্রহন করতে হয়।

সাবধানতা: ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সবির পান করা রক্ত আমাশয়ের কারণ।

## 8. সাওম صوم (রোজা)

রোজা আত্মা, হৃদয় ও শরীরের অসুস্থতা জন্য ঢাল। এর অনেক উপকার আছে। রোজা স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং শরীরকে ক্ষতিকারক পদার্থের প্রতিরোধ করে। বিশেষত যখন কেউ রোজা থাকে যে সময়ে ধর্ম রাখতে বলে বা যখন দেহের এটি প্রয়োজন। রোজা পেশী এবং শরীরকে বিশ্রাম দেয়ল এবং তার শক্তি পুণরুদ্ধারে সহায়তা নিশ্চিত করে। রোজা আরো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আগ্রহ সহকারে গ্রহন করা উচিত। এটি অন্তরে আনন্দ এবং স্বস্তি বয়ে আনে আগে বা পরে (অর্থাৎ শেষ দিন)। রোজা সবচেয়ে ভাল উপায় অতিরিক্ত শারীরিক আর্দ্রতা ও পদার্থ থেকে বাঁচার উপায় এবং স্বাস্থ্য রক্ষা এবং তাদের সংরক্ষণ করে।

রোজা এক আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক প্রতিকার।রোযাদার যখন বিভিন্ন বিধিবিধান এবং

রোজা সম্পর্কে নির্দেশিকা পালন করে, তার হৃদয় এবং শরীর রোজা থেকে সবচেয়ে উপকৃত হয়। এছাড়াও, দেহ তার শরীরের ক্ষতিকারক অবাঞ্ছিত পদার্থগুলি থেকে মুক্তি পায় যা ইতিমধ্যে শরীরে প্রবেশ করেছে।

রোজা এছাড়াও রোযাদারকে যা এড়ানো কথা তা থেকে দূরে থাকতে সহায়তা করে। রোজার লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও প্রার্থনা করতে, যা রোজাদারের প্রকৃত পাওয়া, সহায়তা করে। রোজা কেবল খাদ্য এবং পানীয় থেকে বিরত থাকার নাম নয়।রোজা রাখার আরও একটি লক্ষ্য রয়েছে যা রোজা অর্জনের চেষ্টা করে, তা এমন একটি কাজ যার প্রতিদান আল্লাহ চান দিতে চান [কেবলমাত্র বিচারের দিন]। রোজা একটি ঢাল বান্দা এবং যা অচিরেই বা তার শরীর ও আত্মাকে ক্ষতি করতে পারে এবং এজন্যই আল্লাহ বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(2:183)

" হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার। " ( 2: 183)

রোযা একটি ঢাল এবং সুরক্ষা যা একটি প্রচন্ড উপকারী আহারের ধরণ। রোজা অন্য একটি লক্ষ্য

হল হৃদয়কে আল্লাহর জন্য। ব্যস্ত রাখা। এজন্য শরীরের বিভিন্ন শক্তি নিয়োগ করে তা বাস্তবায়নের জন্য, আল্লাহ যা ভালবাসেন। তাঁর এবাদতের প্রয়োজনীয় সব অর্জন জন্যও নিয়োজিত করে। আমরা রোজার গোপন বিষয়গুলি কিছু উল্লেখ করেছি যখন আমরা রাসূল (সা।) এর এই বিষয়ে দিকনির্দেশনার কথা বর্ণনা করেছি।

পরবর্তী পাতা – ৩৫১

# Healing. 430-470( B 351-378)

"ض“

## I.Dhabb. ضَبٌّ (টিকটিকি)

সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন: যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে টিকটিকি খাওয়া যাবে কিনা, কারণ যখন এটি তাঁর কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল তিনি তা খাননি। উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لا ; ولكن بارض قومي، فأجدني أعافه.(البخاري : 5391)

"না। এই খাবারটি আমার লোকের দেশে পাওয়া যায় না এবং এটি খেতে আমার রুচি নেই। "

দোয়াব তখন তাঁর (স) প্রভুর উপস্থিতিতে খাওয়া হয়।

সহিহাইনে এও বর্ণিত আছে যে, ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাঃ বলেছেন:

لا أُحلّه ،ولا أُحرّمه (البخاري :5596)

"আমি এটার অনুমতি দেই না বা তা অস্বীকারও করি না। "

টিকটিকির মাংস গরম এবং শুকনো এবং যৌন ইচ্ছাকে শক্তিশালী করে। এটি গুড়া করে এবং কারো চামড়ার বিদ্ধ হওয়া কাঁটার উপর দেওয়া হলে, এটি কাঁটা বের করবে।

## ২. দিফদি'/দাফদা' ضِفْدِع (ব্যাঙ)

ইমাম আহমদ বলেছিলেন, "(হত্যা করা ) ব্যাঙের অনুমতি নেই ঔষধির উদ্দেশ্যে, কারণ আল্লাহর রসূল (স) তাদের হত্যা করা নিষেধ করেছেন। " আহমদ (রা) তাঁর মুসনাদে উল্লেখ করছিলেন যে হাদীসটি তাতে করেছিলেন তাতে উসমান বিন আবদুর-রহমান বলেছেন যে, একজন চিকিৎসক উল্লেখ করেছেন ঔষধি উদ্দেশ্যে ব্যবহারের কথা বললেন এবং রাসূল (স) ব্যাঙ হত্যা করতের নিষেধ করেছেন।"

আল কানুনের লেখক ইবনে সিনি বলেছেন, " ব্যাঙের মাংস বা রক্ত খেলে শরীর ফুলে যায়, ফেকাশে হয় ও অনিয়ন্ত্রিত বীর্য পাত হয় মৃত্যু পর্যন্ত । এই কারণেই চিকাৎসকরা এটি চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন এটির ক্ষতির কারণে। "

দুটি ধরণের রয়েছে ব্যাঙ আছে , শুকনার এবং পানির ব্যাঙ। কিছু শুকনার ব্যাঙ বিষাক্ত।

## "ط"

# 1. তীব طِيب (সুগন্ধি)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

حُبِّبَ إليَّ من دنياكم النساءُ والطيبُ; وجعلت قرّة عيني في الصلاة (النسائي : 3940)

"তোমাদের দুনিয়া থেকে, মহিলা এবং তীব (সুগন্ধি) আমার প্রিয় করা হয়েছে আর আমার চোখের শান্তি এবাদত।"

আল্লাহর রাসূল আঃ প্রায়শই সুগন্ধি ব্যবহার করতেন এবং বাজে গন্ধ পছন্দ করতেন না।

তীব (আতর) আত্মার জ্বালানী, যা হ'ল শরীরের শক্তির ইঞ্জিন। অতএব, বিভিন্ন দেহে শক্তি এবং ক্ষমতা লালিত হয় সুগন্ধিতে। একইভাবে, শরীরের শক্তি লালিত হয় খাবার ও পানীয় , স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, আনন্দ, প্রিয়জনের নিকটবর্তী হওয়া, ভাল সংবাদ প্রাপ্তি এবং ঘৃণ্য, অপছন্দ ব্যক্তিদের অনুপস্থিতিতে, যাদের উপস্থিতিতে হৃদয় ভারী হয়। প্রকৃতপক্ষে, অপছন্দিত ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা করা শক্তিকে এবং কারণগুলি দুর্বল করে দুঃখ এবং হতাশা আনে। ঠিক যেমন জ্বর এবং দুর্গন্ধ শরীরে থাকে। এ কারণেই সাহাবীগণ (রা) এমন বৈশিষ্ট্য অর্জন থেকে দূরে ছিলেন যা নবীকে বিরক্ত করে তোলে ও রসূল(স) তাদের ঘৃণা এবং অপছন্দ করে।

আল্লাহ বলেছেন:

...

إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ... (33:53)

"....তবে তোমরা আহুত হলে প্রবেশ করো, তবে অতঃপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক।... "(33:53)

সংক্ষেপে, সুগন্ধি আল্লাহর নবীর (স) পছন্দের মধ্যে অন্যতম ছিল।

এছাড়াও এটার ভাল স্বাস্থ্য সংরক্ষণ এবং অসুস্থতার অপসারণের উপর ভাল প্রভাব ছিল

অনেকগুলি অসুস্থতা কারণ এটি শরীরের শক্তি উজ্জীবিত করে।

## ২. তীন الطين ( মাটি )

বেশ কয়েকটি জাল হাদীস উল্লেখ করা হয়েছিল মাটির উপকারিতা সম্পর্কে। প্রতিটি এমন হাদীস অসত্য এবং অবশ্যই আল্লাহর রাসূলের সাথে সম্পর্কিত নয়। মাটি ক্ষতিকারক এবং শিরাগুলিতে বাঁধা সৃষ্টি করে এবং এটি শীতল, শুকনো এবং একটি শক্তিশালী শুকানোর উপসর্গ। এছাড়াও, কাদামাটি ডায়রিয়া প্রতিরোধ করে এবং রক্তক্ষরণ করে এবং মুখের মধ্যে ক্ষত সৃষ্টি করে।

## ৩. তালহ طلح (কলা )

আল্লাহ বলেছেন:

وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ (56:29)

" এবং কাঁদি কাঁদি কলায়, "(56:29)

অধিকাংশ পণ্ডিতই বলেছেন যে তালহ মানে কলা, যেমন এরা একে অপরের উপরে গাদা হয়ে বেড়ে ওঠে চিরুনির দাঁতের মত। বলা হয় যে তালহ হল গাছ যার কাঁটা রয়েছে এবং প্রতিটি কাঁটা ফল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়,যেমন কলাগাছের ঘটে। তালহ এর অর্থ সম্পর্কে এটি সর্বোত্তম মতামত।

সুতরাং, ধার্মিক পূর্বসূরীরা যারা বলেছেন তালহ মানে কলাগাছ তাঁরা এর অর্থ বুঝাতে কলা গাছের উদাহরন ব্যবহার করছেন, এর মানে এ নয় যে তালহ শব্দের অর্থ কেবল কলা গাছে। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

কলা গরম এবং ভিজা হয়। কলা সবচেয়ে ভাল জাতের কলা পাকা এবং মিষ্টি।

কলা বুকের এবং ফুসফুসের রুক্ষতার বিরুদ্ধে সাহায্য করে, কাশি থেকে মুক্তি এবং কিডনি এবং প্রোস্টেটের আলসারের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে করে।

কলা প্রস্রাব তৈরী ( মূত্রনালী ), বীর্য উৎপাদন উদ্দীপ্ত করা , নরম পেট করা ও যৌনাকাঙ্খা জাগায় এবং এগুলি খাওয়ার আগে খাওয়া উচিত। কলা পেটের ক্ষতি করে এবং পিত্ত এবং শ্লেষা বাড়িয়ে তুলে তবে খাচ্ছেন চিনি এবং মধু দিয়ে খেলে তাদের ক্ষতিকারক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হ্রাস করে।

## 4. ত্বাল طَلْعٌ ( খেজুরের থোকা )

আল্লাহ বললেনঃ

وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ (50:10)

" এবং লম্বমান খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর, " ( 50:10)

এবং তিনি বলেছেন:

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (26:148)

"শস্যক্ষেত্রের মধ্যে এবং মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে। "(26: 148)

খেজুর গাছগুলির তাল’ হল এর নতূন ফল।

তাল’ (গুচ্ছ) দুটি ধরণের হয়: পুরুষ এবং মহিলা। খেজুর গাছগুলির প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরাগ স্থানান্তর প্রয়োজন, যা পুরুষ অঙ্গঅঙ্গের অনুরূপ এবং যা দেখতে খুব সূক্ষ্ম গুঁড়োর মতো, এবং এটি উপস্থাপিত মহিলা অঙ্গে। এই প্রক্রিয়াটিকে তা'বীর বলা হয়।

মুসলিম তাঁর সহীহতে বর্ণনা করেছেন যে তালহা বিন 'উবায়দুল্লাহ (রা) বলেছেন: ” আমি এবং আল্লাহর রসূল(স) কিছু খেজুর গাছের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং দেখলাম কিছু লোক তা’বির করছে। নবী (স) তারা কি করছে তা জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল যে তারা পুরুষ যৌন অঙ্গ অপসারণ করছে এবং মহিলা যৌন অঙ্গে তা স্থাপন করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, “ আমি মনে করি না যে এই প্রক্রিয়াটি খুব সাহায্য করবে।“ তারা যখন নবী (স) এর বক্তব্য শুনল তারা তা করা ত্যাগ করল এবং গাছগুলি পরে পরে উৎপন্ন করেনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, 'এটি আমার পক্ষে অনুমান মাত্র ছিল। যদি (তাবির) সাহায্য করে, তবে এটি কর। আমি কেবল তোমাদের মত মানুষ এবং আমার অনুমান হয় সঠিক বা ভুল। কিন্তু আমি তোমাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে যা জানাই তা সত্য। আমি কখনই আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করব না। "

তাল’ বীর্য উৎপাদন উদ্দীপিত করে এবং যৌনাকাঙ্খা শক্তিশালী করে। কোনও মহিলা যখন যৌনমিলনের আগে তা’লের গুঁড়া নেন, এটি তাকে সাহায্য করবে গর্ভবতী হতে।

খেজুর গাছের গুচ্ছগুলি শীতল এবং শুকনো দ্বিতীয় মাত্রার, পেট জোরদার ও শুকিয়ে দেয় এবং উত্তেজিত

রক্ত শান্ত করে , তবে হজম করা শক্ত।

যার যার উত্তপ্ত মেজাজ রয়েছে তারা তা'ল সহ্য করতে পারে। এছাড়াও, যারা তা'ল নিয়মিত খায়; ' এটির সাথে গরম মিষ্টিও খাওয়া উচিত। তা'ল কোষ্ঠকাঠিন্য করে এবং অন্ত্রকে শক্তিশালী করে, ঠিক যেমন জুম্মার ( তাজা খেজুর) এবং বুশারের (সবুজ খেজুর) মত, যা আমরা উল্লেখ করেছি। অতিরিক্ত পরিমাণে তা'ল খাওয়া পেট এবং বুকের ক্ষতি করে এবং বেদনাদায়ক কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। মাখন এবং মিষ্টি দিয়ে এটি গ্রহণ করলে এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হ্রাস করে।

## " ع“

## 1. ই'নাব عنب (আঙ্গুর)

আল্লাহর রাসূল (স) আঙ্গুর এবং তরমুজ খাওয়া পছন্দ পছন্দ করতেন বলে জানা গেছে। এছাড়াও, আল্লাহতায়ালা কুরআনে ছয় বার এই জীবন এবং পরবর্তী জীবনে তাঁর অনুগ্রহ ও দানের কথা উল্লেখ করতে আঙ্গুরের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। আঙ্গুর ভাল ফলের মধ্যে সেরা এবং সর্বাধিক উপকারী ফল এবং সেগুলি তাজা, শুকনো, সবুজ এবং পাকা খাওয়া হয়।

আরও, আঙ্গুর ফল এক প্রকারের ফল এবং পুষ্টিকর খাবারের প্রতিকারের পাশাপাশি ও পানীয় হিসাবে। আর্দ্রতা এবং উষ্ণতা আঙ্গুরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যেমন অন্যান্য শস্য। সেরা টাইপ আঙ্গুর বড়। রসে পূর্ণ থাকে।

সাদা আঙ্গুর কালো আঙ্গুর তুলনায় ভাল তবে মিষ্টি সমান। এ ছাড়া তাজা দ্রাক্ষা খাওয়া

ফসল কাটার দুই বা তিন দিন পরে খাওয়া ভাল। এগুলি তাৎক্ষণিক ভাবে ডায়রিয়া এবং পেট ফাঁপার কারণ।

আঙুরগুলি ঝুলন্ত আঙ্গুরের ছড়ায় রাখা হয় যতদিন ত্বক পাতলা না হয়। এগুলি ভাল পুষ্টির উৎস,

ঠিক কিসমিস এবং ডুমুরের মতো এবং শরীর শক্তিশালী করে।

আঙ্গুর বীজ খুলে ফেলা হয়, যখন আঙ্গুর আরও কার্যকর জোলাপে পরিণত হয়। আঙ্গুর

অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া মাথা ব্যথার কারণ হয়, যদি না এর সাথে টক ডালিম খাওয়া হয়।

সাধারণভাবে আঙ্গুর একটি ভাল রেচক এবং পুষ্টির একটি ভাল উৎস। সেরা ফল তিনটি: আঙ্গুর, খেজুর এবং ডুমুর।

## ২. আসাল عَسَلٌ ( মধু )

পূর্বে মধুর উপকারিতা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনে জুরায়জ বলেন, আজ-যুহরী (রাঃ) বলেন,' মধু খাও কারণ এটি স্মৃতিশক্তির জন্য ভাল।" সেরা

মধু সাদা, খাঁটি, হালকা এবং মিষ্টি। গাছ ও পাহাড় থেকে সংগ্রহ করা মধু কোষে তৈরী মধুর চেয়ে ভাল।

মধুর গুণমান পরিবর্তিত হয়, মৌমাছি তাদের কোন অঞ্চল থেকে তা সংগ্রহ করে তার উপর।

## ৩. আজওয়াহ عَجْوَةٌ ( চাপ দেওয়া , শুকনো খেজুর )

সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস(রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স) বলেছেন:

من تصبح بسبْع تمارٍ عجوةٍ، لم يضُرّه ذلك اليوم سُمٌّ ولا سحرٌ (البخاري : 5445)

"যে ব্যক্তি সকালে সাতটা আজওয়াহ খেজূর খায় বিষ বা যাদু দ্বারা বাকি দিন ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।”

এছাড়াও আন-নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন যে নবীজি(স) বলেছেন:

العجوةُمن الجنة ، وهي شفاء من السُّمّ. والكمْأةُ من المنّ، وماؤها شفاءٌ للعين (الترمذي : 2066)

" আজওয়াহ জান্নাত থেকে এসেছে এবং এটি বিষ বিরুদ্ধে প্রতিষেধক। আল কামা ( আলুর মত ছত্রাক বিশেষ) এক প্রকারের মান্না এবং এর নির্যাস চোখের নিরাময়। "

একটি মতামত আছে যে এই হাদিসটি বিশেষত আল-মদীনার আজওয়াহ সম্পর্কে, যা

হিজাজ অঞ্চলে এক সেরা খেজুর। আজওয়াহ শুকনো চাপা দেওয়া খেজুর , একটি ভাল ধরণের খেজুর।এটার রয়েছে দৃঢ় ত্বক এবং নরম ও সবচেয়ে সুস্বাদু খেজুর।

আমরা খেজুরের এবং তামরের تمر(শুকনা খেজুর) বিভিন্ন সুবিধার কথা উল্লেখ করেছি

আমরা চিকিৎসার ক্ষেত্রে আজওয়াহার উপকারিতা উল্লেখ করেছি বিষ এবং যাদুর ক্ষতির প্রতিরোধে।

# ৪. আনবার عنبر(মোমযুক্ত পদার্থ ; তিমি)

আমরা উল্লেখ করেছি দুটি সহীহতে বর্ণিত হাদীস, আবু "উবাইদাহ(রা) ও মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে, যাঁরা

একটি বিশাল তিমি মাছ পেয়ে এবং তারা এটি খেয়েছিলেন দেড় মাস ধরে। তারা এর কিছু মাংস

সাথে নিয়ে আল -মদীনায় পৌঁছালেন এবং নবীকে কিছু প্রদান করলেন। এই হাদিসটি ইঙ্গিত দেয় যে

মুসলমানদের জন্য অনুমোদিত মৃত অবস্থায়ও সমুদ্র থেকে যা কিছু আসে তা খাওয়া।

কিছু লোক যারা [আমরা যা বলেছি তার সাথে একমত নন] বললে যে তিমিটির যখন তীরে এসেছিল তখন জীবিত ছিল এবং যখন পানি নেমে গিয়েছিল তখন এটি মারা যায়। সুতরাং, তারা বলে, তিমি পানির অভাবের কারণে মারা গিয়েছিল প্রাকৃতিকভাবে না।

এই মতামতটি ভুল, কারণ সাহাবাগণ সমুদ্রের তীরে তিমিটিকে মৃত অবস্থায় পেয়েছিলেন। তারা তা জীবিত এবং পানি না থাকা এটার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ানোর দাবি, দেখেননি। তদুপরি তিমি বেঁচে থাকলে সমুদ্র এটাকে নিক্ষেপ করত না। সমুদ্র সাধারণত তীরে মরা প্রাণী এবং মরা মাছ ফেলে দেয়।

এরপরও, এমনকি তাদের দাবি ঠিক হলেও তা মৃত প্রানী অনুমতির রায়কে প্রভাবিত করে না [মৃত সামুদ্রিক প্রাণী খাওয়া]। নবী (স) শিকার খাওয়া মঞ্জুরি দেননা যদি কেউ এটি মৃত অবস্থায় পানিতে খুঁজে পাওয়া যায় কারণ তার অস্ত্রে না ডুবে মারা গেছে তাতে সন্দেহ থাকে।

সুতরাং, বিরোধীরা যা বলেন তা সত্য হলে, তবে সন্দেহ থাকে যে তিমি কীভাবে মারা গেল, আর তা এটি খাওয়া নিষেধ করবে [অর্থাৎ যদি তাদের পরামর্শ, তিমি বায়ুর অভাবের কারণে মারা গেছে তাহলে মৃত সামুদ্রিক প্রাণী মৃত নিষিদ্ধ, উভয় সত্য ]।

যেমন- আল -আনবার (অ্যাম্বার) যা এক প্রকারের সুগন্ধি (পারফিউম)। এটি সেরা ধরণের এক সুগন্ধি মুশক এরপর। কিছু লোক ভুল করে আনবকে মিশক এর চেয়ে বেশী পছন্দ করে। যাহোক নবী করীম (সা।) কস্তুরী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন:

هو أطيب الطيب

"এটি সেরা তিব (সুগন্ধি)।" مخ.

শীঘ্রই, আমরা সুবিধাগুলি ও কস্তুরীর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করব যা জান্নাতের সুগন্ধি ভিতরে আর জান্নাতে সত্যবাদী বিশ্বাসীদের আসনসমূহ এই কস্তুরী দিয়ে তৈরি, 'আনবার' নয়।

যারা মনে করেন 'আনবার কস্তুরির চেয়ে ভাল তারা কারণে এই ভ্রান্তিতে যে, 'আনবার' স্বর্ণের মত নষ্ট হয় না। এই বাস্তবতা একা ইঙ্গিত দেয় না যে 'আনবার' কস্তুরী চেয়ে ভাল।

বিভিন্ন ধরণের 'আনবার রয়েছে: সাদা, ধূসর,লাল, হলুদ, সবুজ, নীল, কালো এবং বহু রঙের। সেরা আনবার ধূসর, তারপরে নীল এবং তারপরে হলুদ বর্ণের, অন্যদিকে কালো আনবার সবচেয়ে খারাপ। আনবারের উৎস সম্পর্কে লোকের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, যেখানে কিছু লোক বলেন এটি একটি উদ্ভিদ যা সমুদ্র তলদেশে জন্মায় এবং সমুদ্রের সরীসৃপগুলি খায় এবং পরে সমুদ্রের তীরে ফেলে দেয়। কিছু লোক বলে যে আনবার হ'ল সমুদ্রের প্রাণীর বর্জ্য গরুর খবরের মতো। কিছু লোক বলেন যে এটি একটি সমুদ্র উপকূলে ফেলা দেওয়া ফেনা। 'কানুন' এর লেখক সর্বশেষ দুটি মতামত গ্রহন করন নাই। তবে বলেন, অ্যাম্বার সমুদ্রের নীচের ঝর্ণা থেকে উৎপন্ন হতে পারে।

'আনবার গরম এবং শুকনো এবং হৃদয়, মন এবং ইন্দ্রিয়কে শক্তিশালী করে। এটি দেহকে মজবুত করে এবং মুখের পক্ষাঘাত, পক্ষাঘাত, শ্লিষা রোগ, পেট এবং পেট ফাঁপা উপশম করতে সাহায্য করে।

আনবার বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা খুলে দেয় যখন মলম বা পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এটি যখন শ্বাসের সাথে গ্রহন করা হয় আনবার ঠান্ডার লক্ষণ, মাথা ব্যথা এবং মাইগ্রেন উপশম করে।

# ৫. 'উদ الصبار (ভারতীয় ঘৃতকুমারী, Aloe)

ভারতীয় উদ দুটি ধরণের হয়। **এক প্রকার** ঔষধি কাজে ব্যবহৃত হয়, যাকে আল-কুস্ত বলা হয়।

কিছু লোক এটিকে আল-কোস্ট বলে। আমরা এই ধরনের বর্ননা "ق" অধ্যায়ে। **দ্বিতীয় ধরণের** উদকে ডাকা হয় অ্যালো, অ্যালো কাঠ, যা আতর হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ইমাম মুসলিম(র) তাঁর সহিহতে বর্ণনা করেছেন, যে ইবনে উমর(রা) কিছু কর্পুরের সাথে শুকনো অ্যালো কাঠ পোড়াতেন এবং বলেন, যে আল্লাহর রসূল(স) এরূপ করতেন। এ ছাড়া আল্লাহর রাসূল(স) বর্ণনা করেছেন যে, অনুগ্রহসমূহ যা জান্নাতীরা উপভোগ করবে, যেমন অ্যালো কাঠের।

উডটি তৃতীয় মাত্রার গরম এবং শুকনো , খোলে বাধা. খোলে এবং গ্যাস দিয়ে দূর করে। এ ছাড়াও 'উদ অপ্রয়োজনীয় আর্দ্রতা শোষণ করে ও অন্ত্রকে শক্তিশালী করে এবং হৃদয়ে স্বস্তি এবং সান্ত্বনা আনে।

উদ ছাড়াও মনকে সাহায্য করে, ইন্দ্রিয়কে তীক্ষ্ণ করে তোলে, কোষ্ঠকাঠিন্য করে এবং সহায়তা করে

মুত্র ধারনের অক্ষমতায় , ফল স্বরূপ বিছানা ভিজা থেকে নিষ্কৃতি পায়, যা প্রস্টেট গ্রন্থির ঠান্ডা থেকে হয়।

ইবনে সামজুন বললেন, 'বিভিন্ন ধরণের উদ' রয়েছে, এবং তারা সবাই 'অ্যালো' সাধারণ নাম বহন করে। 'উদ

শরীরের ভিতরে এবং বাইরে ব্যবহৃত হয়। এটা একা বা অন্যান্য পদার্থের সাথে পোড়ান হয়।

এর একটি ঔষধি তাৎপর্য আছে, উদকে কাফুর (কর্পূর) এর সাথে মিশ্রিত করা হয়। এতে এক অপরটিকে

সহনীয় করে তোলে। এছাড়াও, 'উদ পোড়ানো বাতাস নির্মল করতে সহায়তা করে। যা একটি শরীরের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান শরীরের সুস্থতার জন্য।

## ৬. 'আদস عَدَس (মসুর ডাল)

বর্ননা করা হয়েছে যে 'আদস' (মসুর ডাল) ইহুদীদের লালসার বস্তু ছিল। তারা মান্না ও কোয়েলের চেয়ে বেশি পছন্দ করেছিল। 'অ্যাডস রসুন এবং পেঁয়াজের সহচর। এটি ঠান্ডা এবং শুষ্ক এবং এর দুটি বিপরীত প্রভাব রয়েছে, একটি কোষ্ঠকাঠিন্য এবং একটি রেচক হিসাবে কাজ করে। এর ত্বক

'অ্যাডোস তৃতীয় মাত্রার গরম এবং শুকনো এবং এটি রেচক হিসাবে কাজ করে। মসুর ডালায় উপকার

এর খোসার উপর কেন্দ্রীভূত এবং এই কারণেই পুরো মসুর ডাল বেশি উপকারী খোসা বিহিন ডালের এর চেয়ে। পেটের জন্য কম ভারী এবং কম ক্ষতিকারক।

মসুর ডাল কালো পিত্ত সৃষ্টি করে এবং গভীর হতাশা সৃষ্টি করে ও স্নায়ু এবং দৃষ্টিশক্তি

উপর নেতিবাচক প্রভাব তৈরী করে। 'আদস ঘন রক্ত তৈরী করে; এবং যারা ভোগে কালো পিত্ত থেকে তাদের এটি থাওয়া এড়ানো উচিত, কারণ তারা যখন অত্যধিক মসুর ডাল থাওয়া হয় , ঘোর বা আবেশ তৈরী করে, কুষ্ঠরোগ, কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া জ্বর (একটি জ্বর যা প্রত্যেক চারদিন পরপর হয়)

চতুর্থ দিন) এবং অন্যান্য অসুখের সৃষ্টি করে। তবে মসুর

চার্ড( শব্জি পাতা বিশেষ) এবং বেশী পরিমাণে গ্রীস(তৈলাক্ত বিশেষ) এর সাথে তাদের মিশিয়ে ব্যবহার করলে নেতিবাচক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এড়ানো যায়।

মিষ্টির সাথে মসুর ডাল থাওয়া উচিত নয় , কারণ মসুর ডাল লিভারে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

নিয়মিত 'অ্যাডস' থাওয়া দৃষ্টিশক্তি ক্ষতি করে কারণ তারা খুব শুকনো। মসুর প্রস্রাব ধরে রাখা, ঠান্ডা স্ফীতি করে এবং অত্যধিক পেট ফাঁপা করে। সেরা সাদা মসুর দ্রুত হজমকারী।

কিছু অজ্ঞ মানুষ দাবি করেছেন যে নবী ইব্রাহিম (আ) তার মেহমানদের জন্য মসুর রান্না করেছিলেন। তবে

কুরআন উল্লেখ করেছে যে তিনি তার মেহমানদের জন্য মেদযুক্ত ভাজা বাছুর আয়োজন করেছিলেন।

## " غ“

## 1. গাইছ غَيْثٌ (বৃষ্টি)

অনেকবার কুরআনে বৃষ্টির উল্লেখ রয়েছে। বৃষ্টি শব্দটি কানে নরম অনুভূতি দেয় এবং শরীর এবং আত্মার জন্য আনন্দদায়ক। কান শুনতে পছন্দ করে বৃষ্টির শব্দ আর অন্তর বৃষ্টি পাত উপভোগ করে।

বৃষ্টির পানি হ'ল সেখানে সবচেয়ে ভাল পানি, সবচেয়ে নরম, সবচেয়ে উপকারী এবং সবচেয়ে ধন্য।

বিশেষত যখন বৃষ্টিপাতের সাথে হয় বিজলী এবং গর্জন এবং তারপর তা সংগ্রহীত হয় পার্বত্য অঞ্চলে।

অন্যান্য ধরণের পানির চেয়ে বৃষ্টির পানি হালকা কারণ এটি তাজা এবং মাটিতে বেশিক্ষণ থাকে না। এই ক্ষেত্রে এটি অর্জন করে মাটির শুষ্কতা এবং শক্ত পদার্থ। বৃষ্টির পানি বিশুদ্ধ এবং হালকা হওয়ায় দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়।

বসন্তকাল ও শীতকালে পড়া বৃষ্টির পানির নমনীয়তা এবং হালকা সম্পর্কে দুটি মতামত আছে।

যারা শীতকালীন বৃষ্টির পানিকে পছন্দ করেন তারা বলেন শীতকালে সূর্যের তাপ কম এবং সমুদ্রের পানির সবচেয়ে নরম অংশ বাষ্পীভূত হয়। উপরন্তু, বায়ু তখন পরিষ্কার এবং ধুলো শূন্য থাকে এবং ফলস্বরূপ

দূষিত হবে না। অতএব, বৃষ্টির বৃষ্টিরপানিতে কোনো কিছুই দ্রবীভূত হবে না পড়ার সময়। এবং এই কারণেই বৃষ্টির পানি সবচেয়ে নরম এবং হালকা।

যারা বসন্তের বৃষ্টির পানিকে পছন্দ করেন তারা বলে গরম সূর্যতাপ বাতাসের ভারী পদার্থের বাষ্পীভবন করে এবং বায়ু নিজেই হালকা এবং পরিষ্কার হয়। এই ক্ষেত্রে, বৃষ্টির পানি সবচেয়ে হালকা এবং সবচেয়ে নরম হবে তখন গাছপালা এবং বাতাস বৃষ্টি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

ইমাম শাফেয়ী(র) বর্ণনা করেছেন- আনাস ইবনে মালিক(রা) বলেছেন, "একবার, আমরা যখন নবী সাঃ এর সাথে ছিলাম যখন বৃষ্টি হচ্ছিল। নবীজী (স) তাঁর বাহ্যিক পোশাক সরিয়ে দিলেন (বৃষ্টি তাঁর উপর না পড়া অবধি) এবং বলেন:

انه حديثُ عهدٍ بربّهِ (مسلم : 898)

"এইমাত্র এর পালনকর্তার কাছ থেকে এসেছে।"

আমরা উল্লেখ করেছি নবীর(স( নির্দেশের কথা আল্লাহ কাছে বৃষ্টির জন্য চাওয়ার বিষয়ে, যে তিনি দোয়া প্রার্থনা করতেন যখন বৃষ্টি হয় (যা আল্লাহ তাআলা সর্বদা প্রেরণ করেন)।

## "ف"

# 1. সূরা ফাতিহা (কোরআনের প্রথম অধ্যায়)

সূরা ফাতেহা কুরআনের মা। সাতটি প্রায়শই পাঠকৃত আয়াত যা নবীকে (স) দেওয়া হয়েছিল যাতে রয়েছে চূড়ান্ত নিরাময় এবং উপকারী প্রতিকার সঠিক 'রুকাইয়া'( দেওয়ার সূত্র)। ফাতিহা প্রাচুর্য, সাফল্য এবং শক্তি অর্জনের মূল চাবিকাঠি। ফাতিহা দুঃখ, হতাশা,যন্ত্রণা এবং ভয় দূর করে। যারা এর মূল্যকে বোঝে এবং এটিকে যথাযথভাবে বিবেচনা করে ও এটি তিলাওয়াত করে যেমন আবৃত্তি করা উচিত। এবং জানে এর ঔষধী নিরাময়ের গুণ, তারা এগুলি অর্জন করবে।

একজন সাহাবী ফাতিহার কয়েকটি রহস্য উন্মোচন করেছিলেন যখন তিনি এটিকে রুকিয়াহ হিসাবে ব্যবহার করে বিচ্ছু হুল আক্রান্ত ব্যক্তি তাত্ক্ষণিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠেছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলেন:

ওوما أدراك أنها رُقيةٌ (البخاري :2279)

"তুমি কিভাবে জানলে যে এটি একটি নিরাময়?"

তারা সফল হয়েছিলেন ফাতিহার কিছু রহস্য উদ্ঘাটন করতে। তাওহীদের, আল্লাহ ও তাঁর নাম, গুণাবলী, আমলসমূহের কি রয়েছে এতে। যাঁরা জ্ঞান অর্জন করেন ঈমানের নিশ্চয়তা, কিয়ামত, ইবাদাত ও আল্লাহর একত্বের এবং সমস্ত বিষয়ের মালিকের উপর নির্ভরতা এবং প্রশংসা করে তাঁর, সকল বিষয়ে যাঁর কাছে ফিরে আসা হবে। যারা নম্রতা অবলম্বনে অভ্যাস অর্জন করে আল্লাহর কাছে সঠিক পথনির্দেশের সন্ধানে যা পরবর্তী জীবনে চূড়ান্ত সুখের ভিত্তি। যারা ফাতিহায় অন্তর্ভুক্ত অর্থের ও উভয় জীবনের ভাল এবং ক্ষতি প্রতিরোধের মধ্যে সংযোগের জ্ঞান অর্জন করে।। যারা তাদের চূড়ান্ত মঙ্গল এবং আল্লাহর নিখুঁত অনুগ্রহ প্রাপ্তি

এর অর্থের সাথে সম্পর্কিত, তা বুঝতে পারে। তারাই অনেক ওষুধের জায়গায় ফাতেহকে বিকল্প হিসাবে নিতে সক্ষম হবে। এটি প্রার্থনার সূত্র হিসাবে ব্যবহার করবে (রুকিয়াহ) এবং এটি ব্যবহার করবে

ধার্মিকতার দরজা খোলার জন্য এবং এর শয়তানী উপাদান দূরে সরিয়ে দিতে।

এই বিষয়টি বোঝার জন্য একটি নতুন প্রকৃতি প্রয়োজন, একটি নতুন হৃদয় এবং একটি নতুন ধরণের বিশ্বাস। আল্লাহর কসম! তুমি কোনও খারাপ বক্তব্য দেখবে না বা কোন বিপথগামী উদ্ভাবন খুঁজে পাবে না, তবে ফাতিহাহ থাকবে, যা বাতিল ও খণ্ডন করে তা সেরা, সবচেয়ে সঠিক এবং সবচেয়ে সরাসরি পদ্ধতিতে।

এটা ছাড়া, তুমি এমন কোনও দরজা পাবে না, যা ঐশী জ্ঞান অর্জনের দিকে নিয়ে যায়, হৃদয়ের সঠিক নির্দেশিকা এবং বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে আত্মার প্রতিকার দেয়। আর ফাতেহাহ এটির সেরা চাবি ও পদ্ধতি সর্বোত্তম ব্যবহার করার জন্য। অবশেষে, সদাপ্রভুকে অন্বেষণ করার এমন কোন পথ পাবে না, যার শুরু এবং শেষ পর্যন্ত তুমি ফাতেহাকে দেখতে না পাবে ।

আল্লাহর কসম! ফাতেহা আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ যা আমরা জোর দিয়েছি । যে বান্দা ফাতেহাকে ধরে আছে , সঠিক পদ্ধতিতে উপলব্ধি করে একটি নিখুঁত প্রতিকার হিসাবে, একটি ঢাল, নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্য হেদায়েতের আলো হিসাবে। তিনি এর প্রভাবগুলি বুঝতে পারেন যে ভাবে তাদের বোঝা উচিত। তিনিই এর মধ্যে কোন উদ্ভাবনে বা শিরকে পড়বেন না বা হৃদয়ে কোন অসুস্থতার আক্রান্ত হবেন না, সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ছাড়া!

ফাতিহা হ'ল পৃথিবীর ধনসম্পদের চূড়ান্ত চাবিকাঠি এবং জান্নাতেরও। তবে প্রত্যেক ব্যক্তি চাবি কীভাবে ব্যবহার করতে হয় যাতে এখানে প্রবেশ করা যায় তা জানে না। যারা এই কোষাগার সন্ধান করেন তারা যদি সক্ষম হত [কুরআনে] এই অধ্যায়ের গোপন রহস্য উদঘাটন করত এবং এর প্রভাবগুলি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করত, তারা যুক্ত করবে চাবিতে খাঁচ যাতে সহজেই কোষাগারের প্রবেশাধিকার পাওয়া যায়।

আমাদের যে বক্তব্য এখানে করেছি তা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত। এগুলি দৃঢ় ভাবে বলা হয়েছে কারণ তা সত্য। আল্লাহ তায়ালা নিখুঁত অভিজ্ঞান রয়েছে এটা [আল –ফাতিহা] মানবজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ হৃদয় থেকে লুকিয়ে রাখতে , যেমন তাঁর রয়েছে তাদের থেকে পৃথিবীর কোষাগার লুকিয়ে নিখুঁত জ্ঞান।

পৃথিবীর গুপ্তধন চারদিকে শয়তানদের দ্বারা ঘেরা, যা মানবজাতি এবং কোষাগারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাল আত্মা এগুলিকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে সত্য বিশ্বাসের সাথে। যা সেই অস্ত্র শয়তানরা সহ্য করতে পারে না। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানবজাতির আত্মা এই ধরণের নয় (সত্যিকার অর্থে নয়)। অতএব, তারা মন্দ বা শয়তানের প্রতিরোধ করতে পারে না তাদের জন্য তাদের সম্পত্তি অর্জন করতে ,কারন "যে কাউকে হত্যা করে তার সম্পত্তি তার অধিকার থাকবে। "

## ২. ফাগিয়াহ فَاغِيَةٌ (হেনা ফুল)

মেহেদী পুষ্প ফাগিয়া, অন্যতম সেরা ধরণ সুগন্ধিগুলি। ফাগিয়াহ তার উষ্ণতা নরম এবং শুষ্কতায় হালকা এবং কোষ্ঠকাঠিন্যকারী। যখন ফগহিয়াহকে পশমের পোশাকের ভাঁজের মধ্যে রাখা হয় এটি পোকা ও মাকর থেকে তাদের রক্ষা করে। এছাড়াও, ফাগিয়াহ মুখমন্ডলের পক্ষাঘাতের ও ধমনীর স্ফীতির ( অ্যানিউরিজম) বিরুদ্ধে মলম ব্যবহার করা হয়। হেনার এর তেলটি অঙ্গকে সহায়তা করে এবং স্নায়ু শিথিল করে।

## ৩.ফিড্ডাহ فِضَّة (রৌপ্য)

একটি সহীহ বর্ণনা রয়েছে যে:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خاتّمه من فضة، وفضّه منه (البخاري: 5870)

وكانت قبيعةُ سيفه فضةً (ابو داود مختصرًا: 2583)

"আল্লাহর রাসূলের (স) একটি রুপার আংটি (রুপার মুখ সহ) ছিল। “ “তার তরোয়ালটির থাপ রৌপ্য নির্মিত ছিল।“

সিলভার পাত্রে পান নিষেধ করা ছাড়া, কোনও খাঁটি বিবরণ নেই যা রৌপ্য ব্যবহার করা নিষেধ করে।

খাবার এবং পানীয়ের জন্য ধরন পোশাকের ও অলংকরণের চেয়ে আরও নির্দিষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, মহিলাদের সব ধরনের পোশাকের ও অলংকরণের রূপা পরিধান করার অনুমতি দেওয়া হয়। আবার খাবারের পাত্রের বেলায় স্বর্ণ ও রূপার পাত্রের নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং মুসলমানদের কিছু ধরনের খাবার পাত্রে ব্যবহার করার অনুমতি নেই তা স্বাভাবিক ভাবেই জামাকাপড় এবং অলংকরণ প্রয়োগ করা যায় না [যা আমাদের কাছে আরও বিস্তৃত আকারে বর্ণিত হয়েছে]।

সুনানে বর্ণিত আছে যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

وأما الفضة فالعبوا بها لعبًا ( ابو داود 4236)

"রৌপ্য ব্যাপারে, এটি তোমার পছন্দ মতো ব্যবহার কর। "

তদুপরি, রৌপ্যের অলংকরণ পরা নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট আয়াত বা কথা (কুরআন বা সুন্নাহ) বা একটি ঐক্যমতের (আলেমদের) প্রয়োজন নিশ্চয়তা সাথে হৃদয়ে এটি গ্রহণ করার জন্য।

একবার নবী (স) এক হাতে কিছু স্বর্ণ এবং অন্য হাতে কিছু সিল্ক ধরে বলেছেন:

هذان حرامٌ على ذُكور أمتى، وحِلٌ لإناثهم ( ابو داود 4057)

" এই দুটির অনুমতি নেই আমার জাতির পুরুষদের জন্য এবং মহিলাদের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। "

আল্লাহ তাআলা যে সৃষ্টির বিস্ময়গুলির মধ্যে রৌপ্য অন্যতম। পৃথিবীতে কারো প্রয়োজন এবং উচ্চতর মর্যাদা অর্জনের মূল চাবিকাঠি। যাদের আছে জনগণের দৃষ্টিতে সম্মানজনক এবং তাদের হৃদয়ে সম্মান জানানো হয়, তাদের সভায় সামনে বসতে দেওয়া এবং তাদের সামনে সব দরজা খোলা।

এ ছাড়া রৌপ্য মালিকদের পাশে বসে থাকতে মানুষ বিরক্ত বোধ করে না বা তাদের উপস্থিতি ভারী হয় না।

আঙ্গুলগুলি তাদের দিকে ইঙ্গিত করে এবং চোখগুলি তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে [প্রশংসার]। যদি তারা কথা বলে লোকেরা শুনে এবং যদি তারা হস্তক্ষেপ করে, তাদের মধ্যস্থতা গ্রহণ করা হয়। যদি তারা তাদের সাক্ষ্য উপস্থাপন করে, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং যদি তারা বক্তৃতা দেয়, তাদের অসামঞ্জস্যের জন্য দোষ

দেওয়া হয় না। এমনকি তাদের সাদা চুলও বিবেচনা করা হবে নিজেদের তারুণ্যের চেয়ে বেশি তরুণ হিসাবে।

রৌপ্য এমন একটি প্রতিকারগুলির যা হৃদয়ে আনন্দ দেয় এবং হৃদয় ও হৃদস্পন্দনের দু:খ, হতাশা, এবং দুর্বলতা দূর করে এবং এছাড়াও, রৌপ্য কিছু সেরা ধরণের মলম হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এর নির্যাস বিশেষত হার্টের ক্ষতিকারক পদার্থ বা শর্তসমূহ দূর করতে সহায়তা করে যখন খাঁটি মধু এবং জাফরানের সাথে মিশ্রিত করা হয়। রুপা মূলত শীতল এবং শুষ্ক তবে এটি উষ্ণতা এবং আর্দ্রতা উৎপাদন করে।

চার ধরণের বাগান রয়েছে যা আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন তারা যখন তাঁর সাথে মিলিত হবে :দুটি সোনার তৈরি এবং দু'টি রুপা দিয়ে বানানো। এগুলির সমস্ত জিনিসপত্র, পাত্রে, অলঙ্করণ এবং এগুলির মধ্যে যা আছে।

সহীহে বর্ণিত আছে ফযে রাসূল (স) বলেছেন:

الذي يشرب في آنية الذّهب والفضة، إنما يُجرْ جِرُ في بطنه نارَ جهنم (البخاري :5634)

"যারা সোনার বা রুপার বাটিতে পান করেন তারা কেবল তাদের পেটে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করায়।"

তিনি এ ছাড়াও বলেছেন, যেমনটি ছহীহ বর্ণিত হয়েছে:

لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تاكلوا في صحافهما فإنما لهم في الدنيا، ولكم في الأخرة ( البخاري :5426)

"না সোনার বা রুপার বাটি থেকে পান করবে, না খাবে সিলভার বা সোনার প্লেটে। এটা তাদের (কাফেরদের) এই জীবনের জন্য এবং তোমাদের পরের জীবনের জন্য "।

কিছু লোক বলেছেন যে সোনালি এবং রুপার পাত্রে ব্যবহার করা নিষেধ করার পিছনে অর্থ সরবরাহ জোরদার করার জন্য করা হয়েছে। তারা বলে যে মানুষ যদি এগুলি ব্যবহার করে , তাহলে মানবজাতির জন্য এগুলির ভাল পরিবেশনা করা হবে না। আবার কিছু লোকেরা বলেছিলেন যে তাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি এজন্য যে কেউ ব্যবহার করল তারা অহংকারী এবং গর্বিত থাকবেনা। দরিদ্র ব্যক্তিরা এগুলি দেখলে বিনীত হবে না যখন এগুলি দেখবে। এই মতামতগুলি শক্ত নয়।

উদাহরণস্বরূপ, অর্থ সরবরাহ জোরদার করতে স্বর্ণ এবং রৌপ্য পরাও নিষিদ্ধ করা উচিত। এছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত বোতল [কেবল সোনার এবং রৌপ্যের পাত্র নয় ]। তদুপরি, অহঙ্কার ও অহঙ্কারীকে কোন কিছুতেই অনুমোদিত নয়। উপরন্তু, দরিদ্রদের নম্রতার বিষয় কোন সুনির্দিষ্ট জিনিষ নয় যা আমরা সংজ্ঞায়িত করতে পারি। কারণ তারা যখন দেখবে বিলাসবহুল বাড়িঘর, প্রশস্ত বাগান এবং দুর্দান্ত উপায় পরিবহন, পোশাক এবং সুস্বাদু খাবার তখন তারাও বিনীত বোধ করবে। এইসব সব মানুষের জন্যই তখন অনুমোদিত।

আমরা যা মনে করি, নিষেধের কার্যকর কারণ , আল্লাহ সর্বোত্তম জ্ঞানী , হ'ল এইভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবহার হৃদয়কে প্রভাবিত করে যা আল্লাহর সত্য দাসত্বের বিরোধী। এই কারনেই নবীজি(স) বলেছেন যে, এটি এ জীবন এ জীবনে এগুলি কাফেরদের জন্যে, কারণ কাফেরদের কোন অংশ নেই পরকালে [আল্লাহর কাছে] যা তাদেরকে পুরস্কৃত করবে। আল্লাহর বান্দাদের এগুলি ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ শুধুমাত্র যারা (আল্লাহর কাছে) তাদের দাসত্বের প্রয়োগ করেনা তারা এই জীবনে এগুলি ব্যবহার করবে যেহেতু তারা দুনিয়ার জীবন পছন্দ পরবর্তী জীবনের তুলনায়। . আল্লাহ তায়ালা সেরা জ্ঞানের অধিকারী।

# "ق"

## 1. কুরআন

আল্লাহ বলেছেন:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ...(17:82)

" আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত।.... ’’ (১৭:৮২)

তিনি আরও বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ... (10:57)

" হে মানবকুল, তোমাদের কাছে উপদেশবানী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে...... " ( 10:57)

কুরআন হ'ল অসুস্থতা এবং অসুস্থতা থেকে সকল প্রকারের চূড়ান্ত নিরাময় যা দেহ এবং হৃদয়কে আক্রমণ করে এবং জীবন এবং মৃত্যুর সমস্ত বিপর্যয় থেকে। এখনো না সফলভাবে তা সন্ধানের জন্য প্রত্যেকেই উপযুক্ত নয়। অসুস্থ ব্যক্তি যখন নিরাময় সফলভাবে ব্যবহার করেন কুরআনে যা রয়েছে এবং এটি তার অসুস্থতায় প্রয়োগ করে বিশ্বাস, আন্তরিকতা, সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা এবং বিশ্বাস সহ, সমবায় এতে প্রয়োজনীয় বিষয়ে নির্দেশিকা পর্যবেক্ষণ করে। কোনও অসুস্থতা এর নিরাময়ের প্রতিরোধ করতে পারে না।

কোনও অসুস্থতা কীভাবে প্রতিরোধ করতে পারে পৃথিবী ও আকাশের প্রভুর বাণী,এটি যদি কোন পাহাড়ে প্রকাশিত হত, তবে এটি নিজেকে বিনীত করত এবং এটি পৃথকভাবে বিচ্ছিন্ন হত। আর যদি কুরআন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হত , এটি একে ছিন্ন ভিন্ন করে দিত। এমন কোনও অসুস্থতা যা দেহ বা হৃদয়কে আক্রমণ করে না, কুরআনে এর প্রতিকার এবং নিরাময় রয়েছে এবং এটি সরবরাহ করবে প্রতিরোধ ক্ষমতা, তাদের জন্য আল্লাহ যাদের এই কিতাব বুঝার ক্ষমতা দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন।

আমরা এর আগে বলেছি যে কুরআনে মেডিসিন জ্ঞানের প্রধান দিক এবং ভিত্তি রয়েছে:

স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, আহার এবং ক্ষতিকারক পদার্থ নিষ্কাশন। হৃদয় আক্রমণকারী অসুস্থতা হিসাবে,

কুরআন বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছে এবং লোকদেরকে নির্দেশ দেয় নিরাময় এবং চিকিৎসা প্রতিকার গ্রহনের। আল্লাহ বলেছেন:

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ...(29:51)

" এটাকি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়।.... "(29: 5)

আল্লাহ যাকে কুরআন নিরাময় করেন না কোরআন তাদের জন্য নিরাময় আনে না এবং কোরআন পর্যাপ্ত নয় তাদের জন্য যাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট নয়।

# ২. কিছ্ছাআ الْقِثَّاء(বুনো শসা)

সুনানে বর্ণিত আছে যে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বলেছেন:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياكل القثاء بالرُّطب (البخاري :5440)

"নবীজী পাকা খেজুর দিয়ে শশা খেতেন "[আল-বোখারী]।

শশা দ্বিতীয় মাত্রার শীতল এবং ভিজা এবং এটি পেটের উত্তাপ শীতল করে, এটি দ্রুত নষ্ট হয় না এবং প্রোস্টেট ব্যথা উপশম করতে সাহায্য করে। এছাড়াও, শশা 'বমিভাব দূর করতে সাহায্য করে যখন এর বীজ মূত্রবর্ধক। যখন শশার পাতা কুকুরের কামড় বিরুদ্ধে ব্যান্ডেজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এটা সহায়তা কর। শশা সহজে হজম হয় না এবং এর শীতলতা কখনও কখনও পেটের কিছু অংশের ক্ষতি করে। সুতরাং, শশা খাওয়া উচিত এমন কিছু দিয়ে যা এর শীতলতা এবং আর্দ্রতা নরম করে, যেমন নবী(স) এর সাথে পাকা খেজুর খেয়েছে। এ ছাড়া এটি কিসমিস বা মধু দিয়ে খাওয়ায় এটি পেট হালকা করে তোলে।

# ৩. কুস্ত القُسْط। (সামুদ্রিক কস্টাস, হিন্দি কাঠ)

সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে আনাস নবী করীম (সা।) থেকে বলেন যে, তিনি বলেছেন:

خير ما تداويتم به: الحجامةُ والقُسْطُ البحريُّ (البخاري : 2102)

"সিংগা এবং সামুদ্রিক কস্টাস তোমাদের প্রতিকারগুলির মধ্যে সেরা । "

এছাড়াও, ইমাম আহমদ বর্ণিত যে নবীজী (স) বলেন:

عليكم بهذا العود الهنديّ; فإن فيه سبع أشفيةٍ، منها : ذاتُ الجنب (البخاري : 5622)

"এই ভারতীয় কাঠ ব্যবহার কর, কারণ এটিতে রয়েছে সাত ধরণের নিরাময়, এর মধ্যে বুকের প্রদাহের (প্লুরিসির) নিরাময়।"

দুটি ধরণের কুস্ট আছে, এটি সাদা রং এর

সামুদ্রিক –কুস্ট এবং ইন্ডিয়ান কুস্টকে বলা হয়, যা সবচেয়ে উষ্ণতম তাদের মধ্যে। সাদা কুষ্ট মৃদুতম। দুটিতেই অনেক ধরণের অনেক সুবিধা রয়েছে।

উভয় প্রকারের কুস্ট তৃতীয় মাত্রার গরম এবং শুকনো এবং তারা কফ এবং সর্দি শুকিয়ে দেয়। যখন পানীয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তারা দুর্বল লিভার এবং পেটকে সাহায্য করে এবং সাথের সর্দি। কস্টাস ছাড়াও ভিকটুরাল এবং কোয়ার্টান জ্বর (জ্বর যা চারদিন পর পর আসে), শরীরের পাশে ব্যাথা এবংবিষ প্রতিরোধ করে । যখন কুস্টের সাথে পানি ও মধু মলম হিসাবে মুখে ব্যাবহার করলে দিয়ে , দাগ সারিয়ে তোলে।

গ্যালিনাস বলেন যে কুস্ট, " টিটেনাস নিরাময় করে, , পাশের ব্যথা এবং দাগ মেরে ফেলে (যা তিনি কুমড়োর বীজ বলেন)।"

কিছু অজ্ঞ চিকিৎসক কুস্টা সম্পর্কে অবগত নয় এবং শরীরের স্বার্শ ব্যথার বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিকার হিসাবে কোস্ট অস্বীকার করেন। এই অজ্ঞ চিকিৎসক যদি সচেতন হতেন গ্যালিনাস কোয়েস্ট সম্পর্কে যা বলেছে, তবে সেগুলি তারা দ্রুত গ্রহন করত, যেন এটি ঐশি বাণী। তাছাড়া,অনেক চিকিৎসক বলেন যে কুস্ট সাহায্য করে শরীরের স্বার্শ ব্যথার সাথে কফ আক্রান্ত হওয়া , আল-খাত্তাবী, মুহাম্মদ বিন আল জাহম হতে যেমন বলেছেন।

আমরা এর আগে উল্লেখ করেছি যে,নিয়মিত চিকিৎসকদের প্রতিকারের মধ্যে থাকা প্রতিকারগুলির চেয়ে রাসূল (স) এর ওষুধের প্রতিকারের পার্থক্য অনেক বড়।

আমরা আরও উল্লেখ করেছি যে কি অবতীর্ণ হওয়া বিষয় আর যা পরীক্ষা দ্বার প্রমাণিত বিষয়ের তুলনা আদর্শ শিক্ষকের সাথে সাধারণবস্তুতঃ মানুষের তূলনার মত ।

এছাড়াও, যদি কোন অজ্ঞ ডাক্তাররা [যে প্রত্যাদেশীয় ওষুধ উপেক্ষা করে ]প্রতিকার আবিষ্কার করতে সক্ষম যা ইহুদী, খ্রিস্টান এবং পৌত্তলিক চিকিৎসকরা নির্ধারিত করেছেন। তারা এটি আলিঙ্গন করবে এবং অবশ্যই এটি লিখবে।

আমরা অস্বীকার করি না যে অভ্যাসের একটি ভূমিকা আছে নিরাময় কাজে সফলতা বা ব্যর্থতার। যাঁরা নির্দিষ্ট খাবারে এবং ওষুধে অভ্যস্ত, সে জাতীয় বস্তু থেকে বেশি উপকৃত হবে যাতে তারা অভ্যস্ত নয় এবং কেউ কেউ কখনও তা হতে উপকৃত হবে না ।

সেরা চিকিৎসকদের বক্তব্য সমস্ত ক্ষেত্রে এবং স্থানে প্রয়োগ হয় না। চিকিৎসকদের বক্তব্য নির্দিষ্ট, সাধারন ভাবে গ্রহণ না করা হলে তাদের জ্ঞানের মর্যাদা হ্রাস হয় না। একই নীতি কার্যকর হয় নবীদের(আ) বক্তব্যের বেলায়।

তবুও,মানবজাতির অন্তরে একটি অন্তর্নিহিত মাত্রায় অজ্ঞতা ও অবিচার রয়েছে, শুধু মাত্র তারা ব্যতীত, আল্লাহ যাদেরকে দান করেছেন সঠিক বিশ্বাসের আলো এবং যাদের অন্তরকে আলোকিত করে সত্য নির্দেশিকা।

# ৪.কাসাব আস-সুক্কার قصب السُكّر (আখ)



Commented [9]:

আখ একটি অপেক্ষাকৃত নতুন পদার্থ যা পুরানো লোকেরা এর উল্লেখ করেন নি বা এমনকি এটি যে অস্তিত্ব ছিল তার জ্ঞান ছিল না। এই কারণেই তারা এতে এর বিভিন্ন ধরণের পানীয় বা নিরাময় হিসাবে ভূমিকা বর্ণনা করেনি। অন্যদিকে মধু ব্যাপকভাবে একটি পানীয় হিসাবে এবং ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

আখ গরম এবং ভিজা, কাশি থেকে মুক্তি দিতে সহায়তা করে এবং শরীরের, প্রোস্টেট ও বুকের অতিরিক্ত আর্দ্রতা দূর করে। এটি চিনির চেয়ে রেচক হিসাবে বেশি কার্যকর। আখে বমি বমিভাব হয়, এটা মূত্রবর্ধক এবং বীর্য উৎপাদন উদ্দীপ্ত করে।

আফান বিন মুসলিম আস-সাফ্জার বলেছেন, 'যারা খাবার খাওয়ার পরে আখ গ্রহন করে , সারা দিন আরামবস্তুতঃ খুঁজে পাবে। "আখ যখন জাল দেওয়া হয়, এটি গলা এবং বুকে রুক্ষতা উপশম করে।

এটি গ্যাসের সৃষ্টি করে যা দূর করা যায় যদি আখের ছাল ছাড়িয়ে গরম পানিতে ধুয়ে ফেলা হয়।

চিনি গরম এবং ভিজা হয়। চিনি সবচেয়ে ভাল জাতের চিনি সাদা স্ফটিক, বিশেষত এটি যখন পুরানো। চিনি যখন সিদ্ধ করা হয় এবং সর পরে , এটি তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং কাশি উপশম করে।

আখ ভালো নয় পেটের জন্য ভাল নয় পিত্ততে আক্রান্ত করে। আখের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দূর করা হতে পারে এতে লেবুর রস, তিতা কমলা লেবুর এবং খোসা ছাড়ানো ডালিমের সাথে মিশ্রিত করা হয়।

কিছু লোক মধুর চেয়ে আখ পছন্দ করেন কারণ এটি মধু মত গরম নয় এবং এটি পেটের উপর হালকা। এটি মধুর পক্ষে ভাল নয়, যা আখের চেয়ে অনেক বেশি লাভজনক। এ ছাড়াও আল্লাহ তাআলা করেছেন মধুকে একটি নিরাময় এবং মিষ্টি হিসাবে তৈরী করেছেন। সুতরাং কিভাবে কেউ মধুর এবং আখের উপকারিতা তুলনা করে? মধু পেটকে শক্তিশালী করে, মশৃন করে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, দৃষ্টিশক্তি জোরদার করে এবং ডিপথেরিয়া নিরাময় করে যখন গড়াগড়া করা হয়। মুখের পক্ষাঘাত এবং হেমিপ্লেজিয়ার (পক্ষাঘাতগ্রস্থতা দেহের একদিকের) নিরাময় করে ।

এছাড়াও শরীরে অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে সমস্ত ধরণের ঠাণ্ডা অসুস্থতার বিরুদ্ধে সাহায্য করে। মধু শরীর থেকে অতিরিক্ত আর্দ্রতা নিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে, বীর্য উত্পাদন বৃদ্ধি করে, পেটের বিষয়বস্তু পরিষ্কারকরে ও পচায়।

এছাড়াও,মধু অন্ত্রগুলি পরিষ্কার করে, কৃমি মারে এবং প্রতিরোধ করে বিষাক্ত অতি ভোজন। মধু একটি ভাল খাবার এবং যারা কফে ভোগেন এবং বৃদ্ধদের জন্য অনুকূল।

সংক্ষেপে, কোনও পদার্থ খাদ্য হিসাবে, প্রতিকার হিসাবে এবং শরীরের জন্য উপকারী ঔষধের উপাদান ও সংরক্ষক হিসাবে, যা পেটকে শক্তিশালী করে মধুর চেয়ে। মধুর আরও অনেক উপকারীতা রয়েছে। সুতরাং কেউ কিভাবে এটি আখের সাথে তুলনা করে, যার এক ভগ্নাংশ উপকার নেই যা মধুতে রয়েছে?

"ক"

# কিতাব (বই বা লেখা)

এই অধ্যায়ে ঐশ্বরিক প্রতিকার, ইসলামিক তাবিজ হিসাবে ইসলামিক দোয়ার সূত্র

সূত্রগুলি। *[*নোট:কোরানের আয়াত সমূহের তামা'ইম تمائم (দোয়া যা পড়া বা ঝুলান হয়) ও তা'বিজ (নিরাপত্তার জন্য) বিষয়ে মুসলিম আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এমনকি সাহাবীরা (রা) এর বৈধতা নিয়ে দ্বিমত করেছেন। এই বইয়ের লেখক নিঃসন্দেহে এর পক্ষে মত দিয়েছেন। অগ্রগামী অন্যান্য আলেমেরা (ইবনে মা'সুদ(রা), ইবনে আব্বাস (রা)) নবী(স) এর শিক্ষা অনুযায়ী এ সমস্ত নিষিদ্ধ করার কথা বলেছেন। শেখ মোহাম্মদ বিন সালিহ আল-উথাইমিন তাঁর বই 'আল– মাজমু আত-তামিম' এ তাবিজ নিষিদ্ধ বলে মত দিয়েছেন। আল্লাহ ভাল জানেন।*]

# 1. জ্বরের তাবিজ

আল -মিরওয়াজী বলেছেন, 'আবু আবদুল্লাহকে (ইমাম আহমদ) জানানো হয়েছিল যে আমি জ্বরে ভুগছি এবং তিনি লিখেছিলেন আমার কাছে জ্বরের জন্য দোয়া লিখে পাঠালেন যা এরূপ: আল্লাহর নামে, পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয়ে,

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (69) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ(70)

"আমরা (আল্লাহ) বললামঃ হে অগ্নি, তুমি ইব্রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। তারা ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইল, অতঃপর আমি তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ করে দিলাম।" (21: 69,70)

হে আল্লাহ, ফেরেশতাগণ জিব্রাইল, মাইকেল ও ইস্রাফিলের প্রভু: আপনার শক্তি এবং ক্ষমতা দ্বারা এই দোয়ার দিয়ে এই ব্যক্তিকে নিরাময় করুন। হে সৃষ্টির পালনকর্তা। আমীন। "

এছাড়াও, আল -মিরওয়াজী বলেছেন যে আবু জাফর, মুহাম্মদ বিন আলীকে [তাবিজ]দোয়া পরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল (রুকিয়াহ)। । তিনি বলেন, এটি যদি আল্লাহর কিতাব থেকে বা হাদীস [সঠিকভাবে] রাসূলের কাছ থেকে নেওয়া হয় তবে পরিধান কর এবং যতটা সম্ভব প্রতিকার হিসাবে এটি ব্যবহার কর। "আবু আবদুল্লাহ এই বর্ণন শুনছিলেন এবং আল মিরওয়াজি মন্তব্য করেন," আমি এই রুকিয়াহ তিন দিন পরপর জ্বরে ব্যবহার করব, মহান আল্লাহর নামে….. ?" ইমাম আহমদ বলেন, হ্যাঁ।

ইমাম আহমেদ বলেন, আয়শা (রা) ও অন্য সাহাবীরা (রা) এ অভ্যাসে একমত ছিলেন। হারব বলেন যে ইমাম আহমদও এ কাজে একমত ছিলেন, যদিও তিনি বলেছেন যে ইবনে মা'সুদ(রা) কঠোর ভাবে এটা অপছন্দ করেছেন।

কোনও অসুস্থতার পরে বা বিপর্যয় আঘাত হানলে রুকিয়াহ তাবিজ পরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ইমাম আহমেদ কোন আপত্তি করেন নি।

আল-খাল্লাল বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ তাকে বলেছিলেন যে তাঁর বাবা রুকিয়াহ তাবিজে কিছু প্রার্থনা লিখতেন কিছু জ্বরের জন্য বা জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার পরে।

# কঠিন গর্ভাবস্থার জন্য একটি তাবিজ

আল - খাল্লাল আবদুল্লাহ বিন আহমদ বর্ণনা করেছেন বলেছিলেন যে তাঁর বাবা একটি রুকিয়াহ লিখেছিলেন, ইসলামিক তাবিজ হিসাবে , যারা কঠিন গর্ভাবস্থায় ভুগছিলেন এমন মহিলাদের জন্য।

তাবিজে আহমদ, আহমদ ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীসটি লিখেছিলেন, "আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই উপাস্যের যোগ্য। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি শক্তিশালী আরশের মালিক।'

الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (1:2)

" যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। "

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا(79:46)

" যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।" (:৪৯:8:4)

.......كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ ۚ...(46:35)

"... ওদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হত, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি... . "(46:35)

আল –খল্লাল বলেছেন যে একজন লোক আবু আবদুল্লাহর কাছে আসল এবং তার কাছে দুই দিন থেকে প্রসবে আছেন এমন এক মহিলার জন্য একটি তাবিজ লিখার অনুরোধ করল। . ইমাম আহমদ লোকটিকে জাফরান সহ প্রশস্ত একটি বাটি আনতে বললেন[লোকটির স্ত্রী র তাবিজ লিখতে] । তিনি বর্ন করেছেন যে, ইমাম আহমাদ (রা)

অন্যান্য বিভিন্ন ব্যক্তির জন্যও একই তাবিজ লিখেছিলেন।

ইকরিমা বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ঈসা (আঃ) একবার কঠোর প্রসব বেদনার

শিকার একটি গাভীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। গরু [যীশুকে] বলল, 'হে আল্লাহর বাণী (তিনি ছিলেন !)

আমি যা ভোগ করছি তা থেকে আমাকে মুক্তি দিতে আল্লাহকে বলুন। '

তিনি বললেন, হে এক আত্মা থেকে অন্য আত্মার সৃষ্টিকর্তা, যিনি একটি আত্মাকে অন্য আত্মার মধ্য থেকে জীবন এনে দেন, স্বস্তি দেয় তাকে। ' গরুটি তখন জন্ম দেয় এবং শীঘ্রই গন্ধ নিতে শুরু করে তার নবজাতকের।

"ইবনে আব্বাস (রা) তখন বললেন," সুতরাং,যখন কোন মহিলা কঠোর প্রসব বেদনায় ভুগছেন, তার জন্য লিখুন [এবং আবৃত্তি করুন]এই দোয়া। "

ইসলামিক নামাজের দোয়ার যে তাবিজ গুলি আমরা উল্লেখ করেছি তা উপকারী, আল্লাহ রাজি হলে।

অধিকন্তু, সালাফের মধ্যে বেশ কয়েকজন আলেম অনুমতি দিয়েছেন কুরআন লেখা এবং এর পানি নিরাময় হিসাবে পান করার।

# গর্ভবতী মহিলাদের জন্য আরেকটি তাবিজ

পবিত্র পাত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত আয়াত লেখা উচিত:

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ(1) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ(2) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ(3) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ(4)

" যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত, এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে, এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শুন্যগর্ভ হয়ে যাবে।" (84:1-4)।

তার পর এই পাত্র থেকে পান করবে ও তার পেটে মাখবে।

# নাক দিয়ে রক্ত পড়ার জন্য একটি তাবিজ

ইবনে তাইমিয়াহ নিম্নলিখিত আয়াতটি তাঁর কপালে লিখতেন :

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ..(11:84)

" আর নির্দেশ দেয়া হল–হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ, ক্ষান্ত হও। আর পানি হ্রাস করা হল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল। "(1: 44)

আমি তাকে আরও বলতে শুনেছি, "আমি [এটি] বেশ কিছু লোকের জন্য লিখেছিলাম এবং তারা নিরাময় পেয়েছিল "" তিনি ছাড়াও[আয়াত সম্পর্কে] বলেছেন, "এটি নাক দিয়ে পড়া রক্ত দিয়ে লেখার অনুমতি নেই

যেমন কিছু অজ্ঞ মানুষ করে,কারণ রক্ত অপবিত্র এবং আল্লাহর আয়াত লিখায় এটি ব্যবহার করার অনুমতি নেই। "

## নাকের রক্তক্ষরণের জন্য আরেকটি তাবিজ

হযরত মুসা (আ) এর কথা জানা গেছে যে বাইরের পোশাক পরে একবার বাইরে গেলেন

এবং পরে ভুগেন নাক দিয়ে রক্ত পড়ায় এবং তাঁর পোশাকে নাক ঢাকেন ও তেলাওয়াত করেন:।

يَمْحُو اللَّـهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ(13:39)

"আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন এবং মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে।"(13:39)

## ছত্রাকের জন্য একটি তাবিজ

এই আয়াত লিখতে হবে:

.... فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ.... (2:266)

"... এমতাবস্থায় এ বাগানের একটি ঘূর্ণিবায়ু আসবে, যাতে আগুন রয়েছে, অনন্তর বাগানটি ভস্মীভূত হয়ে যাবে? ....(2:266)

আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা।

## ছত্রাকের জন্য আর একটি তাবিজ

যখন সূর্য হলুদ হয়ে যায় তখন একটি লেখা উচিত [ এই আইয়াত ],

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (57:28)

“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি নিজে অনুগ্রহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দিবেন, তোমাদেরকে দিবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। "( 57:28)

# তিন দিনের জ্বরের জন্য একটি তাবিজ

পৃথক তিনটি কাগজের উপর লিখতে হবে, "আল্লাহর নামে, তা পালিয়ে যাচ্ছে। এটি আল্লাহর নামে, হ্রাস পেয়েছে। আল্লাহর নামে তা কমে গেছে। "

প্রতিদিন [যে জ্বর স্থায়ী হয়], উচিত কিছু পানি দিয়ে কাগজ গিলতে হবে।

# একটি তাবিজ সায়াটিকা

একজনকে লিখতে হবে, "আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ,সমস্ত কিছুর মালিক, সব কিছুর অধিকারী এবং স্রষ্টা সবকিছুর! আপনি সায়াটিক নার্ভ এবং আমাকে তৈরি করেছেন। আমার উপর এটিকে শক্তি দেবেন না এবং

আমাকে এটি কাটাতে শক্তি দিন। আমাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করুন এবং অসুস্থতা নির্মূল করুন। কেউ নেই আপনি ব্যতীত আরোগ্য দিতে পারে। "

# শিরা রক্তপাতের জন্য একটি তাবিজ

আত-তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহর রাসূল(স) তাদেরকে আবৃত্তি করতে শেখাতে জ্বর এবং বিভিন্ন ব্যথার বিরুদ্ধে," মহান আল্লাহর নামে, আমি তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি, মহা পরাক্রমশালী তিনি, রক্তবাহী শিরা এবং এর মন্দ থেকে, আগুনের উত্তাপের মন্দ থেকে। "

# দাঁতে ব্যথার জন্য একটি তাবিজ

চিবুকে যা যন্ত্রণাদায়ক দাঁতের নিকটে রয়েছে, তার উপরে একটি লেখা উচিত, "আল্লাহর নামে করুণাময়, পরম দয়ালু"

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (23:78)

" তিনি তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা খুবই অল্প কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক। " (23:78)

বা

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ(6:13)

" যা কিছু রাত ও দিনে স্থিতি লাভ করে, তাঁরই। তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (6:13)

# ফোড়া জন্য একটি তাবিজ

[এই তাবিজটি লিখতে হবে এবং স্থাপন করা উচিত] ফোড়ার উপর,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا(105) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا(106) لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا(107)

" তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করা। অতএব, আপনি বলুনঃ আমার পালনকর্তা পহাড়সমূহকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। অতঃপর পৃথিবীকে মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন। তুমি তাতে মোড় ও টিলা দেখবে না।" (20: 105,106)

## ২. কামাহ الكَمْأَةُ (ছত্রাক বিশেষ)

সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে নবীজি বলেছেন:

الكمْأةُ من المنّ، وما ؤها شفاءٌ للعين (البخاري : 5708)

"কামাহ মান্না এবং এর পানির মধ্যে রয়েছে (নিষ্কাশন বা রস) যা চোখ নিরাময় করে।"

কামাহ বুনো ভূগর্ভস্থ হয় এবং এটি কামাহ নামে পরিচিত কারণ এটি পৃথিবীর নীচে লুকিয়ে থাকে।

কামাহর পাতা বা কাণ্ড নেই। কামার আংশিক পার্থিব এবং আংশিক কান্ড আছে এবং শীতকালে ভূগর্ভস্থ লুকিয়ে থাকে গোপনে। তারপরে বসন্ত বৃষ্টি হলে মাটির উপরে উঠতে শুরু করে। এ কারণেই এটিকে মাটির জলবসন্ত

বলা হয়, কারণ এটি দেখতে জনবসন্তের মতো , যা সৃষ্ট রক্তে জমে থাকা আদ্রতার কারনে, যা ক্রমশ বড় হয়

শৈশব শুরুর দিকে যখন শরীর শক্তি অর্জন করতে শুরু করে।

কামাহা বসন্তে জন্মে এবং কাঁচা বা রান্না করে খাওয়া হয় । আরবরা কামাহকে ‘বজ্রপাতের উদ্ভিদ’ বলে অভিহিত করত, কারণ এরা বজ্রঝড়ের পর বৃদ্ধি পায়।

মরুভূমির যাযাবররা তাদের নিয়মিত ডায়েটে মাশরুম ব্যবহার করে। সর্বোকৃষ্ট কামাহ বৃদ্ধি পায়

শুকনো বেলে মাটিতে। কামাহ বিভিন্ন ধরণের আছে। যার মধ্যে একটি বিষাক্ত যা লালচে

রঙ এবং যা শ্বাসরোধ করে তোলে।

কামাহ তৃতীয় মাত্রার শীতল এবং ভিজা এবং এটি পেটের পক্ষে উপযুক্ত নয় এবং সহজেই

হজম হয় না। নিয়মিত খাওয়ার কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস্ট্রিক ব্যথা, বিশেষ পক্ষাঘাত, পেটে ব্যথা

এবং প্রস্রাব এর অসুবিধা। আর্দ্র মাশরুম শুকনো চেয়ে কম ক্ষতিকারক। অতএব, যারা কামাহ খেতে ইচ্ছুক তাদের একটিতে কাঁচা মাটিতে রোপন করা উচিত এবং তারপরে পানিতে সিদ্ধ করুন, লবণ, পুদিনা, এবং তেল ও মশলা দিয়ে খেতে হবে। কারন কামাহের একটি ভারী পার্থিব সার রয়েছে। যদিও এটিতে তার পরিমাণ মতো পানি থাকে যা এটাকে একটু হালকা করে। এছাড়াও, কোহল হিসাবে কামাহ ব্যবহার করা সহায়তা করে

চোখের দৃষ্টিশক্তি এবং চোখের প্রদাহ এর ক্ষেত্রে (কনজেক্টিভাইটিস)।

সেরা কিছু ডাক্তার সম্মত এই কামাহর পানি বা রস চোখের দৃষ্টি জোরদার করতে সহায়তা করে।

দুটি মতামত রয়েছে, নবীজী যা বলেছেন:

الكمأة من المنّ (البخاري : 5708)

378. পাতা বই

# Healing 564-Last (B378-428)

কিছু লোক বলল, 'আল্লাহ বনী ইসরাইলের কাছে যে মান্না প্রেরণ করেছেন কেবল মিষ্টি ছিল না যা আমরা জানি, তবে এটি ছাড়াও বেশ কিছু গাছপালা বিনা প্রচেষ্টা বা মানুষের রোপণ ছাড়া বৃদ্ধি পায়। মান্না তাদের মতে, মানে 'প্রিয়'। এইভাবে, প্রতিটি ধরণের উদ্ভিদ বা আল্লাহ অনুগ্রহে মানুষের প্রচেষ্টা ব্যতীত মানবজাতির অনুদান হিসাবে জন্ম নেয় তা মান্না। আল্লাহ তায়ালার সমস্ত অনুগ্রহ তিনি মানব জাতিকে দান করেন তাঁর পক্ষ থেকে এটি একটি অনুগ্রহ। তবুও, আল্লাহ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তাঁর অনুরাগের ধরণ যা সম্পর্কে বান্দা বৃদ্ধি বা উত্পাদন যাই হোক না কেন, কোন প্রচেষ্টা করে না। এবং এই অনুগ্রহকে মান্না বলে।

বছরের পর বছর পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ানোয়, যা দিয়ে আল্লাহ বনী-ইসরাইলকে পরীক্ষা করেছেন, তখন তারা রুটির জন্য পর্যাপ্ত কামাহর উপর নিজেকে টিকিয়ে রাখত। উপরন্তু, আল্লাহ তাদের জন্য মাংস হিসাবে পর্যাপ্ত কোয়েল এবং তাদের মিষ্টি গাছগুলি থেকে নামা মান্না দিয়েছেন। অতএব, তাদের আহার সম্পূর্ণ ছিল।

আরও, নবীর বক্তব্য:

الكمأة من المنّ الذي أنزله الله على بني إسرائل(البخاري : 2059)

"কামাহ এক ধরণের মান্না যা আল্লাহর নাযিল করেছেন বনী ইসরাইলের জন্য।"

কেউ কেউ বিবেচনা করেছেন যে কামাহ এক প্রকারে মান্না। যদিও 'মান্না' শব্দটি সাধারণত ব্যবহৃত হয় গাছের উপর নামা শিশির। যা মূলত 'তারানজবিন' নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় মতামতটি হল, যে কামাহকে মান্না বলে কারণ এটি মান্নার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ
গাছগুলিতে নেমে আসে, এটি বিনা প্রচেষ্টাতে সংগ্রহ করা হয়, রোপণ না করে বা পানি না দিয়ে।

যদি কেউ বলে করে, কামাহর ক্ষেত্রে এটিই হয় তবে কি হবে এতে কি ক্ষতি রয়েছে।
জেনে রেখ, আল্লাহ সবকিছুকে নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন আকৃতি এবং সারমর্ম। আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা ত্রুটি এবং ক্ষতি থেকে মুক্ত এবং মানবজাতির জন্য উপকারী। বিভিন্ন ধরণের অসুস্থতা পরে আসে যখন আল্লাহর সৃষ্টির সাথে কোন কিছু মিশ্রিত হয়ে বা কোনওভাবে নষ্ট হয়ে যায় অন্যান্য দূষিত পদার্থ দ্বারা। যদি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তার আসল আকৃতিতে থাকত তার কোন ক্ষতি নেই।

যাদের দুনিয়া ও সৃষ্টির জ্ঞান রয়েছে বুঝতে পারে যে সমস্ত ধরণের মন্দ বা ক্ষতি হয় যা বাতাসে জমি, গাছপালা এবং বিভিন্ন সৃষ্টিতে ঘটে তা তৈরি করার পরে ঘটে।
এছাড়াও, যখন থেকে মানবজাতি তাদের নবীকে অমান্য করা সূচনা হয়হয়েছি তখন থেকে সাধারণ এবং সকল প্রকারের মন্দটি ঘটেছিল, যার ফলে তাদের ব্যথা হয়, অসুস্থতা হয়, রোগ, বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ এবং জমিনে অনুগ্রহের অপ্রাপ্তির ও যা জমি উৎপাদন করে। ফল এবং গাছপালা এভাবে ধীরে ধীরে তাদের মান এবং উপকার হারাতে থাকে।

যদি কেউ এই ঘটনাগুলি বুঝতে না পারে তবে নিচের আয়াত অনুসরণ করা তার পক্ষে বোঝার পক্ষে যথেষ্ট।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ...(30:41)

" স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে।" (30:41)

এ দুনিয়ায় যা ঘটছে তা এক সাথে পর্যালোচনা করা উচিত, এই আয়াতটির প্রয়োগ নিয়ে।

আরও, লোকেরা লক্ষ্য করে যে কীভাবে বিভিন্ন অসুস্থতা গাছপালা, প্রাণী এবং ফলের মধ্যে দেখা দেয়। এবং এই অসুস্থতা অন্যান্য ধরণের অসুস্থতা সৃষ্টি করে। রোগ যত বেশি মানবজাতি নতুন ধরণের মন্দ

পাপ শুরু করে। আল্লাহ তাদের জন্য নিয়ে আসে আরও বেশি অসুস্থতা ও রোগ। তাদের খাবার, ফল, বায়ু, পানির উৎস, সংস্থা, আকার এবং বাইরের চেহারায়। এছাড়াও, জনগণের আচরণও ক্ষতি বা পরিবর্তনের কারন হয় যা তাদের শরীর যে অবিচার ও অপরাধ করে তার সাথে উপযুক্ত।

এই সময়ের আগে, ফসল এবং শস্য বহুল পরিমানে হত বর্তমান সময়ের চেয়ে। অনুগ্রহ তখন এখনকার তুলনায় পর্যাপ্ত ছিল। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, "একটি বান্ডিল যাতে কিছু গম ছিল যা খেজুরের বীজের মতো বড় বীজ নিরাপদে পাওয়া গিয়েছিল উমাইয়া রাজবংশের সময়। তার উপর এই শব্দগুলি লেখা ছিল, " এগুলি সেই সময়কালে জন্মেছিল যখন ন্যায় বিচার বিরাজিত ছিল। "

"ইমাম আহমদ এই গল্পটি উল্লেখ করেছেন নবীজির(স) এক হাদীস বর্ণনা করার পরে।

বেশিরভাগ রোগ এবং অসুস্থতা হ'ল জাতিদের উপর যে আযাব দেওয়া হয়েছিল তার অবশিষ্করেছি যারা আমাদের সময়ের আগে বেঁচে ছিল। পূর্ববর্তী দেশগুলিকে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, এই অসুস্থতা এবং রোগ তাদের যারা তাদের নেতৃত্ব অনুসরণ করেছিল এবং অনুকরণ করেছিল তাদের পক্ষে রয়ে গেল।

এটি একটি ন্যায়বিচারের রায় যা নবী (স) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে প্লেগ:

انه بقية رجزٍ – أو عذابٍ-أُرسل على بني إسرائيل (مسلم:2218 )

"এটি আল্লাহর আযাবের যে দুর্দশা রয়েছে তার অবশেষে যা বনী ইস্রায়েলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিল। "

এ ছাড়াও আল্লাহ আদ জাতির উপর বাতাস প্রেরণ করেছিলেন সাত রাত আট দিনের জন্য। আল্লাহ কিছু এই শক্তিশালী বাতাস রেখে দিয়েছেন তাদের জন্য যারা পরে এসেছিল এর অনুস্মারক হিসাবে পরিবেশন করতে।

আল্লাহ সৎকর্মশীল ও সৎকর্মশীলদের কাজ কারণ হিসাবে রেখেছেন এই পৃথিবীতে অনেক যা ঘটেছে তার পিছনে। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ যখন ন্যায়পরায়ণতার কাজ করে না বা সদকা করে না, বৃষ্টি হয় তাদের উপর পড়ে না এবং এভাবে দুর্ভিক্ষ হয়। এছাড়াও, যখন নম্র ও শক্তিহীন লোকদের সাথে আচরণ করা হয় অন্যায়ভাবে, যখন লোকেরা ওজনে প্রতারণা করে, এবং কখনও শক্তিশালীরা দুর্বলদের অধিকার লঙ্ঘন, অন্যায়

শাসকদের কাজের তীব্র পরিণতি হয়। এ জাতীয় অন্যায়কারী শাসকরা দয়া করেন না, তাদের কাছে রহমতের চাওয়া হয় এবং তারা সদয় হয় না সদয় হতে বলা হলে। বাস্তবে শাসকরা কী করেন না করেন তা তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন।

আল্লাহ তাঁর প্রজ্ঞা এবং ন্যায়বিচারে, সিদ্ধান্ত নিয়ে মানুষের কাজকে বিভিন্ন রূপে তাদের কাছে উপস্থিত করেন তোলে তাদের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে। মাঝে মাঝে আল্লাহ আঘাত করেন
মানবজাতি দুর্ভিক্ষের সাথে, কখনও কখনও শত্রুর সাথে, কখনও অন্যায়কারী শাসকদের সাথে, কখনও কখনও রোগের সাথে, এবং কখনও কখনও হতাশা এবং দুঃখ যা তাদের সঙ্গী হবে।
কখনও কখনও আল্লাহ মানুষকে আঘাত করেন, আশীর্বাদগুলি তাদের উপর নেমে আসার পরিবর্তে এবং শয়তানদের তাদের উপর ক্ষমতা দেন এবং নেতৃত্ব দেয় জন্য নির্দিষ্ট আযাবের। এই ক্ষেত্রে, মানবজাতির পরিবর্তিত হবে যে জন্য তারা সৃষ্ট হয়েছে [জান্নাত বা জাহান্নাম]।

জ্ঞানী ব্যক্তি বিশ্ব সম্পর্কে চিন্তা করেন এবং সন্ধান করেন যে বিষয়ে আল্লাহ তাঁর ন্যায়বিচার ও প্রজ্ঞা প্রয়োগ করেন, তখন তিনি বুঝতে পারবেন যে নবীগণ এবং তাদের অনুসারীরা সুরক্ষার পথে চলেছে, বাকিগুলি মানবজাতি নিজেকে ধ্বংসের এবং ব্যর্থতার পথে নিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ অবশ্যই আনবেন
তাঁর রায় এবং সফল উপসংহার, কোন কিছুই তাঁর সিদ্ধান্ত বা আদেশগুলি এড়াতে পারে। সমস্ত সাফল্য সব আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে।
তিনটি মতামত রয়েছে নবীর বক্তব্য সম্পর্কে:

وماؤها شفاءٌ للعين

"এবং এর পানি চোখকে সরিয়ে দেয়।"

প্রথম: যে K'ama'a পানি একটি উপাদান চোখের অসুখ ধ - - - - -

চোখের রোগের প্রতিকার, এটি একা ব্যবহৃত হয় না।

দ্বিতীয়: যে কামাহ ব্যবহার করা হয় সিদ্ধ করার এবং রস আহরণ পরে তা ব্যবহার করা হয়। আগুন কামাহকে পরিপক্ক এবং নরম করে, এইভাবে ক্ষতিকারক আর্দ্রতা দ্রবীভূত করে এবং কামাহতে থাকা বর্জ্য এবং তা বাদ পরে ও উপকারী উপাদান অক্ষত রেখে।

তৃতীয়; এর পানির অর্থটি হল বৃষ্টিপাত যা মাশরুমকে জন্মায় এবং তা প্রথম যে বৃষ্টি পড়ে। এক্ষেত্রে হাদীসটি হবে পানি সম্পর্কে মাশরুম নয়, ভেড়ার কথা বলছি। ইবনে

আল জাওজী এই মতামতটির উল্লেখ করেছেন, যা সবচেয়ে দুর্বল এর সাথে উল্লেখ করা তিনটি মতামতের মধ্যে।

অন্যান্য লোকেরা বলেন হাদীসের এই অংশ বলেছে চোখ ঠান্ডা করার জন্য কামাহ পানি ব্যবহার করে তা। সুতরাং এটির পানি একা এক নিরাময়, অন্য যৌগিক প্রতিকারে উপাদান অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয় ।

আল-গাফিকি বলেছিলেন, "কামিহ পানী ( রস ) হল চোখের জন্য সেরা প্রতিকার যখন ইথমিডের সাথে মিশিয়ে গেড়েছিলেন এবং তারপরে কোহল(সরমা) হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এটি এর পাশাপাশি চোখের পাতা এবং দৃষ্টি শক্তি শক্তিশালী করে এবং অনেক অসুস্থতা প্রতিরোধ করে।

# ৩.কবাথ كباث(আরাক গাছের ফল)

সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমরা রাসূল (সা) এর সাথে ছিলাম কাবাথ সংগ্রহ করতে, যখন তিনি বললেন, "কালো ধরণের সংগ্রহ কর, কারণ এটি সর্বোত্তম।“

কাবাথ হ'ল ফল যা হিজাজের অঞ্চলে আরাক নামে পরিচিত উদ্ভিদে বৃদ্ধি পায়

বেড়ে ওঠে [এবং যার ডাল মিসওয়াকের জন্য ব্যবহার করা হয় যেমনটি আমরা বলেছি]। ইহা গরম এবং শুকনো এবং আরাক গাছের মতো একই উপকার বহন করে:পেটকে শক্তিশালী করা, হজমে সাহায্য করা,কফ দ্রবীভূত করা এবং পিঠে ব্যথা উপশম এবং বেশ কয়েকটি

অসুস্থতা। ইবনে জুলজুল বললেন, এর স্যুপ পান করা

মূত্রবর্ধক হিসাবে মূত্র উৎপাদন করে এবং প্রোস্টেটকে পরিষ্কার করে।
এছাড়াও, ইবনে রাধওয়ান বলেছেন, "[কাবাথ] মজবুত করে
পেট এবং কোষ্ঠকাঠিন্য (হালকা ভাবে) "

# ৪. কাতম (চুল কালো করার জন্য ব্যবহৃত গাছ)

আল -বোখারী বর্ণনা করেছেন যে উসমান বিন আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব(রা) বলেন, আমরা উম্মে সালমাহ (রা) কাছে আসি এবং তিনি কিছু রাসেল(স) এর চুল যা মেহেদী ও কাতম। দিয়ে রঞ্জিত ছিল।“
সুনানের চারটি বই এ (আবু দাউদ, আত-তিরমিযী, আন-নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ) এটি
বর্ণিত যে নবী (স) বলেন :

ان أحسن ما غيّر تم به الشيب، الحناء والكتمُ (ابو داود:5205)

"হেনা এবং কাটম সেরা সাদা চুলের রঙ পরিবর্তন করার জন্য "

এছাড়াও সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে আনাস (রা) বলেন, "আবু বকর একবার মেহেদী এবং কাতম দিয়ে তার চুলগুলি রঙ করেছিলেন।“
"আরও, আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন যে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "এক ব্যক্তি যিনি মেহেদী দিয়ে চুল রং করে রাসেল(স) এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এটা কত ভাল'।
তারপরে আরেকজন মানুষ যিনি মেহেদি এবং কাটাম উভয় দিয়েই তাঁর চুলকে রঙিন করেছিলেন
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি আরও ভাল।
তারপরে আর একজন লোক যিনি সুফ্রাহ (একটি কালো রঙ) দিয়ে রঙ্গ করেছিলেন
, তাঁর পাশ দিয়ে গেলেন এবং নবীজী বললেন, এটি সর্বোত্তম। 1 "

আল-গাফিকি বলেছেন, "কাটাম একটি উদ্ভিদ যা বেড়ে ওঠে উপত্যকা এবং এর পাতাগুলি জলপাইয়ের পাতার মতো এবং একটি (মানুষের) কাঁধের চেয়ে উচ্চতর হয়। এর ফল হয় মরিচের আকারের এবং মাঝখানে বীজ থাকে। কখন
বীজ পিষ্ট করলে কালো হয় এবং যখন পাতা চিপে কেউ এর সামান্য পরিমাপ পান করে এটি বমি

বমিভাব করে। কাটম এ ছাড়াও উপকারী কুকুরের কামড়ের বিরুদ্ধে। কান্ডটি পানিতে করে এটি কালি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। "আল-কিন্দি এ ছাড়াও বর্ননা করেছেন," যদি কেউ কাঠমের বীজ কোহল হিসাবে (অর্থাত্ কাজল) ব্যবহার করে এটি চোখ পরিষ্কার করে দেবে, এতে জমে থাকা পানি ।

কিছু লোক ভেবেছিল যে কাটম হ'ল ওয়াসমাহ বা নীল-পাতা এটি সত্য নয়, কারণ ওয়াসমা ভিন্ন উদ্ভিদ। সহিহর লেখক বলেছেন, "কাটাম, চুল রঙ্গিন করতে ব্যবহৃত হয়, এটি একটি উদ্ভিদ যা ভুলভাবে হয় ওয়াসমাহর বলা হয়। "ওয়াসমাহে খিলাফের চেয়ে লম্বা পাতা রয়েছে, নীলাভ এবং যা খিলাফের চেয়ে বড় (চালেফ) পাতা এবং মটর পাতার মতো তবে বড় আকারের। তদুপরি, ওয়াসমাহ হিজাজ ও ইয়েমেনে পাওয়া যায়।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, "সহীহতে বর্ণিত আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চুল রঞ্জিত করেন নি। "আমরা তার উত্তর দিয়েছি ইমাম আহমদ বলেছেন, অন্যান্য সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চুল রং করেছিলেন। যারা ছিল
কোন কাজের সাক্ষী তারা তাদের মত নয় যারা সাক্ষী নয়।
সুতরাং, ইমাম আহমদ নিশ্চিত করেছেন যে নবী সাঃ প্রকৃতপক্ষে খিদাব (চুল রঞ্জন) ব্যবহার করেছেন, যদিও ইমাম মালিক তা অস্বীকার করেছেন।

যদি কেউ বলেন যে সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে হযরত হাদীসটি যাতে চুলকে কালো করতে অস্বীকার করা হয়েছে ,তা তখন যখন আবু বাকরের বাবাকে তার সমস্ত সাদা চুল নিয়ে নবীজির (স) নিকটে আনা হয়েছিল।
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেছেন:

غيروا هذا الشيب، وجنّبوه السواد (ميلم :2102)

"এই সাদা চুলটি পরিবর্তন করুন তবে কালো রঙ এড়ান"।

কাতম চুলের রঙকে কালো করে দেয়।
এই যুক্তিটির উত্তর দেওয়ার দুটি উপায় রয়েছে।

প্রথমে নবীজি চুল কিল রং করতে নিষেধ করেছিলেন। তবে কালো রঙের সাথে মেহেদী এবং কাটম মিশ্রিত হলে, এতে কোনও ক্ষতি নেই। কাটম ও মেহেদি চুল করে লাল এবং কালো রঙের মধ্যে , ওয়াসমাহ থেকে ভিন্ন যা চুল কালো করে তোলে। এটি সবচেয়ে প্রশংসনীয় উত্তর।

দ্বিতীয় উত্তরটি হ'ল চুল কালো

কখনও কখনও অন্যকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘটে থাকে,যেমন কোনও বৃদ্ধা যখন চুল কালো করে রঙিন হন স্বামী বা অন্যান্য লোককে বা কোনও বৃদ্ধ মানুষ প্রতারণা করে একজন মহিলাকে ধোকা দেওয়ার জন্য তার চুল কালো করে। এটি এক প্রকারের প্রতারণা যা অনুমোদিত। অন্যদিকে, যদি চুল কালো করায় ছলনা জড়িত না থাকে, এটি অনুমোদিত।

আল-হাসান এবং আল-হুসেন এর প্রামাণিক বিবরণগুলি যেমন ইবনে জারির বর্ণনা করেছেন, তাদের চুলগুলি কালো রঙ করা হত। তিনি এছাড়াও বর্ননা করেন যে এটি উসমান বিনের 'আফফান (রা), , আবদুল্লাহ ইবনে জাফর, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, "উক্কাহ বিন 'আমির, আল-মুগিরাহ বিন শু'বা, জারির ইবনে আবদুল্লাহ এবং আমর বিন আস-আস(রা) এর মতামত। তিনি এই মতামত ছাড়াও

ইসলামের দ্বিতীয় প্রজন্মের তাবি'ইনদের বেশ কয়েকজনের,যেমন আমর ইবনে উসমান, আলী বিন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস,আবু সালামাহ বিন আবদুর-রহমান, আবদুর-রহমান বিন আল-আসওয়াদ, মুসা বিন তালহাহ, আয-জুহরী, আইয়ুব ও ইসমাইল বিন মা'আদ ইয়াকরিব। ইবনে আল জাওযি এ মতামতে সংযোগ করেছেন মুহারিব বিন দিতর, ইয়াজিদ, ইবনে জুরায়জ, আবু ইউসুফ, আবু ইসহাক, ইবনে আবু লায়লা, জিয়াদ ইবনে আলাকাহ,গায়লান বিন জামে, নাফি বিন যুবায়ের, 'আমর বিন' আলী আল-মুকাদ্দামি এবং আল-কাসিম বিন সাল্লাম।

574

## 5. কারম كرم (দ্রাক্ষালতা)

এটি উপযুক্ত নয় যে কেউ আঙ্গুরকে ডাকবে ‘করম’, যেমন মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে , নবী (স)

لا يقولنّ أحدكم للعنب الكَرْمُ: الرجل الكسلم (مسلم :2247)

"তোমাদের কারও আঙুরকে কারম বলা উচিত নয়। কারন

আল কারম মুসলিম মানুষ। '

অন্য বর্ণনায় নবী (স) বলেছেন :

انما االكرم :قلب المؤمن

“ কারম মুমিনের হৃদয় "

এছাড়াও অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে:

لا يقولوا :االكرم و فولوا:لعنب والحباة (مسلم :2248)

"(আঙ্গুরকে) আল-কারম বলবে না বরং ইনাব (আঙ্গুর), এবং হাবলা (আঙুর ছড়া) বল। "

এই হাদীসটির দুটি অর্থ জড়িত, আরবরা আঙ্গুরকে আল-করম বলত কারণ এটির অসাধারণ উপকার আছে। এ কারণেই নবীকে অপছন্দ করেছিলেন একে কামর বলতে কারণ এই উদ্বিপক নামটি হৃদয়কে চালিত করে এটি পছন্দ করতে এবং পরে এটি থেকে যা উৎপন্ন (অ্যালকোহল) হয় তা পছন্দ করতে,যা সমস্ত অপরিষ্কার জিনিসের মা। নবীজি(স) যা অ্যালকোহল উৎপন্ন করতে ব্যবহৃত তা এ নামের সেরা নামে ডাকা অপছন্দ করেন।

দ্বিতীয়টি, এই হাদীসটির নিচের হাদীসের সাথে মিল রয়েছে,

ليس الشديد بالصرعة(البخاري :2114)

"শক্তিশালী ব্যক্তি সে নয় যে শক্তি প্রয়োগ করে

শারীরিকভাবে অন্যদের দমন করে। "

এবং

ليس المسين بالطّوّاف(البخاري :1479)

"মিসকিন (দরিদ্র) সে নয় যে দেশে ঘুরে বেড়ায়।"

এক্ষেত্রে হাদীসটির অর্থ (আল-করম ),” তুমি আঙুরকে কারম বল অনেক উপকারের কারণে। যখন বিশ্বাসী হৃদয় বা মুসলিম ব্যক্তি এই ভাল নামটি আরও বেশি প্যতাশা করে,কারন প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বাসীরা সমস্ত খাঁটি ও উপকারী। "হাদীসটি এরপরে দৃষ্টি আকর্ষন করেছে মুমিনের অন্তরে যা রয়েছে তার দিকে ,উদারতা, বিশ্বাস, জ্ঞানার্জন,উপদেশ, আল্লাহর ভয় এবং বাকি ভাল বৈশিষ্ট্য। যা বিশ্বাসী তার জন্য বেশি করম নামটির প্রাপ্য মনে করে দ্রাক্ষার চেয়ে।

আঙ্গুর শীতল এবং শুকনো, এর পাতা থাকে প্রথম মাত্রার শীতল। আঙ্গুর পাতা হয় চূর্ণ করে ব্যান্ডেজ হিসাবে মাথাব্যথা জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলি ব্যথা উপশম করে এবং এ ছাড়াও উপশম করে ফোলা এবং পেটের সংক্রমণ।

কেউ যখন আঙুরের ডালপালার রস পান করে, এটি বমিভাব সংবেদন থেকে মুক্তি দেয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য করে। যখন মূলটি ভিজা চিবানো হয়, তারা একই উপকার করে।
এছাড়াও,আঙুরের পাতার রস পেটের আলসার উপশম করতে সাহায্য করে, রক্ত কাশি, বমি এবং সাধারণভাবে পেটের ব্যথা দূর করে।
ঝুলন্ত আঙ্গুরের মধ্যে থাকা রস থাকে তা কেউ পান করলে মাড়ির নির্যাসের মতো কাজ করে, পাথরদূর করে।
আরও, এটি মলম হিসাবে ব্যবহৃত হলে, হৃদয়কে স্বস্তি দেয় এবং খোশপাচড়ার ঘা দূর করে।
, তবে এটি ক্ষত ভাল পানিতে এবং ন্যাট্রন দিয়ে আগেই ধোয়া উচিত, যখন কেউ এটি মলম হিসাবে ব্যবহার করে তেল সহ,এটি চুল তুলে ফেলবে কার্যকরভাবে।
আঙুরের কান্ডের ছাই ব্যবহৃত হয় ব্যান্ডেজ হিসাবে, ভিনেগার , গোলাপ তেল এবং রু ও মিশ্রিত করে, প্লীহা ফোলাভাব দূর করে উপরন্তু, যেমন গোলাপ তেল (বা নির্যাস), দ্রাক্ষালতার ফুলের তেল কোষ্ঠকাঠিন্য করে এবং অন্যান্য অনেক সুবিধা আছে। সাধারণভাবে, দ্রাক্ষালতা খেজুর গাছের মতোই সুবিধা আছে।

## 6. কারফাস كرفس(শাকবিশেষ)

কারফাসের একটি সুগন্ধ রয়েছে এবং যখন এটি ঝুলানো হয়
ঘাড়ের নীচে, এটি দাঁতের ব্যথা উপশম করে।

কারফাস গরম এবং শুকনো, এবং এটি লিভার এবং প্লীহার বাধা খোলে।

ভেজা সেলারি পাতা পেটে সহায়তা করে এবং ঠাণ্ডা লিভার, মূত্রবর্ধক হিসাবে মূত্রত্যাগের কারণ হয়, ঋতুস্রাব প্রবাহিত এবং পাথর দ্রবীভূত করে। সেলারির বীজ বেশি এই ক্ষেত্রে কার্যকর। কারফাস অতিরিক্ত উদ্দীপনা জাগায় বীর্য উৎপন্ন এবং কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস দূর করে। আর-রাজী বলেছিলেন, "যদি কেউ ভয় করে যে সে বিচ্ছু হুলে ভুগতে পারে তবে এটি খাওয়া এড়ানো উচিত।“

## 7. কুরাছ كراث (পেঁয়াজ )

কুরথ দুই প্রকারের, একটি নাবটিয়ান এবং শামি ( সিরিয়ান ) ।লোকেরা নাবাটিয়ান প্রকার খায়, যা উদ্ভিজ্জ এবং সিরিয়ান গুলির বহু মাথা রয়েছে। কুরাথ গরম এবং শুকনো এবং মাথা ব্যথার কারণ হয়। কুরথ রান্না হয়ে গেলে, কেউ এটি খেতে বা এটি পান করতে পারে , ঠান্ডা রক্তক্ষরণের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য। যখন এর বীজ পিষে ও গুঁড়ো করে টিরের সাথে প্রয়োগ করা হয় ক্ষয়কারী দাঁতে, তারা পচা দাঁতগুলি পরিষ্কার করবে এবং ব্যথা উপশম করবে। পোড়া কুরাথের বীজের ধোঁয়া পুরানো রক্ত ক্ষরণে সাহায্য করে। এই সমস্ত সুবিধা হয় নাবতেয়ান কুরথের জন্য।

তবুও, কুরথ দাঁত এবং মাড়ির এর জন্য ক্ষতিকারক
কারণ মাথাব্যথা ও দুঃস্বপ্ন দেখা দেয় , দৃষ্টি ঝাপসা করে। উপরন্তু, এটি আপত্তিকর উত্তেজক শ্বাসের দুর্গন্ধ , মূত্রবর্ধক, ঋতুস্রাবের প্রবাহকে উদ্দীপিত করে এবং বীর্য উৎপাদন এবং সহজে হজম হয় না।

# "ل“

## 1. লাহম لحم(মাংস)

আল্লাহ বলেছেন:

وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (52:22)

"এবং আমি তাদেরকে ফল ও মাংস জোগান দেব যেমন তারা চায়। " ( 52:22)

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ(56:22)

"এবং পাখির গোশত যা তারা পছন্দ করে।"(৫:21:২১ )

সহীহে এটি বর্ণিত হয়েছে যে
নবী(স) বলেন:

فضلُ عائشة على النساء، كفضل الثريد على سائر الطعام (البخاري:3770)

" 'আয়েশার পুণ্য বাকি মহিলাদের তুলনায় তারিদের ও বাকি খাবারগুলির গুণের মতো ৷ (থারিড মানে রুটি এবং মাংস) “।

আজ-জুহরি বলেছেলন, "মাংস খাওয়া শক্তি দেয় সত্তরটি বিভিন্ন উপায়ে।" এছাড়াও, মুহাম্মদ বিন ওয়াসি বললেন, "মাংস খাওয়া দৃষ্টিশক্তিকে শক্তিশালী করে।"
এছাড়াও আলী(রা) বলেন , "মাংস খাও, কারণ এটি ত্বকের রঙ হালকা করে তোলে, পেট দৃঢ় এবং আচরণ ভাল করে। " নাফি (রা) বলেন, ইবনে উমর(রা) খেতেন রমজান শুরু হয় মাংশ খেতেন এবংযখন ভ্রমণ করতেন।". আলী(রা) বলেন, "যে চল্লিশ দিন মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকবে সে খারাপ আচরণ অর্জন করবে। "

বিভিন্ন ধরণের মাংস রয়েছে যা আমরা করব সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করব।

# ভেড়ার মাংসلحم الضأن (মাটন)

মাটন দ্বিতীয় মাত্রার উষ্ণ এবং ভেজা

প্রথম মাত্রার। সেরা ধরনের মাটন এক বছরের প্রাণীর, যা ভাল রক্ত উৎপন্ন করে যদি সঠিকভাবে হজম হয়। এই জাতীয় মাংস তাদের জন্য উপযুক্ত যারা উত্তপ্ত বা শীতল মেজাজ মানুষ এবং যারা ঠান্ডা অঞ্চলে এবং ঠান্ডা আবহাওয়াতে ক্রীড়া ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করে। এটা এছাড়াও কালো পিত্তে যারা ভুগছেন তাদের জন্য উপকারী ,এবং এটি মন এবং স্মৃতিশক্তি জোরদার। . তবে পুরাতন, পাতলা প্রাণীর মাটন ভাল নয়, যেমন ভেঁড়ির মাংস।

সেরা মাটন হ'ল কাল মাংস পুরুষ প্রাণী, কারণ এটি হালকা, স্বাদযুক্ত এবং উপকারী। খাসী করা ভেড়ার মাটন আরও ভাল এবং আরও ভাল উপকারী। চর্বিযুক্ত ভেড়ার লাল মাংস হালকা এবং বেশি পুষ্টিকর, আর ছাগলের বুক কম পুষ্টিকর এবং পেটে ভাসে।

মাটনের সেরা অংশগুলি হ'ল মাংস যা হাড় ঢেকে রাখে, ডান দিক, যা হালকা এবং বাম পাশের চেয়ে স্বাদযুক্ত, এবং সামনের অংশগুলি পিছনের অংশের চেয়ে। নবীজি (স) এর কাছে ভেড়ার মাংসের সেরা অংশ, সামনের অংশটি ছিল, যা মাথার কাছাকাছি, তবে মাথা নয়। সামনের অংশটি হালকা এবং স্বাদযুক্ত। একবার, আল-ফারাজদাক একজনকে তার জন্য মাংস কিনতে কিছু টাকা দিয়েছিলেন এ কথা বলে, আমরাও , "সামনের অংশগুলি কিনবে এবং মাথা এবং অন্ত্র বাদ দিবে, কারণ সেখানেই রোগ থাকে "।

ঘাড়ের মাংস সুস্বাদু এবং সহজ হজম করতে। বাহুর মাংস সবচেয়ে হালকা, স্বাদযুক্ত, স্বাস্থ্যকর এবং হজম করার সহজতম।
সহীহাইনে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা ভেড়ার বাহুর মাংস খাওয়া পছন্দ করতেন ।
অধিকন্তু, ভেড়ার পেছনের মাংস পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যকর রক্ত উৎপাদন করে।

# ছাগলের মাংস لحم الماعِز

এটি শীতল এবং শুষ্ক এবং ছাগলের মাংসের মিশ্রণ ক্ষতিকারক। ছাগলের মাংস সহজে হজম হয় না এবং এটি উল্লেখযোগ্য পুষ্টিজনিত নয়। পাঁঠার মাংস উপকারী নয়, কারণ এটি শুকনো, ভারী করে পেট এবং কালো পিত্ত উৎপাদন করে।

আল-জাহিথ একবার বলেছিলেন, "একজন দক্ষ ডাক্তার একবার আমাকে বলেছিলেন , ও! আবু উসমান! ছাগলের মাংস এড়িয়ে চল কারণ এটি হতাশা আনে, কালো পিত্ত, ভুলে যাওয়া এবং রক্ত দূষিত করে। . আল্লাহর কসম! এটি অতিরিক্ত বাচ্চাদের উস্মৃখল করে "।

কিছু ডাক্তার বলছেন যে ছাগলের মাংস যা ভাল নয় তা পুরানো ছাগলের মাংস বিশেষত বৃদ্ধদের জন্য পছন্দ বিশেষকরে বয়স্ক মানুষের জন্য। তারা বলে যে ছাগলের মাংস খারাপ, ভালো নয় যে খেতে অভ্যস্ত।

ডাক্তাররা যখন বলে যে ছাগলের মাংস উপকারী নয়, তারা বিশেষত যাদের পেট দুর্বল ও তারা খেতে অভ্যস্থ নয়। যেমন লোকেরা যারা শহরে বিলাসবহুল এবং যারা অভ্যস্ত উন্নত খাবারে। এরা ক সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়।

কচি মাংস - তবে খুব কম নয় – ছাগল নরম মাত্রার, বিশেষত যখন ছাগল এখনও বাচ্চা পালন 1করছে। এই ধরনের ছাগলের মাংস দ্রুত হজম হয়, কারণ এটি এখনও রয়েছে মায়ের দুধের শক্তি। কচি ছাগলের মাং হালকা এবং উটের চেয়ে হালকা মাংস। এছাড়াও, কচি ছাগলের মাংস উৎপাদন করে পরিমিত রক্ত।

# গরুর মাংস

গরুর মাংস ঠান্ডা এবং শুকনো, পেটে ভারী এবং কালো, পিত্ত রক্ত উৎপাদন করে যা কেবলমাত্র উপযুক্ত কঠোর কর্মীদের.। যারা অতিরিক্ত গরুর মাংস খায় এবং এতে অভ্যস্থ নয় তাদের পিত্ত রোগ হয় যেমন, ভাটিলিগো (অজানা কারণে ত্বকের রং ক্ষয় ), পাচড়া, চর্ম ফুসকুরী, কুষ্ঠরোগ, পা ফোলা, ক্যান্সার, আবেশ, কোয়ার্টান জ্বর এবং বিভিন্ন টিউমার। এই মাংসের ফলে যে ক্ষতি হয় তা দূর করতে

যখন মশলা, রসুন, আদা এবং দারুচিনি দিয়ে। পুরুষ গরুর মাংস এর চেয়ে স্ত্রী গরুর মাংসমাংসের চেয়ে শীতল, যা কম শুকনো।

মোটা বাছুরের মাংস অন্যতম সেরা, মৃদু এবং স্বাদযুক্ত খাবার। এটি গরম এবং ভিজা এবং পুরোপুরি হজম হয় এবং এটি ভাল পুষ্টিকর।

# ঘোড়ার মাংস

সহিতে বর্ণিত আছে যে আসমা(স) বলেছেন, আমরা রাসূলের (স) সময় একটি ঘোড়া জবাই করেছিলাম এবং তা খেয়েছিলাম"। এ ছাড়াও নবী (স) :

انه اذن في لحم الحيل (البحاري :5510). و نهى عن لحوم الحمر (ألبخاري : 4219)

"ঘোড়ার মাংস থাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তবে থাওয়া নিষিদ্ধ (গৃহপালিত) গাধা মাংস। "[আল-বোখারী ও মুসলিম]।

আল্লাহ ঘোড়ার সাথে [কুরআনে] খচ্চর এবং গাধার কথা উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে এদের মাংশ একরূপ। ।কোন সময় আল্লাহ একসাথে কয়েকটি বিভিন্ন জিনিস উল্লেখ করেছেন আবার একরকম জিনিষ এক সাথে বলেছেন। আল্লাহ বলেন:

> اِترکبوھا <

"তোমাদের চড়ার জন্য।" (16: 8)

এটা এই বোঝায় না, ঘোড়ার শূধু আরোহন করা ছাড়া অন্য কোন উপকার নেওয়া যাবে না। আয়াত শূধূ মাত্র ঘোরার উত্তম উপকার ও পরিবহনে ঘোরার মান বুঝায়।

তদুপরি, আমরা উল্লেখ করেছেন দুটি হাদিস দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ করে যে ঘোড়ার মাংস অনুমোদিত।

ঘোড়াওয়ালা গরম, শুকনো, শক্ত এবং কাল। এটি নরম পেট এবং শরীরের জন্য অতিরিক্ত ক্ষতিকারক।

# উটের মাংস

শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে পার্থক্য এবং ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে এই যে মুসলিমরা উটের মাংস খাও। এ ছাড়া শিয়া ও ইহুদীরাও উটের মাংসের প্রশংসাও করবে না বা খায়ও না। এটি ভাল প্রতিষ্ঠিত যে মুসলমানদের উটের মাংস খেতে দেওয়া হয়। আল্লাহর রাসূল (স) এবং তাঁর সাহাবাগণ(রা) ভ্রমণের সময় এটি খেতেন এবং অন্যসময়ও।

তরুণ উটের মাংস স্বাদযুক্ত এবং সর্বাধিক পুষ্টিকর খাবার এবং যারা খাওয়ায় অভ্যস্থ তারা এটিকে হালকা এবং ভেড়ার মাংসের মতো উপকারী বলে মনে করে। কিছু চিকিৎসক উটের মাংস খেতে পছন্দ করেননি শহরগুলিতে কারণ তারা এতে অভ্যস্থ নয়। উটের মাংস গরম এবং শুকনো, হজম করা শক্ত এবং কালো পিত্তের জন্ম দেয়।

উটের মাংস বিশেষত দেহ শক্তিশালী প্রভাব ফেলে এবং এই কারণেই নবীজী (স) মুসলিমদের আদেশ করেছেন এটি খাওয়ার পরে অযু করার। আমাদের এখানে বলা উচিত এটি একটি ভুল পদ্ধতি যে এই বিষয়ে দুটি সহীহ হাদিস আছে তার হাদিসের অর্থ পরিবর্তন করা। 'ওযূ' কেবলমাত্র হাত ধোয়ার অর্থে ব্যাবহার এইভাবে সত্যকে পরিবর্তন করে।. এ ছাড়াও, নবী (স) উটের মাংস এবং ভেড়ার উউ খাওয়ার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। মুসলমানরা অযু করতে চাইলে তিনি করার পছন্দ দিয়েছিলেন ভেড়ার মাংস খাওয়ার পরে। ওদিকে নবী (সা) ঘোড়ার মাংশ খাবার পরে মুসলমানদেরকে ওযূ করার আদেশ দিলেন।

উটের মাংস খাওয়ার এই আহাদীতে ওযূ বলতে শুধু হাত ধোয়ার অর্থ বুঝালে, নবী করীম (সা।) যখন বলেন :

من مسّ فرجه فليتوضّأ ( ابو داود :181)

"যে তার যৌন অঙ্গ স্পর্শ করেছে সে বাধ্য করতে অযু বাধ্য। "

তদুপরি, যারা উটের মাংস খায় তারা তাদের হাত দিয়ে মাংস স্পর্শ করবে না। সুতরাং যদি এটি 'ওযু' মানে শুধু হাত ধোয়া হয় , এটি হবে

অর্থহীন কাজ এবং দ্বারা হাদিসের প্রকৃত অর্থ পরিবর্তন করা হবে।

এ ছাড়াও দাবি করা হয় যে হাদীস বলে, "সর্বশেষ রায় যে নবী (স), আগুন দিয়ে রান্না করা খাবার খেয়ে অযু করা পরিত্যাগ করেছেন,। " এই হাদিসে উটের মাংসের অন্তর্ভুক্তি করা সঠিক নয়।

প্রথমত, এই হাদীসটির একটি সাধারণ অর্থ বহন করে, যদিও উটের মাংস সম্পর্কে হাদীসটি নির্দিষ্ট।

দ্বিতীয়ত, দুটি হাদিস এক বিষয়ের নয়। উদাহরণস্বরূপ, অযু করা উচিত শুকনো, রান্না করা বা রান্না করা নয় এমন উটের মাংশ খাওয়া হলেও ওযূ করা উচিত। মাংসে আগুন ব্যবহারের বিধানটি উটের মাংস সম্পর্কে ওযু করা থেকে বিরত থাকা কার্যকর হয় না। সুতরাং, দুটি হাদ৩সের মধ্যে অর্থের পার্থক্য যেমন একটিতে উট খাওয়ার পরে মুসলমানদেরকে ওযূ করার আদেশ, অন্যটি ইঙ্গিত করে যে অযু করা প্রয়োজন নেই, আগুনে রান্না করা খাবার খাওয়ার পরে।

তৃতীয়ত, হজরত নবী (স) রান্না করা খাবার খাওয়ার পরে ওযু করার হাদিস নবী(স) আগে অন্য খাবার খেয়ে অযু করার পরে এসেছে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে নবী (স) একবার মাংস আনা হলে এবং তিনি তা থেকে খান ও অযু করেন ও নামাজ আদায় করেন। পরে, তাঁর কাছে আবার মাংশ আনা হলে তিনি খান ও নামায আদায় করেন অযু আবার না করেই। হাদীস বর্ণিত, এর শেষ রায় এই বিষয়টি যে অযু করা প্রয়োজন হয় না আগুন দ্বারা রান্না করা খাওয়ার পরে। সুতরাং দুটি একই বিষয় সম্পর্কিত রায় [রান্না করা খাওয়া], দ্বিতীয় রায় দেওয়ার আগে এসেছে।

হাদীসের বর্ণনাকারী কেবল উল্লেখ করেছেন পরের ঘটনাটিকে ছোট করে তুলতে। সুতরাং, কিভাবে পারেন কেউ কেউ এই হাদিসটি ব্যবহার করে প্রমাণ করেন উটের মাংস খাওয়া থেকে অজু না করা। ( যখন এর আগে হাদীস যে অন্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ) ?

এমনকি সাধারণভাবে হাদিস দুটি আগুনে রান্না করা খাবার খাওয়ার পরে ওযূ না করা, যদি অনুমতি দেয়, বিশেষ হাদিস তখনও কার্যকর কারণ এটা একটা বিশেষ রায়, উটের মাংশ বিষয়ে।

নির্দিষ্ট হাদীস এখনও দাঁড়িয়ে কারণ এটি একটি নির্দিষ্ট আবশ্যক [উটের মাংস সম্পর্কে] রায় দেওয়া

# দা'ব মাংস ضَبّ(টিকটিকি)

আমরা এর আগে বলেছিলাম যে ডাব মাংস খাওয়া অনুমোদিত। এই জাতীয় মাংস গরম ও শুকনো এবং যৌন চাহিদা উত্তেজিত করে।

# হরিণের মাংস غزال

বুনো হরিণের মাংস মাংসের মধ্যে সেরা। এটি গরম এবং শুকনো এবং স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী , বিশেষ করে শুকনো মাংস।

# হরিণবিশেষ মাংস الظباء

হরিণ মাংস প্রথম মাত্রার গরম এবং শরীর শুকনা করে এবং আর্দ্র দেহের জন্য উপকারী।

'কানুন' র লেখক(ইবনে সিনা) বলেছেন, "সেরা ধরণের বন্যপ্রাণীর মাংস হরিণের মাংশ, যদিও এটি কালো পিত্ত করে। "

# খরগোশের মাংস أرنب

সহিহাইনে খরগোশের মাংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, যেমন

আনাস(রা) বলেন, "আমরা একটি খরগোশকে কিছুক্ষণ তাড়া করার পরে শিকার করি। এরপরে আবু তালহা (রা) তার পশ্চাৎ অংসটি পাঠিয়েছিল আল্লাহর রাসূলের (স) কাছে যিনি এটি গ্রহন করেছিলেন। "

খরগোশের মাংস হালকা গরম এবং শুকনো এবং সেরা অংশ পিছনের মাংস। খাওয়ার সর্বোত্তম উপায়ট হ'ল ভুনা করা। খরগোশের মাংস কোষ্ঠকাঠিন্য করে, প্রস্রাব তৈরি করে, এ হিসাবে মূত্রবর্ধক, এবং পাথর দ্রবীভূত করে। খরগোশের মাথার মাংস খিঁচুনির বিরুদ্ধে সাহায্য করে।

# জেব্রা মাংস الحمار

সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে আবু কাতাদাহ (রা) বলেন, সাহাবীগণ একবার রাসূলের (রা) সাথে উমরাহ ভ্রমণের সময় জেব্রা শিকার করেছিলেন এবং নবীজি (স) তাদেরকে এটি খেতে বলেন। তারা আবু কাতাদাহ-এর ছাড়া, ইহরামের অবস্থা ছিলেন।

ইবনে মাজাহ অতিরিক্ত বর্ণিত যে জাবির (রা) বলেছেন, "খাইবার যুদ্ধের সময় আমরা ঘোড়ার মাংস এবং জেব্রা মাংস খেয়েছিলাম। "

জেব্রা মাংস গরম এবং শুকনো, পুষ্টিকর এবং তৈরী করে ঘন, দ্বিপদী রক্ত। এটির ফ্যাট উপকারী কুষ্ঠ তেলের সাথে মিশ্রিত করে দাঁত ব্যথা এবং পেট ফাঁপার চিকিৎসা করা হয়। যা কিডনি দুর্বল করে। তদ্ব্যতীত, যখন এর চর্বি মাখলে দাগ দূর হয়।

সাধারণভাবে, সব ধরণের বন্য-প্রাণীর মাংস তৈরী করে পুরু, দ্বিপদী রক্ত । এছাড়াও, সেরা ধরণের বন্য-প্রাণীর মাংস হরিণের তারপর খরগোশের মাংস।

প্রাণীর ভ্রূণের মাংস পছন্দনীয় নয় কারণ রক্ত এখনও এতে আটকে থাকে। তবে নবীজী ( স) এর জন্য অনুমোদন দিয়েছেন, বলেছেন:

ذكاةُ الجنين : ذكاو أُمّه (ابو داود : 2828)

"ভ্রূণের জবাই করা তার মায়ের জবাইয়ের অন্তর্ভুক্ত। "

ইরাকের পন্ডিতরা ভ্রূণের মাংস খাওয়ার অনুমতি দেন না , ব্যতীত যদি কেউ মারা যাওয়ার আগে হত্যা করে। তারা পরিবর্তন করে সর্বশেষ হাদীসের অর্থ, যা বলে ভ্রূণ যবেহ করা উচিত যেমন মাকে জবাই করা হয়, হাদীস অনুযায়ী , যেমন তারা দাবি করে।

তবে এই দাবিটি সত্য নয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "হে আল্লাহর রাসূল (স) আমরা ভেড়া জবাই করি এবং কখনও কখনও তার মধ্যে তখনও ভ্রূণ খুঁজে পাই, আমদের কি এটি খাওয়া উচিত? ". নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন," যদি ইচ্ছা কর এটি খাও কারণ এটির জবাই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মাকে জবাই করাতে। "

তদতিরিক্ত, যখন কেউ এই বিষয়টিকে আরও অধ্যয়ন করে, তার বিশ্লেষণ এ ছাড়াও এটি প্রমাণিত হবে যে পশুর ভ্রূণ খেতে আপত্তি নেই। ভ্রূণ এখনও মায়ের একটি অংশ, এবং যেহেতু মাকে জবেহ করা আমাদের অনুমথি দেয় এর সমস্ত অংশ খাওয়ার। ভ্রূণকেও অংশের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

এটি যখন নবীজী (স) বলেছেন:

ذكاتُه ذكاة أمه (ابن ماجه)

"জবাই করা মাকে এর জবাইয়ের অন্তর্ভুক্ত"।

নির্ভরযোগ্য সুন্নাহ যদি বিশেষভাবে ভ্রূণ খেতে অনুমতি না দিত, সঠিক বুদ্ধি স্থির থাকত আমাদের অনুমতি দিতে যে এটি খেতে।

# শুকনো খাবার (ঝিঁকা দেওয়া) মাংস

সুনানে বর্ণিত আছে যে থবাবন(রা) বলেছেন, "আমি আল্লাহর রাসূলের(স) জন্য একটি ভেড়া জবাই করলাম যখন আমরা ভ্রমণ করছিলাম, এবং তিনি আমাকে বলেন:

أصلحْ لحمها (مسلم:10970)

"এর মাংস শুকনা কর।"

আমি যতক্ষণ না আমরা আল-মদিনায় পৌঁছেছি, নবীকে(স) এর মাংস থেকে খাওয়াতে থাকি। "

শুকনো মাংস পুরানো মাংসের চেয়ে ভাল এবং শরীর মজবুত হয়, যদিও এটি কখনও কখনও ত্বকে প্রদাহ ঘটায়। এটির প্রভাব দূর করা যায় ঠান্ডা, আর্দ্র মশলা বা মরিচ দিয়ে।

তদ্ব্যতীত, ঝাঁকানো মাংস গরম অবস্থার জন্য অনুকূল।

পুরানো মাংস গরম এবং শুকনো, গরম অবস্থার জন্য অনুকূল এবং and

এই মাংসের সেরা ধরণটি হ'ল চর্বি এবং ভিজা।

পুরাতন মাংস দুধে ও চর্বিতে রান্না না করলে কোষ্ঠকাঠিন্য করে।

# পাখির মাংস طير

আল্লাহ বলেছেন:

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ(56:21)

"*এবং* পাখির গোশত দিয়ে যা তারা পছন্দ করে।" (56:21)

কিছু ধরণের পাখির মাংস অনুমোদিত এবং কিছু কিছু নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ প্রকারে পাখিগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শকুন, বাজ এবং বিদেশী বাজের মতো পাখি রয়েছে এবং যারা গলিত মাংশ ভোজী পাখী যেমন, ঈগল, শকুন, সারস,আড্ডাবাজ পাখী , দাগযুক্ত এবং কালো কাক। এছাড়াও, এই তালিকা এমন পাখিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা আমাদের মারার অনুমতি নেই, যেমন হুপো (ঝুঁটিওয়ালা পাখি বিশেষ) এবং চটকা (চিল জাতীয়) এবং ঐ সমস্ত পাখি যাদেরমারার অনুমতি রয়েছে যেমন, ঘুড়ি এবং কাকের মতো পাখি ।

এখানে অনেক ধরণের পাখির অনুমতি রয়েছে, যেমন মুরগির মাংস। সহিহাইনে এটি বর্ণিত হয়েছে যে, আবু মুসা (রা) বলেন, যে নবী (স) মুরগির মাংস খেয়েছেন।

# মুরগীর মাংস دجاجة

মুরগির মাংস প্রথম মাত্রার গরম এবং শুকনো হয়। এটি পেটে সহজ এবং দ্রুত হজম হয়। চিকেন মাংস মনকে শক্তিশালী করে এবং বীর্য উৎপাদন বাড়ায়।
এটি কন্ঠস্বর নরম করে তোলে, মনকে আরও দৃঢ় করে তোলে এবং স্বাস্থ্যকর রক্ত উৎপাদন করে। বলা হয় একটি নিয়মিত মুরগির মাংস খাওয়া বাত সৃষ্টি করে , কিন্তু নিশ্চিত নয়।

অন্যদিকে মোরগের মাংস গরম এবং কম ভিজা। পুরানো মুরগের মাংস কোষ্ঠকাঠিন্য, হাঁপানি এবং পুরু পেট ফাঁপার বিরুদ্ধে সাহায্য করে যখন রান্না করা হয় কুসুম ফুলের তেল, ডালচিনি এবং চাবট দিয়ে।

থাসি করা মোরগের মাংস পুষ্টিকর এবং হজম করা সহজ। বাচ্চা মুরগীর মাংস হজম করা সহজ এবং পেটে হালকা এবং হালকা রক্ত উৎপাদন করে।

# তিতির পাখির طائر الدراج মাংস

তিতির মাংস দ্বিতীয় মাত্রার গরম এবং

শুকনো হয় নরম এবং হালকা, হজম করা সহজ এবং হালকা রক্ত উৎপাদন করে। এই জাতীয় মাংস দৃষ্টিশক্তি শক্তিশালী করে।

.

# তিতির জাতীয় পাখি طائر الحجلমাংস

এই জাতীয় মাংস ভাল রক্ত উৎপাদন করে এবং সহজে হজম হয়।

# হাঁসের মাংস لحم الاوز

হাঁসের মাংস গরম এবং শুষ্ক এবং স্বাস্থ্যকর নয় যদি নিয়মিত খাওয়া হয়, এবং এটি বেশি বর্জ্য উৎপাদন করে না।

# পাতি হাঁসের মাংস لحم البط

পাতি হাঁসের মাংস গরম এবং ভিজা এবং এটি উপযুক্ত নয় পেটের জন্য, হজম করা শক্ত এবং অতিরিক্ত বর্জ্য উৎপাদন করে।

# বুস্টার্ড মাংস لحم الحبارى

বুস্টার্ডের মাংস গরম এবং শুকনো, পেটে ভারী

তবে যারা ক্রীড়া ক্রিয়াকলাপ ও কঠোর পরিশ্রম করে তাদের পক্ষে ভাল।

# সারস পক্ষীর মাংস لحم الرافعة

এই জাতীয় মাংস শুকনো এবং হালকা। এটি পিত্তরক্ত উৎপন্ন করে, এবং কঠোর কর্মীদের পক্ষে এটি ভাল। সারসের মাংস জবেহ করার এক বা দুই দিন পরে খাওয়া ভাল।

# ছোট গায়ক পাখির মাংস لحم قبرة

আন-নাসাঈ (র) তঁর সুন্নানে বর্ণনা করেন যে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সা) বলেন :

ما من إنسان يقتلُ عصفورًا فما فوقه – بغير حقه- الا ساله عزوجل. قيل: يا رسول الله ; وما حقُّه؟ قال :تذبحُه فتأكله، ولا تقطع رأسه و ترمي به (النسائي 4349)

"কোনও ব্যক্তি ব্যতিক্রম নয় যে, পাখি এবং বড় প্রাণীকে হত্যা করে ন্যায্যতা ছাড়া,যাকে কিয়ামতের দিবসে এটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,হে! আল্লাহর রাসূল! কখন এটি ন্যায়সঙ্গত হয়? তিনি বললেন, 'তুমি এটাকে জবাই করে খাও,তবে এর মাথা কেটে দেহটি ফেলে রাখবেন না (খেলাধুলার জন কেবল)। "

এছাড়াও, আন-নাসাঈ বর্ণনা করেন যে রাসূল(স) বলেন:

من قتل عصغورًا عبثًا، عجّ الى الله يقول : يا رب ; ان فلانًا قتلني عبثًا، ولم يقتلني لمنْفعة (النسائي :4446)

"যে মজা করার জন্য একটি পাখি মারবে,সেই পাখি আল্লাহর নিকট অভিযোগ করবে , হে আমার রব, অমুক ও অমুক ব্যক্তি আমাকে মজা করার জন্য হত্যা করেছে, কোনও কার্যকর উদ্দেশ্যে নয়। "

পাখির মাংস গরম এবং শুকনো, কোষ্ঠকাঠিন্য করে এবং বীর্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে। পাখির মাংসের সুরা কোষ্ঠকাঠিন্য করে এবং গিরা অসুখে সহায়তা করে। কেউ যদি আদা এবং পেঁয়াজ দিয়ে পাখির মস্তিষ্ক খায়, এটি যৌন ইচ্ছা উত্তেজিত করে। মিশ্রণ যা পাখি তৈরী করে তা অনুকূল নয়।

# কবুতরের মাংস لحم الحمام

কবুতরের মাংস গরম এবং ভিজা, যদিও বুনো কবুতর মাংস কম ভিজা হয়। কবুতর ছানার মাংস আরও আর্দ্র, বিশেষত পোষা ছানার।

কবুতর অল্প বয়স্ক কবুতর কম মাংসযুক্ত তবে ভাল খাবার।

পুরুষ কবুতরের মাংস অসাড়তার , নারকোসিস, মৃগী এবং খিঁচুনি বা কাঁপুনী জন্য ভাল নিরাময়

পায়রা ছানা মাংস যৌন চেতনার এবং কিডনির জন্য অনুকূল এবং রক্ত উৎপাদন করে।

# বালি গ্রাসের (কবূতরের মত) মাংস الحتج الرمل

এই জাতীয় মাংস শুকনো এবং কালো পিত্তর এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ হয়। এটি কোনও ভাল খাবার নয়, শুধু শেথ বা ফোলা রোগে সহায়তা করে।

# কোয়েল মাংস لحم السمان

কোয়েলের মাংস গরম এবং শুকনো এবং

জোড়ায় সহায়তা করে। এটা গরম কিডনির ক্ষতি করে যদি না এটি ভিনেগার এবং ধনের সাথে গ্রহণ করা হয়।

নোংড়া অঞ্চলের কোয়েলের মাংস খাওয়. এড়ানো

উচিত।

পাখির মাংস গবাদি পশুর চেয়ে সহজেই হজম

হয়। মাংস পাখির যে অংশগুলি খুব সহজেই

হজম হয়,তা ঘাড় এবং ডানা। এছাড়াও,পাখির

মস্তিষ্ক গবাদি পশুর চেয়ে ভাল খাবার।

# পঙ্গপাল মাংস الجراد

সহিহায়নে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা বলেছিলেন, "আমরা রাসূল(স) এর সাথে সাতটি যুদ্ধে গিয়েছিলাম। সেই সময় আমরা পঙ্গপাল খেতাম।".

মুসনাদ এ বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

أُحلّت لنا ميتتان ودمان : الحوتُ والجرادُ ،والكبد، والطِّحالُ ( ابن ماجه: 3314)

"আমাদের দুই ধরণের মৃত প্রাণীর এবং দুটি রক্ত: মাছ এবং পঙ্গপাল; লিভার এবং প্লীহার অনুমতি ছিল।"

এই হাদীসটি ইবনে উমর (রা) থেকেও বর্ণিত।

পঙ্গপাল মাংস গরম এবং শুষ্ক এবং খুব পুষ্টিকর নয়।

এ ছাড়া নিয়মিত পঙ্গপাল মাংস শরীরকে থাওয়া পাতলা ও শীর্ণ তোলে। পোড়া পঙ্গপালের ধোঁয়া সহায়তা করে প্রসাবের বাধায়,বিশেষত মহিলাদের জন্য, এবং অশ্বরোগে অনুকূল। চর্বিযুক্ত ডানাবিহীন পঙ্গপাল ভুনা করে থাওয়া বিচ্ছুটির কাপড়ের জন্য ভাল নিরাময়।

উপরন্তু, পঙ্গপাল মাংস তাদের জন্য অনুকূল নয় যারা মৃগী রোগে ভুগছেন এবং পেটে বিষাক্ত মিশ্রণ উৎপাদন করে।

পঙ্গপাল থাওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিমত রয়েছে যখন এটি মৃত , যেখানে ইমাম মালিক(র) ব্যতীত বেশিরভাগ আলেম এটির অনুমতি দেন। তবুও, কোনও পার্থক্য নেই, পঙ্গপাল কোনও কারণে মারা গেলে যেমন পোড়া বা চাপা পড়ে, অনুমতি দেওয়া হয়।

পঙ্গপালের মাংস নিয়মিত থাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয় কারণ এটি রক্তাবর্ন অসুখ এবং বিভিন্ন ধরণের অ্যালার্জি সৃষ্টি করে।

হিপোক্রেটিস একবার বলেছিলেন, "তোমার পেট প্রাণীর কবরস্থানে পরিণত কর না"।

# ২. লাবন لبان (দুধ)

আল্লাহ বলেছেন:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ (16:66)

" তোমাদের জন্যে চতুস্পদ জন্তুদের মধ্যে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্যে থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্যে উপাদেয়। " ( 16:66)

এছাড়াও আল্লাহ জান্নাত বর্ণনা করার সময় বলেছেন:

...فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ....(47:15).

"... এবং নির্মল দুধের নহর যারা স্বাদ অপরিবর্তনীয়,.... " ( 47:15)

সুনানে এটি বর্ণিত রয়েছে:

من أطعمه الله طعامًا، فليقل : اللهم،بارك لنا فيه، وارزقنا خيرًا منه، و من سقاه الله لبنًا، فليقل : اللهم بارك لنا فيه، وزدنا منه، فاني لا أعلم ما يُجزِىءُ من الطعام والشراب، الا اللبنَ (ابو داود373)

“ আল্লাহ যাকে কিছু খাবার দেন, সে যেন দোয়া করে। 'হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এটি কল্যানের করুন এবং আরও উত্তম আমাদের দান করুন। আল্লাহ যাকে কিছু দুধ দান করেন, সে যেন বলে। 'ও! আল্লাহ! এটিতে আমাদের জন্য বরকত দিন এবং আমাদেরকে আরও বেশি পরিমাণে দান করুন, 'কারণ আমি জানি না দুধের চেয়ে আরও পরিপূর্ণ কোন খাবার বা পানীয় আছে কি না। "

যদিও দুধ একটি সাধারণ খাবার, এটি খুব

প্রকৃতিক কারন দেহের তিনটি প্রধান পদার্থ, পনির, চর্বি এবং পানি। পনির ঠান্ডা এবং ভেজা এবং ভাল পুষ্টি সরবরাহ করে। দুধে থাকা চর্বি হ'ল হালকা উষ্ণ এবং আর্দ্র , এবং এটি খুব উপকারী স্বাস্থ্যকর শরীরের জন্য।

দুধের মধ্যে থাকা পানির অংশটি গরম এবং ভেজা এবং এটি পেটকে নরম করে এবং শরীরকে সরবরাহ করে উপকারী আর্দ্রতা। লাবান সাধারণভাবে হালকা উষ্ণ এবং আর্দ্র, যদিও এ বিষয়ে অন্যান্য মতামত আছে।

টাটকা দুধ দোহন করা হলে দুধ সবচেয়ে ভাল

এরপরে সময়ের সাথে সাথে মান হ্রাস পায়। যখন এটা টাটকা , দুধ কম ঠান্ডা এবং আর্দ্রতা বেশি। টক দুধ বিপরীত। উপরন্ত, প্রাণী জন্ম দেওয়ার দুধ চল্লিশ দিন পরে ভাল হয়।

সবচেয়ে ভাল ধরণের দুধ হয় রঙে সবচেয়ে সাদা, এটি ভাল সুগন্ধযুক্ত, সুস্বাদু, হালকা মিষ্টি, কম চর্বি এবং হালকা ঘনত্বের। ইহা ভিতরে

অল্প বয়স্ক স্বাস্থ্যকর প্রাণী যখন দুধ দোহন করা হয় সেটা সর্বোত্তম, বিশেষত যাদের মাংস কম এবং যা চারণ করে স্বাস্থ্যকর চারণভূমিতে। দুধ ভাল এবং লাল রক্ত উৎপাদন করে, শরীরে আর্দ্রতা বয়ে আনে এবং এ ছাড়াও একটি

পুষ্টিকর খাবার। এ ছাড়া দুধ হতাশা থেকে ,আবেশ এবং কালো পিত্তরোগ মুক্তি পেতে সাহায্য করে। দুধ যখন মধু দিয়ে পান করা হয়, এটি অভ্যন্তরীণ সংক্রমণ পরিষ্কার করতে সহায়তা করবে।

চিনি দিয়ে দুধ পান করলে ত্বকের রঙ সুন্দর হয়। দুধ শরীরকে তার শক্তি ফিরে পেতে সাহায্য করে যৌন মিলনের পরে এবং এটি অতিরিক্ত অনুকূল বুক, ফুসফুস এবং যারা যক্ষ্মায় ভুগছেন তাদের জন্য।

তদ্ব্যতীত, দুধ মাথা, পেট, লিভার এবং প্লীহা জন্য অনুকূল নয়।

এছাড়াও, দুধ অতিরিক্ত মাত্রায় পান করা দাঁত এবং মাড়ির জন্য ক্ষতিকারক,আর একারণে মুখের পরিষ্কার করে ফেলা ভাল এটা পান করার পর। সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে নবী(স) একবার কিছু দুধ পান করলেন এবং তারপরে কিছু পানি চেয়ে নিলেন এবং তাঁর মুখ ধুয়ে বললেন: "এতে চর্বি রয়েছে”

জ্বরে আক্রান্তদের এবং মাথাব্যথার জন্য দুধ ভাল নয় এবং দুর্বলতা জন্য অনুকূল নয় এতে মাথা এবং মগজে দুর্বলতা হয়। অতিরিক্ত পরিমাণে দুধ পান করার কারণে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, বাত, কিডনির বদ্ধতা এবং পেট এবং অন্ত্র ফোলা হয়। এই প্রভাবগুলি দূর হবে যখন মধুর সাথে দুধ মিশ্রিত করা হবে আদা ইত্যাদির সহ, যারা এটা পান করতেযঅভ্যস্ত নয়।

# ভেড়া দুধحليب الغنم

ভেড়ার দুধ সর্বাধিক পানিযুক্ত এবং এতে ছাগল বা গরুর দুধের চেয়ে বেশী চর্বি থাকে

এবং খারাপ গন্ধ। ভেড়ার দুধ সৃষ্টি করে কফ

এবং ত্বকে সাদা দাগ বা দাগের কারণ

হয় যদি নিয়মিতভাবে কেউ পান করে। এই কারণেই এটি ভাল ভেড়ার দুধ পানিতে মিশ্রিত করা যাতে এর ঘনত্ব কম হয়ে যায়। ভেড়ার দুধ তৃষ্ণা দ্রুত নিবারণ করে এবং অন্যান্য দুধের তুলনায় শরীরকে শীতল করে।

# ছাগলের দুধ. حليب الماعز

ছাগলের দুধ হালকা এবং হালকা। মৃদু রেচক হিসাবে কাজ কর। শুকনো দেহের জন্য ভিজা এবং মুখের ঘি, শুকনো কাশি এবং নাক দিয়ে রক্ত পড়া নিরাময়ে সহায়তা করে। ।

সাধারণভাবে দুধ সবচেয়ে উপকারী পানীয়, তার পুষ্টির মান এবং দেহের প্রকৃতির এবং মানবজাতির শৈশবকালের ঘনিষ্ঠতার কারণে।

সহিহাইনে এটি বর্ণিত;

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتيَ ليلة أُسريَ به،بقدحٍ من خمر، وقدحٍ من لبن. فنظر اليهما، ثم أخذ الّبن جبريلُ عايه السلام : الحمد الله الذي هداك للفطرة ; لوَ أخجتَ الخمر : غوت أمّتُك (البخاري :5576)

"ইসরা'আর রাত" (মি’রাজের ),আল্লাহর রাসূল (স) কে দু'টি কাপ দেওয়া হয়েছিল, এতে একটি ছিল দুধ এবং অন্যটি (দ্রাক্ষারস) মদ। নবী (স) , সেদিকে তাকাবেন এবং তারপরে দুধের কাপ বেছে নিলেন। জিবরাঈল(আ) বললেন, আপনি যা

প্রাকৃতিক তা গ্রহণ করেছেন, (সত্য ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম) এবং যদি আপনি (দ্রাক্ষারস) মদটি গ্রহণ করতেন, আপনার অনুগামীরা বিপথগামী যেত।

টক ছাগলের দুধ দ্রুত হজম হয় না এবং প্রতিকূল মিশ্রণ তৈরি করে। উত্তপ্ত মেজাজ পেটের জন্য ছাগলের দুধ উপকারী এবং সহজেই হজম করে।

# গরুর দুধ حليب بقرة

গরুর দুধ শরীরের জন্য পুষ্টি জোগায় এবং এটি একটি হালকা রেচক । গরুর দুধ অন্যতম সেরা দুধ, ভেড়ার দুধ এবং ছাগলের দুধের চেয়ে। এর ঘনত্ব এবং চর্বির দিক দিয়ে।

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ(রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) একদা বলেছিলেন:

عليكم بألبان البقر ;فانها ترُمُّ من كل الشجر (المستدرك 4/197)

"গরুর দুধ পান কর কারণ এটি সব ধরণের গাছ খায়।“

# উটের দুধ. حليب الجمل

অধ্যায়ের প্রথমদিকে উটের দুধের কথা উল্লেখ করা, তাই এটি পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই।

## ৩. লুবান /কুন্দুর لوبان ,البخور (সুগন্ধযুক্ত আঁঠা রজন, ধূপ, শিলারস)

বর্ননা অরা হয়েছে যে একবার এক ব্যক্তি আলীর(রা) কাছে অভিযোগ করেছিলেন, যে সে ভুলে যায় এবং আলী তাকে বলেছিলেন, " লুবান নাও, কারণ এটি হৃদয়কে শক্তিশালী করে এবং দূরে করে ও ভুলে যাওয়ার দূর করে। "

এ ছাড়া ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন,

"খালি পেটে চিনি দিয়ে লুবান পান করা

প্রস্রাবের পক্ষে অনুকূল এবং ভুলে যাওয়ার বিরুদ্ধে সাহায্য করে”। বর্ননা করা হয়েছে যে, আনাস(রা) একটি ব্যক্তি বলেছিলেন যে অভিযোগ করেছিল ভুলে যাওয়ার। তিনি বলেছিলেন, "কুন্ডুর (বা লুবান) গ্রহন কর ।এটি সাড়া রাত ভিজিয়ে রাখ এবং সকালে এক চুমুক

খালি পেট খাও, কারণ এটি ভুলে যাওয়ার দূর করতে ভাল। "

এই সুবিধার জন্য একটি স্পষ্ট কারণ আছে। ভুলে যাওয়া হ'ল শীতল, আর্দ্র এবং খারাপ মেজাজের ফল যা মস্তিষ্ককে এমনভাবে প্রভাবিত করে যা মস্তিষ্ককে পুনরায় স্মৃতি স্মরণ করতে বাধা দেয়। এই ক্ষেত্রে, লুবান সাহায্য করে।

যখন ভুলে যাওয়া অন্য শারীরিক কারণের ফলাফল,সতেজ পানীয় সে ক্ষেত্রে সহায়তা করে। পার্থক্য

দুটি ক্ষেত্রে শুকনো পদার্থগুলি রাতে উঠে এবং বর্তমানের চেয়ে পুরানো স্মৃতিগুলি স্মরণ করতে সহায়তা করে। ভিজা পানীয়ের এর বিপরীত প্রভাব আছে।

কখনও কখনও ভুলে যাওয়ার কারণ

মাথা পিছনে সিংগা লাগান এবং অতিরিক্ত ভেজা ধনিয়া এবং টক আপেল খাওয়া।

এছাড়াও, হতাশা,দুঃখ, দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থির পানির দিকে তাকানো এবং এটিতে প্রস্রাব করা ভুলে যাওয়ার কারণ হতে পারে।

এছাড়াও,ক্রুশে দেওয়া লোকদের দিকে তাকিয়ে থাকা, কবর স্মৃতিফলক পড়া, দুটি চিহ্নিত উটের মধ্যে হাঁটা,ভুল করে ইঁদুরের বর্জ্য খাওয়া, সবই ভুলে যাওয়ার কারণ হয়।

লুবান দ্বিতীয় মাত্রার গরম এবং শুকনো

প্রথম মাত্রার। একটি হালকা কোষ্ঠকাঠিন্য করে। এটা খুব উপকারী এবং এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি সর্বনিম্ন। লুবানের সুবিধা হ'ল এতে রক্ত পরা বন্ধ হয়ে যায় এবং নিরাময় হয় পেট ব্যথা, ডায়রিয়া ও খাদ্য হজমে সহায়তা করে,পেট ফাঁপা থেকে মুক্তি পায়, চোখের ঘা নিরাময় করে, শরীরকে সাহায্য করে

বেশিরভাগ আলসারে মাংস বাড়ায় এবং দুর্বল পেটকে শক্তিশালী করে।

লুবান এছাড়াও কফ এবং

বুকে জমে থাকা আর্দ্রতা শুকায় , দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা নিরাময় করে এবং মারাত্মক ক্ষতগুলি প্রতিরোধ করে।

যখন লুবান একা চিবানো হয় বা মেশানো হয়

ফারসী থাইম বা সুগন্ধি পাতা সহ, এটি কফকে নিঃষ্কাশণ করবে এবং শিথিল করবে জিহ্বার পেশী এবং মন আরও তীক্ষ্ণ হতে সাহায্য করে।

লুবান পুড়ান হলে এটি কিছু অসুস্থতা নিরাময়ে সহায়তা করে এবং বাতাসকে সতেজ গন্ধযুক্ত করে তোলে।

"م "

# 1. মা’আন ماء (পানি )

পানি হ'ল জীবনের উৎস। সেরা পানীয়

অস্তিত্বের একটি স্তম্ভ। বরং এটি জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আল্লাহ প্রত্যেকটি সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে জীবন্ত।

মতভেদ আছে, পানি শরীরের কি পুষ্টির উৎস, নাকি এটি কেবল পরিষ্কার করতে এবং খাদ্য দ্রবীভূত করতে সহায়তা করে । পানি ভেজা, ঠান্ডা পদার্থ যা তাপ অপসারণ করে, শরীরের আর্দ্রতা সংরক্ষণ করে, শরীর যে আর্দ্রতা হারিয়েছে তা পুনরুদ্ধার করে,খাবারকে নরম করে তোলে এবং রক্তের মধ্যে নিয়ে যেতে সহায়তা করে নালী দিয়ে।

দশটি মান রয়েছে যার দিয়ে আমরা পানির সতেজতা পরীক্ষা করি।

প্রথমত, এর রঙ স্ফটিক পরিষ্কার হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়,পানির কোনও গন্ধ থাকা উচিত নয়, তৃতীয়ত, পানি হওয়া উচিত নীল নদের ও ফোরাতের পানির মত মিষ্টি এবং তাজা।

চতুর্থত, পানির হালকা হওয়া উচিত।

পঞ্চম, পানির উৎসগুলি খাঁটি এবং স্থির হওয়া উচিত।

ষষ্ঠ, পানির উৎস যখন গভীরতর বা আরও দূরে হয়।

সপ্তম,পানির বাতাস এবং সূর্যের সংস্পর্শে আসা উচিত, পৃথিবীর নীচে লুকানো নয় ।

অষ্টম, পানির উৎস গুলি স্থির হওয়া উচিত নয় এবং দ্রুত চলমান হওয়া উচিত।

নবম, পানির পরিমাণ প্রচুর হওয়া উচিত যা অপরিচ্ছন্নতা শুদ্ধ করতে সহায়তা করে।

দশম, পানির উৎস প্রবাহিত হওয়া উচিত

উত্তর থেকে দক্ষিণে বা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে।

যখন এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য একসাথে আশা করা ,

সেগুলি চারটি নদীতে পাওয়া যাবে, নীল নদী,

ইউফ্রেটিস এবং সাইহান ও জাইহান ।

সহিহনে বর্ণিত আছে যে আবু হুরায়রাহ (রা)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে,"সায়হান। জাহুন, নীল ও ফোরাতর হল জান্নাতের নদীসমূহের মধ্যে "।

পানি হালকা করার ক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। এটি যাচাই করার প্রথমত, পানি সহজেই শুষে নেওয়া উচিত ঠান্ডা এবং তাপ। হিপোক্রেটিস বলেছিলেন, "পানি যা সহজেই গরম বা ঠান্ডা হয়ে যায় তা হালকা পানি "। দ্বিতীয়;

ওজন দ্বারা. তৃতীয়ত, যখন কেউ তুলার দুই টুকরা ভিজায় করে,যারা একই ওজন, দুটি জল

বিভিন্ন উৎসের পানি দিয়ে, এবং তারপর উভয় টুকরা শুকানো হয় এবং ওজন করা হয় । যেটির হালকা ওজন সেটি নির্দেশ করে শোষিত পানি হালকা।

পরিবেশ যার মধ্যে দিয়ে পানি প্রবাহিত হয় তা এর উপর গভীর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, পানির উৎস যা অবস্থিত উত্তরে সাধারণত শীতল এবং পানি সাধারণত উত্তরের বাতাসের কারণে ঘন হয়। এছাড়াও, পানি যদি

খনিজ সমৃদ্ধ শিলাগুলির মধ্য দিয়ে যায় এটি এর দ্বারা প্রভাবিত হয় সত্য।

স্বাদু পানি অসুস্থ এবং সুস্থ উভয়ের জন্য উপকারী। শীতল পানি সবচেয়ে উপকারী এবং

সেরা স্বাদযুক্ত। ঘুম থেকে ওঠার পরে, যৌনতার পরে, গোসল করে বা ফল খেয়ে শীঘ্রই কারও পানি পান করা উচিত নয়।

খাওয়ার সময় যদি কেউ পানি পান করে তবে কোনও ক্ষতি নেই।

বরং এসময় কয়েক চুমুক পানি পান করা ভাল এবং পেটের ক্ষতি করে না। কিন্তু এটি শক্তিশালী করে, যৌন চাহিদা উত্তেজিত করে এবং তৃষ্ণা নিবারণ করে।

অন্যদিকে উষ্ণ পানিতে পেট ফুলে যায়

এবং ঠান্ডা পানির বিপরীত প্রভাবের কারণ হয়। পুরানো গরমপানিহ টাটকা গরম পানির চেয়ে ভাল।

ঠান্ডা পানি এর শরীরের ভিতরে গরম পানির চেয়ে ভাল। এটি রক্ত এবং মাথা পরিষ্কার করে।

এছাড়াও, ঠান্ডা পানি পচা জিনিষ সরিয়ে দেয় এবং হালকা এবং অনুকূল হয়

দাঁতের, মেজাজ এবং গরম আবহাওয়ার জন্য। তবুও, ঠান্ডা পানি তাদের পক্ষে ভাল নয় যারা সর্দি বা স্ফীতিতে ভুগছেন। এই ক্ষেত্রে পচে যাওয়ার জন্য তাপের প্রয়োজন। খুব ঠান্ডা জল দাঁতের ক্ষতি করে এবং এটি নিয়মিত পান করলে ব্রঙ্কাইটিস এবং বুকে ব্যথা কারণ হয় ।

খুব গরম এবং খুব ঠান্ডা পানি খুব ক্ষতিকারক স্নায়ু এবং অঙ্গ এবং দেহের বেশিরভাগ অঙ্গের । গরম পানিতে এগুলি পচে যায়। ঠান্ডা পানি ঘনীভূত করে আর্দ্রতা। উষ্ণ পানি গরম মিশ্রণ, পচন মিশ্রন থেকে মুক্তি দেয়, পরিপক্ক এবং বর্জ্য নিষ্কাশন করে এবং আর্দ্রতা এবং উষ্ণতা আনে, কিন্তু এটি খাদ্য হিসাবে হজম সাহায্য করে না, গাবার এতে পেটের। উপরের দিকে কাছাকাছি ভাসমান থাকে।

উষ্ণ পানি দ্রুত তৃষ্ণার্ত নিভারন করেনা। তাড়াতাড়ি শরীরকে দুর্বল করে দেয় এবং অনেক ক্ষতিকারক অসুস্থতার কারণ ঘটায়।

তবুও, গরম পানি পুরানো লোকদের জন্য ভাল

এবং যারা মৃগী, ঠান্ডা মাথাব্যথা এবং
চোখের প্রদাহ (চোখের প্রদাহ) ভোগেন।

সূর্যের উত্তপ্ত পানি সম্পর্কে কোন হাদীস নেই।

পুরানো নামকরা কোন ডাক্তার এটা পান করতে নিষেধ করেছেন। তবুও, খুব গরম পানি কিডনির চার পাশের চর্বি দ্রবীভূত করে।

আমরা বৃষ্টির পানির বিষয়ে পূর্বে বলেছি।

# বরফ ও শিলের ভিতরের পানি

সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে নবী (স) সালাত শুরু করার পরে নিম্নলিখিত দোয়া বলতেন:

اللهم ،اغلسمي من خطاياي بالماء والثّلج والبرد (البخاري :744)

" হে, আল্লাহ! আমার পাপকে পানি, তূষার ও বর্ষণ দিয়ে ধুয়ে দিন। "

"

তুষার জমেছে বায়ুতে আর্দ্রতার কারণে।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি আমাদের অপরাধ সমূহ ধুয়ে ফেলার জন্য, যে কথা উল্লেখ করেছি, যেহেতু হৃদয় তূষারের শীতলতা ও শক্তি চায়।

আমরা অসুস্থতা নিরাময়ের বিষয়ে আগে বলেছি, হৃদয় অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন রোগের বিপরীত ধর্মী এবং নিষ্ক্রিয়কারী পদার্থের।

শিলাবৃষ্টির তুলনায় তূষারের পানি মিষ্টি, অন্যদিকে গলিত বরফ পানির গুণমান তার উৎসের উপর নির্ভর করে।

আমাদের উল্লেখ করা উচিত যে তুষারের গুণমান এটি যে অঞ্চল এবং পাহাড়ের উপর পড়ে তা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

গোসল করার পর , সহবাস, ক্রীড়া ক্রিয়াকলাপ, গরম খাবার খাওয়া,কাশি এবং বুকে ব্যথা, দুর্বল লিভার এবং শীতল মেজাজ হলে বরফ পানি পান করা উচিত নয়।

# কূপ এবং ভূগর্ভস্থ পানি

কুপের পানি উপযোগী নয়। ভূগর্ভস্থ পানি ভারী। এই কারণে যে প্রথমটি (কুপের পানি) খুব কমই পচে যায়, আর ভূগর্ভস্থ পানি তাজা বাতাসের সংস্পর্শে আসে না। সুতরাং, এটা

বাতাসে কমপক্ষে এক রাতের জন্য উন্মুক্ত না রাখা পর্যন্ত পান করা উচিত নয়। সবচেয়ে খারাপ অব্যবহৃত কুপের পানি বিশেষত যদি এর মাটি ভাল না হয়। আর খারাপ ভূগর্ভস্থ পানি হল যা সীসা সমৃদ্ধ পাথরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।

# জামজম পানি

জমজমের পানি সেরা, সতেজতম, সবচেয়ে বেশি

উপকারী, সবচেয়ে প্রিয় এবং সবচেয়ে মূল্যবান।

জমজমের পানি জিব্রিল (আ) দ্বারা খনন করা হয়েছিল এবং উৎস যা থেকে হযরত ইসমাইল (আ) পান করেছিলেন।

সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে নবী (স) আবু যরকে(রা) বলেছিলেন, যিনি চল্লিশ দিন কাবায় ছিলেন শুধু জমজমের পানি পান করে : "এটি পুষ্টিকর খাবার।"

মুসলিম(র) যোগ করেছেন যে নবী (স)

বলেছেন:

و شفاءُ سُقمٍ (البيهقي : 5/148)

"এবং অসুস্থতার নিরাময়।"

অধিকন্তু, ইবনে মাজাহ (র) বর্ণনা করেছেন যে জাবির বিন আবদুল্লাহ(রা) হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে:

ماءُ زمزمَ لما شُرب له (ابن ماجه: 3062)

"জমজম পানি যা কিছুর উদ্দেশ্যে পান করা হয় তার জন্য "

আমাদের বলা হয়েছে যে একবার আবদুল্লাহ বিন আল-মোবারক বললেন, হে আল্লাহ! ইবনে আল-মুআম্মিল আমাদেরকে বলেন যে মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির জাবির (রা।) থেকে বর্ণনা করেন যে আপনার নবী(স) বলেছেন:

(ماء زمزا لما شرب له) وقال ابن المبارك:فاني أشربُ لظمإ يوم القيامة (ورد الأثر عن طريق..)

" এবং ইবনে মূবারক বলেন : আমি কিয়ামতের দিন আমার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এটি পান করি"। [এই হাদিসটি হাসান]

আমি এবং অনেক লোক জমজমের পানি পান করেছি বিভিন্ন অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় আমি সত্যই বিভিন্ন অসুস্থতা থেকে নিরাময় পেয়েছি। আমি এছাড়াও দেখেছি যাঁরা দীর্ঘদিন জমজমের পানি পান করে বেঁচে আছেন,কোনও ক্ষুধার অভিযোগ না করেই পনেরো দিন বা কিছুটা বেশি সময়।

এই লোকেরা অন্যেদের সাথে সাধারণ গতিতে তাওয়াফ করত। এমনকি কেউ আমাকে বলেছে যে জমজমের পানি চল্লিশ দিন ধরে তাঁর একমাত্র খাবার ও পানীয় ছিল

এবং তার স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনের , রোজা রাখা এবং বহুবার তাওয়াফ করার জন্য তখনও যথেষ্ট শক্তি ছিল।

# নীল নদ

নীল নদ জান্নাতের প্রবাহিত অন্যতম নদী

ইথিওপিয়া থেকে প্রবাহিত। এটি বৃষ্টিপাত থেকে এবং বন্যার পানি সরবরাহ করে। তারপর, আল্লাহ শুকনো অঞ্চলে পানি প্রবাহিত করেন,

গাছপালা সৃষ্টি করেন , যার উপরে মানুষ এবং প্রাণী বাস করে,বৃদ্ধি এবং বিকাশ লাভ করে।

যে জমিনে নদী প্রবাহিত তা শুকনো এবং এর উপর যে বৃষ্টি হয় তা ধরে রাখেনা। যা অপর্যাপ্ত গাছপালার জন্য।আবার সাধারণ বৃষ্টিপাতের চেয়ে বেশি হলে এ অঞ্চলের ঘরগুলি এবং জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন

সুদূর জমিতে এবং তারপরে এই বৃষ্টিপাতকে একটি বিশাল প্রবাহে পরিচালিত করে পর্যাপ্ত পরিমাণে নদীতে পরিনত করেছেন যা মানুষের এবং প্রাণীর উপকারে আসে। । নদী যখন পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করে চাষের এবং গাছপালা জন্মানোর জন্য, তখন পানির স্তর কমে যায় এবং মানুষ ফসল কাটতে সক্ষম হয়।

নীল নদের পানির দশটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, এবং এ কারণেই

এটি সবচেয়ে হালকা, মিষ্টি মধুর এবং বিশূদ্ধ পানি।

# সমুদ্রের পানি

মহানবী(স)) সাগর সম্পর্কে বলেছেন:

هو الطهور ماءُه الحِلُّ ميتتُه (ابو داود: 83)

"এর পানি বিশুদ্ধ এবং এর মৃত প্রাণী খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।"

আল্লাহ তায়ালার মানুষ এবং পৃথিবীর প্রাণীর উপকারের জন্য সমুদ্রকে নোনতা করে দিয়েছেন। সমুদ্রের পানি প্রচুর এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাণী [এবংমৎস্য] রয়েছে যা মারা যায় তবে এতে ডুবে যায় না। সমুদ্রের পানি যদি তাজা এবং মিষ্টি হত, যে প্রাণীরা এতে মারা যাবে তা পচে যেত, বিরূপভাবে পৃথিবীর বাতাসের গুণমানকে প্রভাবিত করত।

আল্লাহর প্রজ্ঞা স্থির করেছে যে সমুদ্রের পানি নোনতা, এমনকি যদি পৃথিবীর সব মৃতদেহ এতে নিক্ষেপ করা হয়, এগুলো তাজা থাকবে যতদিন না আল্লাহ এই পৃথিবীর অনিবার্য পরিণতি আনবেন। এটি অন্যতম কারণ, কেন সমুদ্রের পানি নোনতা, তার মাটি এবং বালিও লবণাক্ত।

সমুদ্রের পানিতে গোসল করা অনেক অসূখের উপশম করতে ও ত্বকের সংক্রমণে সহায়তা করে।

সমুদ্রের পানি পান করা ক্ষতিকারক, এটি ডায়রিয়া সৃষ্টি করে, শরীরকে দুর্বল করে এবং চর্মরোগ, খোসপাচড়া এবং তৃষ্ণার সৃষ্টি করে।

ঔষধ হিসাবে সমুদ্রের পানি যারা পান করতে হয়। এই ক্ষেত্রে, সমুদ্রের পানি একটি পাত্রে সিদ্ধ করা উচিত ও জলীয় বাষ্প শোষণের জন্য পশমের কাপড় দ্বারা আবৃত করা উচিত। পশম কাপড় চিপে পানি সংগৃহীত করা এবং পান করা উচিতযখন পর্যাপ্ত পরিমাণ হয়। এই প্রক্রিয়ায় লবণ এবং খনিজ পদার্থ পাত্র থেকে যাবে।

এছাড়াও, সমুদ্রের তীরের নিকটে একটি গর্ত খনন করে বিভিন্ন সমান্তরাল সূরঙ্গের মাধ্যমে পানি সংগ্রহ করা যায়। এটা সংগৃহীত পানি সতেজ করবে।

যদি কাউকে সামুদ্রের পানি পান করতে হয় তবে প্রথমে এটি মিশ্রিত করা উচিত

খোবানি(مشمش) ফলের বীচি, জ্বলন্ত কয়লা, আর্মেনিয়ান মাটি (এক প্রকারের মাটি), ওক কাঠ বা সূক্ষ্ম গমের ময়দার সাথে। এই ভাবে, বেশিরভাগ খনিজ এবং কাদা পাত্র বা কাপের নীচে সংগৃহীত হবে।

## 2. মিস্ক مِسك(কস্তুরী)

মুসলিম (র) বর্ণনা করেছেন যে আবু সা'দ আল -খুদরী (রা) বলেন যে নবীজী (স) বলেছেন:

أطيبُ الطيبُ : المِسْكُ (مسلم : 2252)

"সেরা ধরণের আতর হ'ল কস্তুরী।"

সহিহাইনে এটি অতিরিক্ত বর্ণিত রয়েছে, আয়েশা বলেন, "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সুগন্ধযুক্ত কস্তুরী মেখে দিতাম ইহরামের পূর্বে, কোরবানির দিন এবং (পবিত্র) ঘর তাওয়াফ করার আগে।"

কস্তুরী সমস্ত সুগন্ধির রাজা, এটি সেরা সুগন্ধ। অন্যান্য পারফিউমের সাধারণত তুলনা করা হয় কস্তুরী সাথে, তবে মিস্ক কখনও তাদের সাথে তুলনা হয় না। এছাড়াও,জান্নাতের পাহাড় ও বালু কস্তুরী দিয়ে তৈরি।

কস্তুরী দ্বিতীয় মাত্রার উত্তপ্ত, শুকনো পদার্থ,এবং এটি অন্তরে স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দ এনে দেয় এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলি শক্তিশালী করে যখন পান বা ঘ্রাণ নেওয়া হয়। কস্তুরী বাহ্যিক অঙ্গে ব্যবহার করলে শক্তি এবং সান্ত্বনা আনে।

কস্তুরী বয়স্ক লোকদের জন্য লাভজনক

এবং যাদের অতিরিক্ত ত্বকের আর্দ্রতা রয়েছে,

বিশেষত শীতকালে এবং মূর্ছা যাওয়ার , কাঁপুন

এবং শরীরের সাধারণ দুর্বলতা বিরুদ্ধে সহায়তা

করে, কারন এটি সহজাত তাপ উত্তেজিত

করে। কস্তুরী সাদা অংশ চোখ পরিষ্কার করে

এবং অতিরিক্ত আর্দ্রতা শুকিয়ে যায় এবং এ ছাড়াও বিভিন্ন অঙ্গে এটি ফোলা ছড়িয়ে দেয়। কস্তুরী কিছু বিষের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে এবং সাপের কামড়ের বিরুদ্ধে সহায়তা করে। কস্তুরীর আরও অনেক সুবিধা রয়েছে।

### ৩. মারজানজুশ مرزانجوش (মারজোরাম, সুগন্ধি গাছ বিশেষ)

এটি তৃতীয় মাত্রার গরম এবং । মাত্রার শুকনো, এবং যখন এর সুগন্ধ নেওয়া হয় , তখন এটি কফ, সর্দি, কালো পিত্ত এবং ঘন পেট ফাঁপার কারণে সৃষ্ট ঠান্ডা মাথা ব্যাথা থেকে মুক্তি দেয়।

এটি নাক এবং মাথার অতিরিক্ত বদ্ধতা থেকে মুক্তি দেয়,এবং ঠান্ডা , ভেজা ফোলা দূর করে।

মারজোরাম কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে ব্যবহৃত হয়। এটি মাসিকের সময় রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করে এবং গর্ভাবস্থা সময় অনুকূল। এর শুকনো পাতা যখন চূর্ণ করে এবং ভিনেগারের সাথে মিশিয়ে ব্যান্ডেজ হিসাবে ব্যবহার করা হলে, চোখের নিচের রক্ত দূর করে। এছাড়া বৃশ্চিকের হূলের ব্যথা উপশম করে।

মারজোরাম মলম পিঠে ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা এবং ক্লান্তি উপশম করতে সহায়তা করে। যারা অভ্যস্ত

গন্ধযুক্ত মার্জোরাম সুগন্ধির ঘ্রাণ নিতে অভ্যস্ত তারা চোখের পানি জমা, ছানি আক্রান্ত হয়যনা । যখন এর নির্যাস বা পানি তিতা বাদামের সাথে মিশ্রিত করে নাকের মধ্যে ব্যবহার করা হয়, এটা নাক ও মাথার গুমট অবস্থার বিরুদ্ধে সাহায্য করে।

## ৪. মিলহ مِلْح (লবণ)

আল-বাযার বর্ণনা করেছেন যে হযরত রাসূল(স) বলেছেন:

سيُوشكُ أن تكونوا في الناس كالمِلْح في الطَّعام ولا يصلُح الا بالملح. (الطبراني قال الهيثمي المجمع 10/18)

"আপনি শীঘ্রই মানুষের কাছে যাবেন ঠিক যেমন লবণ খাবারে উপস্থিত হয় , এবং খাবারের স্বাদ থাকে না এতে লবন না থাকলে।"

আল -বাঘাওয়ী তার আল কোরআনে ভাষ্যতে বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা।) রাসূল (স) হতে বলেন, "চারটি রহমত আছে আল্লাহ আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ : লৌহ, আগুন, জল এবং লবনহ "। এই হাদীসটি কেবলমাত্রযইবনে ওমর(রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

মানুষের দেহ এবং খাবারের জন্য লবণ অনুকূল। এছাড়াও , লবণ মিশ্রণ অনুকূল এবং উপকারী স্বর্ণ ও রূপা সহ যে কোনও পদার্থে। এটা স্বর্ণকে আরও হলুদ এবং রুপাকে সাদা করে। নুন পচায়,পরিষ্কার করে, ঘন আর্দ্রতা শুকায়, শরীরকে শক্তিশালী ও শুদ্ধ করে এবং খোলা খোস পাচড়ার বিরুদ্ধে সাহায্য করে।

চোখের কাজল হিসাবে লবণ ব্যবহার করলে, বিশেষত খনিজ লবণ,অতিরিক্ত চর্বি বা মাংস ও হলুদ রং দূর করবে।

লবণের পাশাপাশি খারাপ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে ছড়িয়ে পড়া থেকে। রেচক হিসাবে কাজ করে এবং সহায়তা করে বুকের ব্যাথায়। প্লুরেসি বিরুদ্ধে কাজ করে, যখন পেটে এটি মাখা হয়।

দাঁত পরিষ্কার করে, ক্ষয় হতে রোধ করে এবং মাড়ি শক্তিশালী করে এবং দৃ firm় করে তোলে। সেখানে লবণের জন্য আরও অনেক উপকারী।

## "ن"

## ১.নখল النخلة (খেজুর গাছ)

খেজুর গাছের কথা কুরআন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছেযঅনেক জায়গা। সহিহাইনে বর্ণিত আছে যে ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম এবং একটি খেজুরের (ফুল) মঞ্জরি তার কাছে আনা হয়েছিল। এতে তিনি বললেন, গাছের মধ্যে একটি এমন গাছ আছে যা মুসলিমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। 'আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, এটি খেজুর গাছ কিন্তু আমি ছিলাম সবার মধ্যে কনিষ্ঠ তাই আমি চুপ করে রইলাম। এবং তারপর নবী সাঃ বললেন, 'এটি হল খেজুর গাছ।' আমি উল্লেখ করেছিলাম যা উমরের (রা) এর হয়েছিল এবং তিনি বললেন, 'তুমি যদি এটা বলতে, তা আমার কাছে আরও এর থেকে ভাল হত। "

এই হাদিসে অনেকগুলি উপকার রয়েছে যেমন:

পণ্ডিত তাঁর ছাত্রদের তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে প্রশিক্ষণ দেয় এবংযতাদের জ্ঞান পরীক্ষা করে। এটিতে উপমা রয়েছে রাসূলের সামনে সাহাবীদের, নেতাদের ও সাধারণের লজ্জা প্রদর্শন করার মধ্যে ,যেমন তারা সবাই নিরব ছিল এবং রাসূলের (স) জবাব দিতে লজ্জা পেয়েছিল। হাদীস এটা যে অনুমোদন করে ছেলেকে অভিভাবকের সামনে প্রশ্নের উত্তর দিতে, অভিভাবক প্রশ্নের উত্তর না জানলেও।এটা অভিভাবকদের সাথে খারাপ ব্যবহার নয়। যদি সঠিকভাবে উত্তর দেয় তবে পিতা-মা খুশি হবেন।

এছাড়াও, এই হাদীসটি মুসলমানদের সাথে খেজুর গাছের তুলনা করে, খেজুর, কারণ এটির অসাধারণ উপকার , অব্যাহত ছায়া এবং সারা বছর ধরে মিষ্টি ফল দেওয়ার।

খেজুর তাজা, শুকনো, পাকা এবং কাঁচা খাওয়া হয়। এটা এক ধরণের খাবার এবং নিরাময়। খেজুর পুষ্টিকর, এক প্রকারের মিষ্টি ফল , একটি পানীয়। খেজুর গাছের কাণ্ড ঘর নির্মাণে , হাঁড়ি তৈরিতে এবং আরও অন্য ভাবে ব্যবহৃত হয়। এর পাতা বোনা চাটাই, ঝুড়ি তৈরি ,ফুলদানি এবং সূরঙ্গ তৈরী এবং আরও অনেক কিছু করতে ব্যবহৃত হয় । এর আঁশ দড়ি এবং গদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। উপরন্তু, এটি উঠের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং বিভিন্ন ঔষধির উপাদান হিসাবে যেমন কুহল (সুর্মা), ব্যবহার হয়। এছাড়াও, খেজুরের গাছ তার সৌন্দর্য, সতেজ আকৃতি এবং যেমন সুন্দরভাবে ফলগুলি এদের শাখাগুলিতে সাজানো থাকে,তা চোখের স্বাচ্ছন্দ্য বয়ে আনে।

নিখুঁতভাবে দেখলে খেজুর গাছের ফল সৃষ্টিকর্তাকে মনে করিয়ে দেয়, যার সৃষ্টি দুর্দান্ত এবং নিখুঁত, যেমন তাঁর প্রজ্ঞা ও জ্ঞান । অতএব

খেজুর গাছ ধার্মিক বিশ্বাসীর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত, কারণ সে খাঁটি, উত্তম যে কল্যান বয়ে আনে অভ্যন্তরীণ যএবং বাহ্যিকভাবে।

খেজুর গাছের কাণ্ডটি আকাঙ্খিত ছিল যখন রাসূল (স) ওটা আর বক্তৃতার মঞ্চ হিসাবে আর ব্যবহার করতেন না। কান্ডটি নবীজীর (স) নৈকট্য এবং তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য আকাঙ্খিত ছিল !

উপরন্তু, উল্লেখ্য যে ঈসা(আ) যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন মরিয়ম (আ) তার আশ্রয় নেন খেজুর গাছের নিচে।

দ্বিমত রয়েছে খেজুর ও আঙ্গুর গাছের শ্রষ্ঠত্বের মধ্যে। আল্লাহ উভয়টি একত্রে বহূ আয়াতে উল্লেখ করেছেন আল-কোরআনে।উভয় একমতই

একে অপরকে, যদিও প্রতিটি তার প্রাকৃতিক অবস্থান ও অঞ্চলের দিক থেকে বেশী গ্রহনযোগ্য ও শীর্ষে রয়েছে।

আবাস এবং জমি যে এটি সর্বাধিক গ্রহণ করে।

## 2. নার্জিস نرجس (নার্গিস ফূল গাছ)

নার্জিস দ্বিতীয় মাত্রার গরম এবং শুকনো।

এর কান্ড গভীর ক্ষতের জন্যযব্যবহার করা হয় (যা স্নায়ুতে পৌঁছে যায়)। নার্জিস পচন পরিষ্কার এবং নিষ্কাশন করে। নার্জিস রান্না করে এবং পান করে এটি বমি করায় যা পাকস্থলির তলদেশে থাকা জলীয় পদার্থ নিষ্কাশন করে । নারজিস যখন রান্না করা হয় মসুর এবং মধুর সাথে

, এটি ক্ষতের বর্জ্য পরিষ্কার করবেযএবং গ্যাস্ট্রিক আলসার ফেটে ফেটেযাবে।

নার্জিস পুষ্পগুলি হালকা এবং সর্দির বিরুদ্ধে উপকারী। এদের ক্ষয় করার শক্তিশালী ক্ষমতা রয়েছে, নাকের ও মস্তিষ্কের বদ্ধতা খোলে ।মাথা ব্যাথা ও কাল পাত্তের বিরুদ্ধে সাহায্য করে।

নাক এবং সেরিব্রাল ক্লগস এবং মাথাব্যথার বিরুদ্ধে সহায়তা করে। যারা বার বার নার্জিস ফুলের গন্ধ শীতকালে নিয়ে থাকে তাদের স্বার্শ বুকের ব্যাথার প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে। এ ছাড়া এটা কফ ও কাল পিত্ত জনিত মাথা ব্যাথার উপশম করে।

নারজিস সুগন্ধ মনকে এবং হৃদয় তীক্ষ্ণ করে তোলে এবং বিভিন্ন অসুস্থতার উপশম করতে সহায়তা করে।

আত-তায়সিরের লেখক বলেন, "নার্জিস ফুলের সুগন্ধ মৃগীরোগের বিরুদ্ধে নিরাময় দেয় যা ছেলেদের হয়ে থাকে। "

### ৩. **নূরাহ (চুনযুক্ত চুন)**

এটি দুটি আছে। একটি অংশ চুন এবং অপর অংশ আর্সেনিক মিশ্রিত পানি। এটি নীল না হওয়া পর্যন্ত রোদে শুকানোর হয়। তারপরে এটি মলম হিসাবে ব্যবহার করা হয় । এর প্রভাবের জন্য এক ঘন্টা অপেক্ষার পর পানি স্পর্শ করা যায় । তারপরে গোসল করে এবং চুনগুলি অপসারণ করতে মেহেদী মাখলে চুনের উত্তাপ দূর হয়।

## ৪) **নবক বা নবিক. نَبْقٌ**

এর বেশ কয়েকটি নাম রয়েছে: নবক, খ্রিস্টের কাঁটা, পদ্ম জুজুব, বা রামনাস। আবু নু'আঈম তাঁর বইতে ’নবীর ঔষধ” এটা উল্লেখ করেছেন, নিচের হাদিস সহ:

ان آدم لما هبط إلى الأرض، مان أول شيء أكل ثمار (لم نعثر عليه لعدم الكتاب)

"যখন আদমকে পৃথিবীতে পাঠান হয়েছিল যে ফলটি তিনি প্রথম খেয়েছিলেন তা হল নবিক।(আমরা এটা বইয়ে পাই নাই)।“

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা) নাবিক এর উল্লেখ করেছেন এটা সহিহাইনে বর্ণিত হয়েছে :

انه رأى سدرو المنتهى ليلة أُسْرِيَ به ; واذا نبقها مثل قلال هجر (البخاري :3207)

" যে রাতে আমি মীরাজের ভ্রমনে ছিলাম, আমাকে সিদরাত আল-মুন্তাহা দেখান হয় ( একটি গাছ সপ্তম আসমানের ) এবং আমি এর নবক ফল দেখেছি, হাজরের মাটির জাগের মত ( আরবের একটি শহর )। "

নবক হ'ল লোট গাছের ফল। নবক প্রাকৃতিক হজম প্রক্রিয়া মসৃণ করে,ডাইরিয়া প্রতিরোধ করে, পাকস্থলিতে আবরণ দেয়, পিত্তরোগ থেকে মুক্তি দেয়, পুষ্টি সরবরাহ করে, খাবারের স্বাদ দেয় এবং শ্লেষ্মা করে। পিত্ত জনিত প্রদাহের বিরুদ্ধেও সহায়তা করে। নোবাক ধীরে ধীরে হজম হয়। এর ময়দা অন্ত্র শক্তিশালী করে এবং পিত্ত মেজাজের অনুকুল। নাবিকের ক্ষতি নিষ্ক্রিয় করতে সাথে মধু চক্র খেতে হবে।

নবক নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে যে এটা ভেজা বা শুকনো। সঠিক মতামত হল যে ভেজা নবক শীতল এবং ভিজা, শুকনো নবক ঠান্ডা এবং শুকনো যখন।

## "ه "

# হিন্দাবা الهندباء (চিকরি, গাছ বিশেষ )

মৌসম অনুযায়ী হিন্দাবার মেজাজ বদলে যায়। শীতকালে এটি শীতল এবং ভেজা, গরম এবং শুকনো গ্রীষ্ম এবং বসন্ত এবং শরত্কালে হালকা। সাধারণভাবে, হিন্দাবা ঠাণ্ডা ও শুকনো। হিন্দাবা উপকারী এবং শীতল

পেট এবং কোষ্ঠকাঠিন্য করে। যখন হিন্দাবা,

বিশেষত বুনো হিন্দবা রান্না করে ভিনেগার সহ খাওয়া হয়, এটি আরও বেশি কোষ্ঠকাঠিন্য করে এবং আরও পেটের জন্য অনুকূল এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

যখন হিন্দাবা ( চিকোরি ) ব্যান্ডেজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এটি গ্যাস্ট্রিক প্রদাহ, গাউট এবং গরম চোখের প্রদাহ উপশম করবে।

বিচ্ছুটির হুলের ক্ষেত্রে, হিন্দাবা সাহায্য করে যখন এর পাতাগুলি এবং ডালপালা ব্যান্ডেজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

হিন্দবা অতিরিক্তভাব পেটকে শক্তিশালী করে এবং কিডনি, প্লীহা, শিরা এবং অন্ত্রের বদ্ধতা দুর করে। এটি প কিডনি পরিষ্কার করে এবং শুদ্ধ করে এবং বিভিন্ন গরম এবং ঠান্ডা ব্যথার বিরুদ্ধে সহায়তা করে।

টক হিন্দাবা লিভারের পক্ষে সেরা, এটি রস জন্ডিসের বিরুদ্ধে সাহায্য করে বিশেষত যখন ভেজা মৌরির নির্যাসের সাথে মিশ্রিত হয়। হিন্দাবা পাতা পিষে আঘাত এবং গরম ফুলায় রাখা হলে তা দূর হয়ে যায়, এটি শীতল করে এবং ছড়িয়ে দিন। হিন্দবা বুক পরিষ্কার করে এবং উত্তেজিত রক্তের উত্তাপ ও পিত্ত উপশম করে।

হিন্দাবা খাওয়ার সবচেয়ে ভাল উপায় না ধূয়ে যাতে এর কার্যকর উপাদান সংরক্ষণ করা যায়। হিন্দবা কাজ করে বেশিরভাগ বিষের কার্যকর প্রতিষেধক হিসাবে।

যখন হিন্দবা নির্যাস কাজল হিসাবে ব্যবহৃত হবে তখন তা চোখ পরিষ্কার করবে। হিন্দবা পাতা ব্যবহার করা হয় বিচ্ছু দংশনের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হিসাবে এবং বেশিরভাগের বিষের বিরুদ্ধে যা আমরা উল্লেখ করেছি। হিন্দাভা পিষে এর পানি তেল মিশ্রিত করলে, এটি সব বিষাক্ত পদার্থের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে সহায়তা করবে।

হিন্দবার কান্ড পিষে এবং এর পানি পান করা হয়, এটি বিচ্ছুর দংশন এবং সাপের কামড়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে। পরিশেষে ,এর ডালপালা চোখের সাদা অংশ আরও সাদা করে তোলে।

" و"

## 1. **ওয়ার্স ( সিংহল কর্নেল গাছ)**

উম্মে সালামাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, "যে মহিলা

সবেমাত্র প্রসবের চল্লিশ দিন পরে থাকবে

তার মুখের উপরে ওয়ার্স রাখ দাগের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য"। আবু হানিফাহ, একজন ভাষাতত্ববিদ বলেছেন, "ওয়ার্স বনের মধ্যে হয় না বরং এর চাষ হয়। আমি মনে করি এটি কেবল আরব দেশগুলিতে জন্মে, বিশেষত ইয়েমেনে। "

ওয়ার্সগুলি দ্বিতীয় মাত্রার শুকনো এবং গরম। ওয়ার্সের সেরা ধরণের হল লাল ওয়ার্স, যা নরম এবং খুব শাখা নেই। ওয়ার্স একটি মলম হিসাবে দাগ, ফুসকুড়ি এবং ফুসকুড়িগুলির চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। ওয়ার্স কোষ্ঠকাঠিন্য করে, একটি রঞ্জক গুণ রয়েছে এবং পানীয় হিসাবে গ্রহণ করলে কুষ্ঠরোগের বিরুদ্ধে সাহায্য করে।

এটার সমুদ্রিক কোস্টের মতই সুবিধা রয়েছে এবং যদি মলম হিসাবে ব্যবহৃত হয় এটি সাদা দাগ (ত্বকের অবস্থা), ফুসকুড়ি, দাগ, ক্ষত এবং আলসার থেকে মুক্তি দেয়। ওয়ার্স দিয়ে যখন কাপড় রং করা হয়, তা যৌন ইচ্ছাকে শক্তিশালী করে।

### ২. **ওয়াসমাহ (গাছ বিশেষ, নীল রং হয় )**

ওয়াসমাহ নীল নদের পাতার মতো এবং এটিও রয়েছে চুল কালো রঙ করতে ব্যবহৃত হয়। আমরা এবিষয়ে উল্লেখ করেছি।

"ي"

# ইয়াকটিন اليقطين نبات (লাউ)

ইয়াকতিন অর্থ লাউ বা কুমড়ো, যদিও

ইয়াকতিন শব্দটির অর্থ এই দুটির অধিক অর্থ বহন করে। আরবিতে ইয়াকতিন ঐসব গাছ বুঝায় যার কাণ্ড নেই, যেমন তরমুজ এবং শসা। আল্লাহ বলেছেন:

وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ(37:146)

" আমি তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদগত করলাম। " (37: 146)

যদি কেউ বলেন যে গাছ শব্দের অর্থ প্রত্যেকটি উদ্ভিদ যার একটি কান্ড আছে এবং যা নাই, নাজম বলা হয়, গাছ নয়। তাহলে আল্লাহ কেন বলেছেন,

... شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ..

"তার উপরে বেড়ে উঠতে লাউয়ের গাছ।" (৩:: ১৪৬)

আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিই,

'গাছ' এমন গাছের বর্ণনা দেয় যা সাধারণভাবে কান্ড থাকে। কখনও কখনও, এই শব্দটি নির্দিষ্ট কিছু বর্ণনা করার জন্য বলা হয়। [উদাহরণস্বরূপ ইয়াকতিন বর্ণনা করতে]।

কোথায় সাধারন অর্থে ব্যবহার আর কোথায় বিশেষ অর্থে, শব্দের এই ব্যবহার বোঝা আরবি ভাষা বোঝার বড় দরজা।

ইয়াকতিন কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে কুমড়োকে, যা ডাব্বা, কা'র এবং ইয়াকতিন নামেও পরিচিত।

সহিহায়নে আনাস বিন মালিক(রা) বর্ণনা করেছেন, এক দরজী একবার আল্লাহর

রাসূলকে(স) খেতে দাওয়াত দিলেন

যা সে তৈরি করেছে। আনাস(রা) তাঁর সাথে গেলেন। দরজী কিছু যব থেকে তৈরি রুটি এবং কিছু স্যুপ যা দুব্বা ছিল এবং শুকনো মাংস আনল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাত্রের কিনারার চারপাশে দুব্বার অনুসরণ করতে দেখেছি, যা সেদিন থেকেই আমাকে দুব্বাকে ভালবাসতে শিখেছি। "

আবু তালুত (র) বলেছেন, আমি আনাসের বিন মালিক(রা) কাছে উপস্থিত হলাম যখন তিনি দুব্বা খাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন [ইয়াকতিন গাছের কথা উল্লেখ করে] তুমি এমন একটি গাছ যা আমার কাছে প্রিয় কারণ আল্লাহর রাসূল (স) খেতে পছন্দ করতেন।"

ইয়াকতিন হ'ল এক ধরণের ঠাণ্ডা এবং ভেজা গাছ এবং একটি হালকা খাবার যা সহজে হজম হয় । যদি এটা নষ্ট না হয় সম্পূর্ণরূপে হজমের আগে , এটি পেটে তৈরী করে একটি ভাল মিশ্রণ, বিশেষত যখন কেউ এর সাথে একই জাতীয় বা সামঞ্জস্যপূর্ণ খাবার খায়। উদাহরণ স্বরূপ, সরিষা এবং কুমড়োর মিশ্রণ তিক্ত স্বাদ তৈরি করে। এটি লবণ দিয়ে খাওয়ার সময় এটি নোনতা করে এবং কঠিন পদার্থ সাথে এটি কোষ্ঠকাঠিন্য করে তোলে। কখন

সাফারজাল (নাসপাতি) দিয়ে রান্না করলে, এটি শরীরের জন্য ভাল পুষ্টি সরবরাহ করে। কুমড়া পেটে হালকা, বিশেষত তাদের জন্য যারা কফ বা ঠান্ডায় ভোগেন না। আদ্রতা যা এতে আছে

তৃষ্ণা নিবারনে সহায়তা করে ।

মাথাব্যথা দূর করে যদি কেউ তার নির্যাস পান করে বা তা দিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলে।

লাউ পেটকে প্রশান্ত করে যেকেউ এটা ব্যবহার করে এবং যারা গরম মেজাজের তাদের জন্য খুব উপকারী।

ইয়াকতিনের ময়দা সাথে মিশালে এবং চুল্লিতে রান্না এবং তার নির্যাস হালকা পানীয়ের সাথে মিশ্রিত করলে শরীরের জ্বর ঠান্ডা করে, তৃষ্ণা নিবারন করে এবং উত্তম ও পুষ্টি কর খাবার হয়।

নাসপাতি এবং মান্নার সাথে মিশ্রিত করলে এটি পিত্ত দূর করে।

কুমড়ো সিদ্ধ হয়ে গেলে এবং এর রস কিছু মধু এবং নাট্রনের(লবন বিশেষ) সাথে মিশ্রিত করা হয় এটি কফ ও এসিড সৃষ্টি করবে।

যদি লাউ পিষা হয় এবং তারপরে মাথায় ব্যান্ডেজ করা হয়, এটির সাহায্যে এটি মাথার গরম ফোলা সহজ করতে সহায়তা করবে।

যখন লাউয়ের চামড়া পেষণ করা হয় এবং নিষ্কাশন গোলাপ তেল মিশ্রিত করে কানের ড্রপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, এটি সাহায্য করবে গরম টিউমারের বিরুদ্ধে। এছাড়াও , এটির চামড়া গরম চোখের সংক্রমণ এবং বাতের বিরুদ্ধে সাহায্য করে।

এছাড়াও, লাউ যাদের খুব গরম মেজাজ আছে এবং জ্বরে ভুগছেন তাদের জন্য খুব উপকারী।

যখন লাউ পেটে কিছু নষ্ট মিশ্রণ পায় এটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায় এবং ক্ষতিকর মিশ্রণ তৈরী করে। . এই ক্ষেত্রে, ভিনেগার এবং টক পদার্থ দিয়ে চিকিৎসা করা উচিত।

সাধারণভাবে, লাউ সবচেয়ে হালকা খাবার এবং

সবচেয়ে সহজে হজম হয়। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (স) এটি খাওয়া পছন্দ করতেন।

# উপসংহার

**[সম্পাদকের মন্তব্য: এ অধ্যায়ের কিছু উপদেশ কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিতে নয়। শুধু মাত্র বহুল প্রচলিত স্বাস্থ্য বিধি যা লেখকের সমকালে প্রচলিত ছিল। কিছু কিছু স্পষ্টতই পাঠকের কাছে কুসংস্কার হিসাবে ধরা দিবে।**

**সুতরাং পাঠকে সচেতন থাকতে হবে, যা শুধু মাত্র কোরআন ও.সুন্নাহয় প্রমাণিত তাতে শুধু নির্ভরশীল হতে হবে।]**

আমি ভেবেছিলাম যে এই অধ্যায়টি শেষ করব

প্রতিরোধমূলক বিষয়ে একটি সাধারণ পরামর্শ দিয়ে বইয়ের উপকার সম্পূর্ণ করার জন্য।

এই অধ্যায় ইবনে মাসআওয়াহ তাঁর বই 'আল-মাহাখির' তাঁর বইয়ে সংযুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন,

"যে ৪০দিন পেঁয়াজ খায়, তার মুখমন্ডল দাগে পূর্ণ হয়, যার জন্য তার নিজেকেই দায়ী করতে হয়।

যারা মিতব্যয়ের জন্য লবনাক্ত খায়, তাদের যদি খোসপাচড়া বা মাথাঘুড়া রোগ হয় , সে জন্য নিজ দায়ী।

যারা শূধূ মাছ ও ডিম খায় তাদের যদি তাদের পঙ্গুত্ব বা পক্ষাঘাত হয়, তা তার জন্য। "

পেট ভরা [খাবার] খেয়ে গোসল করলে যাঁরা হিমিপ্লেজিয়ার আক্রান্ত হন তা কেবল তাদের দোষে।

যারা দুধ এবং মাছ কেবল খায়, তারা যদি কুষ্ঠরোগ, বাত বা গাউট দেখা দেয়, তবে তাদেরই দোষ দিতে হবে।

* যে ব্যক্তি দুধ এবং মদ মিশ্রিত করে এবং তারপর আক্রান্ত হয় বাত বা গাউটে তা কেবল তার দোষে।

যার স্বপ্নদোষের পরে গোসল করে না স্ত্রীর সাথে সহবাস না করা অবধি এবং তারপরে যদি তার স্ত্রীর একটি প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্ম দেয়, কেবল নিজেকে দোষ দিতে হবে।

* যে ঠাণ্ডা, সিদ্ধ ডিম খায় এবং তারপরে হাঁপানিতে আক্রান্ত হয় তা তার নিজের জন্য। ।

* যার সহবাস হয় কিন্তু অপেক্ষা করেনি

যতক্ষণ না সে বীর্যপাত হয় এবং তারপরে মুত্রথলির পাথর হয় তা তার নীজের দোষে।

যে রাতে আয়নায় দেখে তারপরে ফেসিয়াল পক্ষাঘাত বা অন্য কোনও রোগে আক্রান্ত হয় তবে শুধুমাত্র নিজেকে দোষারোপ করা যাবে। "

এছাড়াও ইবনে বুখতায়শু বলেছেন, "সাবধান! ডিম এবং মাছ একসাথে খাবে না কারণ

কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ্বরোগ এবং দাঁত ব্যথা করে।

- এছাড়াও,অতিরিক্ত ডিম খাওয়ার ফলে মুখে দাগ পড়ে যায়। লবণযুক্ত খাবার এবং লবণযুক্ত মাছ খাওয়া এবং ভেনেসেকশন করা ( শিরা কাটা ) গোসল করার পর মাথা ঘুড়া এবং খোচ পাচড়া করে। নিয়মিত ছাগলের কিডনি খাওয়া প্রোস্টেটকে শুক্রানু মুক্ত করে।
- নরম মাংসের মাছ খাওয়ার পরে ঠান্ডা গোসল করলে মুখের পক্ষাঘাতের কারন হয়।
- ঋতুস্রাবের সাথে সহবাস করায় কুষ্ঠরোগ হয় এবং যৌন মিলনের পর গোসল না করলে পাথর হয়। অবশেষে, ব্যয়
- প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার সময় খুব বেশি সময় নিলে গুরুতর অসুস্থতা দেখা দেয়। "

হিপোক্রেটিস বলেছেন, "ক্ষতিকারক কম জিনিষ উপকারী বেশী জিনিষের চেয়ে অনেক ভাল।" তিনি আরও বলেছেন, "অগ্রাধিকার দিয়ে ভাল স্বাস্থ্য সংরক্ষণ কর ক্লান্তিকর পরিশ্রম দিয়ে, অলসতা এবং খাবার এবং পানীয়তে মত্ত থাকার পরিবর্তে। "

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, "যে সুস্থ থাকতে চায়, তাকে ভাল খাবার খেতে হবে , পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতে হবে এবং খাওয়ার সময় বিশুদ্ধতা, তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পান ও বিরত থাকতে হবে অতিরিক্ত পরিমাণে পানি পান থেকে আর মধ্যাহ্নভোজ পরে বিশ্রাম নিতে হবে।

- এছাড়াও, তাকে রাতের খাবারের পরে হাঁটা এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার পূর্বে ঘুম এড়ানো উচিত, এবং ভরাট পেটে খাওয়ার পরে গোসল না করা উচিত।
- গ্রীষ্মকালে একবার গোসল করা শীত কালে দশ বারের চেয়ে ভাল।
- রাতে শুকনো পাতলা ফলার মাংস খাওয়া মৃত্যুকে আছে আনতে সহায়তা করে।
- বুড়ো মহিলাদের সাথে যৌন মিলন বার্ধক্য কাছাকাছি আনে এবং স্বাস্থ্যকর শরীর অসুস্থ করে। " – এগুলি কথাগুলি আলীর (রা) উপর মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিল। তবে, কিছু কথা বিখ্যাত আরব ডাক্তার আল-হারিথ বিন কালাদাহের।

আল-হারিথ বলেছেন, "যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু চায়,

যদিও চিরকাল বাঁচা সম্ভব নয়, তার মধ্যাহ্নভোজ এবং রাতের খাবার প্রথম দিকে করা, হালকা পোশাক পরা এবং অতিরিক্ত যৌনকর্ম থেকে বিরত থাকা উচিত।“

তিনি আরও বলেছেন,” চারটি জিনিষ শরীর দুর্বল করে দেয়:

- যৌন কর্ম করা যখন কেউ ক্ষুধার্ত হয়।
- পেট পূর্ণ করে গোসল
- শুকনো মাংস খাওয়া এবং
- যৌনমিলন করা বৃদ্ধ মহিলার সাথে "

আল -হারিথ যখন মারা যাচ্ছিলেন, কিছু লোক সেখানে গিয়েছিল তাকে দেখতে এবং বলল, "আমাদের একটি পরামর্শ দিন যা আমরা পরে ব্যবহার করতে পারি। "তিনি বললেন,"

- কেবল যুবতী স্ত্রীলোকদেরই বিয়ে কর, পাকা ফল খাওযযখন ঋতু আসে।
- ওষুধ নেওয়া থেকে বিরত থাক যখন অসুস্থতা সহ্য করতে পার।

- মাসে একবার বমি করে তোমার পেট পরিষ্কার কর। যাতে কফ এবং পিত্ত বের হয় এবং মাংস বাড়তে দেও।
- যখন তোমরা মধ্যাহ্নভোজ কর , পরে এক ঘন্টা শুয়ে থাক এবং
- যখন রাতের খাবার খাও, কমপক্ষে চল্লিশ ধাপ হাঁট।

একজন রাজা একবার তাঁর ডাক্তারকে বলেছিলেন, "আপনি চিরকাল আমার সাথে নাও থাকতে পারেন, তাই আমাকে একটি প্রেসক্রিপশন দিন যা আপনার পরে ব্যবহার করতে পারি।" তিনি বলেছিলেন,

- "কেবলমাত্র যুবতীদের বিয়ে করুন।
- তাজা মাংস খান এবং
- অসুস্থ হলে ওষুধ খান।
- পাকা ফল মৌসুমে এবং ভাল করে খাবার চিবিয়ে খান।
- দিনের বেলা যদি খান তবে শুয়ে থাকলে কোনও ক্ষতি হয় না।
- আপনি যদি রাতে খান তবে পঞ্চাশ ধাপ না হাঁটা পর্যন্ত ঘুমোবেন না।
- ক্ষুধার্ত হলে খাবেন।
- জোর করে যৌনকর্ম করবেন না। বা প্রস্রাব করা থেকে বিরত থাকবেন না ।
- শীতলতা উষ্ণতা দূর করুন কারণ এটি ক্লান্তি এনে দেয়।
- খাবার খাবেন না যখন পেটে খাবার রয়েছে, বা তা খাবেন না যা দাঁতে চিবানো যায় না, কারণ আপনার পেট খাদ্য হজমে সক্ষম হবে না।
- পেট পরিষ্কার করার জন্য সপ্তাহে একবার বমি করার চেষ্টা করুন।
- আপনার শরীরে রক্ত অতি মূল্যবান ধন তাই, প্রয়োজন ছাড়া সিংগা লাগাবেন না।
- পরিশেষে, গোসল করুন,কারণ এটি ঔষধ আপনাকে মুক্তি দিতে পারে না তা দেয়। “

এছাড়াও ইমাম শাফঈ(র) বলেছেন,

- "চারটি বিষয় শরীরে শক্তি নিয়ে আসে:

গোশত খাওয়া, সুগন্ধির গন্ধ পাওয়া, গোসল করা যৌন মিলন না করে এবং কিতান ( লিনেন কাপর ) পরা।

- চারটি বিষয় শরীরকে দুর্বল করে:

অতিরিক্ত যৌন মিলন, হতাশা,বার বার পানি পান করা পেট খালি থাকা অবস্থায়, অত্যধিক টক জাতীয় খাবার গ্রহণ করা।

- চারটি বিষয় দৃষ্টিশক্তি জোরদার করে :

কা'বার পাশে বসা, ঘুমানোর আগে সূরমা ব্যবহার করা, সবুজ জিনিস দেখা এবং [বাড়িতে] বসার জায়গা পরিষ্কার করা।

- চারটি জিনিষ দৃষ্টিশক্তি দুর্বল করে:

ময়লা, ক্রুশে দেওয়া ব্যক্তিদের, মহিলার যোনির দিকে তাকানো, কা’বাকে পিছনে রেখে বসা।

- চারটি বিষয় যৌন শক্তি বাড়ায়:

পাখি-মাংস খাওয়া, বিশাল ইট্রিফল (একটি কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য অনারবি ওষুধ), পেস্তা এবং কার্বো।

- চারটি বিষয় মন শক্ত তীক্ষ্ণ করে :

অহেতুক বক্তব্য এড়ানো, মিসওয়াক ব্যবহার করা এবং ধার্মিক লোকদের এবং জ্ঞানীদের সাথে বসা।

প্লেটো বলেছেন, "পাঁচটি বিষয় শক্তি হ্রাস করে এবং মৃত্যুর দিকে নিয়ে যেতে পারে:

* দুর্বলতা, প্রিয়জনদের পিছনে ফেলা, ক্রোধ,

ভাল পরামর্শ বাদ দেওয়া এবং চালাক ব্যক্তিদের অজ্ঞ লোকদের দ্বারা প্রতারণার শিকার হওয়া।

আল-মা'মুনের ডাক্তার বলেন, পাঁচটি ধরে সংরক্ষণ কর কখনও মৃত্যু ব্যতীত কোনও রোগ হবে না;

- আপনার পেটে যখন খাবার রয়েছে তারপরও খাবার খাবেন না।
- এমন এক ধরণের খাবার খাবেন না যা আপনার দাঁত চিবোতে পারে না কারণ তখন পেট এটি হজম করতে সক্ষম হবে না। অতিরিক্ত যৌনতা থেকে বিরত থাকুন কারণ এটি জীবনকে ছোট করে।
- কোনও বৃদ্ধ মহিলার সাথে যৌন মিলন করবেন না কারণ এটি হঠাৎ মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।
- প্রয়োজনীয়তা ছাড়া সিংগা লাগাবেন না। এবংযগ্রীষ্মের সময় বমি করুন"।

হিপোক্রেটিস আরও বলেছেন,

* "অতিরিক্ত সমস্ত কিছু অপ্রাকৃত।"

গ্যালিনাসকে একবার বলা হয়েছিল:

* "আপনি কেন প্রায়শই অসুস্থ হন না?" তিনি বললেন, আমি দুই ধরণের প্রতিকূল খাবার মিশ্রিত করিনা, ক্ষুধার্ত না হয়ে খাই না, না আমার পেটে এমন খাবার রাখি যা বিরক্তিকর।

* চার বিষয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় করা অসুস্থতার কারণ:

কথা বলা, যৌনতা , ঘুম এবং খাওয়ার অভ্যাস।

* অতিরিক্ত কথাবার্তা মনকে দুর্বল করে এবং তাড়াতাড়ি বার্ধক্য আনে।

* অতিরিক্ত ঘুম মুখ হলুদ করে দেয়, অন্ধ করে দেয় হৃদয়, চোখ জ্বালা করে, কাজ করতে অলস করে তোলে এবং শরীরে অতিরিক্ত আর্দ্রতা সৃষ্টি করে।

* অতিরিক্ত খাওয়ার অভ্যাস পেটের প্রবেশ পথ নষ্ট করে দেয়, শরীর দুর্বল, ঘন পেট ফাঁপা এবং কঠিন অসুস্থতা করে।

* অতিরিক্ত সহবাস করা শক্তি ক্ষয় করে, শরীরকে দুর্বল করে, শুকিয়ে যায় শরীরে আর্দ্রতা, প্রতিকূলভাবে শিথিল করে স্নায়ু, বিভিন্ন বদ্ধতার কারণ এবং ক্ষতি করে পুরো শরীরের , বিশেষত মস্তিষ্ক কারণ এটির উপর মানসিক প্রভাব ফেলে। মস্তিষ্কে দুর্বলতা করে, যা আত্মাকে দুর্বল করবে, অন্যান্য অঙ্গের চেয়েও বেশী।

* সেক্স করার সবচেয়ে ভাল সময়টি যখন বৈধ সঙ্গী (স্ত্রী) এর প্রতি প্রবল ইচ্ছা যে সুন্দরী, বিশেষত যখন স্ত্রী যুবতী,প্রস্তুত এবং উত্তেজিত। এছাড়াও, মাঝে মধ্যে বৈধ যৌনতা এটিকে আরও আকাঙ্ক্ষিত করে তোলে, বিশেষত যখন কারও কোনও উদ্বেগ নেই এবং তারা ব্যবহার করে না এটি অত্যধিকভাবে। এছাড়ার, বৈধ যৌনতা সেরা যখন কেউ ভরা পেটের না বা ক্ষুধার্ত নয়, শারীরিক ক্রিয়াকলাপ পরে নয় এবং না অত্যন্ত গরম সময় বা ঠান্ডা আবহাওয়া।

এই দশটি বিষয় যা আমরা উল্লেখ করেছি, যৌন ইচ্ছা সবচেয়ে উপকারী হবে। অন্যথায়, যদি এর কিছু বিষয়গুলি উপেক্ষা করা হয়, ক্ষতি হতে পারে, বিষয়গুলির গুরুত্ব অনুসারে যেটা উপেক্ষা করা হয়েছিল। যদি এই দশটি বিষয়ের কেউ সব কয়টির যত্ন না নেয়, তিনি সংক্ষিপ্ত জীবন কালের সম্মুখীন হবেন।

* অতিরিক্ত খাবার স্বাস্থ্যকরদের পক্ষে

বিপজ্জনক যেমন অসুস্থ ব্যক্তির অতিরিক্ত খাওয়ার অভ্যাস।

গ্যালিনাস তার কয়েকজন সঙ্গীকে বলেছিল,

"তিনটি বিষয়ে সতর্ক থাক এবং চারটি বিষয় সন্ধান কর, তোমার কোনও ডাক্তার লাগবে না।

- ধুলো, ধোঁয়া এবং দুর্গন্ধ থেকে দূরে থাক। সন্ধান কর পুষ্টিকর খাবার, ভাল সুগন্ধ (বা অ্যারোমা), মিষ্টি এবং গোসল কর। ভরাট পেটে না খাওয়া, না আচার বাখারুজ (একটি উদ্ভিদ) এবং তুলসী, এবং না রাতে আখরোট খাওয়া। যার ঠাণ্ডা ধরেছেযতার পিঠে ঘুমানো উচিত নয় বা উচিত নয় হতাশ ব্যক্তি টক জাতীয় খাবার খাওয়া।
- যার যার রগ কাটা ছিল (শিরা কাটা),

দ্রুত হাঁটা উচিত নয় এটি মৃত্যু কারণ

হতে পারে।

- যাদের চোখে ব্যথা রয়েছে তাদের উচিত নয় বমি করা।
- গ্রীষ্মের সময় খুব বেশি মাংস খাবেন না,
- যে জ্বরে ভুগছে সে যেন না রোদে ঘুমায়। পুরানো, বীজযুক্ত বেগুন খাবেন না।

- যারা শীতকালে প্রতিদিন এক কাপ গরম পানি পান করেন, অসুস্থতা থেকে নিজেদের বাঁচায়।

- যারা ডালিম ছাল দিয়ে তাদের দেহ ঘষে

গোসল করার সময় তাদের খোসপাচড়া ধরবে না বা চর্ম রোগ হবে না।

* যে পাঁচটি আইরিস ফুল খায় গ্রীক ম্যাস্টিক, রো অ্যালোস এবং কস্তুরী সহ, অটল থাকবে তার পেটের শক্তি এবং স্বাস্থ্য তার বাকি জীবন।

* তরমুজের বীজ চিনি দিয়ে খেলে পরিষ্কার হবে পাথর থেকে পেট হয় এবং প্রস্রাব করার সময় জ্বালাপোড়া প্রতিরোধ করবে ।"

**চারটি বিষয় শরীরে মৃত্যু ডেকে আনে:**

* হতাশা, দুঃখ, ক্ষুধা এবং রাতে দাঁড়িয়ে থাকা

**চারটি বিষয় আনন্দ নিয়ে আসে:**

* সবুজ দৃশ্য, প্রবাহিত জল, প্রিয়জন ও ফুলের দিকে তাকানো।

**চারটি বিষয় দৃষ্টিশক্তিতে অন্ধকার নিয়েআসে**

:

- খালি পায়ে হাঁটা, সকালে এবং দুপুরে ঘৃণিত মুখ দেখা বা শত্রুকে দেখা,অতিরিক্ত কান্নাকাটি এবং জন্য পাতলা রেখার দিকে তাকান দীর্ঘ সময়কাল।

**চারটি বিষয় শরীরে শক্তি নিয়ে আসে:**

* নরম জামা পড়া , মাঝারিভাবে গোসল করা,

মিষ্টি এবং পুষ্টিকর খাবার এবং ভাল সুগন্ধি

নেওয়া

**চারটি বিষয় মুখকে শক্ত করে এবং তার যৌবনের চিহ্ন এবং স্বাস্থ্য নষ্ট করে। :**

* মিথ্যা, অভদ্রতা, অনেক বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা জ্ঞান ছাড়া [বা প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে] এবং পাপ।

**চারটি বিষয় মুখের তারুণ্যকে বাড়িয়ে তোলে:**

* শৌখিনতা, বিশ্বস্ততা, উদারতা এবং আল্লাহর ভয়।

**চারটি বিষয় রাগ এবং ঘৃণা নিয়ে আসে :**

* অহংকার, হিংসা, মিথ্যা কথা বলা এবং দুর্নাম ছড়ান।

**চারটি জিনিষ জীবিকা আনে :**

* রাতে প্রার্থনায় দাঁড়িয়ে থাকা , প্রায়শই রাতে ক্ষমা [আল্লাহর]সন্ধান করা, দান করা এবং সকালে সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করা।

**চারটি বিষয় জীবিকা রোধ করে:**

* সকালে ঘুমানো, প্রায়শই নামায না পড়া,

অলসতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা।

**চারটি বিষয় ক্ষতিগ্রস্থ করে মন এবং বুদ্ধি:**

* অতিরিক্ত পরিমাণে টক জাতীয় খাবার এবং ফল খাওয়া, ঘুমান পিছনে উপর , হতাশা এবং দু:খ।

**চার বিষয় বুদ্ধি এবং মনকে শক্তিশালী করে:**

* যখন হৃদয় ব্যস্ত থাকে না [বা উদ্বিগ্ন],পরিমিত পরিমাণে খাবার এবং পানীয় গ্রহণ,মিষ্টি এবং পুষ্টিকর ভাল খাবারের সমন্বয়ে উপর ডায়েটিং এবং দেহের ক্ষতিকারক পদার্থ থেকে মুক্তি পাওয়া।

**কিছু বিষয় রয়েছে যা মনের ক্ষতি করে:**

* অতিরিক্ত পরিমাণে পেঁয়াজ, মটরশুটি, জলপাই এবং বেগুন খাওয়া , খুব বেশি যৌনমিলন করা, একাকীত্ব,

উদ্বেগজনক, নেশা, অতিরিক্ত হাসি এবং

হতাশা।

কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেছিলেন, “আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তিনবার এবং তিনটি বিষয় ব্যতীত এর জন্য কোনও কারণ খুঁজে পাইনি:

* আমি একদিন খুব বেশি বেগুন খেয়েছি। অন্যদিন জলপাই এবং মটরশুটি তৃতীয় দিন।'

আমরা ঔষধি বিজ্ঞান থেকে বিভিন্ন উপকারী মৌলিক বিষয় উল্লেখ করেছি যা কেউ খুঁজে পেতে সক্ষম নাও হতে পারে এই বইটিতে। এ ছাড়াও আমরা অতিরিক্তভাবে এটিও নিশ্চিত করেছি।

ধর্ম এবং ঔষধি বিজ্ঞান একে অপরের কাছাকাছি। আমরা এ ছাড়াও বলেছি যে নবী ঔষধের সাথে চিকিৎসকদের ওষুধের তুলনা করা উচিত নয়।

যেমন চিকিৎসকদের ওষুধের সাথে তুলনা করা যায় না লোকজ ঔষধের।

এই বিষয়টি গভীর এবং আরও গুরুতর

ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিন্তু আমরা যা উল্লেখ করেছি তা যথেষ্ট পাঠকের গুরুত্ব স্বীকার করতে। যাদের আল্লাহ দান করেন নাই এই জাতীয় বিষয়গুলিতে বোধগম্যতার তাদের জানা উচিত , যে ক্ষমতা, যা শক্তিশালী খোদায়ী হস্তক্ষেপ এবং জ্ঞান দ্বারা সমর্থিত, শক্তি শালী মন এবং সুস্পষ্ট বোধগম্যতা যা আল্লাহ প্রদত্ত, নবীগণকে দেওয়া হয়েছে এর সাথে অন্য সকলকে এবিষয়ে যা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যের পার্থক্য।

কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন, " হযরত (স) এর ওষুধের, নিরাময় এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিষয়টি নিয়ে নির্দেশণা দেওয়ার কি আছে ?”

এপ্রশ্নটি এ সকল মানুষের বোঝার অভাবকে প্রকাশ করে, কারণ এই বিষয় এবং অন্যান্য অনেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যা প্রেরণ করা হয়েছিল এবং যা আমাদের কাছে তিনি বর্ণনা করেছেন ও নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে সঠিক বুঝ এবং জ্ঞান এমন এক অনুগ্রহ যা আল্লাহ তা'আলা দান করেন তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা।

আমরা কুরআনে ওষুধের তিনটি মূল বুনিয়াদি নীতি ব্যাখ্যা করেছি। কেউ কিভাবে অস্বীকার করতে পারেন যে, যিনি তাঁকে সঠিক ধর্মের সাথে প্রেরণ করেছিলেন তাঁর ধর্ম এবং পরবর্তী জীবনের জন্য তাতে যা শরীরের সংরক্ষণ করে তা থাকবে না ? কেউ কিভাবে অস্বীকার করতে পারে ধর্ম আমাদের ঠিক সুস্থ থাকার সর্বোত্তম পদ্ধতির দিকে পরিচালিত করবে না? ঠিক যে রকম হৃদয় সংরক্ষণের সর্বোত্তম পদ্ধতির দিকে নির্দেশ দেয় এবং তা আক্রমণ করতে পারে এমন অসুস্থতা রোধের পদ্ধতি নির্দেশ করব না ? এই নিরাময়গুলি [যা ধর্ম ধারণ করে] সাধারণ ভাবে উল্লেখ করা হয় এবং নির্দিষ্ট দিকগুলি সঠিক মনের এবং খাঁটি অন্তর বিশিষ্ট লোকদের অনুসন্ধান ও কার্যকর করার জন্য রাখা হয়েছে যেমন ফিকহের বিষয়াদি সম্পর্কে করা হয়। তাদের মধত হইও না যারা কোন কিছু অস্বীকার করে কেবল একারণে যে তাদের এর কোন জ্ঞান নেই।

বান্দা যখন যথেষ্ট পরিমাণে অভিজ্ঞ হয় আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসুলের (স) সুন্নাহ এর সাথে কুরআন ও. সুন্নাহতে , তিনি এ উৎসগুলির উপর নির্ভর করবেন এবং অন্য কিছুর প্রয়োজন হবে না। এছাড়াও, তিনি এ উৎসথেকে সমস্ত ধরণের ভাল জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

সব ধরণের জ্ঞান নির্ভর করে আল্লাহকে জানা

, তাঁর আদেশ এবং সৃষ্টিকে বোঝা। আল্লাহর রাসূল(স) আমাদের একমাত্র উৎস যা থেকে আমরা এগুলি অর্জন করতে পারি, কারণ তার আল্লাহ, তাঁর আদেশ ও সৃষ্টির সেরা জ্ঞান বর্তমান।

এই কারণেই নবীদের অনুসরণকারীদের দ্বারা প্রদত্ত প্রতিকারগুলি অন্য. সবার প্রতিকারের চেয়ে আরও ভাল

এবং দক্ষ। এছাড়াও, প্রতিকারগুলি যা শ্রেষ্ঠ নবী এবং নবীগণের সর্দার ,মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ (স) এর অনুসারীরা দেন তা সেরা, যথেষ্ট এবং উপকারী প্রতিকার।

কেবলমাত্র যাদের সত্যিকারের জ্ঞান আছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের তারা নবীদের দেওয়া ঔষধের পার্থক্য জানতে পারেন। নবীগণ হলেন সর্বোত্তম মাণের মনের , শুদ্ধতম উপায় এবং গভীর জ্ঞানের অধিকারী । তারা সৃষ্টির মধ্যে সত্যের নিকটতম। তারা মানবজাতির সেরা, আল্লাহ পছন্দ করেছেন ঠিক যেমন রাসূল মুহাম্মদ ( স) সমস্ত রসূলের মধ্যে উত্তম। যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও এবং সহনশীলতা আল্লাহ নবী-রাসূলগণকে দান করেছেন তা তাদেরকে এমন একটি স্থানে রাখে যা তুলনা করা যায় না। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন
আল্লাহর রাসূল বলেছেন:

أنتم تُوَفّون سبعين أمّةً ; انتم خيرها وأكرمها على الله (الترمذي :3001)

"তোমরা ( মানবজাতি ) সত্তর জাতি ( বা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় ); তোমরা ( মুসলিম ) সেরা এবং সর্বাধিক সম্মানিত তাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে।"
এই সম্মান যে আল্লাহ মুসলমানদেরকে দান করেছেন তা তাদের জ্ঞান, মন, বুদ্ধিতে এবং প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বর্তমান । মুসলমানরা হ'ল অনুসন্ধানকারী অন্যান্য সমস্ত জাতির জ্ঞানের এবং তাদের অগ্রগতি এবং তাদের কাজ তারপরে এই জ্ঞান তাদের নিজস্ব জ্ঞানে যুক্ত করে, যে প্রজ্ঞা, সহনশীলতা ও জ্ঞান আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন।

এ কারণেই খ্রিস্টানরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তাদের নির্বিকারতা, বুদ্ধির অভাব এবং উদাসীনতার কারণে আর ইহুদিরা তাদের দুঃখ, শোক এবং যন্ত্রণা দ্বারা পিছিয়ে পড়েছে।
অন্যদিকে, মুসলমানদের যথাযথ মন, সাহস, বোঝাপড়া, আনন্দ, সুখ এবং যারা দুস্থ তাদের সাহায্য করার প্রবণত দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন।।
এমন কিছু গোপনীয় তথ্য এবং জিনিস রয়েছে যা কেবলমাত্র যাঁদের ভাল মন , তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর জ্ঞান এবং পরিচিত লোকদের. যা আছে[জ্ঞান, জ্ঞান, এবং অন্যান্য] তারাই সম্যক অবগত হতে পারে। আর সব সাফল্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।

...... **সমাপ্ত**.......

**الحمد لله رب العالمين**